আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ

(ষোড়শ খণ্ড)

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ

ষোড়শ খণ্ড

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

প্রকাশক :
শ্রীঅজিতকুমার ধর
সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস
পোঃ সৎসঙ্গ, দেওঘর (বিহার)

প্রথম প্রকাশ :
নববর্ষ ১৪০২

মুদ্রাকর :
কাশীনাথ পাল
প্রিণ্টিং সেণ্টার
১৮বি, ভুবন ধর লেন
কলিকাতা—৭০০ ০১২

Aryya-Pratimoksha, Vol. XVI
1st Edition
By Sri Sri Thakur Anukulchandra
April, 1995

ভূমিকা

সহস্রাংশু দিবাকর যেমন অকৃপণভাবে লোকালয়ে, পর্ব্বতে, কন্দরে তাঁর কিরণমালা বিতরণ করেন, পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রও তেমনি তাঁর সহস্র সহস্র বাণীর আলোকে আলোকিত ক'রে তুলেছেন জীবনের জানা-অজানা সব প্রান্তগুলিকে। মানুষের চিন্তার এমন কোন দিক নেই যা' তিনি স্পর্শ করেন নি। আবার, কেবল স্পর্শ করাই নয়, কিভাবে সবটা কল্যাণের পথে সুনিয়ন্ত্রিত ক'রে তোলা যায় তার পথনির্দ্দেশও দান করেছেন।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে বাণী দেবার উদ্দেশ্যে শ্রীশ্রীঠাকুর কোন বাণী দেন নি। প্রতিটি বাণীর পশ্চাৎপটেই আছে বিশেষ ধরনের সাড়া বা প্রেরণা। দেশবিদেশের নানা প্রকৃতির নানা স্তরের অজস্র মানুষ অসংখ্য সমস্যা নিয়ে এসে ভীড় করেছে তাঁর কাছে। তাদের সমস্যাগুলি সেই নির্ম্মল চৈতন্য-রূপ মহাসমুদ্রে যেমনতর আলোড়ন সৃষ্টি করেছে তারই প্রেরণাসঞ্জাত হ'য়ে নির্গত হয়েছে বাণীর আকারে এক একটি সমাধানী-সূত্র। আবার, শুধু প্রত্যক্ষ লোকসমাগমের মাধ্যমেই নয়, বিশ্ব-পরিস্থিতির প্রতিটি অপ্রত্যক্ষ সাড়াও তাঁর চিন্তাজগতে তরঙ্গ সৃষ্টি করেছে। তার পরিপ্রেক্ষিতেও বহু বাণী অবতীর্ণ হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বই বিশেষ পড়েন নি, কিন্তু পড়েছেন প্রকৃতি ও মানুষকে। এই পড়তে গিয়েই তিনি পর্য্যবেক্ষণ করেছেন মানুষের অন্তরে অজ্ঞতার অহঙ্কার, সন্তর্পণে প্রবৃত্তিসর্পের হিংস্র কুটিল আনাগোনা। দেখেছেন, এর কবলে প'ড়ে মানুষ কিভাবে বিপর্য্যস্ত ও বিধ্বস্ত হয়।

এই সবই শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণীর উৎস। দেওঘরে আগমনের পর এক একদিনে কোন্ বেলায় কতগুলি এবং কতরকমের সাড়ার সম্মুখীন তাঁকে হ'তে হয়েছে তারই বিশদ বিবরণ এই 'আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ' নামক মহাগ্রন্থ। তাই, ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে এ-গ্রন্থের অপরিহার্য্যতা চিরন্তন। শ্রীশ্রীঠাকুর স্বয়ং এই মহাগ্রন্থের নামকরণ করেছেন এবং পুস্তকস্থ ক্রম-অনুযায়ী প্রকাশ করতে আদেশ করেছেন। তদনুযায়ী তৎপ্রদত্ত এই বিপুলায়তন বাণীসম্ভার খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হ'য়ে চলেছে।

বর্ত্তমান পুস্তকটি এই পর্য্যায়ের ১৬শ খণ্ড। অন্যান্যগুলির ন্যায় এই খণ্ডও বিষয় ও ভাব-বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। ইষ্টকেন্দ্রিকতাতেই যে প্রকৃত শান্তি, সৌন্দর্য্য ও সাফল্যের বীজ নিহিত, সেকথা এই গ্রন্থে রকমারিভাবে বলা আছে। তা' ছাড়া, বিভিন্ন উপলক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুর-প্রদত্ত চারটি আশীর্ব্বাণী সন্নিবিষ্ট হয়েছে। 'আমাদের গন্তব্য হ'লো ঈশ্বরপ্রাপ্তি" (৬৫৪৪ নং) এবং 'ঋত্বিক-রীতি' (৬৩১৩ নং) নামক বিশেষ বাণী দুটিও বর্ত্তমান খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ৬৫১১ নং বাণীর পরে সন্নিবিষ্ট হয়েছে "আচমন ও শুদ্ধিমন্ত্র"। তাঁর আদেশেই এর কোন তারিখ ও সময় রাখা হয়নি। আর, ৬৫৩৬ নং বাণীর পরে আছে কর্ম্মীদের প্রতি শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দ্দেশাবলী। এ সবই, শ্রীশ্রীঠাকুরের পদতলে ব'সে মূল খাতায় যেভাবে লিখিত হয়েছে, অবিকল সেইভাবেই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হ'চ্ছে।

এর মধ্যে অনুলেখকের একটু ত্রুটি ঘ'টে যায়। স্রোতের মতন প্রদত্ত বাণী-রাজি পর পর অনুলিখনের কালে ৬৩৩০ নং-টি প্রমাদবশতঃ বাদ প'ড়ে যায়, ৬৩২৯-এর পর ৬৩৩১ লেখা হ'য়ে যায়। তাই, এ-গ্রন্থের বাণীসংখ্যা হওয়ার কথা ছিল ৪৬৯, সেই জায়গায় হবে ৪৬৮।

গ্রন্থের প্রথম ও শেষ বাণীর প্রদানকাল যথাক্রমে ২৩শে জুন, ১৯৫৪, সকাল ৮-৩০ মিনিট এবং ১৫ই জুন, ১৯৫৫, বেলা ১১-১০ মিনিট। এই মহাগ্রন্থের প্রেস্-কপি তৈরী করা, সূচী-প্রণয়ন ও অন্যান্য কাজে প্রথম থেকেই সহকর্ম্মীদের নিয়ে ব্যাপৃত আছেন শ্রীদেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

এ গ্রন্থ কেবলমাত্র শ্রীশ্রীঠাকুরের চিন্তাধারার ইতিহাসই নয়, তাঁর জীবনদর্শন যথাযথ পরিপ্রেক্ষিতে অবগত হওয়ার জন্য গবেষণার আকরগ্রন্থও বটে। গ্রন্থস্থ বিষয়সমূহের নিত্য অধ্যয়ন ও অনুধ্যান মানুষকে ভ্রান্তিমুক্ত দিব্য জীবনের অধিকারী ক'রে তুলুক, এই আমাদের প্রার্থনা পরমপিতার রাতুল চরণকমলে। বন্দে পুরুষোত্তমম্।

শ্রীঅশোক চক্রবর্ত্তী

সৎসঙ্গ, দেওঘর

দোল পূর্ণিমা, ১৪০১

আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ

সত্তার অন্তর্নিহিত অভিধায়িনী আবেগ
সক্রিয়তায়
প্রকৃতি ও পরিস্থিতির
বাধাবিপত্তিকে নিরোধ ক'রে
বা অতিক্রম ক'রে
পোষণীয় যা'-কিছু
তা'কে গ্রহণ ক'রে
উপাদান ও উপকরণের
অভাবনীয় অদৃষ্ট অনুনয়নায়
নিজেকে যথোপযুক্তভাবে
বিন্যাস করতঃ চ'লে
তা'রই উপযুক্ত পরিণামে
যে-মুহূর্ত্তে উপস্থিত হ'য়ে ওঠে—
ভালই হো'ক আর মন্দই হো'ক,
পরিবর্ত্তন হঠাৎ এসে
তেমনতরভাবেই অভিব্যক্তি লাভ করে,
এই হ'চ্ছে প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনের গোড়ার কথা। ৬২৩৬।
২৩।৬।১৯৫৪, সকাল ৮-৩০

তোমার জাতীয়ত্বই
যেখানে আভিজাত্যহারা,
বিশ্বজনীন হিতীবোধনাও সেখানে
বাস্তব চক্ষুষ্মান কতটুকু—
তা' সন্দেহের। ৬২৩৭।
২৩।৬।১৯৫৪, সকাল ৯-৫০

তুমি চাও প্রীতি-নিয়মনা,
সম্বর্দ্ধনী ভর্ৎসনা,

স্বস্তি-প্রসন্ন দণ্ড,
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ উদ্দীপনা,
শ্রেয়-নিষ্যন্দী অনুপ্রেরণা,
যোগ্যতার অনুশীলনী উদ্যম,
আর চাও—
পারস্পরিক ধৃতি-সম্বেদনী
পরিচর্য্যানিরত সংহতির
বোধোৎসারিণী সক্রিয় জীয়ন্ত মন্ত্র,
সঙ্গতির সার্থক অনুধায়িনী জীবন,
সত্তার অস্তিবৃদ্ধিদ ধৃতি নিয়মন,
আর, মরণ-নিরোধী অমৃত সন্ধান ;
তা' যেখানে
আপূরয়মাণ অনুধায়িনী আবেগ নিয়ে
বসবাস করছে—
তিনিই তোমার পরম বান্ধব,
তিনিই তোমার শ্রেয়-বরেণ্য—
প্রীতি-সন্দীপী পরম উৎস। ৬২৩৮।
২৩।৬।১৯৫৪, বিকাল ৫-২২

সুকেন্দ্রিক তৎপরতার সহিত
আধায়নী আগ্রহ নিয়ে
সমীচীন সন্ধিৎসায়
বিহিত অনুশীলনায়
যা' করবে,
হবেও তাই,
যোগ্যতাও বাড়বে তেমনি—
প্রাজ্ঞ পরিণতি নিয়ে। ৬২৩৯।
২৪।৬।১৯৫৪, বিকাল ৪-৩৭

আদর্শ ও উদ্দেশ্যের
অন্বিত সঙ্গতি যেখানে নেই—

অনুক্রিয় অনুবেদ্য অর্থনা নিয়ে,
বা উদ্দেশ্যের সমর্থনহারা
তথাকথিত নিরপেক্ষতার ভাঁওতাপূর্ণ
চলন যেখানে,
নিজেকে বাঁচিয়ে
অন্যের সহযোগিতায় বিরত হ'য়ে
বিশেষ প্রণোদনায় যা'রা চলে থাকে,
তা'দের জীবনে মিলন-সম্বেদনা
শ্লথই হ'য়ে থাকে—
তেল ও জলের সম্বন্ধের মত ;
মর্য্যাদা ও আত্মানুপোষণী অনুবেদনা নিয়ে
বাহ্যতঃ যা'র সঙ্গে মিল আছে বলে দেখায়,
তা'র স্বার্থকে অবদলিত ক'রে
নিজ স্বার্থ-পোষণ-প্রয়াসশীল হ'য়ে
অন্য কা'রও উপচয়ী হওয়ার আকাঙ্ক্ষায়
দিশেহারা দুর্ব্বুদ্ধিতে
অমনতর চলনে চলতে বাধ্য হয় তা'রা ;
এমনতর যা'রা,
তা'রা তোমার পক্ষে শুভপ্রসূ না হ'য়ে
শোষণ-সংক্ষোভী হওয়াই স্বাভাবিক,
সম্‌ঝে চল। ৬২৪০।
২৪।৬।১৯৫৪, বিকাল ৫-১০

তোমার বরেণ্য বা শ্রেয় যিনি,
এমনতর কাউকে
যদি আপনার ক'রে নিতে চাও,
তবে, সাত্ত্বিক ধৃতি-অনুগ
দক্ষ-নিয়মন-কুশল হ'য়ে
তাঁ'র আদর্শ ও চিত্তবৃত্তি-অনুগ হ'য়ে
তাঁ'র স্বার্থ ও মর্য্যাদাকে
নিজের স্বার্থ ও মর্য্যাদা ক'রে নিয়ে চলতে হবে,

আর, তাঁ'র জন্য
নিজের প্রবৃত্তি-অনুগ চাহিদাগুলিকে
মুখ্যতঃ ত্যাগ ক'রে
তঁদনুশ্রয়ী আপূরণী চলনে
তোমাকে চলতে হবে—
নিজের চাহিদাকে
প্রখর ক'রে না তুলে,
বরং তাঁ'র জন্য
সেগুলিকে যদি জলাঞ্জলি দিতে হয়,
তা'ও দিতে হবে ;
ফল কথা, সর্ব্বতোভাবে
তাঁ'র আদর্শ, জীবন ও স্বার্থের
অন্বিত সঙ্গতির শুভচলনায়
নিজে চ'লে
তাঁরই পোষণ-পূরণী পরিচর্য্যায়
নিজেকে নিরত ক'রে তুলতে হবে ;
সর্ব্বতোমুখীন অনুচলনে
এই চলনায় চ'লে
যতই তুমি তাঁ'র
শুভ-আপূরণী হ'য়ে উঠতে পারবে,
তিনিও তোমাকে সরাসরিভাবে
ততখানি আপনারই ক'রে নিতে থাকবেন ;
তুমি না ক'রে
তাঁ'র অনুচর্য্যায়
নিজেকে যতই
আপালিত বা আপূরিত করতে চাও,
তুমি ভার হ'য়ে উঠবে ততই তাঁ'র,
তোমার প্রবৃত্তি ও চাহিদাগুলিও
বিপরীত পথ নিয়ে
তাঁ'র স্বার্থ ও সম্বর্দ্ধনায়
সংঘাত সৃষ্টি করতে থাকবে,

ফলে, তিনিও তোমাকে
যতখানি এড়িয়ে থাকতে পারেন—
তা'র চেষ্টা করবেন,
যা' তোমার নিজের বেলাও
স্বাভাবিকভাবে হ'য়ে থাকে ;
তোমার প্রতি দয়াপরবশ হ'য়ে
তিনি যদি তা' নাও করেন,
তোমার সব অত্যাচার যদি
তিনি হাসিমুখে সহ্যও করেন,
তা'তে তোমার কোন লাভ নেই কো,
যদি তাঁর প্রতি অনুরক্ত হ'য়ে উঠে
তুমি নিজেকে না শোধরাও,
ঐ অমনতর চলনা
ঐ আপালনী ব্রত হ'তে
তোমাকে নিরস্তই ক'রে তুলতে থাকবে,
তুমি দূরেই স'রে যেতে থাকবে
তাঁ'র থেকে,
এক কথায়, তুমি তাঁ'র
আপনার হ'য়ে উঠতে পারবে না ;
যতই আপনার হ'য়ে উঠতে
না পারবে,
অন্তর তোমার ততই ফাঁকা হ'য়ে
চারিদিকের আবর্জ্জনায়
বাত্যাপীড়িত তৃণের মতন
ইতস্ততঃ ভূত হবার আকূতি নিয়ে
ক্ষোভ-বিদগ্ধ অন্তঃকরণে
কত কীই যে করতে থাকবে,
তা'র ইয়ত্তা নেই ;
তাই, যদি তৃপ্তিই চাও,—
সর্ব্বতোভাবে বরেণ্য যিনি
বা শ্রেয় যিনি তোমার,

খোলা অন্তঃকরণে
তদনুচর্য্যী আত্মনিয়মনে
পোষণ-পালন-নিরত হ'য়ে
তাঁকে নিতান্তই আপনার ক'রে নাও—
আধায়নী সম্বেগ নিয়ে,
সুখী হবে ;

শুধু শ্রেয় কেন,
যা'কেই তুমি আপনার ক'রে নিতে চাও,
সেখানেই তোমাকে
অল্প-বিস্তর অমনতর চলনায় চলতে হবে—
নিজেকে ও তা'কে আদর্শানুগ অনুনয়নে
চলৎশীল রেখে । ৬২৪১ ।
২৫।৬।১৯৫৪, সকাল ৮-৪০

শ্রদ্ধাসঞ্জাত টান
সুকেন্দ্রিক তৎপরতায়
যখনই সমাবিষ্ট হ'য়ে ওঠে,
সেই মুহূর্ত্ত থেকে
কেন্দ্রার্থই স্বার্থ হ'য়ে উঠতে থাকে,
মানুষ তখন
তদনুপচয়ী অনুক্রিয় চলনাকেই
নিজের স্বার্থ ব'লে মনে করে,
ঐ টানের প্রধান লক্ষণই হ'চ্ছে এই যে,
যে-কেন্দ্রে সে সমাবিষ্ট হ'য়ে উঠেছে—
শ্রদ্ধানত রাগদীপনা নিয়ে,
তন্নির্দ্দেশ-পরিপালন-প্রবণতা
তা'র ভেতরে স্বতঃই
উপ্‌চে উঠে থাকে,
সে তা' না ক'রেই
থাকতে পারে না,
আর, এমনতরভাবে কর্ম্মনিরত পরিচর্য্যার

ভিতর দিয়েই
সে সার্থক অন্বিত সঙ্গতিতে
নিজের ব্যক্তিত্বকে
বিনায়িত ক'রে তোলে;—
ভক্তির ভজনদীপনী চারিত্রিক বিকিরণ নিয়ে
তদনুগ ছান্দিক লাস্যে। ৬২৪২।
২৫।৬।১৯৫৪, বেলা ১১-১৬

শ্রদ্ধার চরিত্রগত লক্ষণই হ'চ্ছে
শ্রদ্ধেয়ের প্রতি
আপূরণী উল্লোল-অনুরাগ-সংযুক্ত
উপচয়ী সক্রিয়তা,
যা' অনুচর্য্যানিরত সেবাসন্দীপ্ত তৎপরতায়
উদ্যমদীপ্ত হ'য়ে ওঠে—
নির্দ্দেশ বা অনুশাসন-পালনী
আবেগ নিয়ে,
যা'র দরুন তৎ-সংশ্লিষ্ট
কোনপ্রকার কষ্টই
মানুষের অনুভবে আসে কমই ;
এমনতর করার প্রবৃত্তিকেই বলে
আধায়নী সম্বেগ। ৬২৪৩।
২৬।৬।১৯৫৪, বিকাল ৫-০০

প্রত্যয় যেখানে যেমন বাস্তব—
সুকেন্দ্রিক সার্থক সঙ্গতিশালিন্যে,
প্রতিপাদন-দ্যুতিও সেখানে
তেমনই সহজ—
উপযোগী অর্থনার সৌষ্ঠব-বিনায়নায়। ৬২৪৪।
২৬।৬।১৯৫৪, রাত ৭-২২

প্রত্যয় যেখানে প্রাঞ্জল,
প্রতিপাদনাও সেখানে
স্বতঃ-সন্দীপ্ত, উজ্জ্বল। ৬২৪৫।
২৬।৬।১৯৫৪, রাত ৯-৩৭

শোন,
শুনে অবহিত হও—
সতর্ক সন্ধিৎসা নিয়ে,
আর, উপযুক্ত সক্রিয়তার সহিত
নিজেকে প্রস্তুত ক'রে তোল—
অনুপাতিক নিয়মনায় ;
জান,
জেনে প্রত্যয় লাভ কর,
আর, যেখানে যেমনতর বিহিত হয়,
শুভ-সাত্ত্বিক অনুবেদনায় তা' কর,
এমনি ক'রেই পালন-পোষণ-আপূরণী তাৎপর্য্যে
নিজেকে দক্ষ ক'রে তোল—
কুশলকৌশলী তৎপরতায়। ৬২৪৬।
২৭।৬।১৯৫৪, সকাল ৯-৪৪

যে বাদ নিয়েই মাথা ঘামাতে চাও,
আর যেমনতরই করতে ইচ্ছা হয়,
কর—
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ শ্রেয়নিষ্ঠ
চ্যুতিহীন-সুকেন্দ্রিক,
সুক্রিয়, তৎপর, সার্থক সঙ্গতি-শালিন্যে ;
—সুকেন্দ্রিক হ'তে হবে এইজন্য,
যে, নচেৎ
কোন করারই কোন দাম হবে না,
সবই বিকেন্দ্রিক ছিন্নতা ও ছন্নতায়
অবলোপেই পর্য্যবসিত হবে,

বোধসত্তায় বিনায়িত হ'য়ে উঠবে না কিছুই
অর্থনার অন্বিত সঙ্গীতি নিয়ে ;
আর, স্মরণ যেন থাকে,
সব করাগুলিই যেন
অস্তিবৃদ্ধির পালনপোষণী হ'য়ে
তা'র আপূরণ-তৎপর হ'য়ে চলে—
সুপ্রজনন-প্রগতির অনুশাসনগুলিকে
পরিপালন ক'রে,
সত্তাপোষণী অনুশাসন-অনুধ্যায়ী স্বাচ্ছন্দ্যের
পরিপোষণায় ;
কারণ, জীবনের আদিম আকূতিই হ'চ্ছে
বেঁচে থাকা ও বেড়ে চলা,
আর, এই বেঁচে থাকা ও বেড়ে চলার
মূল ভিত্তি হ'চ্ছে জনন-প্রগতি ;
এই জনন-প্রগতিকে যদি
শুভ-সম্বুদ্ধ ক'রে না তোল—
শুভপ্রসূ অনুনয়নে,
তোমার ঐ অস্তিবৃদ্ধি
ক্লিন্নতায় অবশায়িত হ'য়ে চলবে ;
আর, এই বাঁচাবাড়ার আসল ভিত্তি—
যা' দিয়ে
তোমার জৈবী-সংস্থিতি সংগঠিত হয়,
তা'কে যদি অনুশাসন-বিনায়নায়
সুপ্রসূ ক'রে তুলতে না পার,
অর্থাৎ তোমার ঐ জৈবী-সংস্থিতির
মূল বনিয়াদকেই
যদি সুপ্রসূ ক'রে তুলতে না পার,
তবে ঠিক জেনো—
সব শুদ্ধ খাবি খেয়ে
ছন্নতায় আত্ম-বিলোপ করতে থাকবে । ৬২৪৭ ।
২৭।৬।১৯৫৪, বেলা ১০-৪০

যা'র যা'তে সমর্থন ও সহানুভূতি—
বাস্তব সক্রিয়তায়,
অন্তঃকরণও তা'র তেমনি,
আবার, প্রবণতা যা'র যেমনতর,
ব্যক্তিত্বও তা'র তেমনই প্রায়শঃ। ৬২৪৮।
২৮।৬।১৯৫৪, সকাল ৯-৩০

অন্যায়ের সমর্থন-সূচক বাক্-চালনাই
এঁড়ে-তার্কিকতা,
অন্যায্যতারই পৌরোহিত্য-স্বীকার। ৬২৪৯।
২৮।৬।১৯৫৪, সকাল ৯-৫৭

তুমি যা'তে যেমনতর সক্রিয় অনুকম্পাশীল,
উপচয়ী অনুচর্য্যা-নিরত,
সমর্থন ও সহানুভূতিশীল—বাস্তবে,
মর্য্যাদাও তোমাকে তেমনি
অভিনন্দিত ক'রে থাকে। ৬২৫০।
২৮।৬।১৯৫৪, বেলা ১০-৯

তর্পণী চলনে চল—
শ্রেয়নিষ্ঠ হ'য়ে,
তোমার চালচলন, আচার-ব্যবহার
যেন প্রত্যেকেরই
সম্ভ্রম-সন্দীপী তৃপ্তিপ্রদ হ'য়ে ওঠে ;
আর, এই যত নিখুঁতভাবে করতে পারবে,
প্রতিষ্ঠাও পাবে তেমনই ;
চরিত্রে তোমার
বিষাক্ত-সংক্রমণী-সংঘাত
যতই বসবাস করতে থাকবে,
আগুনের কণার মত জ্বলতে জ্বলতে
তা' তোমাকে তো

দাহ-দগ্ধ ক'রে তুলবেই,
আর, সে-দহন সংক্রামিত হ'য়ে
পরিবেশকেও জ্বলন-দিগ্ধ ক'রে তুলবে,
সেই জ্বালা আবার
প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি ক'রে
তোমাকে আরোতর জ্বলনে
দগ্ধ করতে থাকবে,
তাই, লোকচক্ষুতে
তুমি বিষাক্ত হ'য়ে উঠবে ;
আবার বলি—
সব দিক দিয়ে
সব রকমে
তর্পণী চলনে চল,
সুখী হবে তুমি,
সুখপ্রদ হ'য়ে উঠবে সবারই। ৬২৫১।
২৮।৬।১৯৫৪, সন্ধ্যা ৬-৪০

তুমি যা'কে পছন্দ কর না,
তা'র অনুচর্য্যাও
কমই ভাল লেগে থাকে তোমার—
বিশেষ বাধ্য-বাধকতা ছাড়া,
তাই তুমি
অনুচর্য্যী অনুকম্পা নিয়ে
যা'দের সেবা-তৎপর হ'য়ে উঠতে চাও,
প্রথমে সৎ-অভিনন্দনা নিয়ে
শুভ-অনুচর্য্যী অনুবেদনায়
তা'দের হৃদ্য হ'য়ে উঠতে হ'বে তোমাকে—
আচরণে, বাক্যে, ব্যবহারে,
উপচয়ী সুব্যবস্থ মিতি-চলনে,—
যা'তে তোমাকে পেয়ে
তা'রা তৃপ্ত হ'য়ে ওঠে,

হৃদ্য অনুপ্রাণন-আবেগে
পরিস্ফুরিত হ'য়ে ওঠে ;
তখন তোমার ঐ অনুচর্য্যা
সেবা-যজ্ঞে সার্থক হ'য়ে উঠে
তোমাকে মহিমা-সন্দীপ্ত ক'রে তুলবে ;
নয়তো, যাই কর না কেন,
গোড়ায় গলদ র'য়েই যাবে,
তা' জীবনীয় হ'য়ে উঠবে না কারও কাছে। ৬২৫২।
৩০।৬।১৯৫৪, সকাল ৯-৩৫

যে সমীচীনতা
বা ন্যায়ের কথা ব'লে
তুমি লোককে
তোমার সমর্থনে আনতে চাও,
তুমি আগে
ঐ সমীচীন সন্দীপনায়
বাস্তবে ন্যায্য হ'য়ে ওঠ
সবারই কাছে,
তোমার ঐ ন্যায্য নিয়মন-তৎপরতা
শুভ-প্রসাদ-মণ্ডিত হ'য়ে
সমীচীন সঙ্গতিতে
অনেককেই ন্যায্যতায় আকৃষ্ট ক'রে তুলবে,
আর, ঐ আকর্ষণই হবে
ন্যায়-পরায়ণতার অনুপ্রেরণা। ৬২৫৩।
৩০।৬।১৯৫৪, সকাল ৯-৩৮

যখনই দেখছ
প্রীতি সুকেন্দ্রিক ও সক্রিয় হ'য়েও
চরিত্রকে অনুরঞ্জিত ক'রে তুলতে পারছে না—
আগ্রহ-সম্বেগ-সন্দীপনায়,
বুঝে নিও—

ঐ প্রীতির মুখোসে
যে-উদ্দেশ্য নিহিত আছে,
তা' কিন্তু স্বার্থসন্ধিৎসু প্রত্যাশার
বা কাম-কামনার
বিচ্ছিন্ন পরিক্রমা-পরিচালিত,
তাই, ঐ প্রীতি
জীবনকে ছন্দায়িত ক'রে তুলতে পারছে না,
সুকেন্দ্রিক প্রীতির লক্ষণই হ'লো
চরিত্রানুরঞ্জনা—বাস্তব সক্রিয়তায়। ৬২৫৪।
১।৭।১৯৫৪, সকাল ৮টা

বিষয়, ক্ষণ ও অবস্থার সঙ্গতি-মাফিক
মানুষের চাহিদা-সম্বন্ধে
যত পরিচিত থাকতে পারবে—
কী ব্যাপারে, কখন
কী অবস্থায় পড়লে পরে
তোমার কী চাহিদা হয়
তা'র অন্বয়ী বোধ-সঙ্গতি নিয়ে,—
ইঙ্গিতজ্ঞ হ'তে পারবে তেমনতর ততই। ৬২৫৫।
১।৭।১৯৫৪, বেলা ১১-৪০

আদর্শ যা'দের এক,
একতাও তা'দের সহজ। ৬২৫৬।
১।৭।১৯৫৪, বেলা ১১-৩৬

সুনিষ্ঠাই স্বাতন্ত্র্যের স্রষ্টা। ৬২৫৭।
১।৭।১৯৫৪, বিকাল ৫-২০

স্বার্থ-প্রীতির কামুক আগ্রহ থেকে
যদি কা'রও কোন
উপকার ক'রে থাক,

সে-উপকার ক'রেও
করা হয় না,
সে-উপকার
শুভ-প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে কমই। ৬২৫৮।
১।৭।১৯৫৪, বিকাল ৫-৩৮

যা'দের করার গল্‌তি যত
লেগেই থাকে হামেশা,
ততই তা'দের শুভ-ইচ্ছাও
ফলপ্রসূ হ'য়ে ওঠে না,
কারণ, তা' বিহিত কর্ম্মের ভিতর-দিয়েই
সফল ক'রে তুলতে হয় ;
আর, যা'রা নিজে ক'রে
যোগ্যতা আহরণ করতে পারে না,
উপযোগিতাও আয়ত্তে আসে না তাদের। ৬২৫৯।
১।৭।১৯৫৪, সন্ধ্যা ৬-৩০

উপকার করার সম্বেগ
আগ্রহ-উদ্দীপনা নিয়ে
যখন কা'রও পালন, পোষণ ও বর্দ্ধনার
উন্নত অনুনয়নে
কার্য্যতঃ আপূরণী হ'য়ে ওঠে,
তাইই বাস্তব উপকার। ৬২৬০।
১।৭।১৯৫৪, সন্ধ্যা ৬-৩৪

ব্যক্তিত্ব যা'র শ্রেয়কেন্দ্রিক
সুবিনায়িত নয়—
সুক্রিয়, জীবনীয়, সার্থক সঙ্গতি-শালিন্যে,
বিশ্বস্তিও সেখানে শুভ
ও স্বস্তিপ্রসাদমণ্ডিত হ'য়ে উঠে থাকে না। ৬২৬১।
২।৭।১৯৫৪, সকাল ৭-২০

মনে রেখো—
মানুষের শরীর, অন্তঃকরণ ও আত্মার
সুকেন্দ্রিক সঙ্গতিশীল বিনায়নার অভাব
যেখানে যেমনতর,
তা'দের জীবন স্থৈর্য্যহারাও তেমনি,
সাম্য বিকৃত হ'য়ে ওঠে সেখানে স্বতঃই। ৬২৬২।
৩।৭।১৯৫৪, বেলা ১১-৫

তুমি যদি কা'রও সুখে
সুখী হ'তে না পার—
বিহিত বাক্য, ব্যবহার ও অনুচর্য্যার
বিনায়িত আপ্যায়নায়,
তুমি যা'তে সুখী হও
সে-সুখে অন্যে সুখী হবে কমই,
বরং, তোমার সুখ
অন্যের বৈরী-দীপনাকেই
উস্‌কে তুলবে। ৬২৬৩।
৩।৭।১৯৫৪, বেলা ১১-১০

স্ত্রী যদি স্বামিনিষ্ঠ হ'য়ে থাকে,
সর্ব্বতোভাবে তা'কে আপনার ক'রে নিয়ে
ঐ স্বার্থেই নিজেকে
বাস্তবভাবে অনুরঞ্জিত ক'রে চলে—
ইষ্টানুগ আত্ম-বিনায়নায়,
অনুবেদনী অনুচর্য্যার মধ্যমায়
স্বামীকে সর্ব্বতঃ-সঙ্গতি নিয়ে
ফুল্ল স্ফুরণে
সন্তৃপ্ত ক'রে তুলতে পারে,
স্বামী-স্ত্রী সেখানে
শুভ-সম্বন্ধান্বিত হ'য়ে
শ্রেয়-সার্থকতায়

নিজদিগকে প্রসাদমণ্ডিত ক'রে থাকে ;
আর, ঐ হ'চ্ছে
পরিণীত জীবনের প্রসাদ-সঙ্গতি । ৬২৬৪ ।
৩।৭।১৯৫৪, রাত ৭-৪৫

শ্রেয়-পরিণয়ই হ'চ্ছে
মেয়েদের জীবনের প্রথম সার্থকতা—
তা' কিন্তু বর্ণে, বংশে, বৈশিষ্ট্যে,
বিদ্যা বা যোগ্যতায়—
অন্বিত সঙ্গতি নিয়ে ;
তারপরই হ'চ্ছে
স্বামী বা স্বামী-পরিবারের
অনুচর্য্যা-নিরত হ'য়ে
তা'দের তর্পণ-কেন্দ্র হ'য়ে
ধারয়িতা হ'য়ে
প্রাধান্য লাভ করা,
প্রাধান্য লাভ করা মানেই
সর্ব্বসঙ্গতি-অনুক্রমায়
ধারণ-পালনী হ'য়ে ওঠা—
সর্ব্বতোভাবে নিজেকে তৎস্বার্থান্বিত ক'রে,
অর্থাৎ স্বামী ও তাঁ'র পরিবারকে আপন ক'রে ;
তা'রপর হ'চ্ছে—
চারিত্রিক প্রীতি-নিয়মনায়
যোগ্যতার ভিতর-দিয়ে
সার্থক সন্দীপনায়
শ্রদ্ধা-প্রদীপ্ত আকর্ষণে
পরিবার-পরিজনকে
সার্থক সঙ্গতিতে
সুসম্বদ্ধ ক'রে তোলা ;
আর, এরই ভিতর-দিয়ে
সুসন্তানের জননী হ'য়ে

সন্তান-সন্ততিদিগকে
নিজ প্রকৃতির অনুপ্রেরণায়
সৎ-অনুধ্যায়িতায়
সব দিক দিয়ে
যোগ্যতর ক'রে তুলে
সার্থকতার অন্বিত সঙ্গতিতে
নিজেকে কৃতকৃতার্থ ক'রে তোলা ;
আর, মেয়েদের এই হ'চ্ছে—
সার্থক কৃতকৃতার্থতার পরম অর্থনা ;
কিন্তু প্রতিলোম-সংস্রব
দুর্ভাগ্যেরই হোতা—
জনয়িতা,
প্রতিলোম-সঞ্জাত সন্ততির
অন্তর-প্রবণতা
যতই প্রখর হ'য়ে উঠুক—
প্রাচুর্য্যে উদ্ভিন্ন হ'য়ে,
তা'দের অন্তরে বিশ্বস্তি
বিকম্পিতই হ'য়ে থাকে সাধারণতঃ,
এবং এর ব্যত্যয় কমই দেখা যায়,
তাই, প্রতিলোম-সংস্রব
পরিবার-পরিবেশের পক্ষে
এমন-কি রাষ্ট্রের পক্ষেও
দুষ্টভজনা ও দুরদৃষ্টেরই উপানতি। ৬২৬৫।
৪।৭।১৯৫৪, সকাল ৭-৩০

সর্ব্বসঙ্গত অনুনয়নে কেন্দ্রায়িত নয়—
এমনতর যে-প্রীতি,
এক কথায়, যা'কে বলা যায়
ব্যবসায়াত্মিকা প্রীতি,
তা' কিন্তু মানুষকে কখনও
সুসঙ্গত সার্থক অনুনয়নে

প্রবর্দ্ধিত ক'রে তুলতে পারে না ;
তাই, ঐ জাতীয় প্রীতি
প্রায়শঃ প্রত্যাশাক্লিষ্ট হ'য়ে থাকে,
তাই, প্রীতির রকম থাকতে পারে,
কিন্তু রূপ নাই সেখানে,
তাই, চরিত্রও অনুরঞ্জিত হ'য়ে ওঠে না—
বাস্তব চলনের ভিতর দিয়ে,
আবার, বিকার-বর্জ্জিত বোধ নিয়ে
সম্যক ধারণাও
পরিস্ফুরিত হ'য়ে ওঠে না সেখানে
সার্থক অন্বয়ে। ৬২৬৬।
৪।৭।১৯৫৪, সকাল ৭-৪৫

শ্রেয়সান্নিধ্য লাভ কর—
সক্রিয় অচ্যুত অনুবেদনা নিয়ে ;
তাঁকে সম্মুখে রেখে
অর্থাৎ তাঁকে মুখ্য ক'রে
তাঁর উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনায়
আত্মনিয়মনী তপস্যার ভিতর-দিয়ে
নিষ্পন্নতার অনুশীলনে
অর্জ্জনপটু হ'য়ে ওঠ—
শ্রমসুখপ্রিয়তার আত্মপ্রসাদ নিয়ে ;
এমনি ক'রেই
অগ্রগতিশীল উন্নতিপরায়ণ অর্জ্জনপটু হ'য়ে ওঠ,
তাঁকে সম্মুখে রেখে
এমনতর এগিয়ে যাওয়া—
উপযুক্ত অনুশীলনী তৎপরতায়
উপচয়ী হ'য়ে,—
সহজ কথায়
তাকেই উপায় বলে থাকে ;
তাই, এই উপায়ই হ'চ্ছে অর্জ্জনী পন্থা—

সার্থক সর্ব্বসঙ্গতি নিয়ে
উপচয়ী অর্জ্জনপটু হ'য়ে উঠবার কৌশল,
কৃতবিদ্য হওয়ার
অনুশীলনী তপ,
যোগ্যতার যোগ-দীপনা। ৬২৬৭।
৫।৭।১৯৫৪, বেলা ১০-৩০

সুস্থ থাকবার আচরণই
সদাচার,
তাই, সদাচার পালন কর,
সুস্থ থাক। ৬২৬৮।
৫।৭।১৯৫৪, রাত ৮-৪০

শ্রেয়-নিদেশ যাই হো'ক না কেন,
শ্রেয়-সঙ্কল্প যাই হো'ক না কেন,
যা' করবার
ত্বরিত তৎপরতায়
তা'কে নিষ্পন্ন করবেই কি করবে—
মিতব্যয়িতার দিকে লক্ষ্য রেখে,
উপযুক্ত ব্যবস্থিতির বিনায়নী তাৎপর্য্যে ;
এই ত্বরিত নিষ্পন্নতার
অভ্যস্ত আকূতি
ত্বরিত-অনুশীলনী যোগ্যতায়
আরূঢ় ক'রে
তোমাকে এমনতর কৃতবিদ্য ক'রে তুলবে,
যা'তে, তোমার সম্ভাব্যতাকে দেখে
তুমিই অবাক হ'য়ে উঠবে একদিন—
বিস্ময়ী মূর্চ্ছনায়। ৬২৬৯।
৬।৭।১৯৫৪, রাত ১২-৪০

নিজের উপভোগ বা আধিপত্যের
মোহমত্ততায়
অন্যকে সুবিধা হ'তে
যখনই বঞ্চিত ক'রে
একসাহী রকমে যতই চলতে থাকবে—
সঙ্কীর্ণ হীনমন্যতার
অবিবেকী চলনাকে সমর্থন ক'রে,
ঠিক জেনো—
ঐ করাই তোমার পিছন থেকে,
তুমি যা'তে নির্য্যাতিত হও—
চুপি চুপি
অর্থাৎ তোমার অজ্ঞাতসারে,
তারই আবাহন-নিরত হ'য়ে চলছে। ৬২৭০।
৬।৭।১৯৫৪, রাত ১-২০

তত্ত্বকথা লাখ বল,
যতক্ষণ না তোমার
বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষায়
তাত্ত্বিক সমাবর্ত্তন হ'য়ে উঠছে—
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে,
ততক্ষণ পর্য্যন্ত
তোমার কিছুই হয় নি কিন্তু ;
হওয়া মানেই হ'চ্ছে
করার ভিতর-দিয়ে
বাস্তব অনুভূতিতে উপনীত হ'য়ে
বোধিসত্তার সার্থক সঙ্গত বিনায়নায়
অমনতর হ'য়ে ওঠা—
বস্তু, তত্ত্ব ও ব্যক্তিত্বের বোধ-বিনায়িত
বিভব নিয়ে ;
এই হওয়া যত
সুকেন্দ্রিক সার্থক প্রীতি-প্রভাব নিয়ে

আবির্ভূত হবে তোমাতে,
চারিত্রিক বিকীরণাও হ'য়ে উঠবে তেমনি। ৬২৭১।
৭।৭।১৯৫৪, রাত ৭-৩০

কোন বৈশিষ্ট্যকেই
অবহেলা ক'রো না,
প্রত্যেকেরই বিশেষত্বের
অভিনন্দনী আপ্যায়না নিয়ে চলতে থাক—
আদর্শ, ধর্ম্ম, কৃষ্টির সার্থক সঙ্গতির
এক কথায় সত্তাপোষণী যা'
তা'র ব্যতিক্রম ও বিপর্য্যয় নিয়ে আসে
এমনতর যা'-কিছু ছাড়া ;
ঐ বিপর্য্যয়ী যা'
তা'কে নিরোধ করতে হ'লে
নিরোধী অনুচলন নিয়ে
হৃদ্য অনুকম্পাশীল হ'য়ে থাক—
আত্মমর্য্যাদা,
বংশমর্য্যাদা
ও তপোমর্য্যাদার
পুরশ্চরণী অনুদীপনা নিয়ে ;
স্মরণ রেখো—
কা'রও বৈশিষ্ট্যের প্রতি অবজ্ঞা
বা অবহেলা
তোমাকেও অবজ্ঞার পাত্র ক'রে তুলবে। ৬২৭২।
৮।৭।১৯৫৪, বেলা ১১-২২

স্বার্থ, সাধ, মান, অভিমান,
আত্মমর্য্যাদা, প্রত্যাশা,
দম্ভ, আত্মশ্লাঘা,
আততায়ী প্রলোভন
ইত্যাদিকে জলাঞ্জলি দিয়ে

শ্রেয়ার্থী হ'য়ে ওঠ,
শ্রেয়ানুসেবী হ'য়ে ওঠ,
কিংবা যদি পার
সমীচীন কুশল দক্ষতায়
ঐ প্রবৃত্তিগুলিকে
শ্রেয়ার্থপ্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত কর,
শ্রেয়ানুচর্য্যী হৃদ্য নিয়ন্ত্রণে
আত্মনিয়োগ কর—
সক্রিয় উপচয়ী তপ-নিয়মনে ;
তোমার শ্রেয়ই তোমাতে
অটুট রাগদীপনার সিংহাসনে
অচ্যুতভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকুন,
তোমার যা'-কিছু সব দিয়ে
তাঁ'রই সেবা কর ;
ভরদুনিয়া আতিপাতি ক'রে খুঁজে
যা' পাও,
তা' দিয়ে ঐ শ্রেয়-পূজা
নিষ্পাদন বা সমাধান কর,
তাঁ'রই বন্দনার অর্ঘ্য ক'রে তোল সব-কিছুকে—
হৃদ্য প্রীতি-অবদানে ;
এমনি ক'রেই
তোমার ব্যক্তিত্ব বিনায়িত হ'য়ে উঠুক—
প্রীতিনিবদ্ধ সার্থক সঙ্গতি-শালিন্যে,
আর, ঐ ব্যক্তিত্ব
পরিব্যাপ্ত হ'য়ে উঠুক
সবারই অন্তঃকরণে—
হৃদ্য অনুবেদনায় পরিস্ফুরিত হ'য়ে ;
ঐ স্ফুরিত চরিত্র
চলন-মাধুর্য্যে
প্রতিপ্রত্যেকের হৃদয়ে
অমৃত সিঞ্চন ক'রে তুলুক,

তুমি অমৃত-মানুষ হ'য়ে ওঠ
সবারই হৃদয়ে,
আর, তাইই হ'চ্ছে
তোমার ব্যক্তিত্বের আত্মোৎসর্গ। ৬২৭৩।
১০।৭।১৯৫৪, সকাল ১০-১৫

স্বাধ্যায়ী গুরু যেখানে
সেখানে গুরু-অন্তর হ'তে পারে,
কিন্তু বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
পুরুষোত্তম-উপনিষন্ন আচার্য্য যিনি,
তাঁর অন্তর হ'তে পারে না কখনই,
কারণ, বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ পুরুষোত্তমই
পরম আচার্য্য,
আর, তিনিই পরাৎপর,
এবং তৎ-সংশ্রয়ী আচার্য্য
যিনিই হউন না কেন,
তিনি তাঁরই প্রতিষ্ঠা ক'রে থাকেন ;
ঐ আচার্য্যের অগ্নি-অবদান
সংরক্ষিত ক'রে
ব্রহ্মচর্য্য হ'তে সন্ন্যাস পর্য্যন্ত
তাঁরই পরিচর্য্যা ক'রে চলতে হয় ;
যে-কোন প্রলোভনেই হো'ক,
তাঁকে যে-মুহূর্ত্তে ত্যাগ করলে,—
তোমার বর্দ্ধনার প্রেরণ-প্রদীপ্তিকে
বানচাল ক'রে দিলে তখনই,
তোমার জীবনের জৈবী জমাটকে—
ঐ জীয়ন্ত দানাকে
অপসৃত ক'রে
বোধি-ব্যক্তিত্বকে
ছন্নতায় আহুতি প্রদান করলে,
ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্টেই হ'লো তোমার

জীবন-গতির ব্যর্থ-আহুতি ;
মনে রেখো—
উপবীত-ধারণই বল,
আর অগ্নি-সংরক্ষণই বল,
তা' ঐ আচার্য্যেরই স্মারক পরিচর্য্যা,
তাই, আজীবন অব্যাহত রাখতে হ'বে তা' । ৬২৭৪ ।
১০।৭।১৯৫৪, বেলা ১০-৩৫

যা'কে তুমি আপনার ক'রে
নিতে পারলে না,
অর্থাৎ নিজের ক'রে নিতে পারলে না—
তা'র সত্তা ও সত্ত্বের
অভিনিবেশী অনুচর্য্যায়
দরদী বেদনা নিয়ে,
ধারণে, পালনে
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ অনুধায়িতা নিয়ে,
সহনশীল, বোধ-বিবেকী, অধ্যবসায়ী তৎপরতায়,
তুমি যখনই দাবীর বহর নিয়ে
এগুতে থাক তা'র কাছে—
ভৃত হ'তে, পরিপালিত হ'তে—
আত্মপুষ্টির প্রলুব্ধ লালসায়,
তোমার অন্তর্নিহিত বিধাতা
তখন কি হাসেন না
ঐ বেকুবী তৎপরতা দেখে ?
তোমার অন্তঃকরণও তোমাকে
বিদ্রূপ ক'রে থাকে—
একটা ক্রূর কটাক্ষপূর্ণ
হতাশানিষ্যন্দী করুণ বিদ্রূপে ;
তাই যা'কে যতখানি
আপনার ক'রে নিতে পারবে—

বাস্তবে,
বাস্তবতায় পাবেও তুমি তেমনি তা'কে—
তা'র বৈশিষ্ট্য-অনুপাতিক,
বিধাতাও বিনায়িত তৃপ্তিতে
তোমার দিকে চাইবেন। ৬২৭৫।
১২।৭।১৯৫৪, সকাল ৬-২৫

তোমার বন্ধুবান্ধব,
শ্রদ্ধাশীল অনুচর্য্যানিরত যা'রা,
তোমার সুকেন্দ্রিক শ্রেয়তৎপর
অনুবেদনী বোধানুভাবিতা
বা ভাবানুকম্পিতায়
প্রভাবান্বিত হ'য়ে
তোমার আদর্শানুগ কর্ম্মতৎপরতায়
নিজদিগকে নিয়োজিত ক'রে
তার নিষ্পন্নতায়
আত্মপ্রসাদ-লাভে
তা'রা যদি
নিজেদের ধন্য মনে না করল,
অমনতর বন্ধুবান্ধব বা সাহচর্য্য-নিরত যা'রা,
তা'রা তখনও তোমাকে
উপভোগ করতে আসে মাত্র,
তা'দের শ্রমানুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
তোমাকে উপচয়ী করার ধান্ধা
তখনও তা'দের গজিয়ে ওঠে নি ;
যা'দের গজিয়ে ওঠে নি,
তা'রা তখনও
শ্রেয়নিষ্যন্দী হ'য়ে ওঠে নি ;
আবার যা'রা সাহায্যপ্রার্থী হ'য়ে
উপকারের প্রত্যাশায়
তোমার কাছে এসেছে—

তোমার অনুধ্যায়িনী অনুকম্পী অনুরোধে
তা'রা যদি
তা'দের সাধ্যমত সাহায্য করতে
অগ্রসর না হয়,
তোমার প্রতিভা সেখানে
ম্লানই মনে ক'রো,
তোমার ঐ প্রতিভা
তোমার অমনতর বন্ধুবান্ধবদিগকে
প্রভান্বিত ক'রে তোলে নি ;
তুমি তা'দের কাছে তখনও
একটা কৃপাভিক্ষু অনুচরের মতনই
হ'য়ে আছ,
বাস্তবে দক্ষতা-উৎসারণী হ'য়ে ওঠ নি
তা'দের কাছে,
তোমার ভিতর সুকেন্দ্রিক, সুনিষ্ঠ সৎসন্দীপনা
জীয়ন্ত আপ্যায়নায়
প্রতিষ্ঠা লাভ করে নি—
আবিল অষ্টপাশ-জড়িমা-জর্জ্জরিত হ'য়ে ;
তাই, তোমার প্রভাব ও প্রতিষ্ঠায়
এমনভাবে সংনিষ্ঠ হ'য়ে ওঠে নি তা'রা,
যা'তে তোমার আরব্ধ কর্ম্মের
সমীচীন নিষ্পন্নতায়
তা'রা নিজেদিগকে ধন্য মনে করতে পারে,
তোমার অন্তর-অনুরণন মূর্চ্ছনায়
তা'দের অন্তর যখন
অমনতরই তৎপর হ'য়ে উঠবে,
বুঝবে—
বন্ধুত্বও নিবিড় হ'য়ে উঠছে সেখানে ;
বন্ধুবান্ধবদের উপর
যেখানে তুমি
সৎ-সন্দীপী প্রভাব খাটাতে

সাহস পাচ্ছ না,
ঐ সাহস না-পাওয়াটাই ব'লে দিচ্ছে—
তুমি কী,
তোমার মেক্‌দার কতখানি। ৬২৭৬।
১২।৭।১৯৫৪, বিকাল ৫-৪৫

জাগরণী পত্রিকার জন্য আশীর্ব্বাণী

জাগো,

জেগে থাক—

সার্থক সুকেন্দ্রিক সক্রিয়তা নিয়ে ;

দরদী অনুবেদনার প্রদীপ হস্তে

চলতে থাক এমনি ক'রে,

সে-আলো বিকীর্ণ হ'য়ে উঠুক

তোমার চরিত্রে—

এক কথায়,

বাক্যে, ব্যবহারে, আচারে,

দরদী অনুচর্য্যায়,

আর, ঐ আলো

প্রতিটি অন্তরকে স্পর্শ ক'রে

জাগ্রত ক'রে তুলুক,

জেগে উঠুক সবাই—

ঐ সুকেন্দ্রিক সক্রিয়তায়

অনুপ্রাণিত হ'য়ে ;

আর ঐ অনুশীলন-অনুদীপনা

সবাইকে যোগ্যতার অধিকারী ক'রে তুলুক—

উপচয়ী সার্থক সঙ্গতি-শালিন্যে ;

দারিদ্র্য, অভাব, অভিযোগ

অপসারিত হ'য়ে উঠুক

সকলের অন্তর থেকে,

আর, তা' চিরতরে উন্মূলিত হো'ক ;

তোমাদের জাগরণ

'জাগৃহি'-মন্ত্রে

উপাদান ও উপকরণের

অন্বয়ী সঙ্গতিতে

দেবযজ্ঞের হোমবহ্নি বহন ক'রে চলুক,

—আমার একান্ত যিনি
তাঁ'র চেতন চরণে
আমার এইই একান্ত প্রার্থনা। ৬২৭৭।
১৩।৭।১৯৫৪, সকাল ১০-১০

সার্থক যোগসঙ্গতি
ও ধারণার ধৃতিসম্বেগ
যেখানে পরাক্রম-প্রবুদ্ধ—
নিশ্চয়ী প্রণিধান-প্রদীপ্ত,
ঠিক বুঝো—
প্রত্যয়ও সেখানে প্রাঞ্জল ;
প্রত্যয়ের খাঁক্‌তি থাকলেই
বোধি-সত্তা সেখানে
দোদুল্যমান হ'য়ে থাকে। ৬২৭৮।
১৪।৭।১৯৫৪, বিকাল ৩-৫৮

সার্থক বোধ-বিধায়িত সঙ্গীতি-শালিন্যে
তোমার চলনচরিত্র
সক্রিয় তৎপরতায়
রঙ্গিল হ'য়ে উঠেছে
যেমন যতটুকু—যা'তে,
প্রাপ্তিও হবে তোমার তা' তেমনই ;
ব্যক্তিত্বও হ'য়ে উঠবে তেমনতরই। ৬২৭৯।
১৪।৭।১৯৫৪, বিকাল ৪-১০

এক অন্বিত জীবনে
যখন থেকেই সংহত হ'য়ে উঠলে—
কোন উদ্ভেদনী এককে আবৃত ক'রে
পোষণ-পরিচর্য্যা ক'রে,
সত্তায় সংহত ক'রে,
জীবনীয় অনুচর্য্যায়,

তোমার জৈবী-সংস্থিতি
তখন থেকেই সম্ভব হ'য়ে উঠলো ;
ঐ সুকেন্দ্রিক সক্রিয় আবৃতি
নিয়ে এল তোমার
উদ্‌গতির সম্ভাব্য অনুপ্রেরণা—
আকর্ষণ-অনুপাতিক
উপাদান ও উপকরণ সংগ্রহ ক'রে
ও সত্তায় সংহিত ক'রে সেগুলিকে ;
তুমি তখন এই তুমিতেই
উদ্‌গত হ'য়ে
দেহী হ'য়ে উঠলে,
সাত্ত্বিক সংশ্লেষণী প্রাণন-দীপনা নিয়ে
মানুষ হ'য়ে উঠলে তুমি ;
এমনি ক'রেই
বিশেষ বৈশিষ্ট্যে
দুনিয়ার যা'-কিছু
বাস্তবে উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠতে লাগল
এই তোমার মতন—
কোন একে আকৃষ্ট হ'য়ে
অনুপোষণায় উদ্দীপ্ত ক'রে
আত্মসংহতির বিনায়িত সংশ্লেষণে
উদ্‌গমী আবেগ নিয়ে
ব্যক্তিত্বে নিজেকে উদ্ভিন্ন করতে করতে ;
তাই, নিজেকে যদি
সম্বর্দ্ধিত ক'রে তুলতে চাও,
উদ্‌গমে উদ্দীপ্ত ক'রে তুলতে চাও,
শ্রেয়কেন্দ্রিক অনুধ্যায়িনী
পোষণ-অনুচর্য্যায়
নিজের সত্তাকে সংহত ক'রে তুলে
তদর্থে নিজেকে অর্থান্বিত ক'রে তোল—
বৈশিষ্ট্যের পরিব্যাপনী অনুচর্য্যা নিয়ে

এক-নিবন্ধনী নিরবচ্ছিন্নতায় ;
বৈশিষ্ট্যপালী আচাৰ্য্য বা শ্রেয়-অনুধ্যায়িনী
অনুক্রিয় অনুগতি-তৎপরতায়
সংহিতির প্রীতি-অনুদীপনায়
নিজেকে অনুপ্রাণিত ক'রে
উভয়ে এক-অন্বিত সত্তায়
সংবদ্ধ হ'য়ে
জীয়ন্ত সার্থকতায়
সম্বৰ্দ্ধিত হ'য়ে ওঠার
ঐ-ই একমাত্র পথ ;
এই সংহিত চলনই হ'লো
সৎ-ত্ব বা সতীত্ব। ৬২৮০।
১৫।৭।১৯৫৪, সকাল ৫-৫৪

নিজেকে যদি উদ্গমনী করতে চাও,
সুবিনায়নী সম্বৰ্দ্ধনশীল করতে চাও,—
বৰ্দ্ধনী পন্থায় নিজেকে অনুশীলন-তৎপর ক'রে
শ্রেয়প্রেরণা-প্রদীপ্ত
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ কোন ব্যক্তিত্বে
নিজেকে সংনিবদ্ধ ক'রে,
আরতি-অনুচৰ্য্যায়
তদনুপোষণী তৎপরতায়
সুনিয়ন্ত্রিত ক'রে
সৰ্ব্বতোভাবে তদৰ্থী ক'রে তুলতে হবে—
সম্যক অন্তরাসী হ'য়ে তাঁতে
সত্তায় সংহত ক'রে তুলে তাঁকে,
সৰ্ব্বতোভাবে আপনার ক'রে তাঁকে—
এক-নিবন্ধনী নিরবচ্ছিন্নতায়,
স্বস্তি ও সম্বৰ্দ্ধনার যা'
তা' সংগ্রহ ক'রে
সংহত ক'রে নিজেতে

তদর্থী
ও তদনুগ বিনায়নায় ;
নিজেকে উদ্‌গতিশীল ক'রে তোলবার
এইই হ'চ্ছে
প্রকৃতির প্রকৃত পন্থা ;
এই আরতি-সন্দীপ্ত অনুচর্য্যা
অন্বিত তৎপরতায়
আপোষণ-পালনী অনুপ্রেরণা-প্রবুদ্ধ হ'য়ে
আপূরয়মাণ হ'য়ে উঠবে যত তোমাতে,
তোমার উদ্‌গতিও হ'য়ে উঠবে তেমনতর। ৬২৮১।
১৫।৭।১৯৫৪, সকাল ৭-৩০

মানুষকে সৎ-সন্দীপী ভরসায়
প্রদীপ্ত ক'রে
যোগ্যতার অনুশীলনী অনুপ্রেরণায়
উদ্দীপ্ত ক'রে তুলো',—
যেন কেউ সম্বর্দ্ধনী আশায়
নিরাশ না হ'য়ে ওঠে,
তোমার দরদী অনুকম্পার সান্নিধ্য লাভ ক'রেও
কেউ যেন মুহ্যমান হ'য়ে না থাকে
ক্ষুব্ধ আবিল অন্তর নিয়ে ;
আর, তোমার ব্যক্তিত্ব
এমনি ক'রেই প্রভান্বিত হ'য়ে চলুক। ৬২৮২।
১৫।৭।১৯৫৪, রাত ৭-১০

কাউকে আপ্তীকরণের দায়িত্ব তা'রই
যে, তাঁ'তে সংহত হ'য়ে
আবেষ্টিত হ'য়ে
আত্মবর্দ্ধনী অনুপ্রাণতায়
বিনায়নী পরিচর্য্যায়
সম্বর্দ্ধিত ক'রে তুলতে চায় নিজেকে—

সুকেন্দ্রিক অন্বিত নিয়মনায়
কেন্দ্রানুচর্য্যী আত্মবিনায়নী সার্থকতায়
সক্রিয় হ'য়ে ;
প্রকৃতিরই এই এমনতর
অভিসারিণী যোগন-সম্বেগ,
আর, ঐ কেন্দ্রই হয় তা'র
প্রভু বা স্বামী,
অর্থাৎ স্বয়ের সত্তা। ৬২৮৩।
১৫।৭।১৯৫৪, রাত ৮-৩০

আপালিত, আপোষিত
বা আপূরিত হওয়ার প্রত্যাশায়
লুব্ধ হ'য়ে
যে বা যা'রা
স্বার্থান্ধ পরিকল্পনায়
শ্রেয়চর্য্যা নিয়ে থাকে,
তা'দের আত্মনিয়মনা
স্বার্থান্ধ অনুপ্রেরণাতেই
পর্য্যবসিত হ'য়ে
শ্রেয়কে অবজ্ঞা ক'রে
অর্থাৎ শ্রেয়-পোষণ-প্রদীপনাকে
দলিত ক'রে
শোষণ-বৃত্তির কুটিল তর্পণাতেই
প্রযুক্ত হ'য়ে চলে ;
ফলে, তা'দের বোধ
শ্রেয়ানুরঞ্জনা হ'তে বঞ্চিত হ'য়ে
ব্যক্তিত্বকে ব্যর্থ ও বিপন্ন ক'রেই চলে ;
তাই, সেবাবিমুখ, সহজজ্ঞানহারা, কুটিল
স্বার্থসন্ধিৎসুতাই
হয় তা'দের ব্যক্তিত্বের পরিণতি। ৬২৮৪।
১৫।৭।১৯৫৪, রাত ৯-২০

সংঘাতের ভিতর-দিয়ে
যতই সংযত হ'তে পারবে—
আত্মনিয়মনী অনুশীলনে,
তোমার সে-সংযমন
বাস্তব হ'য়ে উঠবে ততই,
কাল্পনিক অভ্যাস
বাস্তবে মূর্ত্ত হয় কমই। ৬২৮৫।
১৮।৭।১৯৫৪, সকাল ৭-৪০

আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির
অন্বিত চলন-সমন্বিত সন্তানুচর্য্যা
যখন ব্যাহত হ'য়ে ওঠে,
অন্ধ যুগের সুরু হয় তখন থেকেই। ৬২৮৬।
১৮।৭।১৯৫৪, সকাল ৮-৫০

আচার্য্যের আবির্ভাবে
স্বাধ্যায়ী গুরুর গুরুত্ব অর্শে আচার্য্যে—
যিনি আচরণ ক'রে জেনেছেন;
আবার, পুরুষোত্তমের আবির্ভাবে
আচার্য্যের গুরুত্ব অর্শে পুরুষোত্তমে,
তিনি একাধারে গুরু, আচার্য্য
ও বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ পুরুষোত্তম;
যখন আচার্য্য বা পুরুষোত্তম না থাকেন,
তখন স্বাধ্যায়ী গুরুতেই
তাঁদের গুরুত্ব অর্শে থাকে;
যখন পুরুষোত্তম না থাকেন—
আচার্য্য থাকেন,
তখন আচার্য্যই গ্রহণীয়;
পুরুষোত্তমের অভ্যুদয়ে
আচার্য্য, গুরু প্রভৃতি সকলেই
তাঁতে

স্বতঃ-সন্দীপনায় সার্থক হ'য়ে ওঠেন—
পুরশ্চরণী অনুদীপনায় ;
এক কথায়, পুরুষোত্তম যখন বর্ত্তমান,
তখন তিনিই শরণীয়,
পুরুষোত্তমের অবর্ত্তমানে
তন্নিষ্ঠ, তত্তপা আচার্য্যই শরণীয়,
আবার, আচার্য্যও যখন না থাকেন—
তখন পুরুষোত্তম-নিষ্ঠ স্বাধ্যায়ী গুরুই
আশ্রয়ণীয়,
ফল কথা, আচার্য্য ও স্বাধ্যায়ী গুরুর
গুরুত্বের উৎসই হ'লো—
পুরুষোত্তম-নিষ্ঠা,
এবং সর্ব্বাবস্থায় পুরুষোত্তমই
উপাস্য ও ইষ্ট মানুষের,
আর, পূর্ব্বতন পুরুষোত্তম যাঁ'রা—
তাঁ'রা সবাই আপূরিত ও জীয়ন্ত হ'য়ে ওঠেন
সাম্প্রতিক পুরুষোত্তমে। ৬২৮৭।
১৮।৭।১৯৫৪, বেলা ১১টা

তাত্ত্বিক সংবেদনা
বিহিতভাবে ঘনায়িত হ'য়ে
যে-বৈশিষ্ট্যে মূর্ত্ত হ'য়ে ওঠে—
বাস্তব পরিণয়নে,
উপাদান ও উপকরণের বিহিত বিন্যাসে,
ঐ তত্ত্ব-ঘন অভিব্যক্তিই হ'চ্ছে
ঐ বিশেষেরই তত্ত্বমূর্ত্তি
অর্থাৎ ঐ তত্ত্বেরই বিশেষ মূর্ত্তি ;
আর, তত্ত্ব মানেই হ'চ্ছে
যেমন ক'রে যাহা যাহা নিয়ে তাহা,
অর্থাৎ যে উপাদান ও উপকরণের
যেমনতর সমাবেশে

তা' ঘনায়িত হ'য়ে ওঠে বাস্তবে—
যেমনতর রূপ নিয়ে। ৬২৮৮।
১৮।৭।১৯৫৪, সন্ধ্যা ৫-৫০

তুমি ইষ্টার্থ-কর্ম্মনিরত থেকো—
নিষ্পাদনতপা হ'য়ে ;
যে-কর্ম্মে যেমনতর প্রয়োজন,
বিহিত বিনায়না-সহকারে
অর্থাৎ যেমন ক'রে
যে-কাজগুলি নিষ্পন্ন করতে হয়
নীতি-উপাচার-অনুনয়নের ভিতর-দিয়ে
তা'র বিহিত উপচয়ী ত্বরিত নিষ্পন্নতাই হ'চ্ছে
কৃতির মানদণ্ড ;
আর, তা'তে যত গাফিলতি করবে,
শুনবে, বলবে,
ভাবালুতা নিয়েই দিন কাটাবে,
তা'র ভিতর-দিয়ে
কাল্পনিক তত্ত্বের অধিকারী হ'তে পার,
এককথায়, কাল্পনিক বুঝ আসতে পারে,
কিন্তু আচরণের ভিতর-দিয়ে
যে বাস্তব জ্ঞানের আবির্ভাব হয়
তা' হ'তে অনেক দূরেই রয়ে যাবে ;
নিরর্থক অসুষ্ঠু বাচাল বুঝ নিয়েই
দিন কাটাতে হবে—
অন্যকেও সংক্রামিত ক'রে
ঐ ভাবালুতায় ;
তাই বলি, একটুও অলস হ'য়ো না,
একটুও নিথর হ'য়ো না,
কাজে লেগে যাও,
ভাব,
চল—

নিষ্পন্নতাকে আহরণ করাই চাই
এমনতর আগ্রহ-উদ্দীপ্ত সম্বেগ নিয়ে ;
তপস্যা সার্থক হ'য়ে উঠবে,
অভাব-অনটন অপসারিত হবে,
যোগ্যতার কৃতী-মুকুটে
পরিশোভিত হ'য়ে উঠবে তুমি,
অন্তরে ঈশী-আশীর্ব্বাদ
নন্দন-দীপনায়
স্পন্দিত হ'য়ে উঠবে। ৬২৮৯।
১৮।৭।১৯৫৪, রাত ৭-১৫

যজ্ঞ মানেই হ'চ্ছে
স্বস্তিসম্বর্দ্ধনী কর্ম্ম
অর্থাৎ যে-অনুষ্ঠান
ও অনুশীলনের ভিতর-দিয়ে
লোকভাবকে উদ্বুদ্ধ ক'রে
ঐ কর্ম্মে অনুপ্রাণিত ক'রে তুলতে হয়। ৬২৯০।
১৮।৭।১৯৫৪, রাত ৭-২৫

আধিভৌতিক, আধিদৈবিক,
আধ্যাত্মিক দুঃখদ যা'-কিছুকে
বিনায়িত ক'রে
পূরয়মাণ স্বস্তিপ্রসূ ক'রে তুলে
পরমপুরুষে অর্থান্বিত ক'রে তোলাই হ'চ্ছে
দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির
পরম পন্থা,
আর, তা'ই হ'চ্ছে পরম পুরুষার্থ। ৬২৯১।
১৮।৭।১৯৫৪, রাত ৭-৩০

গ্রহণ ও আগ্রহ যেখানে স্বতঃস্ফূর্ত্ত—
উপচয়ী ও চর্য্যানিরত,

আপন করা ও আপন হওয়ার
প্রয়াসও সেখানে
স্বতঃ ও নিয়তই প্রায়শঃ ;
আর, যেখানে তা'র ব্যতিক্রম,
অথচ প্রত্যাশালুব্ধতা
সক্রিয় হ'য়ে চলতে থাকে,
ক্ষুব্ধ ব্যতিক্রমও সেখানে
তেমনই
চরিতার্থতাকে ব্যাহত করে চলে। ৬২৯২।
২০।৭।১৯৫৪, সকাল ৭-৩০

কথা ও কাজের বান্ধবতাকে
অচ্ছেদ্য ক'রে রাখ—
শুভ সন্দীপনী যা'
তা'র সব কিছুতে,
অসতে নয় কিন্তু। ৬২৯৩।
২১।৭।১৯৫৪, সকাল ৮-৫০

সুকেন্দ্রিক শ্রেয়সন্দীপী ইষ্টার্থ-অনুক্রিয় অনুরাগ,
আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির অন্বিত সঙ্গতিশালী
সার্থক শুভসন্দীপনী লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য,
দায়িত্বকুশল লৌহধৃতি,
বজ্রকঠোর আগ্রহ-উন্মাদনা,
তেজস্ক্রিয় ইচ্ছা,
হৃদ্য দীপন চরিত্র,
অকাট্য যৌক্তিক অর্থনা-বিনায়িত
বাক্য-চালনী দক্ষতা,
অবিশ্রান্ত কর্ম্মনিরতি ও উদ্যম,
শ্রমসুখপ্রিয়তার আত্মপ্রসাদী
অনুচলন-তৎপরতা,—
অন্তরে এগুলি

অল্পাবিস্তর কিছু-না-কিছু যদি থাকে,
তা' ব্যক্তিত্বকে সুকেন্দ্রিক তাৎপর্য্যে
উন্নীত, বিনায়িত ও বেগদীপ্ত ক'রে তোলে—
ভক্তি, কর্ম্ম ও জ্ঞানের
অন্বিত বৈভবে । ৬২৯৪ ।
২১।৭।১৯৫৪, সকাল ৯-১০

অর্থের বিনিময়ে
সব সময় সব-কিছুই
কিনতে পারা যায় না—
বিশেষতঃ অন্তঃকরণ ;
হৃদ্য অনুচর্য্যী অনুবেদনা,
অনুপোষণী সহানুভূতি,
প্রীতিপ্রসন্ন দরদী অনুক্রিয়ার ভিতর-দিয়েই
বরং তা' অনেকখানি পারা যায় । ৬২৯৫ ।
২১।৭।১৯৫৪, সন্ধ্যা ৬-৫০

সব সময়ই স্বস্তি ও সম্বর্দ্ধনা-প্রয়াসী
হ'য়ে থেকো,
পরের স্বার্থকে ব্যর্থ ক'রে
নিজের স্বার্থকে সুদৃঢ় ক'রে রেখো না,
তাই ব'লে অসৎ-নিরোধী প্রস্তুতিকে
অবাধ ক'রে রাখতে
ভুলে যেও না । ৬২৯৬ ।
২১।৭।১৯৫৪, রাত ৮-৩২

সব সময়ই
স্বস্তি ও শান্তি-প্রচেষ্ট হ'য়েই চ'লো—
একটা তীক্ষ্ন সুযুক্ত
সার্থক বাস্তব সঙ্গতি-শালিন্যে,

দক্ষ কুশলকৌশলী তৎপরতায়,
অসৎ-নিরোধী তৎপরতা নিয়ে। ৬২৯৭।
২১।৭।১৯৫৪, রাত ৮-৩৫

অকাট্য অচ্ছেদ্য সুকেন্দ্রিক
ইষ্টার্থপরায়ণ সম্বেগকে
উচ্ছল ক'রেই রেখো—
নিরাশী হ'য়ে,
তাঁর উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনী
সক্রিয় তৎপরতায়
নিজেকে আশা-উদ্দীপ্ত রেখে ;
তাঁর সর্ব্ববিধ অনুচর্য্যায়
নিষ্পাদনকুশল আগ্রহ নিয়ে
নিজেকে সব সময়ই ব্যাপৃত ক'রে রেখো,
আর, অনুশীলন-তৎপরতার ভিতর-দিয়ে
যোগ্যতায় সুযুক্ত হ'য়ে ওঠ ;
আত্মপ্রসাদী লোকচর্য্যী অনুবেদনার মাধ্যমে
তাঁরই প্রতিষ্ঠা-প্রয়াসে
ও প্রীতি-অর্ঘ্য-আহরণে
নিজেকে ব্যাপৃত ও ব্যাপ্ত ক'রে তোল ;
বিস্তার লাভ কর অমনি ক'রেই
প্রতিটি ব্যষ্টির অন্তরে,
সমাজ ও পরিবেশে,
পরিবেশ তোমার যশোগানে
মুগ্ধ হ'য়ে উঠুক ;
সব ব্যাপারেই মিতব্যয়ী হ'য়ে
উচ্ছল উপচয়ে
নিজের যোগ্যতার যাগ-অনুদীপনাকে
সম্বর্দ্ধিত ক'রে তোল ;
যা' ধরবে লৌহ-ধৃতি নিয়ে ধর—
সুতীক্ষ্ণ, প্রদীপ্ত আবেগ-আগ্রহে,

তা'র সমাধান করাই চাই
এমনতর সংকল্পে
নিজেকে সন্দীপ্ত ক'রে চলতে থাক ;
তাঁ'র সার্থকতায় যা'ই করতে যাও না কেন,
সুদক্ষ কুশলকৌশলী দুর্ব্বার সাহস নিয়ে
চলতে ত্রুটি ক'রো না,
পিছিয়ে প'ড়ো না একটুকুও
তড়িৎ-ক্রিয় তৎপরতা হ'তে,
আর, এই করতে হ'লে পরেই
পরিবেশের প্রত্যেকের সাথেই
হৃদ্য ক্রিয়াশীল বান্ধবতার
প্রতিষ্ঠা করতে ভুলে যেও না,
যে-বান্ধবতা তোমার অনুক্রিয় তৎপরতার
সহায়ক হ'য়ে ওঠে ;
অবজ্ঞা করতে যেও না,
ঘৃণা করতে যেও না কাউকে,
অন্যায় ও অপকর্ম্মশীল যে,
তা'কে পর্য্যন্ত যা'তে
সদনুপূরণী কর্ম্মে লাগাতে পার—
বিহিত নিরোধ ও বিনায়নায়,
সতর্ক সন্ধিৎসা নিয়ে
এমনতর ক'রে চলতে থাক,
দেখবে, সত্বরই তোমার ব্যক্তিত্ব
আত্মপ্রসাদী উপঢৌকনে
অনুরঞ্জিত হ'য়ে উঠবে। ৬২৯৮।
২১।৭।১৯৫৪, রাত ৮-৪০

সম্ভ্রমাত্মক দূরত্ব ভেঙ্গে,
যা'কে সইতে পারবে না,
বইতে পারবে না,
বা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না,

বা নিজেও নিয়ন্ত্রিত হ'তে পারবে না,
এমনতর কা'রও সাথে
নৈকট্য সৃষ্টি করতে যেও না,
বা ভাব করতে যেও না ;
কারণ, দাম্ভিক আত্মম্ভরী অহং-এর
দরুণই হো'ক,
বা প্রত্যাশা বা স্বার্থব্যাহতির দরুণই হো'ক,
তোমার বিহিত অনুচর্য্যায়ও
সে খুশী না হ'য়ে
যে কোন মুহূর্ত্তে তোমাকে আঘাত করতে পারে,
বা তোমাদের মধ্যে
অনৈক্যের সৃষ্টি হ'য়ে উঠতে পারে,
আর, তা' সাংঘাতিক হওয়াও অসম্ভব নয়,
ফল কথা, তোমার ঐ আচরণই
তা'কে তোমার বিরোধী ক'রে তুলবে,
তাই, বিবেচনা ক'রে চ'লো। ৬২৯৯।
২২।৭।১৯৫৪, সকাল ৭-৪০

সত্তা ও সত্ত্বকে
অস্তি-নিয়ন্ত্রণে বিনায়িত করে তোল—
অন্যের সত্তা ও সত্ত্বের প্রতি
স্বস্তিপ্রসূ অভিধায়না নিয়ে,
আর, এই হ'চ্ছে
শান্তি ও মুক্তির পথ ;
তুমি অন্যের শুভ-বর্দ্ধনার
সক্রিয় অনুপোষক হ'য়ে উঠে
নিজের শুভ বর্দ্ধনাকে
অব্যাহত ক'রে যতই চলতে পারবে—
সত্তার সলীল-গতিকে অক্ষুণ্ণ রেখে
দক্ষকুশল তৎপরতায়,
তোমার ব্যক্তিত্বও

স্বস্তি-বিনায়িত হ'য়ে উঠবে তেমনই,
শান্তির স্বর্গীয় অগ্রদূত হ'য়ে
স্বর্গ-অবধায়িত আশিস্-ধারায়
সপরিবেশ তোমার সত্তাকে
আশিস্-বিধায়িত ক'রে তুলবে । ৬৩০০ ।
২২।৭।১৯৫৪, সকাল ৮-১৩

জাতীয় উন্নতির বাহানায়
জাতীয় যন্ত্রণ-নিয়মনকে
বিক্ষুব্ধ ক'রে তুলো না,
অর্থাৎ তা'র সত্তা-সঙ্কর্ষণী আদর্শ,
ধর্ম্ম, কৃষ্টি, চিরানুচরিত প্রথা,
আভিজাত্য ও ঐতিহ্যের
শুভপ্রসূ অন্বিত চলন—
যা'র ভিতর-দিয়ে
উপাদান ও উপকরণের
বিনায়িত তাৎপর্য্যে
সুষ্ঠু জৈবী-সংস্থিতির উদ্ভব হ'য়ে থাকে,
তা'তে হস্তক্ষেপ ক'রে
বিকৃত ক'রে তুলো না তা'কে—
সর্ব্বতোভাবে তা'র কালজয়ী স্বরূপকে
না জেনে ;
যদি পার, শুভ নিয়ন্ত্রণে
সমীচীন সার্থকতায়
সাত্ত্বিক জীবনে
উৎকর্ষে প্রদীপ্ত ক'রে তোল তা'কে,
যা' নাকি সত্তার
প্রাকৃতিক বিনায়নার ভিতর-দিয়ে
উৎকর্ষে উদীয়মান হ'য়ে ওঠে ;
নইলে, এমনতর ঠকতে পার,—
যে-ঠকা বহুকাল পরেও

ক্রম-আত্মবিকাশে
জাতির বাস্তব সত্তাকে
বিকৃত ক'রে তুলতে পারে। ৬৩০১।
২২।৭।১৯৫৪, বেলা ১০-৪৫

ধর্ম্ম চিরদিনই একপর
অর্থাৎ সত্তাপর, ইষ্টপর ;
ধর্ম্ম মানে ধৃতিপোষণী কর্ম্ম,
প্রবৃত্তির ধৃতিপোষণী কর্ম্ম প্রবৃত্তিধর্ম্ম,
নিবৃত্তির ধৃতিপোষণী কর্ম্ম নিবৃত্তিধর্ম্ম,
কিন্তু সত্তার ধৃতিপোষণী অনুচলনকে
অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য
যেখানে যেমন প্রবৃত্ত বা নিবৃত্ত হ'তে হয়,
তেমনি ক'রে চলাই হ'চ্ছে
সত্তাধর্ম্ম-পরিপালন। ৬৩০২।
২৩।৭।১৯৫৪, সকাল ৯-২০

ধর্ম্ম-পরিপালনে না আছে প্রবৃত্তি,
না আছে নিবৃত্তি,
আছে সাত্ত্বিক শুভপ্রসূ অনুপোষণা—
ইষ্টানুগ অনুনয়নে—
তা' যে-ক্ষেত্রে যেমন প্রয়োজন,
তাই, ধর্ম্ম চিরদিনই ইষ্টনীতপা। ৬৩০৩।
২৩।৭।১৯৫৪, সকাল ৯-২৫

পঞ্চ-ষষ্ঠিতম ঋত্বিক-অধিবেশনোপলক্ষে
শ্রীশ্রীঠাকুরের আশীর্ব্বাণী

আজ ঐ অন্তরীক্ষের
অনন্ত বিতানে
শ্রবণার স্নিগ্ধ
সোহাগ-তর্পিত, লাজমধুর,
ভাতিপ্রসন্ন, স্বভাবস্নিগ্ধ
মৃদুল হাসি
অজচ্ছল জীবন বর্ষণ ক'রে
ধরিত্রীর জীবনকে
রসাল ক'রে তুলে চলেছে,
তাই, আজ শ্রাবণ মাস ;
দুনিয়ার দিকে চেয়ে দেখ—
এই শ্রাবণের পরিস্রুত শ্রাবণধারা
কি স্নিগ্ধ সুন্দর উর্ব্বরতার
হাসি-নিক্কণে
সব কিছুকেই
স্বভাব-সৌজন্যে
সম্বর্দ্ধনার স্বাগতম্-আহ্বানে
ফুল্ল ক'রে তুলে চলেছে ;
আজ তোমরাও ফুল্ল হ'য়ে ওঠ,
প্রদীপ্ত হ'য়ে ওঠ,
অনুশীলনার শালিন্য-সৌন্দর্য্যে
স্বাগতম্-আহ্বানে
যোগ্যতাকে
জাগৃহি-মন্ত্রে
আহ্বান কর,
আর, ঐ যোগ্যতা
সমস্তকে নিয়ে

তোমার সত্তায়
সংস্থ হ'য়ে উঠুক,
জাগ্রত হ'য়ে উঠুক ;
আর, তিনিই এই যজ্ঞের হোতা হ'য়ে উঠুন—
যিনি প্রত্যেকের অন্তরে
যজ্ঞেশ্বররূপে প্রতিভাত রয়েছেন—
জীবনে, বর্দ্ধনে,
যিনি প্রিয়পরম ব্যক্ত পুরুষোত্তম,
যিনি পরমপুরুষ পরম-আচার্য্য ;
—তাঁতে সুকেন্দ্রিক হ'য়ে ওঠ,
আত্মনিয়ন্ত্রণ-তৎপর হ'য়ে ওঠ,
অবাধ অঢেল উচ্ছল হ'য়ে ওঠ—
পেছনের যা'-কিছুতে
নিরাশী নির্ম্মম হ'য়ে
অসৎ যা'-কিছুকে ব্যাহত ক'রে ;
এমনি ক'রেই এগিয়ে চল,
এই এগিয়ে যাওয়ার অন্তঃস্থ ইচ্ছা
স্বতঃ-ক্রমণায়
আরো হ'তে আরোতে উদ্দাম হ'য়ে উঠুক,
অবাধ তেজোদৃপ্ত হ'য়ে উঠুক,
অনুশীলনতপা হ'য়ে উঠুক ;
সেই যজ্ঞেশ্বর—
যিনি যজ্ঞেশ্বর হ'য়ে
সবারই অন্তরের অন্তস্তমস্থলে
প্রাণন-পরিচর্য্যায়
জাগ্রত হ'য়ে রয়েছেন,
তিনি
এই যোগতপা তোমাদের অন্তরে
আশিস-হস্তে
ইষ্টানুদীপনায়
অব্যাহত মূর্ত্তিতে

ব্যক্ত হ'য়ে উঠুন ;
সক্রিয় নির্ব্বাক নন্দনায়
তাঁর বাক্ বিঘোষিত হ'য়ে উঠুক ;
তোমরা যোগ্যতায় যোগদীপ্ত হ'য়ে ওঠ,
সপারিপার্শ্বিক তোমরা প্রত্যেকে বেঁচে থাক,
বেড়ে চল—
আয়ুতে
বলে
বীর্য্যে,
শৌর্য্যদীপনী পরাক্রমে
অবাধ হ'য়ে ওঠ তোমরা ;
ঐ শ্রবণার শ্রাবণধারারই মত
তোমাদের চারিত্রিক বর্ষণ
যেন প্রতিপ্রত্যেককে
যোগদীপ্ত ক'রে তোলে,
যজ্ঞেশ্বরে সুকেন্দ্রিক
সক্রিয় অনুশীলন-তৎপর ক'রে তোলে,
যোগ্যতাকে উদ্ভিন্ন ক'রে তোলে,
মনে রেখো—
এইই প্রত্যেক জীবনের সার্থকতা,—
যা' পরস্পরকে বান্ধব-অনুবন্ধনে
নিবদ্ধ ক'রে
আপ্যায়িত ক'রে
সৌজন্য-অনুদীপনী
পোষণ-প্রদীপনায়
স্মিতমধুর
প্রীতিমুখর চাউনিতে
সবাইকে ভরসাদীপ্ত ক'রে তোলে ;
আর, এই ভরসা
সক্রিয় হ'য়ে
ভরণ-দীপনায়

আপূরিত ক'রে তুলুক সবাইকে,
আপালিত ক'রে তুলুক সবাইকে ;
করুণানিধান
সৃজনস্রোতা
বিশ্বেশ্বর
তোমাদের তপোনির্ঝরে
প্রসন্ন হ'য়ে উঠুন,
অন্তরস্থ যজ্ঞেশ্বর
জাগ্রত হ'য়ে উঠুন,
বর ও অভয় নিয়ে
তোমাদের প্রত্যেককে
স্বস্তিবচনে প্রবুদ্ধ ক'রে তুলুন ;
তোমরা তোমাদের যা'-কিছু নিয়ে
বেঁচে থাক,
বেড়ে চল,
আয়ু, বল, বিক্রমে
অব্যাহত থাক,
সব্যষ্টি সমষ্টিকে
এমনতরই
সক্রিয় অবাক নির্ঝরে
স্বস্তির সক্রিয় প্রস্বস্তিবাদে
শুভ সুন্দরে
সম্বর্দ্ধিত ক'রে তোল ;
পরম কারুণিক !
তুমি আমার এদের প্রতিপ্রত্যেকেরই
পরম সত্তা,—
সাত্ত্বিক সম্বর্দ্ধনায়
সাত্ত্বিক জাগরণে
জীবনবর্দ্ধনী বরদ হ'য়ে
নন্দন-আশিসে
উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠ তুমি সবারই অন্তরে ;

আমার আন্তরিক আকূতি অর্ঘ্যে
তুমি প্রসন্ন হ'য়ে ওঠ,
আর, ঐ প্রসন্নপ্রসাদে
সবাই প্রসাদমণ্ডিত হ'য়ে উঠুক। ৬৩০৪।
২৪।৭।১৯৫৪, সকাল ৮-৪৫

গোঁড়াও যদি হও,
কিন্তু গরহিসেবী হ'য়ো না। ৬৩০৫।
২৩।৭।১৯৫৪, রাত ৮-৪৫

প্রাপ্তির লুব্ধ প্রয়াস
যখন কাউকে
পালক-পরিচর্য্যা হ'তে
শিথিল বা বিরত ক'রে তোলে—
তাঁর সংরক্ষণায় অবহেলাপ্রবণ ক'রে—
দারিদ্র্যের অন্ধ দীপনা সেখানে
লাঞ্ছনার উপঢৌকন নিয়ে
নির্য্যাতনের দুন্দুভিনাদে
আকৃষ্ট করতে থাকে তাঁকে। ৬৩০৬।
২৪।৭।১৯৫৪, বিকাল ৪-৩৩

শুভনিষ্ঠা চিরদিনই ভাল,
কিন্তু অজ্ঞ নিষ্ঠা
বিপন্নতারই প্রমত্ত পথ। ৬৩০৭।
২৪।৭।১৯৫৪, বেলা ১০-৫৫

মানুষ যা' বা যেমন ইচ্ছা করে—
তা' করতে পারে,
কিন্তু যা' বা যেমনভাবে,

তাইই ইচ্ছায় পরিণত করতে পারে কমই—
প্রবৃত্তি ও প্রবণতাকে এড়িয়ে,
আর, ইচ্ছা মানেই সক্রিয় তৎপরতা। ৬৩০৮।
২৫।৭।১৯৫৪, রাত ৭-২৫

অলস শূন্যতাই কিন্তু
জীবনের মানদণ্ড নয়কো,
সুকেন্দ্রিক প্রীতি-প্রদীপ্ত
আত্মনিয়মনী ভজনদ্যুতিসম্পন্ন
সার্থক কৃতি-সমাধানই
জীবনের সমাধি—
যা' সার্থক হ'য়ে ওঠে ঈশ্বরে। ৬৩০৯।
২৫।৭।১৯৫৪, রাত ৭-১০

মানুষের অন্তর্নিহিত ছন্ন অনুবেদনা
দম্ভ-ধুক্ষিত হ'য়ে
যেখানে প্রবৃত্তিচলনায়
আত্মপ্রকাশ করে যেমনতর,
জীয়ন্ত আদর্শানুগতি ও অনুচর্য্যা
তা'দের কাছে তেমনই
দুষ্কর ও বিড়ম্বনাময়ই
হয়ে থাকে প্রায়শঃ। ৬৩১০।
২৫।৭।১৯৫৪, রাত ৭-৪৫

মানুষের জীবনচলনার
অধিভূত বিষয় ও ব্যাপারগুলিকে
ক্রমিক তৎপরতায়
সার্থক সঙ্গতিশালিন্যে
অনুশীলনার ভিতর-দিয়ে
স্বাভাবিক নিয়মনায়

সুবিনায়িত তাৎপর্য্যে
আয়ত্তীকরণের শিক্ষা
যেখানে বিহিত তাৎপর্য্যের সহিত
নির্ব্বাহ করা হয়,
তা'কেই মহাবিদ্যাতীর্থ
বা বিশ্ববিদ্যালয় ব'লে
অভিহিত করা যেতে পারে। ৬৩১১।
২৫।৭।১৯৫৪, বিকাল ৫টা

কী আছে আর কী করতে হবে—
কোন্ পথে, কি ক'রে,—
ওয়াকিবহাল হ'য়ে
সমীচীন তৎপরতায়
যা'তে তা'র সমাধান করতে পার,
তা' কর ;
অলস বা বিচ্ছিন্ন কর্ম্ম-সংশ্রয়
সুযোগ ও সুবিধা যা'-কিছু
সেগুলিকে বিহিতভাবে
ব্যবহার করতে না পেরে
বেকুব চলনায় ব্যাহতই হ'য়ে থাকে ;
অলস আকাঙ্ক্ষা
বা ভবঘুরে উন্মাদনা,
অসঙ্গত অবিবেকী অনুচলন,
অনুপযুক্ত নিয়মন বা বিন্যাস—
এইগুলি ব্যর্থতারই প্রিয়বান্ধব। ৬৩১২।
২৬।৭।১৯৫৪, সন্ধ্যা ৬-৩০

ঋত্বিক-রীতি

১। সক্রিয় ইষ্টনিষ্ঠা,

২। হৃদ্য বাক্, ব্যবহার ও অসৎ-নিরোধী তৎপরতা,

৩। জীবনীয় চরিত্র,

৪। জীবনীয় বাণী,

৫। জীবনীয় অনুচর্য্যা,

৬। জীবনীয় অনুপ্রেরণা,

৭। জীবনীয় আচার ও আচরণ। ৬৩১৩।

২৭।৭।১৯৫৪, সকাল ৮-৩০

অস্তিত্বে বজায় থেকেও
যা'রা নাস্তিক্যের বাহানা নিয়ে চলে,
ছন্ন প্রবৃত্তির গোলকধাঁধাঁয়
ভ্রান্ত চলনেই চলতে থাকে তা'রা—
সত্তাপোষণী পরিচর্য্যা
অর্থাৎ ধর্ম্মপালনী অনুদীপনাকে
ব্যতিক্রমদুষ্ট ক'রে। ৬৩১৪।

২৯।৭।১৯৫৪, সন্ধ্যা ৬-৫০

জীবনচলনায়
যা'রা নিজেদের দোষত্রুটি,
ভুলভ্রান্তি,
কোথায় কেমন ক'রে চললে কী হয়,
ইত্যাদি বুঝে,
ইষ্টানুগ আত্মনিয়মনে তা'র নিরাকরণ ক'রে
শুভ-সম্বেগকে বোধদীপ্ত
ক'রে চলতে পারে না—
সুসঙ্গত অনুনয়নে
নিজেকে বিনায়িত ক'রে ;—

আবার, ঐ দোষত্রুটি ভুলভ্রান্তিগুলিকে
একদম নিরাকৃত না ক'রে
তা'তেই নিজ চলন-সম্বেগকে
সঙ্কীর্ণ ক'রে রাখতে চায় যা'রা,
তা'রা নিজেদের পরিণতি ও পরিণামকে
অমনতর সঙ্কীর্ণ চলনের মধ্যে
নিবদ্ধ ক'রে
তদনুগ ব্যক্তিত্বেই
নিজেদিগকে বিনায়িত ক'রে তোলে,
তাই, ফলও তদনুরূপই পায় ;
সুকেন্দ্রিক, বিনায়িত
সার্থক সঙ্গতিশীল ব্যাপ্ত চলনে
নিজের ব্যক্তিত্বকে
তা'রা যথাবিন্যাসী ক'রে
বিস্তারশীল ক'রে তুলতে পারে না ;
তা'দের সংঘাতে
অন্যের যে প্রতিক্রিয়া
তা'দের কাছে তৃপ্তিপ্রদ হয় না,
সেইগুলিকেই তা'রা তা'র
দোষত্রুটি ব'লে মনে করে,
এবং তা'কে দোষারোপও ক'রে থাকে
তেমনি ক'রে—
নিজেকে সংশোধিত না ক'রে ;
তাই, তা'দের বর্দ্ধনা বা ব্যক্তিত্ব
সংক্ষুব্ধ অন্তর নিয়ে
তখন থেকেই
নিরয় উপভোগ ক'রে চলতে আরম্ভ করে ;
তাই, সুকেন্দ্রিক হও,
আত্মনিয়মন-তৎপর হ'য়ে
অন্বিত সার্থক সঙ্গতিশীল অনুনয়নে
নিজেকে বিনায়িত ক'রে

শ্রেয়ার্থ-উপচয়ী সুসংস্কৃতি নিয়ে চল,
ব্যক্তিত্বকে প্রসারিত ক'রে তোল
অমনি ক'রে,
স্বস্তি তোমার
সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে
বিস্তারলাভ ক'রে চলতে থাকবে—
প্রস্বস্তির পরম নন্দনায়। ৬৩১৫।
৩০।৭।১৯৫৪, সকাল ৭-৮

হীনম্মন্যতা যেখানে যেমন জমাট,
ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তিও সেখানে
তেমনতর চলন-তাৎপর্য্য নিয়েই
চলতে থাকে,
তা'রা মানুষের আপন হ'তে জানে না,
প্রীতি-সন্দীপ্ত পরিচর্য্যায়
নিজেকে দায়িত্বশীল ক'রে তুলতে পারে না;
প্রীতি-অনুবন্ধনার অবজ্ঞায়
প্যাঁচোয়া জাল সৃষ্টি ক'রে
মানুষকে বেঁধে রাখতে চায় তা'রা—
তা'দের বোধ ও ব্যক্তিত্বের প্রভাবে
প্রভাবান্বিত ক'রে;
তা'রা বোঝে না—
হওয়া বাস্তবতায় যেমন প্রকৃষ্টতর হ'য়ে ওঠে,
চরিত্রেও তা' স্বতঃ-উদ্দীপনায়
তেমনতর প্রভাব বিস্তার ক'রে চলে;
এমনতর প্রচেষ্টার ফলে
মানুষ তো প্রভাবান্বিত হয়ই না,
বরং সংশ্রয়ে থাকে যা'রা,
তা'রাও ভয় ও আশঙ্কায়
আড়ষ্টই হ'য়ে থাকে;
তাই, ব্যক্তিত্বের সম্বর্দ্ধনা

দাম্ভিক ক্রূরতা নিয়ে
তাঁদিগকে প্রতিক্রিয়ায়
পরামৃষ্ট ক'রে তুলতে থাকে,
জীবনের জাগৃতি-চলন
দক্ষযজ্ঞেরই মতন
ব্যাহত ও পরিমর্দ্দিত হ'য়ে
দক্ষতাকে ছাগমুণ্ডেই
পরিশোভিত ক'রে থাকে। ৬৩১৬।
৩০।৭।১৯৫৪, সকাল ৭-২৫

স্বকে ধারণ কর,
সত্তাপোষণী হও,
স্বাধীন হও। ৬৩১৭।
৩১।৭।১৯৫৪, সকাল ৮-৪৫

তোমার প্রতি যদি কা'রো
কটু নজর আছে ব'লে
বিবেচনা বা সন্দেহ কর—
তবে এখনই
প্রীতি ও আস্থা-সন্দীপী
বিহিত আপ্যায়নী অনুচর্য্যার সহিত
হৃদ্য নিয়মনায়
অবস্থানুগ সুযুক্তি-পর্য্যালোচনার ভিতর-দিয়ে
সৌজন্যের প্রতিষ্ঠা ক'রে
তা'কে সার্থক হ'তে দিও,
যা'তে সে তোমার বান্ধবতায়
প্রত্যয়দীপ্ত হ'য়ে
আত্মপ্রসাদ উপভোগ করতে পারে ;
শুধু তাই কেন,
যেখানেই হো'ক না,
হৃদ্য আপ্যায়নী অনুচর্য্যায়

অসৎ-নিরোধী নৈপুণ্য নিয়ে
প্রত্যেকের সাথে
সার্থক সঙ্গতিশীল সম্বন্ধান্বিত হওয়ার প্রবণতাকে
ভুলে যেও না ;
তোমাতে যে বিশেষত্বই থাক্ না কেন,
তোমার রকমে
প্রত্যেক বৈশিষ্ট্য যেন
নিজ বিশেষত্ব নিয়েই চলতে পারে—
শুভ-বিনায়নায় ;
—নিজে সুখী হবে অনেকখানি,
অন্যকেও সুখী করতে পারবে

প্রায়শঃ। ৬৩১৮।
৩১।৭।১৯৫৪, বেলা ১০-৪৫

হৃদ্য অনুবেদনাকে ভুলে,
অন্তঃকরণকে
আভিঘাতিক আনতিসম্পন্ন ক'রে তোলে যা'রা—
চিন্তায়
ও ক্রূর সমালোচনী তৎপরতায়,
তা'দের ব্যক্তিত্বের দাঁড়া
যেমনই হো'ক না কেন,
মূলতঃ তা' শিথিল ;
তা'রা, তোমার অবস্থার কৈফিয়ৎ দিয়ে
তোমাকে সমর্থন ক'রে
আত্মপ্রসাদ উপভোগ করতে পারে না,
এমন-কি, তা'দের জানা যা'
তা'রও বিনায়িত পরিবেষণে
সুযুক্ত নিয়মনায়
দৃঢ় প্রত্যয়ে
বান্ধবতায় সুস্থিত থাকতে তো পারেই না,
বরং বিকৃত পরিবেষণে

বান্ধবতারই সমাধি রচনায় উদ্যত হয় ;
এমনতর চারিত্রিক মর্য্যাদা যেখানে,
ব্যক্তিত্বের মর্য্যাদাও সেখানে তেমনি,
বুঝে—যেমন ক'রে চলতে হয়,
চ'লো । ৬৩১৯ ।
৩১।৭।১৯৫৪, বেলা ১১টা

যে
কোন বিষয় বা ব্যাপারকে
সুসঙ্গত অন্বয়ী তৎপরতায়
সংঘটন ক'রে তুলতে পারে—
সুনিষ্ঠ আদর্শ-প্রাণন-নিবন্ধনায়,
সে কিন্তু বাস্তব সংগঠক ;
আর, কোন ব্যাপার বা বিষয়ের
প্রস্তুত ভূমিতে দাঁড়িয়ে
নির্বিঘ্নতা নিয়ে
তা'র কর্ম্ম পরিচালন করতে যে পারে,
সে কিন্তু সংগঠক নাও হ'তে পারে,
বরং তৎ-কর্ম্ম-নির্ব্বাহী সেবক সে,
—যে সেবা-সৌকর্য্যের ভিতর-দিয়ে
নন্দিত প্রসাদ উপভোগ ক'রে
আত্মপ্রসাদের বাহবায়
নিজেকে হয়তো সংগঠক ব'লে মনে করে সে ;
তাই, যদি সংগঠক হ'তে চাও,
তবে বিষয় বা ব্যাপারকে
সার্থক সঙ্গতিতে
নিয়ন্ত্রিত ক'রে
শুভ-বিনায়নে
উপযুক্ত ভূমি প্রস্তুত কর—
যে-ভূমির পরিচর্য্যায়
আদর্শানুগ পারস্পরিক সহযোগিতা নিয়ে

প্রতিপ্রত্যেকে
স্বতঃ-অর্জ্জনে
প্রসাদনন্দিত হ'য়ে উঠতে পারে,
আর, ঐ অভ্যস্ত কৃতি-দীপনাই হ'চ্ছে
তোমার সংগঠনতন্ত্র। ৬৩২০।
৩১।৭।১৯৫৪, রাত ৮-৩৫

সুকেন্দ্রিক সক্রিয় তৎপরতায়
নিজেকে আগে
সংগঠক ক'রে তোল,
ব্যক্তিত্ব সংগঠিত হ'য়ে উঠুক
অমনি ক'রে—
বাক্যে, ব্যবহারে, চলনে, চরিত্রে ;
সার্থক সম্বর্দ্ধনী তৎপরতায়
সাত্ত্বিক পোষণ-প্রভাবে
তোমার প্রতিটি পদক্ষেপ
সংঘটক বা সংগঠক হ'য়ে উঠবে। ৬৩২১।
৩১।৭।১৯৫৪, রাত ৮-৪০

মহৎ বা শ্রেয়দের
শুভ-সন্দীপী খোসখেয়ালী অনুজ্ঞা—
তাঁতে প্রীতিপ্রসন্ন যারা,
তা'দের অন্তরে
উদ্দীপনী অনুপ্রেরণা সৃষ্টি ক'রে থাকে ;
আর, তা' সাধারণ চিন্তা-বহির্ভূত
আকস্মিক কিছু হ'লেও
তা'র সম্ভাব্যতায়
প্রত্যয়বান হ'য়ে
শুভ সন্দীপনায়
প্রস্তুতি-অনুপ্রেরণা-প্রবুদ্ধ হ'য়ে ওঠে তা'রা,
যা'র ফলে,

যদি প্রয়োজন হয়,
মুহূর্ত্তে অমনতর কোন ব্যাপারের
সমাধান ক'রে ফেলা
সম্ভবপর হ'য়ে ওঠে তাদের পক্ষে,
শুধু তাই নয়,
পরিবেশকেও তা'রা ঐ প্রেরণাসম্বুদ্ধ
ক'রে তুলতে ত্রুটি করে না ;
শুভ-ব্যক্তিত্বের শুভ-সত্তা
শত কাজে বিচরণ ক'রেও
প্রতিটি নিষ্পন্নতার ভিতর-দিয়ে
শুভ-আগমনীকে
উদ্দাম ও উদ্যত ক'রে তুলতে
ত্রুটি করে কমই ;
শ্রেয় বা মহানদের অনুজ্ঞাগুলির
সুক্রিয় ত্বরিত সমাধানী নিষ্পন্নতাই
ঐ মজুত উদ্যমের স্রষ্টা । ৬৩২২ ।
১।৮।১৯৫৪, রাত ৯-২৫

তুমি যা'র কাছে যা' পেয়েছ,
সেই পাওয়ায় অনুক্রিয় হ'য়ে
তা'র প্রতি তোমার যা' করণীয়—
সমর্থন ও সম্পোষণ-তৎপর হ'য়ে,—
তা' না ক'রে,
তা'কে অস্বীকার করবার সাহস নিয়ে
যদি চলতে থাক—
বিস্মৃতির ভাব নিয়ে,
নিশ্চয় জেনো—
তোমার হীনম্মন্য ব্যক্তিত্বে
পাকাপাকিভাবেই অনুস্যূত হ'য়ে রয়েছে—
অকৃতজ্ঞ প্রবণতা ;
আর, এই প্রবণতা

কোন্ পথে
কোথায় নিয়ে
কী দুর্ব্বিপাকে যে তোমাকে ফেলবে,
আপাতদৃষ্টিতে তুমি হয়তো তা'
বিবেচনায়ই আনতে পারবে না ;
অভাব বা দৈন্যের
দুর্ব্বিসহ দিগ্দারী
তোমাকে যে
দিশেহারা ক'রে নিয়ে চলেছে,
বোধিচক্ষুর সমালোচনী দৃষ্টি দিয়ে
তা' দেখ,
এবং বুঝে চলতে চেষ্টা কর,
সে-চেষ্টা যেন
আত্মনিয়মন-তৎপরতায়
তোমাকে
সুক্রিয় শুভসন্দীপী ক'রে তোলে,
নয়তো, দুর্দ্দশার দানবীয় আক্রমণ
এড়িয়ে চলতে পারবে না কিছুতেই,
হীন ব্যক্তিত্ব নিয়ে
হীনতার অভিসারেই
তোমাকে চলতে হবে। ৬৩২৩।
২।৮।১৯৫৪, সকাল ৯-২০

পিতাই হউন,
মাতাই হউন,
গুরুজনবর্গ বা
তোমাদের মধ্যে যে-কেউই হউন না কেন,
যিনি সবারই
সত্তা-পরিপোষক—
সবারই শ্রেয়ী যিনি—

বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ,
তিনিই কিন্তু অনুসরণীয় ;
তিনি যেখানে যেমনভাবে
অবজ্ঞাত হউন না কেন,
দূরপনেয় দূরদৃষ্টের দুষ্ট ধুক্ষা
সেখানেই ক্রমচলনে
অনুসরণ করতে
থাকবেই কি থাকবে ;
তাঁর অনুদীপনী অনুপ্রেরণা-অনুশাসিত
অনুনয়নের সঙ্গে
যা' যতটা সার্থক সঙ্গতিসম্পন্ন
তাইই তেমন গ্রহণীয়,
আর, তা'কে নিরোধ করে যা'-কিছু,
বর্জ্জনীয় কিন্তু তা'ই,
নয়তো, সন্ধুক্ষিত সত্তা
মর্ষিত ধর্ষণে
অপলাপেই আনতিপ্রবণ হ'য়ে চলবে কিন্তু। ৬৩২৪।
২।৮।১৯৫৪, বিকাল ৩-৩০

সুকেন্দ্রিক প্রীতি-উৎসারিণী
অনুচর্য্যী অনুবেদনার ভিতর-দিয়ে
অর্থান্বিত বোধসঙ্গতি-সহ
যখনই দোষদৃষ্টি খতম হ'য়ে আসে,—
শ্রদ্ধাও সংস্থিতি লাভ করে তখনই;
আর, এই শ্রদ্ধাই
প্রাজ্ঞ পরিবেদনার প্রকৃষ্ট পথ। ৬৩২৫।
৩।৮।১৯৫৪, বিকাল ৫-২০

ভাল মানুষ মানেই হ'চ্ছে—
শুভ-সন্দীপী সক্রিয়

দায়িত্বশীল একমনা
ও এক-অনুরতি-সম্পন্ন মানুষ,
যা'রা আত্মম্ভরী আব্‌দার বা অভিমানের
তোয়াক্কাই কম রাখে,
স্বার্থ-সঙ্গত প্রত্যাশাপরায়ণতা
তা'দিগকে সংক্ষুব্ধ বা মন্থর
ক'রে তুলতে পারে না,
গৌরবমুখর উপচয়ী অনুক্রিয় তৎপরতা নিয়ে
তা'রা চ'লে থাকে,
আর, তা'তেই তা'দের আত্মপ্রসাদ ;
স্বভাবতঃই হৃদ্য আবেগশীল
হ'য়ে থাকে তা'রা—
অচ্যুত শ্রেয়নিষ্ঠায় অধিষ্ঠিত থেকে,
আর, এমনতর হয় ব'লেই
তা'দের উপস্থিতবুদ্ধিও
প্রখর হ'য়ে থাকে,
তা'দের বোধিসত্তা ক্ষুব্ধ ছন্নতায়
ব্যতিক্রমদুষ্ট হ'য়ে ওঠে কমই,
তাই, তা'রা সাহসী হ'লেও
অপচয়ী বেকুব সাহসিকতাকে
পছন্দ করে না,
আবার, তা'দের শুভ-প্রত্যয়
বিরুদ্ধ পরিবেশের সংস্রবে
দুর্ব্বল ও দাঁড়াহারা হয় না কিছুতেই,
আত্মনিয়মনী অভিসন্ধি-তৎপর
অনুবেদনা নিয়ে
ঈপ্সিত অভিসারেই
চ'লে থাকে তা'রা ;
চারিত্রিক আবেগে
যা'দের অন্ততঃ এতটুকুও
স্বতঃ-সঙ্গতিশীল হ'য়ে

ধৃতিবান তাৎপর্য্যে অধিষ্ঠিত,
ভাল লোক তা'রাই। ৬৩২৬।
৪।৮।১৯৫৪, সকাল ৬-৩০

ধৃতি-অনুশাসনে
সমীচীন সক্রিয় আত্মনিয়মনার সহিত
উদ্দেশ্য-আপূরণী অনুধ্যায়িতা নিয়ে
বিহিত অনুক্রিয় চলনায় চ'লে
সময়, সীমা ও সঙ্গতির অন্বিত সমবায়ে
সুব্যবস্থ মিতি-নিয়মনায়
নিষ্পন্ন ক'রে তোলার
অভিধায়নী আবেগই হ'চ্ছে
নিষ্পন্নতার অভিদীপ্ত অনুচলন। ৬৩২৭।
৫।৮।১৯৫৪, সকাল ১০-৫

যে দেয়,
বা সাহায্য করে,
সে যেন তোমাকে সাহায্য করতে পারে
বা দিতে পারে,—
এমনতর সুতীক্ষ্ন অনুচর্য্যার সহিত
কৃতজ্ঞ অনুবেদনা নিয়ে
বিহিত ব্যবহারে
পোষণ-স্ফুরণায়
তা'কে উজ্জীবিত ক'রে চ'লো—
শুভ-শালিন্যে ;
তোমার পুষ্টি ও প্রাপ্তি
উচ্ছল চলনেই চলতে থাকবে। ৬৩২৮।
৪।৮।১৯৫৪, বেলা ১০-৩০

স্বস্তিসন্দীপী ইষ্টার্থী চলন—
বাস্তব ব্যাপৃতির অনুশীলন-তৎপরতায়

যোগ্যতার রাগদীপনী
উপচয়ী আত্মনিয়মনী তাৎপর্য্যে,
—এই হ'চ্ছে স্বস্ত্যয়নের
সক্রিয় পন্থা। ৬৩২৯।
৬।৮।১৯৫৪, সকাল ৮-৫৮

বিগ্রহ-বিনায়িত যে
গ্রহ-অভিভূতিও সেখানে দুর্ব্বল,
আচার্য্যই বিগ্রহ—
পরম দৈবত,
—বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
প্রিয়পরম তিনিই। ৬৩৩১।
৬।৮।১৯৫৪, সকাল ৯টা

সুকেন্দ্রিক শুভ-সন্দীপী
হৃদ্য অনুচলনে যা'রা চলে
তারাই সভ্য। ৬৩৩২।
৬।৮।১৯৫৪, সকাল ৭-২০

বিরাম-বিলাসিতায় সুখ নেই,
সুকেন্দ্রিক আত্মনিয়মনী তৎপরতা নিয়ে
সুধী সক্রিয় সম্বেগের ভিতর-দিয়ে
ব্যতিক্রমকে ব্যর্থ ক'রে
নিষ্পন্নতায় উপনীত হওয়াই সুখ,
আর, আনন্দও তা'তেই। ৬৩৩৩।
৭।৮।১৯৫৪, সকাল ৭-৩০

যে অনুশাসন
তাপস অনুশীলনায়
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ অনুবর্ত্তনে
অতীতকে আপূরিত ক'রে

অস্তিবৃদ্ধির বাস্তব উদ্বর্ত্তনে
বর্ত্তমানকে উচ্ছল ক'রে
ভবিষ্যৎকে
বর্দ্ধনপ্রসূ সঞ্জীবনী অনুপ্রেরণায়
উদ্দীপ্ত ক'রে তুলতে পারে—
সর্ব্বসঙ্গতির সার্থক সঞ্চালনায়,—
তাইই আর্য্য-সত্য,
প্রাকৃতিক বৈধী-নন্দনা,
আর, অনুসরণীয় তাইই । ৬৩৩৪ ।
১২।৮।১৯৫৪, সকাল ৭-৫

তুমি সত্তায় সঞ্জীবিত থাক,
আর, সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে ওঠ ঈশ্বরে—
ধারণ-পালনী ধৃতির বিনায়নী তপশ্চর্য্যায়,
অসৎ বা অশুভকে অতিক্রম ক'রে,
আর, তাইই পরমার্থ । ৬৩৩৫ ।
১২।৮।১৯৫৪, সকাল ৭-১৫

তুমি লাখবার
'সত্যং, শিবং, সুন্দরং'
জপ কর না কেন,
তোমার প্রতিটি কর্ম্মই
যদি ঐ জপমুখর না হয়—
নিবিষ্ট নৈপুণ্যে,
সার্থক স্ফুরণায়,
আর, ঐ স্ফুরণাও যদি আবার
সত্য, শিব, সুন্দরে
উদ্‌গতি লাভ না করে,
ঐ জপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর তাৎপর্য্যে
যদি বিকশিত হ'য়ে না ওঠে—
মূকমুখর কর্ম্মের গতি-গীতিকায়

ঐ শিব-সুন্দরের বাস্তবায়িত স্বাগতম্-সঙ্গীতে,
ঐ 'সত্যং, শিবং, সুন্দরং'
তোমার জীবনে
কখনও আবির্ভূত হ'য়ে উঠবে না,
শিব-সিদ্ধ হ'য়ে উঠবে না তুমি। ৬৩৩৬।
১২।৮।১৯৫৪, সকাল ৭-৩০

তোমার জপ
অর্থভাবনায় উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠুক,
হওয়ায় সার্থক হ'য়ে উঠুক,
আর, ঐ জপ যখনই
অনুশীলনী অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
বাস্তব বিধায়নায়
অর্থান্বিত সঙ্গতিশালিন্যে
হওয়ায় উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠবে
তখনই তা'
সিদ্ধিকে নিঃসংশয় ক'রে তুলবে। ৬৩৩৭।
১২।৮।১৯৫৪, সকাল ৮-২৫

সত্তায় সংগ্রথিত হ'য়ে
চরিত্রে যা' বিকীর্ণ হ'য়ে ওঠে তোমার,
প্রাপ্ত অর্থাৎ আপ্তীকৃতও হ'য়ে ওঠে তাই,
—তা' তুমি বোধ কর বা না কর,
সান্নিধ্য-সন্নিবেশিত পরিবেশ
তা' উপভোগও ক'রে থাকে তেমনই। ৬৩৩৮।
১২।৮।১৯৫৪, সন্ধ্যা ৬-৫২

সুকেন্দ্রিক সক্রিয় তৎপরতায়
সুবিধি-বিনায়িত হ'য়ে চল,

সুবিধা স্বতঃ হ'য়ে উঠবে
তোমার জীবনে। ৬৩৩৯।
১২।৮।১৯৫৪, রাত ৭-২০

ইষ্টার্থ-নিরতিহারা
অলস প্রসাদভোজী যা'রা,
তা'রা জীবনের প্রসাদ ও বর্দ্ধন হ'তে
নিজেদের বঞ্চিত ক'রে থাকে। ৬৩৪০।
১২।৮।১৯৫৪, রাত ৭-৩০

যা'রা সুকেন্দ্রিক আবেগ-রাগ-রঞ্জিত হ'য়ে
সক্রিয় অনুবেদনায়
শুভ-নন্দিত উপচয়ী কর্ম্মফলকে
অর্ঘ্য-স্বরূপ
ইষ্টার্থ-অনুচর্য্যায়
নিয়োজিত করতে জানে না
বা পারে না,
পরিবেশের জীবনসঞ্জাত
কর্ম্মনিরতির ফলও
তা'কে অর্ঘ্যান্বিত ক'রে
প্রসাদ-সন্দীপ্ত ক'রে তোলে কমই। ৬৩৪১।
১২।৮।১৯৫৪, রাত ৭-৪০

কাউকে যদি তুমি
নিঃস্বার্থভাবেই ভালবেসে থাক,
তোমার ভালবাসার কষ্টিপাথরই হ'চ্ছে এই যে,
সে যাকে ভালবাসে,
দক্ষ তৎপরতায়
তা'কে তুমি ভালবাসতে পারছ কিনা,—
প্রীতি-অনুচর্য্যা নিয়ে,
সুসন্ধিৎসু অসৎ-নিরোধী তৎপরতায়

বা তা'র প্রতি তোমার স্নেহল শ্রদ্ধা
স্বতঃ উৎসারণশীল কিনা—
তৎ-প্রীত্যর্থে অর্থান্বিত হ'য়ে ;
—আর, তা'র ঈপ্সিত যা' নয়,
তোমার ঈপ্সিত হ'লেও
অবলীলাক্রমে
তা' হ'তে নিবৃত্ত হ'তে পার কিনা
তারই শুভ-কামনায় ;
এমনতর না হ'লে বুঝবে—
তুমি তা'কে ভালবাস না,
ভালবাস তোমার স্বার্থ-প্রত্যাশাকে । ৬৩৪২ ।
১২।৮।১৯৫৪, রাত ৮টা

যদি সঙ্গতি থাকে,
আর, দিতেই হয় যদি,
তা'দিগকেই আগে দিও—
যা'রা শ্রেয়-উপচয়ী অনুবেদনা নিয়ে
সক্রিয় আহরণ-তৎপর হ'য়ে
লোকচর্য্যায়
আত্মনিয়োগ করতে পারে—
কৃতি-সন্দীপনায়,
এরই ক্রমান্বয়ী ক্রম-বিবেচনায়
যা'কে যা' দেবার, তা' দিও ;
মনে রেখো—
শ্রেয়ে প্রীতি-সম্বেগ ন্যস্ত ক'রে
তৎ-স্বার্থ-প্রতিষ্ঠা-প্রবোধনায়
তাঁ'রই অস্তিবৃদ্ধিদ শাসনে
উদ্বুদ্ধ অনুপ্রাণনায়
লোকচর্য্যায় নিরত যা'রা—
স্বার্থ-প্রত্যাশাশূন্য হ'য়ে,—

তা'রাই কিন্তু শ্রেয় ও শ্রেষ্ঠ,
প্রকৃতিই তা'দিগকে
স্বাগতম্-অভিনন্দনে
অভিনন্দিত ক'রে থাকে,
তা'দের লোকপোষণাই
তা'দিগকে অনুচর্য্যা ক'রে থাকে স্বতঃই। ৬৩৪৩।
১২।৮।১৯৫৪, রাত ৮-১০

ত্যাগও তোমার আদর্শ নয়,
ভোগও তোমার আদর্শ নয়,
আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির
সার্থক সঙ্গতিতে
সত্তাপোষণী ইষ্টানুগ চলনাই
তোমার জীবনীয় লক্ষ্য;
তা' যেখানে যেমনতরভাবে প্রযোজিত হয়,
তাইই করণীয়—
সুনিষ্ঠ সদাচারপরায়ণ-তৎপরতায়,
ইষ্টানুগ আত্মনিয়মনী অনুবেদনা নিয়ে;
আর, এই চলনাই ধর্ম্মাচরণ। ৬৩৪৪।
১৫।৮।১৯৫৪, সকাল ৮-৩০

অন্যায্য চলন
অজ্ঞবোধিরই অন্ধ প্রেরণা,
তাই, তা' অপরাধের;
অপরাধ অনেকেরই অনেক রকম থাকে,
কিন্তু মানুষ যতই
আদর্শ-অনুধ্যায়ী
সার্থক সঙ্গতিসম্পন্ন
অন্বয়ী আবেগ নিয়ে
সক্রিয় অনুশীলন-তৎপর হ'য়ে চলতে থাকে,
ঐ অজ্ঞতা অন্তর্হিত হ'তে থাকে

তেমনি ততখানি ;
আদর্শানুগ আত্মবিনায়নী অনুশাসন
যতই অন্তরকে
অনুপ্রেরণা-উদ্দীপ্ত ক'রে তুলতে থাকে,
চলনও ততই ন্যায্য হ'য়ে ওঠে,
মানুষ চতুর ও চৌকষও
হ'য়ে ওঠে তেমনি,
তার দোভাঁজী চলন
অর্থাৎ কূটনৈতিক চলনও
শুভসন্দীপী হ'য়ে ওঠে—
ঐ নিয়মনায় নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে ;
আর, ন্যায্য তাইই
যা' নাকি আদর্শানুগ সক্রিয় তৎপরতায়
শুভ-সার্থক বিধি-বিনায়িত হ'য়ে
সুপ্রয়োগ-সার্থকতায়
বিধায়িত হ'য়ে চলতে থাকে ;
তাই, অজ্ঞতা থেকে অপরাধ আসতে পারে,
কিন্তু অপরাধ-প্রীতি
অপরাধের মূল উৎস,
যা'র ভিত্তিই অজ্ঞতা ;
তাই, অজ্ঞতাকে সমর্থন করতে যেও না,
যত পার সংশোধিত ক'রে চল ;
সু-সন্দীপনা
শুভ-অনুপ্রেরণ-অনুশীলনায়
তোমাকে ধন্য হবার পথেই
পরিচালিত ক'রে চলতে থাকবে। ৬৩৪৫।
১৬।৮।১৯৫৪, বেলা ১০-৪০

নিজের অজ্ঞতাকে সমর্থন ক'রো না,
প্রশ্রয় দিতে যেও না তা'কে,
দক্ষকুশল তৎপরতায়

সুযুক্ত বাস্তব বিনায়নে
তা'কে পরিশুদ্ধ ক'রো তখনই,
নয়তো, তোমার বোধিদীপনা
অন্ধতমোয় আবিষ্ট হ'তে থাকবে
ক্রমশঃ। ৬৩৪৬।
১১।৮।১৯৫৪, বিকাল ৩-৮

শুভ-সম্পোষণী যা'—
এমনতর অনুজ্ঞা পেলেই,
বা তা' সুসঙ্গতি নিয়ে
অন্তরে উদয় হ'লেই,
তা'তে আত্মনিয়োগ ক'রো
তৎক্ষণাৎই—
ত্বরিত সমাধানী সম্বেগ নিয়ে,
অবশ্য তা' যদি তোমার পক্ষে উপযোগী হয়। ৬৩৪৭।
১৮।৮।১৯৫৪, সন্ধ্যা ৬-৩

বৈরী-ভাবকে জীইয়ে রাখতে যেও না—
বিশেষতঃ একাদর্শ-অনুধ্যায়ী
অনুচর্য্যাপরায়ণ যা'রা
তা'দের মধ্যে ;
এমন-কি, অসৎ-নিরোধী তৎপরতার
হৃদ্য চলনে
বিনায়িত ক'রে তোল তা'দিগকে—
দক্ষকুশল অনুচলন-তাৎপর্য্যে ;
যদি তা' না কর,
তবে ঐ বৈরিতা
কৃতঘ্নতা ও বিশ্বাসঘাতকতার
ইন্ধন যুগিয়েই চলবে,
ঐ বৈরী দীপনাই

তোমাদিগকে নারকী ক'রে তুলতে
কসুর করবে না। ৬৩৪৮।
১৮।৮।১৯৫৪, সন্ধ্যা ৬-৪০

সার্থক অন্বিত সঙ্গতিশীল বোধবিনায়নার গ্রন্থন—
যা' হ'তে সপর্য্যায়ে
বোধসঙ্গতিকে উপলব্ধি করা যায়,
তা'ই তা'র সূত্র। ৬৩৪৯।
১৮।৮।১৯৫৪, রাত ৮টা

যা'রা স্বার্থপর,
আত্মাভিমানী, আত্মম্ভরী,
সন্ধিৎসাহারা, অসতর্ক,
উপস্থিতবুদ্ধিবিহীন,
বৈরীভাবদুষ্ট,
হৃদ্য অসৎ-নিরোধী তৎপরতাহারা,
সম্ভ্রমাত্মক আপ্যায়নী অনুরঞ্জনা-সম্পন্ন নয়,
তা'রা
শ্রেয়-প্রেয় যিনি—
আচার্য্য ও মহামানব যিনি—
তাঁ'র সেবানুচর্য্যার উপযোগী হ'য়ে উঠতে পারে না ;
তা'দের অনুচর্য্যা
বিপৎপাতেরই স্রষ্টা হয়—
নিরাকরণ তাৎপর্য্যবিহীন হ'য়ে,
কারণ, পরস্পরের ভিতর
আপ্যায়নী অনুবেদনায়
সুসঙ্গত হ'য়ে
একসূত্র-অভিধায়িনী তাৎপর্য্যে
শ্রেয়রাগ অন্বিত হ'য়ে চলা
সুকঠিনই তা'দের পক্ষে। ৬৩৫০।
২১।৮।১৯৫৪, সকাল ৭-১০

দায়িত্ব নিয়ে
যে
তা'কে যত ভালভাবে উদ্‌যাপন করে,
দয়া ততই তা'কে অনুসরণ ক'রে চলে । ৬৩৫১ ।
২১।৮।১৯৫৪, সন্ধ্যা ৬-১৫

যা'রা মানুষকে আপন ক'রে নিতে জানে না,
বা পারে না—
বিশ্বস্ত আপনজনোচিত অনুচলনে,
শ্রেয়সন্দীপী সুনিষ্ঠ ইষ্টানুগতি নিয়ে,
বিহিত আপ্যায়নী অনুচর্য্যায়,
বিনীত আত্ম-বিনায়নে,
অথচ আধিপত্যের দাম্ভিক শাসনে
আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে চায় ;—
ঐ হীনম্মন্য আধিপত্যের প্রয়াস
তা'দের রৌরব নির্য্যাতনেরই পথ
পরিষ্কার ক'রে তোলে ;
আধিপত্যই যদি চাও—
হৃদ্য অনুচর্য্যায়
মানুষকে শ্রেয়নিষ্ঠ ক'রে তোল—
ধারণ-পালনী আবেগ নিয়ে,
যা'তে তা'রা তোমার আপন হ'য়ে ওঠে,
না চাইলেও
আধিপত্য স্বতঃ হ'য়ে উঠবে
তোমার কাছে । ৬৩৫২ ।
২১।৮।১৯৫৪, রাত ৮-৩০

লোভ, আক্রোশ বা অলসতা-বশতঃ
তোমার চলন-পদ্ধতিকে
বিভ্রান্ত ক'রে তুলো না,
অর্থাৎ যা' করতে

যেখানে যেমন করতে হয়,
বা বলতে হয়,
হৃদ্য নিয়মনে তা' ক'রে
সমীচীন সমাধানে উপনীত হ'য়ো ;
তা'র কোন-কিছুকে বাদ দিয়ে
করতে গেলেই
তা' বিকৃত হবারই সম্ভাবনা বেশী—
মনে যেন থাকে। ৬৩৫৩।
২২।৮।১৯৫৪, সকাল ৮-১৫

শ্রদ্ধোৎসারিণী অনুচর্য্যা,
অনুশীলনী তপ—
জ্ঞানলাভের প্রকৃত পন্থা। ৬৩৫৪।
২২।৮।১৯৫৪, বিকাল ৩-৫০

সৎকে ধারণ কর,
শুভ-ধৃতি নিয়ে চল,
স্বাধীন হও,
আর স্বাধীনতা মানেই হ'চ্ছে
শুভ যা',
তা'কে ধারণ করা—
পালনে-পোষণে। ৬৩৫৫।
২৩।৮।১৯৫৪, সকাল ৭-৫২

প্রথম কথাই হ'লো—
তুমি সর্ব্বতোভাবে ইষ্টার্থপরায়ণ হও,
সুকেন্দ্রিক হও,
তদনুগ আত্মনিয়মনে
সুসন্ধিৎসু সুবীক্ষণায়
নিজেকে অনুশীলন-তৎপর ক'রে

চলায় অভ্যস্ত হ'য়ে ওঠ,
নিজের অজ্ঞতাকে
বিজ্ঞ দাম্ভিকতায়
প্রতিষ্ঠা ও প্রবর্ত্তন করতে চেও না ;
আর, তোমার শ্রেয়-প্রেয় যিনি,
ইষ্ট যিনি,
তাঁকে এমনতর আপনার ক'রে নাও,
যা'তে তাঁর স্বার্থপুষ্টিই তোমার স্বার্থ হ'য়ে ওঠে,
অসৎ যা'-কিছু
অশ্রেয় যা'-কিছু
তা'কে নিরোধ ক'রে
হৃদ্য সত্তানুপোষণী অনুবেদনায়
সেগুলিকে বিনায়িত ক'রে তুলতে থাক ;
তাঁ'র সৎ-অনুচর্য্যী যা'রা—
শুভ-অনুচর্য্যী যা'রা—
প্রিয় যা'রা—
তা'রা তোমারও প্রিয় হ'য়ে উঠুক ;
তাঁ'র স্বার্থ তোমার স্বার্থ হ'য়ে উঠুক,
তাঁ'র সত্তা, স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠা-অপঘাতী যা'রা—
তা'রা শত্রু ব'লে পরিগণিত হো'ক তোমার কাছে ;
সবারই
বিশেষতঃ তাঁ'র শুভ-অনুচর্য্যী প্রিয় যা'রা—
তা'দের সত্তাপোষণী স্বার্থের
অপচয় ক'রে
নিজের স্বার্থকে প্রধান ক'রে ধরতে যেও না,
তা'র ফলে কিন্তু
ক্রমেই ব্যর্থ হ'য়ে উঠবে,
উপচয়ে চলতে পারবে না,
নিজের অপচয়ী চলনে
নিজেই দুষ্ট হ'য়ে উঠবে ;
সুকেন্দ্রিক হ'য়ে

সুবিনায়নী শুভ-তৎপর হ'য়ে
সব ক্ষেত্রেই চলতে অভ্যস্ত হ'য়ে ওঠ—
বাস্তব করণে,
বাস্তব পরিচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
বাক্যে, ব্যবহারে ;
দায়িত্ব নিয়ে
পারতপক্ষে সে-দায়িত্বে
অপঘাত হেনো না—
অলস ব্যতিক্রমী বিভ্রান্ত চলনে ;
চলার পথে শ্রেয়ার্থ-অনুদীপনী শুভ কী—
বিবেচনা ক'রে
তদনুগ চলনে চলতে
প্রচেষ্টাপরায়ণ থেকো সব সময়—
সদাচার-পরিচ্ছন্ন হ'য়ে ;
অন্ততঃ এতটুকু আবেগ নিয়ে যদি চলতে পার—
সক্রিয় তৎপরতায়,
দেখবে তোমার ব্যক্তিত্ব
ক্রমশঃই
সম্বর্দ্ধনায় বর্দ্ধিত হ'য়ে
ইষ্টার্থ-তৎপরতায়
লোক-অন্তরে ব্যাপ্তিলাভ করছে ;
ঈশ্বর পরমকারুণিক,
ধারণ-পালনী বদান্যতাই
তাঁর সাত্ত্বিক স্বরূপ,
তিনিই ধৃতিস্রোতা,
তোমার অন্তরকেও
সেই স্রোতে
অভিষিক্ত ক'রে তোল,
আর, এমনতর চলনই হ'চ্ছে
সার্থকতার পরম বর্ত্ম । ৬৩৫৬ ।
২৩।৮।১৯৫৪, রাত ৭-২২

তোমার শ্রেয়প্রাণতা
সুক্রিয় অনুদীপনায়
যতই তৎপর হ'য়ে উঠুক না কেন,
তুমি শুভ-অনুচর্য্যী
যতই হ'য়ে ওঠ না কেন,
লোকবর্দ্ধনা-যজ্ঞে
তোমার জীবনকে
যতই আহুতি প্রদান কর না কেন,
ভাবতে যেও না—
তুমি কা'রও কাছে
প্রবঞ্চিত হবে না
বা প্রতারিত হবে না
বা কখনও কোথাও ব্যর্থ হবে না,
ভেবো না—কেউ তোমার ক্ষয় বা ক্ষতি করবে না,
—অন্ততঃ যতদিন
প্রতিটি ব্যষ্টি
পরার্থকে স্বার্থ ক'রে নিয়ে
পরপুষ্টিকে আত্মপ্রসাদ ক'রে নিয়ে
তদনুগ প্রাণতায়
নিজেকে ব্যাপৃত ক'রে না তুলছে ;
তাই, তোমার জীবন-চলনায়
এমনতর একটা সীমারেখা
নির্দ্ধারিত ক'রে রেখো,
যে-সীমাকে
সংরক্ষিত ক'রে চললে,
মানুষের শোষণতৃষ্ণা
তোমাকে ব্যাহত ক'রে তুলতে না পারে,
অবাধ-চলনে চলতে পার তুমি ;
ঐ সীমাকে সুসংরক্ষিত ক'রে
তোমার যোগ্যতাকে
সর্ব্বসঙ্গত শুভ-বর্দ্ধনায়

এমনতরভাবে নিয়োজিত ক'রো,
যা'র ফলে
শোষিত ও বঞ্চিতও যদি হও তুমি,
তা'তে ব্যাহত না হ'য়ে
লোকচর্য্যায় পর্য্যাপ্ত হ'য়ে উঠতে পার—
অনুবেদনী ইষ্টার্থকে সার্থক ক'রে। ৬৩৫৭ ।
২৩।৮।১৯৫৪, রাত ৭-২৮

যেখানে জ্ঞানগুলিকে
বিভাগ ক'রে
বিভিন্ন গুচ্ছে সমাবেশ করা হয়—
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে,
সেই বিদ্যাপীঠকে বিহার বলা যেতে পারে। ৬৩৫৮ ।
২০।৮।১৯৫৪, রাত ৮-১৫

যে
যেমনতর বৃত্তি বা প্রবৃত্তির দ্বারা
অভিভূত হ'য়ে চলে,
সে পরিবেশের প্রতি
তেমনতরই অনুগ্রহ বা নিগ্রহশীল হ'য়ে থাকে ;
কিন্তু চ্যুতিহীন সুনিষ্ঠ
শ্রেয়কেন্দ্রিক অনুবেদনায়
অনুপ্রাণিত যা'রা,
তা'রা যে-কোন বৃত্তি বা প্রবৃত্তির আওতায়
অবস্থান করুক না কেন,
অমনতর বৃত্তি বা প্রবৃত্তিকে
তা'রা শ্রেয়ার্থ নিয়মন-অনুদীপ্ত
শুভ-সন্দীপী ক'রে তোলে,
ঐ বোধ-বিনায়িত ব্যক্তিত্বে
গ্রহ-গ্রন্থি ব্যর্থ হ'য়ে ওঠে স্বতঃই—
রকমারি শুভ-অভিব্যক্তি নিয়ে ;

তাই, তাদের ব্যক্তিত্বও
তেমনতর পূজনীয় হ'য়ে উঠে থাকে। ৬৩৫৯।
২৪।৮।১৯৫৪, বিকাল ৩-৫০

ওয়াদাকে যা'রা
ওয়াজীব ক'রে তুলতে পারে না,
অর্থাৎ ঠিক রাখতে পারে না,
তা'দের চরিত্র বহু ছিদ্র-বিশিষ্ট,
সময় ও সীমাকে
ব্যাহত ক'রেই চ'লে থাকে তা'রা। ৬৩৬০।
২৪।৮।১৯৫৪, বিকাল ৫-৪২

বরং বেহায়া হওয়া ভাল,
কিন্তু বেচালী বা বেতালী হওয়া ভাল না। ৬৩৬১।
২৪।৮।১৯৫৪, রাত ৮-২৮

মনে রেখো—
ব্রহ্মচর্য্য-অনুশীলনের জন্য
যখনই তুমি
আচার্য্য-সান্নিধ্যে উপনীত হ'লে,
ঐ আচার্য্যকেই
ব্রহ্মের ব্যক্তমূর্ত্তি ব'লে গ্রহণ করতে হবে,
তপশ্চর্য্যার ভিতর-দিয়ে
তত্ত্বতঃ তাঁকে জানতে হবে,
এই জানাকে আয়ত্ত করবার জন্য
যে-অনুশীলনের প্রয়োজন,
তা'ই কিন্তু অধ্যয়ন,
তা'ই কিন্তু যজন,
আবৃত্তির ভিতর-দিয়ে
অভ্যাসে অভ্যস্ত হ'য়ে
পারস্পরিক অনুবেদনায় উপনীত হ'য়ে

বোধকে সৌকর্য্য-সন্দীপনায়
সূক্ষ্মতর সমীক্ষায়
অধিগত করবার জন্য
যেমন অধ্যয়নার প্রয়োজন,
অধ্যাপনার প্রয়োজনও তেমনি,
যজনের প্রয়োজন যেমন
যাজনের প্রয়োজনও তেমনি,
নেওয়ার প্রয়োজন যেমন,
দেওয়ার প্রয়োজনও তেমনি ;
এই সঙ্গতি-সহচর্য্যায়
অনুশীলনের ভিতর-দিয়ে
ঐ বোধগুলির ধারণায়
সুপ্রতিষ্ঠ হ'য়ে
প্রত্যয়ে উপনীত হওয়া যায়,
উপলব্ধিতে উপনীত হওয়া যায় ;
আচার্য্যের সান্নিধ্য লাভ ক'রে
আচার্য্যে সুকেন্দ্রিক হ'য়ে
প্রগাঢ় শ্রদ্ধা-সহকারে
দৈনন্দিন আচরণ, নিয়মন ও বিনায়নায়
চলাই তপশ্চরণা ;
আচার্য্যের অনুশাসনগুলি
অনুশীলনার ভিতর-দিয়ে,
অন্বিত সঙ্গতির সার্থক অভিযানে
নিজ ব্যক্তিত্বে বিনায়িত ক'রে তোলাই হ'চ্ছে—
পরম সার্থকতা ;
আর, লোকবর্দ্ধনী সেবানুচর্য্যায় তৎপর হ'য়ে
অগ্নিকে আচার্য্য-প্রতীক স্মরণ ক'রে
বৈধী নিয়মনায়
আমরণ তা'কে রক্ষা ক'রে চলাই হ'চ্ছে
সাগ্নিক সন্দীপনা,
তা'কেই অগ্নিহোত্র বলে,

আর, তা' যে করে,
সেইই অগ্নিহোত্রী ;
অগ্নি যেমন আচার্য্য-প্রতীক ব'লে
আজীবন তা'কে পরিপালন ক'রে চলতে হয়,
তেমনি লোকবর্দ্ধনার
যাজ্ঞিক অনুবেদনার প্রতীক হ'চ্ছে
উপবীত-গ্রহণ
ও শিখা-ধারণ,
এই উপবীতকে মনীষীরা
যজ্ঞসূত্র ব'লে থাকেন,
এই যজ্ঞসূত্র ও শিখা
আজীবন রক্ষা ক'রেই চলতে হয়,
তা'ও অত্যাজ্য ;
যে-কোন কারণেই হো'ক,
ঐ অগ্নি বা শিখাসূত্রকে যদি ত্যাগ কর,
তা'র মানেই হ'চ্ছে
আচার্য্যকে ত্যাগ করলে,
আর, আচার্য্যকে ত্যাগ করা মানেই হ'চ্ছে
তুমি ব্রহ্মকেও ত্যাগ করলে,
অর্থাৎ ব্রহ্ম-চর্য্যাকেই ত্যাগ করলে,
ফল কথা, ব্রাহ্মীবেদনার অপসারণেই
যত্নবান হ'লে তুমি,
তাই, অন্ধতমেই তোমার গতি অনিবার্য্য ;
যাই কর, আর তাই কর,
মোহবশতঃ
ঐ কৃষ্টির আদিভূমিকে—
আদিবেদীকে
কখনই ত্যাগ করতে যেও না,
ভ্রান্তির মোহিনী তাৎপর্য্য
তোমাকে বিপর্য্যস্ত ক'রে তুলবে। ৬৩৬২।
২৫।৮।১৯৫৪, সকাল ৮-৪৫

তুমি সম্বর্দ্ধনী তপে অবস্থান কর,
আর, সেই অনুশীলনাই হ'চ্ছে যজ্ঞ,
আর তপস্যাও তাই,
আবার দানও তাই ;
আচার্য্য-অনুপ্রাণনায় অনুপ্রাণিত হ'য়ে
সেই অনুশাসনগুলিকে
জীবনে উদ্‌যাপিত কর,
সুবীক্ষণী তৎপরতায়
সঙ্গতির অন্বয়ী তাৎপর্য্যে
সার্থক হ'য়ে
তত্ত্বদৃষ্টির সুসমীক্ষায়
ঐ আচার্য্যকে তত্ত্বতঃ জান,
আর, ঐ জানা বা ঐ জ্ঞান
ব্রহ্মে সার্থক হ'য়ে উঠুক
আচার্য্যেরই তাত্ত্বিক অনুবেদনা নিয়ে,
ঐ নিয়মনায়
ব্যক্তিত্বটি যতই বিনায়িত হ'য়ে উঠবে—
চারিত্রিক বিকীরণার উচ্ছল অনুদীপনা নিয়ে,
তোমার জীবন
ব্রহ্মস্পর্শী হ'য়ে উঠবে ততই,
আর, তা' ধারণ-পালনী সম্বেদনায়
ঈশিত্বে উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠবে। ৬৩৬৩।
২৫।৮।১৯৫৪, সকাল-৯-২০

আচার্য্যকে কেন্দ্র ক'রে
সার্থক সন্দীপনী অনুবেদনায়
আত্মস্বার্থপ্রত্যাশাবিহীন হ'য়ে
অনুশীলন-তৎপরতায়
ঐ আচার্য্যপোষণী সম্বেগ নিয়ে
কর্ম্মফলকে নিয়ন্ত্রণ ক'রে,
তাঁতেই ন্যস্ত ক'রে,

তাঁরই শুভ-সম্পোষণায়
সমস্ত সঙ্কল্পকে
ঐ আচার্য্যেই
সুবিনায়িত, সুবিন্যস্ত ও সুসংন্যস্ত ক'রে
যতই চলতে থাকবে তুমি,—
তুমি যোগীও তেমনি হ'য়ে উঠবে ;
আর, সর্ব্বসঙ্গতি নিয়ে
তাঁতেই যত বিনায়িত হ'য়ে উঠবে,—
সংন্যস্ত হ'য়ে উঠবে তুমি,
তোমার জীবন-চলনার
ঐ শুভ-অভিযান
তোমাকে সন্ন্যাসী ক'রে তুলবে
বাস্তবভাবে ততখানি,
প্রকৃতির পরাবর্ত্তনায়
সন্ন্যাসত্ব লাভ করবে তুমি ;
তুমি যদি নিরগ্নি হও,
অর্থাৎ আচার্য্যে সক্রিয়ভাবে যুক্ত না থাক,
আচার্য্যকে ধারণ-পালন না কর,
তুমি যদি অক্রিয় হও,
অর্থাৎ কর্ম্মশূন্য হ'য়ে যদি চল,
যোগী হওয়া
বা সন্ন্যাসলাভ করা
তোমার পক্ষে
একটা প্রকৃতির বিদ্রূপ ছাড়া
আর কিছুই নয় ;
নৈষ্কর্ম্ম্য-যোগ মানে ঐই,
নিরাসক্ত বা নিষ্কাম কর্ম্ম ওকেই বলে । ৬৩৬৪ ।
২৫।৮।১৯৫৪, সকাল ৯-৩০

যে যাই বলুক না কেন,
যজ্ঞ, দান, তপস্যাদি কর্ম্ম

কখনই ত্যাগ ক'রো না,
প্রবৃত্তি-সঞ্জাত-প্রত্যাশাগুলিকে ত্যাগ ক'রে
আচার্য্য-পরিচর্য্যায় নিরত থেকে
বিহিতভাবে সেগুলিতে
নিরতই থেকো ;
ঐ কর্ম্মই তোমার প্রবৃত্তি-কর্ম্মের
গ্রন্থি ভেদ ক'রে
তোমাকে সৎ-সম্বর্দ্ধনায়
নিয়োজিত ক'রে তুলবে। ৬৩৬৫।
২৫।৮।১৯৫৪, সকাল ৯-৩০

স্মরণ যেন থাকে—
তুমি দেহধারী,
সর্ব্বতোভাবে কর্ম্মত্যাগ করা
তোমার পক্ষে
নেহাৎই অশ্রেয় এবং অসম্ভব,
তুমি সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়-চর্য্যী হও,
নিজের স্বার্থপ্রত্যাশাকে উপেক্ষা ক'রে
নিবিষ্টচিত্তে
শ্রেয়সেবানিরত থেকে
তাঁর পালন, পূরণ ও পোষণ-তৎপরতায়
নিজেকে নিয়োজিত কর,
আর, তৎ-কর্ম্মে
সর্ব্বতোভাবে ব্যাপৃত হ'য়ে ওঠ তুমি,
অন্বিত সঙ্গতির পরম সার্থকতায়
সেগুলিকে উদ্‌যাপিত ক'রে তোল,
আর, ঐ উদ্‌যাপিত কর্ম্ম-সমাধানী সম্পদে
তোমার আচার্য্য সম্বৃদ্ধ হ'য়ে উঠুন—
জীবনে, পোষণে, পূরণে,
ঐ স্বার্থপ্রলোভন-পরিত্যক্ত
ইষ্টার্থপরায়ণ তৎপরতাই

তোমাকে যোগী ক'রে তুলবে,
ত্যাগী ক'রে তুলবে,
বানপ্রস্থে অর্থাৎ বিস্তারে বা ব্যাপ্তিতে
উপনীত ক'রে
সন্ন্যাসে সম্বৃদ্ধ ক'রে তুলবে। ৬৩৬৬।
২৫।৮।১৯৫৪, সকাল ৯-৪৫

যে কারণ-উৎস হ'তে
তোমার সম্ভব হয়েছে,
তোমার প্রবৃত্তিগুলি
তোমাতে উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠেছে,
বৈধী-নিয়মনার ভিতর-দিয়ে
আচার্য্য-অনুশাসন-অনুশীলনায়
তৎতপা হ'য়ে ওঠ—
তোমার বৈশিষ্ট্যানুগ অনুপ্রাণতা নিয়ে ;
এমনি ক'রেই বহুদর্শিতা লাভ করবে,
ঐ বহুদর্শিতা বিন্যাস লাভ ক'রে
একসূত্রসঙ্গত হ'য়ে উঠুক
তোমার ব্যক্তিত্বে,
তা'তেই অভ্যস্ত হ'য়ে ওঠ তুমি,
আর, সিদ্ধির সার্থকতাই ওখানে। ৬৩৬৭।
২৫।৮।১৯৫৪, সকাল ৯-৫০

তুমি আচার্য্য-সান্নিধ্য লাভ কর,
ব্রহ্মচারী হও,
অনুশীলনের ভিতর-দিয়ে
ঐ ব্রহ্মচর্য্য-শিক্ষা লাভ ক'রে
যদি চাও—
গৃহস্থ হ'য়ে ওঠ ;

গৃহস্থী চলনার ভিতর-দিয়ে
নিজেকে
ঐ ব্রহ্ম-চর্য্যার অনুশীলনগুলিতে
বিশেষ বীক্ষণার সহিত
নিয়ন্ত্রিত ক'রে
বোধিকে সার্থক সঙ্গতির অন্বিত তৎপরতায়
বিনায়িত ক'রে
ব্যক্তিত্বকে চারিত্রিক আভায়
উজ্জী ক'রে তোল ;
ক্রমে ঐ গার্হস্থ্য-আশ্রমের
ক্রম-বর্দ্ধনায়
বহু পরিবারে
তোমার ব্যাপ্তি হ'য়ে উঠুক,
নিজেকে ঐ ব্যাপ্তি-যজ্ঞে
অর্থাৎ বানপ্রস্থী যজ্ঞে
আহুতি দাও,
আর, আহৃত বা উপার্জ্জিত
যা'-কিছু তোমার
তা'কে দক্ষিণা অর্পণ কর আচার্য্যে,
বহু পরিবারের,
বহু গৃহস্থের
কীলক হ'য়ে ওঠ তুমি,
আর, তাইই হ'চ্ছে তোমার
বানপ্রস্থ আশ্রম ;
আর, এই বানপ্রস্থের বহুদর্শিতা যখন
আচার্য্য-অনুশাসনে অনুশাসিত হ'য়ে
বিনায়িত তৎপরতায় বিন্যাস লাভ ক'রে
তত্ত্বতঃ ও ব্যক্ততঃ
সার্থক সঙ্গতিশীল অন্বয়ে
ঐ তাঁ'তেই
সর্ব্বতোভাবে ন্যস্ত হ'য়ে উঠবে,

বোধ ও কল্পনাগুলির
একসূত্র-বিন্যাস-বিভূতিতে
তোমার সন্ন্যাসও
স্বতঃ হ'য়ে উঠবে তেমনি,
তখন তুমি বাস্তবে হবে সন্ন্যাসী ;
মনে রেখো,
আরো মনে রেখো—
আচার্য্যকে ত্যাগ ক'রে
অগ্নিকে ত্যাগ ক'রে
যজ্ঞসূত্রকে ত্যাগ ক'রে
নিজের শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি ক'রে
বিরজাহোম ক'রে
যা'রা বানপ্রস্থ লাভ করে
বা সন্ন্যাসী হ'য়ে ওঠে,
তারা যোগীও নয়,
সন্ন্যাসীও নয় ;
মোক্ষের প্রত্যাশা,
এমন-কি, ঈশ্বরলাভের প্রত্যাশাও
যেন তোমাকে
অমনতর ভ্রান্তির মোহে
বিমূঢ় ক'রে
বিকৃত ক'রে তুলতে না পারে ;
তোমার সন্ন্যাস
সার্থক হ'য়ে উঠুক,
ঈশ্বরের অজচ্ছল রাগ-বিভূতি—
বৈশিষ্ট্যের বিনায়িত বিভব
একসূত্রসঙ্গত হ'য়ে
ধারণ-পালনী অনুবেদনার পরম সূত্রে
ব্রাহ্মী সূত্রে
সমাহিত হ'য়ে উঠুক ;
তোমার জীবনের—

তোমার ব্যক্তিত্বের
জয়জয়কার হো'ক। ৬৩৬৮।
২৫।৮।১৯৫৪, সকাল ১০টা

যতকাল জীবিত থাক,—
তুমি অগ্নিহোত্রী থাক,
শিখাসূত্রকে বহন কর,
আর, তোমার সব থাকা,
সব চলা,
সব জানা,
সব পাওয়া
ব্রাহ্মী-অনুবেদনায় সংস্থিত হ'য়ে
তোমার জীবনসূত্রের ব্রাহ্মী-বেষ্টনায়
সবিশেষের বিশেষত্ব নিয়ে
নির্ব্বিশেষে সমাহিত হো'ক,
আর, এইই পরম সার্থকতা। ৬৩৬৯।
২৫।৮।১৯৫৪, সকাল ১০-৫

বরং গৃহস্থদের ভিতর
বানপ্রস্থী বা সন্ন্যাসী
দেখতে পাওয়া যেতে পারে,
কিন্তু আচার্য্যচর্য্যা-বিহীন
সন্ন্যাস-ভেক ধারণের ভিতর
বাস্তব সন্ন্যাস
কমই দেখা সম্ভব। ৬৩৭০।
২৫।৮।১৯৫৪, বেলা ১০-৫০

যাই কর না কেন,
যেমনই চল না কেন,
বর্দ্ধনার ভিত্তিই হ'চ্ছে
শ্রেয়কে আপনার ক'রে নেওয়া,

অর্থাৎ শ্রেয়-পোষণাকে
নিজেরই স্বার্থ ক'রে তোলা ;
সমস্ত প্রবৃত্তির শ্রেয়কেন্দ্রিক
শুভ-অনুচর্য্যায়
সার্থক সঙ্গতিশীল সুক্রিয় তৎপরতায়
ঐ শ্রেয়
বিশেষতঃ যিনি বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
তাঁকে নিজের জীবন-বেদী ক'রে তোল—
সক্রিয় উপচয়ী অনুচর্য্যায় ;
এই এতটুকু যদি
বাস্তবায়িত ক'রে তুলতে পার,
তোমার অন্তর-বিশ্বকে জয়যুত ক'রে
ভর-দুনিয়ার প্রতিটি ব্যষ্টির
ধারণ-পালন-বিনায়নী তাৎপর্য্যে
জয়যুত হ'য়ে
সলীলগতিতেই চলতে পারবে। ৬৩৭১।
২৫।৮।১৯৫৪, রাত ৭-৩০

তোমার আচার্য্যে উপনয়ন
সার্থক হ'য়ে উঠুক ব্রহ্মচর্য্যে,
তোমার ব্রহ্মচর্য্যা
অর্থাৎ ব্রাহ্মী অনুশাসন-অনুশীলনা
সার্থক হ'য়ে উঠুক—
গার্হস্থ্যে,
আর, ঐ গার্হস্থ্যের বহুদর্শিতা
বিন্যাস লাভ ক'রে
পরিব্যাপ্তিতে
অর্থাৎ বানপ্রস্থে
সার্থক হ'য়ে উঠুক ;
আবার, ঐ বানপ্রস্থ
সহজ-বিনায়নায়

বিন্যাস লাভ কর্‌ক সন্ন্যাসে,
ঐ সন্ন্যাস সংন্যস্ত হ'য়ে উঠ্‌ক
আত্মিক অন্‌বেদনী
ধারণ-পালনী ঐশ্বর্য্যে,
ব্রহ্মস্‌ত্রে সংগ্রথিত হ'য়ে,
তোমার ঐ আচার্য্য-অন্‌শাসন-সংরক্ষণী
অগ্নিহোত্রীয় মর্য্যাদা
শিষ্যত্বে সার্থক হ'য়ে
শিখায় সম্বৃদ্ধ হ'য়ে
যজ্ঞস্‌ত্রকে ব্রহ্মস্‌ত্রে
জীয়ন্ত ক'রে তুল্‌ক,
আর, জীবন হ'য়ে উঠ্‌ক তোমার
ব্রাহ্মী-জ্যোতিঃর
সার্থক অন্বিত সঙ্গতির
বিভা-বিকীরণী প্রাণন-প্রেরণা ;
আর, এমনি ক'রেই
ঈশ্বরে সমাধিস্থ হও—
আচার্য্যের তাত্ত্বিক সম্বেদনায়,
সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষের
লীলায়িত আলিঙ্গন-গ্রহণে ;
আত্মার ব্রাহ্মী অন্‌বেদনাই ঈশিত্ব—
যা' ধারণ-পালনে পরিব্যাপ্ত হ'য়ে
প্রতিটি ব্যষ্টিতে
বিম্‌র্ত্ত প্রেরণায় গতিশীল। ৬৩৭২।
২৫।৮।১৯৫৪, রাত ৮-১০

দায়িত্ব-গ্রহণ

আশা-ভরসা-প্রদান,
উপচয়ী অন্‌চর্য্যা,
ও হৃদ্য অন্‌বেদনা, সমর্থন
ও সহান্‌ভূতির ভিতর-দিয়ে

মানুষ মানুষের আত্মীয় হ'য়ে ওঠে,
আপনার হ'য়ে ওঠে ;
ওর ব্যতিক্রম যেখানে যতখানি—
আত্মীয়তা-স্থাপনে
ব্যর্থতাও সেখানে ততখানি ;
তবে সত্তাপোষণী হৃদ্য ভর্ৎসনা
বা অনুশাসন-নিয়মনা
আত্মীয়তার পরিপন্থী নয়কো। ৬৩৭৩।
২৬।৮।১৯৫৪, সকাল ৫-৩৫

সত্যনিষ্ঠ সমীচীন চলায় চল—
হৃদ্য অনুবেদনা নিয়ে,
মিথ্যা অপবাদ
তোমার কী করবে ? ৬৩৭৪।
২৬।৮।১৯৫৪, সকাল ৬-৪৫

যে
যে-দোষের
নিরোধ না করে
বা নিয়মন না করে,
বরং সমর্থন করে—
তা'তেও ঐ দোষপ্রবণতা
নিহিতই থাকে ;
বিশ্বাসঘাতকতা বা কৃতঘ্নতাকে
যা'রা সমর্থন বা সাহায্য করে—
সক্রিয়তায়—
ধরে নিও,
তা'দের ভেতরে ঐ বাঁক বিদ্যমান। ৬৩৭৫।
২৬।৮।১৯৫৪, বিকাল ৪-১০

সহজাত কর্ম্ম,
অথাৎ জন্মগত সংস্কারের ভিতর-দিয়ে
পরিস্থিতির অনুপ্রেরণায়
স্বভাবশুভ ব'লে যা' তোমার চেষ্টায় এসেছে,
তা' যদি দোষযুক্ত হয়—
অর্থাৎ নিখুঁতভাবে যদি নাও এসে থাকে তা',
তা'ও কর—
ইষ্টানুগ আত্মনিয়মনায়,
তাই ব'লে তোমার সংস্কার
যেখানে অশুভ বলে বোঝ
তা'র প্রশ্রয় না দিয়ে,
ইষ্টানুগ শুভ-বিনায়নায়
বিনায়িত ক'রে তোল তা'কে ;
কিন্তু যা' বুঝতে পার নি,
ধারণায় আসে নি যা',
যা' তোমার সহজাত প্রবণতায়
উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে নি
—স্বতঃ হ'য়ে ফুটে ওঠে নি তোমাতে,
এমনতর কিছু করতে যেও না,
সেটা কিন্তু পরধর্ম্ম,
অর্থাৎ তোমার
জৈবী-সংস্থিতি-সংশ্লিষ্ট নয় তা',
তোমার বৈশিষ্ট্য নয় তা' ;
বোধে, ধারণায়
স্বভাব-অনুপাতিক
যা' ফুটে ওঠে নি—
তা' যদি করতে যাও,
তা'তে ঠকারই সম্ভাবনা বেশী,
বিনায়িত করতে পারবে না তা' তুমি,
তোমার বুঝের আওতায় এনে
পরিশুদ্ধভাবে

তা'কে নিষ্পন্ন করতে পারবে না—
সূক্ষ্ম অনুধায়নায় ;
তাই, স্বাভাবিকভাবে
যা' তোমার অন্তরে অনুপ্রেরিত হ'য়ে উঠেছে—
যা' তোমার ধারণায়
স্বতঃ হ'য়ে উঠেছে,
তা' যদি দোষযুক্ত হয়
তাও কর—
ইষ্টার্থ-অনুনয়নে,
—তা'কে স্বাভাবিক নিয়মনায়
বিনায়িত করতে পারবে,
বিহিতভাবে মূর্ত্ত ক'রে তুলতে পারবে,
আর, এই করার ভিতর-দিয়েই
তা' নিখুঁতে নির্ব্বাহ ক'রে
সূক্ষ্মভাবে আয়ত্ত করতে পারবে,
তুমি কৃতী হ'য়ে উঠবে,
এমনি ক'রেই তুমি
ব্রাহ্মী অনুবেদনায়
বিশ্বকর্ম্মা হ'য়ে উঠবে ;
তাই গীতায় আছে—
'সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ,
সর্ব্বারম্ভাঃ হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ।' ৬৩৭৬।
২৬।৮।১৯৫৪, সন্ধ্যা ৬-৪৫

তোমার সহজাত সংস্কার
সত্তা, ধর্ম্ম ও কৃষ্টিকে ব্যাহত ক'রে
যদি কোন অপবৃত্তির আশ্রয় নিয়ে থাকে,
বা সেই উন্মাদনায়
পরিবেশকে সংক্রামিত ক'রে
তদনুপ্রেরণায়
তা'দিগকে ক্রিয়াশীল ক'রে তোলে,

কিংবা তুমি যদি
জন্মগত সাত্ত্বিক অনুবেদনাকে ব্যাহত ক'রে
যা' তোমার সংস্কারে
সন্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে নি,
গর্ব্বেপ্সা-প্রণোদনায়
এমনতর পরধর্ম্মকে আশ্রয় ক'রে চল,
—এই বীভৎস বৃত্তি,
এই অশুভ-অনুচলন,
ভয়কেই বহন ক'রে নিয়ে চলবে—
নির্য্যাতন, নিষ্পেষণ,
অভাব, অভিযোগগুলিকে
দুর্দ্দান্ত ক'রে তুলে ;
ফলে, তুমি নিজেই
নিজের হন্তা হ'য়ে উঠবে,
আরো হন্তা হ'য়ে উঠবে—
তোমার ঐ সংক্রামক অনুপ্রেরণায়
যা'রা নিজেদের আহুতি দিয়েছে,
তাদের ;
দুর্ব্বৃত্ত ধুক্ষায়
সাংঘাতিক বজ্রকঠোর বিপৎ-পাতে
তোমাকে মুমূর্ষু হ'য়ে উঠতে হবে,
নিপাত যাবে তুমি—
পরিবেশের নিপাত বহন ক'রে ;
সাবধান !
যে-সংস্কারের ভিতর-দিয়ে
তুমি আবির্ভূত হয়েছ,
শুভ নিয়ন্ত্রণে শুভপ্রদ ক'রে তোল তা'কে—
সহজ সংস্কারের
দক্ষকুশল তৎপরতায়
নিজেকে নিয়ন্ত্রিত ও বিনায়িত ক'রে ;
তুমি বাঁচ,

আর, তোমার পরিবেশের সবাই বাঁচুক—
সাত্ত্বিক জীবন বহন ক'রে,
ঈশ্বরে উল্লোল অনুগতি নিয়ে। ৬৩৭৭।
২৬।৮।১৯৫৪, রাত ৭-১০

বাস্তব সত্তাপোষণী যা'
তাইই সত্য,
শুভকর
ও আদরণীয়। ৬৩৭৮।
২৬।৮।১৯৫৪, রাত ৮-৫

তুমি লাখ শুভ কর্ম্ম কর না কেন,
তা' যদি
তোমার শ্রেয়-প্রীতিকে
সার্থক না ক'রে তুলল—
সেবায়, সম্পোষণে, সম্পূরণে,
পালন-প্রবর্ত্তনায়
সুকেন্দ্রিক সার্থক সঙ্গতি নিয়ে,
তা' কিন্তু
অর্থান্বিত হ'য়ে উঠবে না কিছুতেই—
সত্তায় সম্বুদ্ধ হ'য়ে
সম্বেদনী তাৎপর্য্যে
ধারণে, পালনে,
প্রেষ্ঠ-সম্বর্দ্ধনায়। ৬৩৭৯।
২৭।৮।১৯৫৪, সকাল ৯টা

তুমি যা'র আপন জন বাস্তবে,
সে তোমার তৃপ্তি ও পুষ্টির জন্য
নিজের আকাঙ্ক্ষিত বা অভ্যস্ত যা'
তা'কেও ত্যাগ ক'রে
এবং অনাকাঙ্ক্ষিত ও অনভ্যস্ত যা'

তা'ও সমর্থন ক'রে,
আঁকড়ে ধ'রে,
অনুশীলন ক'রে
অনুচর্য্যায় অভ্যাসগত ক'রে
তৃপ্তি বোধ করে,
অবশ্য তুমি যদি তা'র
শ্রেয়-প্রেয় হ'য়ে থাক ;
প্রীতির লক্ষণই এই—
প্রিয়ের কল্যাণ-প্রলুব্ধ হ'য়ে
নিজের অভ্যস্ত ও আকাঙ্ক্ষিত যা'
তা' হ'তে বিরত হ'তে
বা অপছন্দ ও অনভ্যস্ত যা'
তা'তে নিরত হ'তে
সে এতটুকুও কষ্ট পায় না,
বরং স্বস্তির আত্মতৃপণায়
আত্মপ্রসাদই লাভ ক'রে থাকে ;
প্রীতি তখনই জমাট হ'য়ে ওঠে
যখনই কাউকে তুমি
আপনার ক'রে নিতে পার—
সর্ব্বতোভাবে,
নিজের সুখ-সুবিধার
তোয়াক্কা না ক'রে,
আর, তাই হ'চ্ছে প্রীতির স্বস্তিভূমি ;
আপনজনের মুখ্য মানদণ্ডই ঐ । ৬৩৮০ ।
২৭।৮।১৯৫৪, বেলা ১০-৪৫

তুমি একনিষ্ঠ অনুগতি-সম্পন্ন হও,
অর্থাৎ সুনিষ্ঠ একমনা অনুগতি নিয়ে চল,
বৈশিষ্ট্যানুগ চলনে চ'লে
তোমার প্রতিটি কর্ম্ম
শুভ-সন্দীপী ক'রে তোল,

সব দিক দিয়ে
তা' বিহিতভাবে নিষ্পন্ন ক'রে
সেই ফলের দ্বারা
আচার্য্যকে অভিনন্দিত ক'রে তোল—
প্রীতি-তপা হ'য়ে ;
যদি তোমার চলনে খাঁকতিই থাকে—
বৈশিষ্ট্যানুপাতিক চলনে
ঐ খাঁকতিগুলিকে পরিশুদ্ধ ক'রে
সুসঙ্গতি-তাৎপর্য্যে
নিষ্পন্নতায় উপনীত হ'য়ে
বাস্তবতায় মূর্ত্ত ক'রে তোল—
যা' করতে যাচ্ছ তা'কে ;
তোমার চলন-সম্বেগই যেন
এমনতর হ'য়ে থাকে—
সুকেন্দ্রিক তৎপরতায়
উচ্ছল উদীয়মান উদ্ভবকে
আবাহন করতে করতে ;
এমনতর তপস্যার চলনে
হয়তো প্রথমে তোমার
কিছু কষ্টও হ'তে পারে,
কিন্তু যতই এগুবে,
দেখবে—
প্রাজ্ঞ অনুবেদনার আবির্ভাবে
তুমি কৃতার্থ হ'য়ে
কৃতনিশ্চয় হ'য়ে উঠছ—
হৃদ্য প্রসাদ-প্রসারী বিস্তারণে,
ব্যক্তিত্বের উৎকর্ষণী পরাবর্ত্তনা নিয়ে। ৬৩৮১।
২৭।৮।১৯৫৪, রাত ৭-৩০

তুমি যখন তোমার ইষ্টে বা আচার্য্যে
ইষ্টার্ঘ্য বা ইষ্টভৃতি নিবেদন কর,

সে নিবেদন সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই
শ্রদ্ধোৎসারিণী অনুকরণে
অন্তর-আবেগ নিয়ে বল—
'হে দেবতা!
হে আমার আচার্য্য!
হে আমার প্রিয়পরম!
আমি আমার শ্রদ্ধাকে
তোমাকে আহুতি দিতেছি।'
—ইহাই অগ্নিহোত্রের তাৎপর্য্য,
কারণ, অগ্নিই হ'চ্ছেন
ইষ্টদেবতা ও ব্রহ্মবিৎ আচার্য্যের প্রতীক,
তাঁদেরই অগ্নিমুখ বলা হয়,
তাই অগ্নিহোত্র নিত্য করণীয়,
কখনই কোনক্রমে পরিত্যাজ্য নয়। ৬৩৮২।
২৭।৮।১৯৫৪, রাত ৮টা

চলন যা'দের দুষ্ট-কুটিল,
শ্রেয়-ঈপ্সায় ব্যর্থ-অনুগতি-সম্পন্ন,
সমীচীনতাকে ব্যঙ্গ ক'রে চলে—
এমনতর যা'রা
তা'রা বদনামের ভাগী হ'য়ে থাকে প্রায়শঃই,
মিথ্যা অপবাদও
তা'দের ভাগ্যকে
ভ্রূকুটি-আলিঙ্গনে
বিদ্রূপ করতে কসুর করে না,
—যদিও চলনজ্ঞানহারা যা'রা,
তা'রা অনেক সময়
এমনতর ভাগ্যের অধিকারী হ'য়ে থাকে। ৬৩৮৩।
২৮।৮।১৯৫৪, বেলা ১০-৫০

শ্রেয় যিনি,
শুভানুচর্য্যী
ব্যষ্টি-বৈশিষ্ট্যানুগ প্রয়োজনপালী যিনি,
যিনি দরদী,
তাঁর যে নিন্দা করে—
সমালোচনার দুষ্ট কূটচক্ষু নিয়ে
বা সরাসরিভাবে,
—নিজে কোন-না-কোনরকমে
সম্পোষিত হ'য়েও,—
বালকই হো'ক,
আর বৃদ্ধই হো'ক,
জ্ঞানীই হো'ক, আর মূর্খই হো'ক,
তা'র আন্তরিক বিনায়না
কুৎসিত বা কৃতঘ্ন ;
এমনতর দেখলেই
সমীচীন তৎপরতায়
তা'র ঔচিত্য-অপলাপী
অর্থাৎ মিলন-ব্যত্যয়ী প্রবণতাকে
নিরসন করতে চেষ্টা কর,
সে যদি তোমার সংশ্রয়ে থাকে
তবে তো করবেই,
পরিবেশের সংশ্রয়ে থাকলেও—
তা'কে যদি নিরোধ ও নিরসন না কর,
ধুক্ষা ক্ষোভান্বিত ক'রে তুলবে
তোমাকে যেমন,
তেমনি অপরকেও। ৬৩৮৪।
২৮।৮।১৯৫৪, সন্ধ্যা ৬-৫৫

বাস্তব-সঙ্গতিহীন বিকৃত ধারণাই
ব্যতিক্রমী দার্শনিকতার জনক। ৬৩৮৫।
২৯।৮।১৯৫৪, সন্ধ্যা ৬-১৫

স্বর্গেই বল,
মর্ত্ত্যেই বল,
মনুষ্য বা দেবতাগণের ভিতরই বল,
সত্ত্ব, রজ, তমের বাইরে
কোন সত্তাই অবস্থিতি লাভ করতে পারে না ;
তাই, শম, দম, তপস্যা, আস্তিক্য,
শৌচ, ক্ষান্তি,
—ক্ষান্তি মানেই হ'চ্ছে ক্ষমতার ভাব,
ঋজুতা অর্থাৎ জটিল যা'-কিছুকে
সার্থক সঙ্গতি-শালিন্যে
সুবিনায়িত ক'রে
একসূত্রসঙ্গত ক'রে তোলা,
আর, এই জটিল যা'-কিছুকে
অন্বিত সার্থক সঙ্গতিসম্পন্ন ক'রে
একসূত্র-সমাহিত ক'রে
যে প্রত্যয়ের সৃষ্টি হয়,
তা'র দ্বারা ব্যক্তিত্বকে প্রভাবান্বিত ক'রে তোলাই
কিন্তু সারল্য,
এ সারল্য মানে কিন্তু
অজ্ঞতা বা বেকুব-বুদ্ধি নয়,
এই সারল্য বা ঋজুতাই আর্জ্জব,—
এইগুলির অনুশীলনে
তপ-নিয়মনায়
একনিষ্ঠ সুবিনায়িত তৎপরতায়
জটিল যা'-কিছুকে
সুবিনায়িত একসূত্রসঙ্গত ক'রে তুলে
তোমার জানাও অর্থাৎ জ্ঞানও
অমনতরই বিনায়িত হ'য়ে উঠবে,
অন্বিত সার্থকতায়
একসূত্রসঙ্গতি লাভ করবে,
এবং তোমার ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রকে

প্রত্যয়-প্রভাবান্বিত ক'রে
চলনাকেও অমনতর ক'রে তুলবে,
আর, ঐ জ্ঞানেরই একসূত্রসঙ্গত
অন্বিত সঙ্গতিই হ'চ্ছে বিজ্ঞান,
এই বিজ্ঞানের দ্বারা
তোমার আস্তিক্যকে উপলব্ধি করতে পারবে,
তাই, আস্তিক্য হ'চ্ছে
অন্তর্নিহিত সাত্ত্বিক সম্বেদনা ;
—এগুলিই হ'চ্ছে
স্বাভাবিক ব্রহ্ম কর্ম্ম
বা ব্রাহ্মী কর্ম্ম,
তাই, এগুলি বিপ্রদের
বৈশিষ্ট্য-বিনায়িত
জৈবী-সংস্থিতির অন্তর্নিহিত
স্বাভাবিক দ্যুতি—
তা' কোথাও স্বল্প মাত্রায়ই বিদ্যমান থাকুক,
বা তপোবিনায়িত মহৎগণের
অন্বিত সঙ্গতি-সম্পন্ন
আস্তিক্য-বিজ্ঞান-প্রবুদ্ধ জীবনে
প্রগাঢ়তায় সমাসীনই হো'ক ;
তা'রপরেই হ'চ্ছে—
ক্ষাত্র-বৈশিষ্ট্য,
শৌর্য্য, তেজ, ধৃতি, দক্ষতা
অর্থাৎ পটুতা,
পরাক্রম-প্রদীপনা,
যুদ্ধ-বিগ্রহে অকৃতকার্য্য হ'য়ে
পশ্চাৎপদ না হওয়া,
লোক-নিরাপত্তার অনুচর্য্যা,
ক্ষতত্রাণী ব্যাপৃতি,
অসৎ-প্রতিরোধী পরাক্রম নিয়ে
জীবনকে সুচালিত করার উদ্যম,

দান এবং পালন-পোষণী তৎপরতা
অর্থাৎ ঈশ্বরভাব—
প্রভুত্ব-প্রভব হ'য়ে শাসন-নিয়মন,
—এই হ'চ্ছে তা'দের জৈবী-সংস্থিতির
অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য,
যা' স্বভাবে ফুটন্ত হ'য়ে ওঠে—
সহজাত সঙ্গতি নিয়ে ;
তারপরেই হ'চ্ছে বৈশ্য-কর্ম্ম,
বৈশ্যের জৈবী-সংস্থিতির
অন্তর্নিহিত উদ্যমই হ'চ্ছে—
কৃষি, গোরক্ষা এবং বাণিজ্য ;
এবং তৎ-সম্বন্ধীয় যা'-কিছুতে
অন্তরাসী হ'য়ে
তদনুগ চলনে নিজেদের নিয়ন্ত্রিত ক'রে
উৎকর্ষে চলৎশীল হ'য়ে চলা,—
আর, এই হ'চ্ছে তা'দের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য ;
জীবনে আবোল-তাবোল যা'ই থাক্ না কেন,
বিপ্র, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য সবাই
বৈশিষ্ট্যানুগ কর্ম্মে অন্বিত হ'য়ে
স্বাভাবিকভাবে চলতে চায়,
এবং তা'রই উপাদান, উপকরণ
এবং পারিবেশিক সংস্থিতি
যা' ঐগুলিকে পোষণপ্রদীপ্ত ক'রে তোলে
তা'তে
তা'দের উদ্যম-উদ্দীপ্ত আগ্রহ
কিছু-না-কিছু থেকেই থাকে,
এইগুলিই হ'চ্ছে তা'দের বৈশিষ্ট্য ;
আর শূদ্র যা'রা,
সত্তার আত্মোৎকর্ষ-আগ্রহ-উদ্দীপ্ত
উদ্যম থাকার দরুন
তা'রা পরিচর্য্যানিরত হ'য়েই চলে স্বভাবতঃ,

এই পরিচর্য্যার ভিতর-দিয়েই
তা'রা উৎকর্ষকে আবাহন করে থাকে,
ঐই তা'দের তপস্যা,
এমনতর তপশ্চর্য্যাই
তা'দিগকে
ক্রমশঃ ব্রাহ্মীগুণ-সম্পন্ন ক'রে তুলতে পারে—
জ্ঞানবৃদ্ধদের উপসেবনের ভিতর-দিয়ে,
শ্রেয়নিষ্ঠ সুকেন্দ্রিক তৎপরতায়,
একমনা অনুগতিসম্পন্ন ক'রে ;
আর, এমনতরভাবেই
বৈশিষ্ট্যানুগ স্ব স্ব কর্ম্মে
আত্মনিয়োগ ক'রে
মানুষ অভ্যস্ত হ'য়ে ওঠে,
গুণান্বিত হ'য়ে ওঠে,
এবং সিদ্ধি সহজ হ'য়ে ওঠে তাদের কাছে—
সব দিক দিয়ে
সম্যক্ সঙ্গতির সার্থক শুভ-বিনায়নায় ;
বৈশিষ্ট্যানুগ স্বকর্ম্মনিরতি
মানুষকে
তপশ্চর্য্যার ভিতর-দিয়ে
উৎকর্ষে চলৎশীল ক'রে তোলে ;
সর্ব্বভূতগণের—
দুনিয়ার প্রতিটি ব্যষ্টির
প্রবৃত্তিগুলি
যাঁ' হ'তে উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠেছে—
ব্যষ্টিকে আপ্লুত ক'রে
সমষ্টিকে আপ্লুত ক'রে,—
স্বকর্ম্ম দ্বারা
তাঁর অর্চ্চনা ক'রেই
মানুষ সিদ্ধি লাভ করে থাকে,
তোমার বৈশিষ্ট্য যদি

স্বল্পগুণসম্পন্নও হয়,
তবুও সু-অনুষ্ঠিত অন্য আচরণের চাইতে
ঐ দোষত্রুটিযুক্ত বৈশিষ্ট্যানুগ
স্বাভাবিক কর্ম্মই
তোমার পক্ষে শ্রেয়,
কারণ, সন্ধিৎসু অনুচলনে
তত্তপা হ'য়ে
তুমি অল্পগুণগুলিকে বিনায়িত ক'রে
জ্ঞানপ্রভাবান্বিত হ'য়ে
মহৎ জ্ঞানের
অধিকারীও হ'য়ে উঠতে পারবে ;
আর, তা' যদি না কর,
তবে ক্রমশঃ ক্লিষ্ট হ'য়ে উঠবে,
অপকর্ষের কুটিল আক্রমণে
জর্জ্জরিত হ'য়ে
হীনত্বেই আত্মনিমজ্জন করতে বাধ্য হবে ;
তাই, সহজ কর্ম্ম করা ভাল,
যা' তোমার জৈবী-সংস্থিতির
অন্তর্নিহিত উন্মাদনার ভিতর-দিয়ে
বৈশিষ্ট্যের উন্মাদনার ভিতর-দিয়ে
ফুটন্ত হ'য়ে উঠেছে স্বভাবে,
—তা' যদি দোষযুক্তও হয়,
সাত্ত্বিক সম্পদে স্বল্পও হয়,
তা'ও ভাল ;
তবে যাই কর না কেন,
তা' প্রথমে খানিকটা কুয়াশাচ্ছন্নই থাকে,
ঐ সঙ্গতির সার্থক তৎপরতায়
জ্ঞানদ্যুতির আবির্ভাবে
ঐ কুয়াশাগুলি
ক্রমশঃই অপনোদিত হ'তে থাকবে,
এগিয়ে যাবার আলোক পাবে ক্রমশঃ

আরো আরোতর রকমে ;
এমনতরভাবেই
এই করার ভিতর-দিয়েই
তুমি আদর্শে—
ঈশ্বরে
সম্যকভাবে ন্যস্ত-সংকল্প হ'য়ে উঠবে,
স্বাভাবিকভাবে
সন্ন্যাসে অধিষ্ঠিত হ'য়ে উঠবে তুমি,
জিতাত্মা হ'য়ে উঠবে তুমি,
তুমি ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বের শুভ-সম্প্রসারণে
অন্তর্নিহিত কামকামনায়
অনাসক্ত হ'য়ে উঠবে,
এই তপশ্চরণার ভিতর-দিয়ে
ক্রমচলন-তৎপরতায়
ক্রমশঃই
একসূত্রসঙ্গতিকে যতই আয়ত্ত করতে থাকবে,—
নৈষ্কর্ম্মসিদ্ধিও লাভ করবে তুমি ততই,
নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি মানে
স্থাবরের মত নয়কো,
কাঠ পাথরের মত নয়,
নিষ্ক্রিয় হ'য়ে থাকায়
সুসিদ্ধ হওয়া নয়কো,
নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি মানে—
কর্ম্মকে নিশ্চয় ক'রে
নিষ্পাদন করা,
সম্পাদন করা—
ইষ্টার্থ-অনুদীপনায়,
আচার্য্য-অনুদীপনায়,
আর, তা' হ'তে
স্বাভাবিক সঙ্গতি নিয়ে
যে-জ্ঞানের উন্মেষ হয়

তা'ই আহরণ ক'রে চলা—
একসূত্রসঙ্গতিতে সার্থক ক'রে ;
ফল কথা, এর তাৎপর্য্য হ'লো—
বিজ্ঞান-প্রণোদিত
অন্বিত একসূত্র-সঙ্গতিসম্পন্ন
জ্ঞানদৃষ্টি লাভ করা,
যা' দিয়ে
সমস্ত বহুদর্শিতাগুলির অর্থান্বিত সঙ্গতিতে
অধিষ্ঠিত থেকে
বীজাকারে
অভিমানহারা সর্ব্বজ্ঞত্ব
তোমাতে উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠতে থাকবে—
সঙ্কীর্ণ, কুটিল হীনম্মন্য অহংকে
ব্যাপ্তিত্বের ব্রাহ্মী প্রণোদনায়
বিস্তারশীল ব্যক্তিত্ব-বিনায়িত সত্তায়
অনুশায়ী ক'রে ;
এমনতর যতই হ'তে থাকবে,
ব্রাহ্মী-প্রজ্ঞাও তোমাতে
অধিষ্ঠিত হ'য়ে উঠবে ততই—
সাম্য-অনুবেদনী শান্তির
তর্পিত আলোক নিয়ে,
—ঈশ্বরের মূর্ত্ত বিগ্রহ
পরম পুরুষে
পরাভক্তি লাভ করবে তেমনি,
ঈশলীলাকে শান্তির
অমল স্রোতের ভিতর-দিয়ে
উপভোগ ক'রে চলবে ;
ঈশ্বর অর্থাৎ ধারণ-পালনী সম্বেগ
সর্ব্বভূতেই অধিষ্ঠিত—
দুনিয়ায় যা'-কিছু দেখ
সমস্ত ব্যষ্টি ও সমষ্টিকে আপ্লুত ক'রে,

অস্তিবৃদ্ধির লীলায়িত নন্দনায়
চলবার আকূতি নিয়ে,
ভোগদীপালীর মঞ্জুল মালিকায়
নিজেকে পরিশোভিত ক'রে ;
সেই পরম পুরুষ
যিনি ব্যক্ত ঈশ্বরের
সুদীপ্ত চর্য্যানিরত চরিত্রে অধিষ্ঠিত,
যিনি যা'-কিছু হ'য়েও
ছাপিয়ে আছেন তা'কে,
তাঁ'রই যা'-কিছুকে
উপভোগ ক'রে
তুমি কৃতার্থ হ'য়ে উঠবে,
আর, ঐ কৃতার্থতা
পরিবেশে ব্যাপ্তি লাভ ক'রে
তা'দিগকেও স্বস্তি-নন্দনায়
উদ্যমদীপ্ত ক'রে তুলবে—
দেওয়া-নেওয়ার
সলীল সঙ্গতি নিয়ে,
বর্দ্ধনার অনুপ্রেরণী অর্ঘ্যে
পূত ক'রে সবাইকে ;
তাই বলি—
নিজের স্বভাবজ কর্ম্মের দ্বারা
প্রভাবান্বিত তুমি হ'য়েই আছ,
তোমার বৈশিষ্ট্য-সঙ্গতিহীন
অন্য কর্ম্ম যা'
তা'র দ্বারা আবিষ্টও যদি হও,
কিংবা স্বধর্ম্ম-ভ্রষ্ট হ'য়ে
যা'ই কিছু কর না কেন তুমি,
শেষ পর্য্যন্ত
তোমার ঐ জৈবী-সংস্থিতি-সংস্থিত
অন্তর্নিহিত ফুটন্ত উন্মাদনায়

স্বাভাবিকভাবে যা' নিহিত আছে,
সেই চলনায় চলতেই হবে তোমাকে ;
ঐ পরম পুরুষই
ব্যক্ত ঈশ্বরই
মূর্ত্ত ধারণ-পালনী সম্বেগ,
প্রতিটি ব্যষ্টিরই
অন্তর্নিহিত ধারণ-পালনী সম্বেগের
ব্যক্তপ্রদীপনা তিনিই,
তিনি সবারই আপূরণকারী,
সহজাত বৈশিষ্ট্যের অনুপ্রেরণার ভিতর-দিয়ে
প্রত্যেকের অস্তিবৃদ্ধির অনুপ্রেরণার
প্রাণন-সম্বেগ তিনিই,
তুমি তাঁরই শরণ লও,
তাঁকেই মনন কর,
তাঁকেই যজন কর,
যাজন কর,
নমস্কার কর,
তুমি তাঁকেই পাবে,
আর, তাঁকে পাওয়া মানেই হ'চ্ছে
ঈশ্বরপ্রাপ্তি ;
আর, এই পাওয়ার বৈশিষ্ট্যই হ'চ্ছে
নিজেকে তাঁতে
একনিষ্ঠ শ্রদ্ধান্বিত ক'রে
তপশ্চর্য্যার অমৃতনন্দনায়
নিজের ব্যক্তিত্বে
তাঁরই ব্যক্ত চরিত্রকে
অধিষ্ঠিত ক'রে তোলা,
গ্রথিত ক'রে তোলা,
তিনি যা'তে তোমার চরিত্রের প্রতিটি বিম্বে
বিকীর্ণ হ'য়ে ওঠেন—
এমনতরভাবে ;

প্রাপ্তির পরম দ্যুতি তাইই,
গীতার পরমপুরুষে
অনুগতির আন্তরিক অনুবেদনা নিয়ে
আমি বলছি,
বার বার বলছি—
সেই গীতারই কথা—
"নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা,
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্ ?"
আবার বলি—
সেই পুরুষোত্তমেরই বাণী—
"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ
পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ" ;
যাঁ' হ'তে তোমার প্রবৃত্তি নিঃসৃত হয়েছে,
যিনি যা'-কিছুতে
ধারণ-পালনী সম্বেগরূপে অবস্থিত,
যিনি ঈশ্বর,
তোমার যা'-কিছু সব দিয়ে
অর্থাৎ তোমার প্রবৃত্তি-সঞ্জাত
যা'-কিছু সব দিয়ে
তাঁ'রই অনুচর্য্যা কর,
তোমার স্ব-এর যা'-কিছু ধর্ম্ম,
প্রবৃত্তির যা'-কিছু কর্ম্ম,
সবগুলি দিয়ে তাঁরই সেবা কর,
সেবা মানে পরিপালন, পরিপূরণ,
পরিপোষণ, পরিরক্ষণ,
তাঁ'কেই অন্তরে বাহিরে
প্রতিপালন ক'রে চল,
এইই হ'লো তোমার সর্ব্ব ধর্ম্মকে
পরিত্যাগ ক'রে
ইষ্টকর্ম্মে নিয়োজিত করে তোলা ;
আবার সেই পুরুষোত্তমের বাণী বলছি—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ,
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ" ;
আর, এই বাণীই
পৃথিবীর প্রাচীনতম
প্রত্যেক প্রেরিত পুরুষোত্তমের বাণী—
তা' যেমন ভাষায়,
যেমন কায়দায়ই হো'ক না কেন,
এই বাণীই তোমার দিগ্-দর্শনী হ'য়ে উঠুক,
এই প্রতিজ্ঞার অনুজ্ঞা
তোমার অন্তরে প্রদীপ্ত হ'য়ে উঠুক,
তপানুশীলনী প্রবৃত্তির ভিতর-দিয়ে
তোমাতে জাগ্রত বিভামণ্ডিত হ'য়ে উঠুক ;
তাই বলি—
তুমি তোমার ইষ্ট বা আচার্য্যে
অনুরতিসম্পন্ন আবেগ নিয়ে
তঁদর্থে অর্থাৎ তঁৎ-স্বার্থ-সম্পোষণে
সুক্রিয় তৎপর হ'য়ে ওঠ—
একনিষ্ঠ উদাত্ত অনুবেদনা নিয়ে
এবং প্রবৃত্তিগুলিকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে
কর্ম্মগুলিকে
তঁদনুচর্য্যায় শুভ-সন্দীপনী ক'রে
বৈশিষ্ট্যানুগ উপচয়ী অনুক্রমণায়
নিষ্পাদন ক'রে চল—
নিজের সংকীর্ণ স্বার্থকে অবজ্ঞা ক'রে,
তাঁরই অনুশাসনে
আত্মনিয়মন ক'রে,
বিনায়িত ক'রে নিজেকে ;
আর ঠিক জেনো—
এইই হ'চ্ছে
সাত্ত্বিক ধৃতির মূল ভিত্তি ;
—এইভাবে যদি চল,

তোমার যোগাবেগ কেন্দ্রায়িত হ'য়ে উঠবে,
তখন তোমার প্রতিটি প্রবৃত্তি,
বোধি ও ব্যক্তিত্ব
বিনায়িত হ'য়ে উঠবে—
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে ;
—প্রবৃত্তি, বোধি ও ব্যক্তিত্বের
এমনতর বিনায়নাই
শান্তি ও আনন্দের পরম পথ। ৬৩৮৬।
৩০।৮।১৯৫৪, সকাল ৯-৫

তুমি যদি ক্ষমতাবান হও,
দক্ষ অনুনয়নে
নিজেকে নিয়ন্ত্রিত কর,
আর, সেই ক্ষমতা
বাস্তবায়িত হ'য়ে ওঠে তোমার চরিত্রে,
ক্ষমা অর্থাৎ সহ্য করার পারগতাও
স্বতঃই উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠবে তোমাতে ;
কথায় আছে—
ক্ষমার সবই গুণ,
একটা দোষ—
যে ক্ষমা করে,
তা'কে মানুষ দুর্ব্বল ভাবে—
যদি তা'তে অসৎনিরোধী পরাক্রম
স্বতঃ-দীপনায়
সঞ্জীবিত না থাকে ;
তবু শক্ত যা'রা,
পারগ যা'রা,
তা'দের অলঙ্কারই হ'চ্ছে ক্ষমা,
তাই ব'লে বেকুবী ক্ষমা কিন্তু ভাল নয়কো,
প্রাজ্ঞবিবেকী পারগতা যেখানে,

সহ্য করবার ক্ষমতা যেখানে,
ক্ষমাও সেখানে স্বতঃ ও সার্থক। ৬৩৮৭।
৩০।৮।১৯৫৪, রাত ৮টা

আশ্রিতরক্ষণ মহৎ-গুণ
তা' নিশ্চয়—
তা' হ'তে যদি কোন অকল্যাণ আসে
তা'কে নিরোধ করবার
ক্ষমতা ও প্রস্তুতি যদি
তোমাতে বিদ্যমান থাকে,
কিংবা অকল্যাণকে
কল্যাণে বিনায়িত ক'রে
যদি চলতে পার—
সুসঙ্গত সার্থক দূরদৃষ্টি নিয়ে,
আশ্রিত-রক্ষণ সেখানে
দীপ্ত-দীপনায়
লোকরক্ষণী হ'য়ে ওঠে—
পরিবেশে সঞ্চারিত হ'য়ে ;
নইলে, অবিবেকী দুর্ব্বল আশ্রিত-রক্ষণ
অনেক সময়
সত্তা-বিধ্বংসী হ'য়ে ওঠে,
স্বস্তি-বিধ্বংসী হ'য়ে ওঠে,
কল্যাণ-বিধ্বংসী হ'য়ে ওঠে। ৬৩৮৮।
৩০।৮।১৯৫৪, রাত ৮-১২

মানুষের জন্মগত তাৎপর্য্য কী,
জৈবী-সংস্থিতিই বা কেমন,
জন্মই বা কা'র কোন্ বৈশিষ্ট্যে,
তা' সে ব'লে দেয়—

সে যখন চটে
তা'র ভাব ও ভাষার ভিতর-দিয়ে। ৬৩৮৯।
৩০।৮।১৯৫৪, রাত ৯-২০

ধর্ম্মচর্য্যার,
অর্থাৎ সাত্ত্বিক ধৃতিচর্য্যার
ভিত্তিই হ'চ্ছে—
আচার্য্যে একমনা একনিষ্ঠতা নিয়ে
সক্রিয় অনুচর্য্যা-সম্পন্ন হ'য়ে
তঁদর্থ বা তঁৎ-স্বার্থ-সম্পোষণে
ঐ চিন্তা ও চলনে
নিজেকে ব্যাপৃত ক'রে তোলা—
নিষ্পন্নতার অন্বিত সঙ্গতি-সাধনে
সুক্রিয় হ'য়ে
তদনুগ আত্ম-নিয়ন্ত্রণে ;
এতটুকুর ব্যত্যয় যেখানে যেমনতর,
ব্যতিক্রমও সেখানে তেমনি বিপর্য্যয়ী ;
তাই ধর্ম্মদৃপ্ত হও,
বিহিত অনুশাসন
ও আচার্য্য-অনুজ্ঞা-পরিপালনে
নিজেকে
সার্থক সঙ্গতিতে বিনায়িত ক'রে তোল—
ইষ্টার্থ-অনুগতিসম্পন্ন অনুচর্য্যায়,
তঁৎস্বার্থ-সম্পোষণী সক্রিয়তায়। ৬৩৯০।
৩১।৮।১৯৫৪, সন্ধ্যা ৫-৫০

লোকের অনুচর্য্যাই যদি প্রত্যাশা কর,
তা'হলে মনে রেখো—
তা'র দোষ, ব্যতিক্রম, ভ্রান্তি,
দুষ্ট বুদ্ধি,

নৈপুণ্যের অভাব ইত্যাদি বুঝে
মেনে নিতে হবে—
সুক্রিয় অনুপ্রেরণায়
তা'র দোষগুলিকে বিনায়িত ক'রে,
পরিশুদ্ধ ক'রে,
তা'কে পারগতায় সমাসীন ক'রে,
উপচয়ী ক'রে তুলে ;
নয়তো, আপশোষগ্রস্ত হ'য়ে উঠবে,
কারণ, সাধারণ মানুষ
দোষগুণের সংমিশ্রণে
প্রবৃত্তি-পরামৃষ্ট হ'য়েই
সক্রিয় হ'য়ে থাকে ;
ফলে, অপরের নিন্দাই
হ'য়ে উঠবে তোমার মূলধন—
দুষ্ট কুটিল সমালোচনার
অজ্ঞ ব্যবহার নিয়ে। ৬৩৯১।
৩১।৮।১৯৫৪, সন্ধ্যা ৬টা

যা'দের হ'তে উপকার প্রত্যাশা কর—
তা'রা তোমা হ'তে উপকৃত কতখানি,
সেটা চিন্তা না ক'রে
তা'দিগকে যদি দোষারোপ কর,
সে দোষদৃষ্টি
তোমাতে প্রতিফলিত হ'য়ে
তোমাকে ক্ষুব্ধ ক'রে তুলবেই কি তুলবে,
ফলে, তা'রা তোমা হ'তে
ক্রমশঃই দূরে থাকতে চাইবে। ৬৩৯২।
৩১।৮।১৯৫৪, রাত ৭-১৫

যে তোমার অনুজ্ঞায়
কাউকে অনুচর্য্যা করছে—

তোমারে অনুপ্রেরিত সদিচ্ছাকে
পরিপালন করতে,—
ঐ অনুচর্য্যায় পুষ্ট হ'য়ে
সে যদি তোমাকে
নষ্ট, বিব্রত ও ক্লিষ্ট করতে
প্রয়াসশীল হয়,
এবং তোমার অনুজ্ঞায়
যে তা'কে অনুচর্য্যা করছে,
সে জেনেশুনেও যদি তা'কে
বিহিতভাবে নিরোধ না করে,
বরং তা'র ঐ কর্ম্মে ইন্ধন জোগায়,
তবে তা'দের উভয়কেই
বিশ্বস্তিহারা ও কৃতঘ্ন বলে জানবে,
—সাবধানে চ'লো। ৬৩৯৩।
৩১।৮।১৯৫৪, রাত ৭-২০

তুমি আচার্য্য-অনুচর্য্যায় নিরত থেকে
সমস্ত বৃত্তিকে বিনায়িত ক'রে
জ্ঞানগুলিকে আয়ত্ত ক'রে
বোধি ও ব্যক্তিত্বকে
সুবিনায়িত অন্বিত সঙ্গীতিতে
সার্থক ক'রে তুলে
সমাবর্ত্তনান্তে
গার্হস্থ্যাশ্রমে
কুটুম্ব-পুত্রপৌত্রাদিকে নিয়ে
তা'দের ভিতর ধর্ম্মপ্রেরণাকে
জাগ্রত ক'রে তুলে
সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে
আচার্য্যকেন্দ্রিক অনুক্রিয়ায়
তন্নিষ্ঠ ক'রে

সম্যক্ নিয়মনে
ব্যক্তিত্বে সুপ্রতিষ্ঠ ক'রে
অবস্থান কর,
আর, যিনি এমনতরভাবে
সার্থক সুক্রিয়তায়
বহুদর্শিতাগুলিকে
শুভ-বিনায়নে
সুকেন্দ্রিক ক'রে
একসূত্র-অন্বিত ক'রে তোলেন—
নিজেকে ছন্দানুগ ক'রে,—
তিনিই ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন,
অর্থাৎ ব্রাহ্মী ব্যক্তিত্ব লাভ করেন ;
তাঁদের আবর্ত্তন হয় না,
কারণ, প্রবৃত্তির চাহিদাগুলিই
আবর্ত্তনের হেতু,
কিন্তু তাঁদের প্রবৃত্তিগুলি
বিনায়িত হ'য়ে
সুকেন্দ্রিক তাৎপর্য্যে
ব্যাপ্তির মহৎ-প্রেরণায়
ব্রাহ্মী-তৎপরতায় অধিষ্ঠিত থাকে,
তা'ই তাঁদের আবর্ত্তন
অসম্ভবই হ'য়ে ওঠে,
তাই, এই গার্হস্থ্য-জীবনকেই
সংন্যস্ত ক'রে তোল—
সুকেন্দ্রিক হ'য়ে,
ব্যাপ্তির বিনায়িত তৎপরতায়,
এমনি ক'রেই তুমি স্বতঃ-সম্বেগে
সুষ্ঠু নিয়মনে সন্ন্যাসী হ'য়ে ওঠ,
—আর, এইই হ'চ্ছে প্রাকৃতিক পন্থা ;
এ ছাড়া অন্য যা'-কিছু
তা' অর্ব্বাচীন ব'লেই ধ'রে নিতে পার,

কারণ, তা' অশাশ্বত,
সনাতন সত্যসত্তায় অবস্থিত নয়। ৬৩৯৪।
১।৯।১৯৫৪, বেলা ১০-৩০

তুমি যার বা যাদের জন্য
উপায় কর,
বা অর্জ্জন কর,
বা সংগ্রহ কর,
তা'রাই যদি তোমার জীবনে মুখ্যতর হয়—
কিন্তু যাকে অবলম্বন ক'রে
যার প্রভাবে
উপায় কর,
বা অর্জ্জন কর,
তা'র সত্তা ও স্বার্থের দিকে না তাকাও,
তবে যা'দের জন্য
যেমনতর যা'-কিছু ক'রে
অর্জ্জন-অভিনিবেশী হও না কেন,
তা' কিন্তু তোমার জীবনকে
অন্ধতমেই নিক্ষেপ ক'রে চলবে ;
তা'র মানেই হ'চ্ছে
তুমি বিধ্বস্তিকেই আমন্ত্রণ ক'রে চলবে—
জীবন ও আয়ুর সীমায়িত লেখা যতটুকু
তা'র ভিতর সেগুলি যতখানি পড়ে
তা' ভোগ করতে করতে ;
কিন্তু যা' হ'তে তোমার অর্জ্জন নিয়ন্ত্রিত হ'চ্ছে
বা যা'র প্রভাব
তোমার অর্জ্জনের পথকে মুক্ত ক'রে তুলছে,
তা'কে জীবনে যতই মুখ্য ক'রে তুলবে—
তা'র স্বার্থ-সম্পোষণায় স্বতঃ-সক্রিয় হ'য়ে,
ক্রমবর্দ্ধমান অনুনয়ন-অনুবেদনায়,—

সার্থকতার নন্দিত তর্পণা
স্বস্তি-আহ্বানে
তোমাকে অভ্যর্থনা ক'রে চলবেই কি চলবে,
প্রাপ্তি স্বতঃ হ'য়ে উঠবে তোমাতে,
কারণ, তা'তে তুমি সুকেন্দ্রিক,
সুক্রিয় ও স্বতঃ-সুবিনায়িত ;
প্রজ্ঞা-সূত্রে
বাস্তব যোগ্যতার ব্রাহ্মী অনুবেদনা
সুক্রিয়তায় মূর্ত্তি লাভ করবে তোমাতে,
বৃদ্ধিনন্দনা উপভোগ করবে তুমি
অকাট্যভাবে। ৬৩৯৫।
১।৯।১৯৫৪, দুপুর ১২-৫

প্রাচীন পুরুষোত্তমদের আপূরিত ক'রে
বর্ত্তমান যিনি—
তিনি আরোতে অবস্থিত,
আর, এই বর্ত্তমানের ভিতরই
প্রাচীন যাঁরা—
সুব্যক্ত হ'য়ে
সার্থক অন্বিত সঙ্গতিতে সুবিনায়িত হ'য়ে
তাৎপর্য্য-সহকারে
আরোতে অবস্থিতি লাভ করেন,
তাই তিনি 'পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ' ;
এই বর্ত্তমানকে যা'রা অবজ্ঞা ক'রে,—
তা'রা প্রাচীনদিগকে তো হারায়ই,
বর্ত্তমান হ'তেও বঞ্চিত হ'য়ে চলে। ৬৩৯৬।
২।৯।১৯৫৪, সকাল ৭-১৫

তুমি যদি আচার্য্যকে কেন্দ্র ক'রে
শ্রদ্ধোষিত উৎসারণে
ঈশগতি-সম্পন্ন না হও—

তদর্থে চিন্তা ও কর্ম্মগুলিকে
সার্থক সঙ্গতির
সক্রিয় শুভ-সন্দীপনায়
উপচয়ী-উদ্বর্ত্তনায় বিনায়িত ক'রে,
—তোমার বোধিও
ছিন্ন চলনেই চলতে থাকবে ;
কারণ, কেন্দ্রানুগ বিনায়নায়
তোমার বহুদর্শিতাগুলি
সঙ্গতি লাভ করবে না,
তাই, বোধিও উৎকর্ষ লাভ করবে না,
ফলে দুর্দ্দশাও
তোমার পিছু নিতে ছাড়বে না ;
—আর, তা'কে ব্যাহত ক'রে
বা অতিক্রম ক'রে
অসৎ-নিরোধী অনুক্রমণায়
নিজেকে উৎসারণশীল করতে পারবে না। ৬৩৯৭।
২।৯।১৯৫৪, সকাল ৯টা

প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ই হো'ক,
পারিবারিক বিপর্য্যয়ই হো'ক,
বা অবস্থার বিপর্য্যয়ই হো'ক,
যে-কোন দুর্ব্বিপাকই আসুক না,
বোধিদৃষ্টির সুবীক্ষণী তৎপরতায়
সুক্রিয় পরাক্রমের সহিত
সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়ী প্রস্তুতি নিয়ে
তা'র নিরাকরণে বদ্ধপরিকর হও,
আর, ঐ দুর্ব্বিপাকের কারণকে
ব্যর্থ ক'রেই হো'ক,
নিরাকরণ ক'রেই হো'ক,
জীবনকে ঈশগতিসম্পন্ন ক'রে তোল—
সমস্ত কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে

সমস্ত চিন্তার ভিতর-দিয়ে
সমস্ত প্রবৃত্তির ভিতর-দিয়ে
সুবিনায়িত ক'রে নিজেকে—
সম্যক তৎপরতা নিয়ে ;
যে-সংঘাতই পাও না কেন,
তা'র নিরাকরণ-চেষ্ট যদি না হও,
দক্ষকুশল হ'য়ে
তা'কে নিয়ন্ত্রিত ও বিনায়িত ক'রে
তার অবসান যদি ক'রে তুলতে না পার—
সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়ী শক্তি
ও সম্বেগ নিয়ে,
সন্ধিৎসু চক্ষুর বিভা বিস্তার ক'রে,
কারণকে, বোধ ও অবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে,
পরিস্থিতির বিনায়নী অনুচর্য্যায়
হৃদ্য অনুবেদনা নিয়ে,—
তাহ'লে পরিবেশও
বান্ধব-অনুক্রমণা নিয়ে
সুক্রিয় তৎপরতায়
তোমাকে ঐ সংঘাতের হাত হ'তে
নিস্তারে সাহায্য করবে না ;
আর, এই নিয়মনে চ'লে
সতর্ক বীক্ষণায়
যতই কৃতকার্য্য হ'য়ে উঠবে,
অসৎ-নিরোধী পরাক্রমও তোমার
তেমনি উৎসারণা নিয়ে
উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠবে—
উৎসারণী অনুকম্পায়
হৃদ্য নিয়মন-দক্ষ হ'য়ে ;
ছোট্টই হো'ক
বা বড়ই হো'ক,
প্রতিটি দুর্ব্বিপাককে

তৎক্ষণাৎই
অমনি ক'রে
ব্যর্থ বা নিরাকৃত ক'রে তুলতে পারবে—
সুযুক্ত সার্থক সঙ্গতি-শালিন্যে,
শুভ-সন্দীপনী ক'রে,
ব্যতিক্রম-নিরাকরণী
সুদক্ষ অভিনেবেশী কর্ম্ম তৎপরতায় ;
—দেখবে
ক্রমেই তুমি শক্ত হ'য়ে উঠছ ;
তোমার ঐ সুক্রিয় সম্বেগকে
ঈশ্বর আশিস-সিক্ত ক'রে তুলবেন,
প্রসাদ-নন্দিত হ'য়ে উঠবে তুমি। ৬৩৯৮।
২।৯।১৯৫৪, বেলা ১১টা

যেমনতর দোষ আঁকড়ে ধ'রে আছে তোমাকে
সক্রিয়ভাবে
তোমার চরিত্রকে দুষ্টরঙিল ক'রে,
তোমার পার্শ্বেই যদি
অমনতর দোষদুষ্ট কা'কেও দেখ,—
তা'কে যেমন তুমি পছন্দ কর না,
বুঝে নিও—
সেও তোমাকে তেমনি পছন্দ করে না ;
শুভ-সন্দীপনী যে বা যা'
তা'কে মানুষ যেমন
হৃদ্য অর্ঘ্যে
নন্দিত ক'রে থাকে,
তোমার চরিত্র-রঙিল সক্রিয় শুভ'র বেলায়ও
কিন্তু তাই,
অন্যের দুষ্ট দীপনাকে
যদি মন্দীভূত করতে চাও,
পরিশোধনী চর্য্যাকে

হৃদ্য সম্বেদন নিয়ে
তোমার জীবনে সহজ ক'রে তোল—
পরিবেশে সঞ্চারিত ক'রে তা' ;
দেখবে—
অনেক সংঘাতের হাত হ'তে
অনেক ঘৃণার হাত হ'তে
অনেক আক্রোশের হাত হ'তে
তুমি রেহাই পাবে ;
ঈশ্বর করুণা-নিধান,
তোমার যা'-কিছু কর্ম্ম ও চিন্তাকে
তদনুগ বিনায়নায়
বিনায়িত ক'রে তোল,
—প্রাকৃতিক আশীর্ব্বাদের অধিকারী হবে। ৬৩৯৯।
২।৯।১৯৫৪, বেলা ১১-৩০

মেয়েরা যদি সুকেন্দ্রিক সদাচারী না হয়,
বা তা'দের বিবাহ-সংস্কৃতি
যদি সমীচীন না হয়,
তবে তা'দের গর্ভজাত সন্তান-সন্ততিদের
হামেশাই
অসুস্থ ও কদাচারী মনোবৃত্তি-সম্পন্ন
হ'য়ে উঠতে দেখা যায় ;
কারণ, ঐ কদাচার-সংস্কার
অন্তর্নিহিত ডিম্বকোষকে
ব্যত্যয়ী ক'রে
শারীরিক নিরোধ-ক্ষমতাকে
দুর্ব্বল ক'রে তুলতে থাকে ;
আর, পুরুষের বেলায়ও
তা'দের বীজকোষে
ঐ কদাচার সংক্রামিত হ'য়ে
মনোবৃত্তিকেও তদনুগ ক'রে তোলে ;

তাই, স্বামী-অনুগ সুকেন্দ্রিকতা নিয়ে
মেয়েরা যদি সদাচারী হ'য়ে ওঠে,
তাদিগকে সৎ-উৎসারণী
সন্দীপনা-প্রবণ হ'য়ে উঠতে দেখা যায় ;
আর, যে-অনুচর্য্যায়
মেয়েরা স্বামীকে
কদাচার-প্রবণ ক'রে তোলে,
তা'দের মনোবৃত্তিকেও
তদ্‌গতিসম্পন্ন হ'য়ে উঠতে দেখা যায় প্রায়শঃ—
আরোতরে। ৬৪০০।
৩।৯।১৯৫৪, বেলা ১২-২০

প্রাচীন ও বর্ত্তমানের
সার্থক সঙ্গতি-শালিন্য
সাম্প্রতিক মহামানবে
সক্রিয় সুকেন্দ্রিকতা নিয়ে
আচরণের ভিতর-দিয়ে
অন্তরবাহিরের সঙ্গতি নিয়ে
যা'র ব্যক্তিত্বে রূপায়িত হ'য়েছে—
সুক্রিয় তৎপরতায়,
বোধি-সঙ্গতি লাভ ক'রে,
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ অনুবেদনায়,
—আচার্য্য তিনিই। ৬৪০১।
৩।৯।১৯৫৪, রাত ৭-১০

তুমি চাকুরি-জীবীই হও,
আর ব্যবসায়ীই হও,
প্রত্যাশাকে মুখ্য ক'রেও যদি চল,
তাহ'লেও অন্ততঃ
অশক্ত, মহৎ ও পুণ্য-প্রতিষ্ঠানে
আত্মনিয়োগ করেছে যা'রা—

তাঁদের কাছ থেকে
কিছু না নিয়ে
আরোতর অন্তরাবেগে
তাঁদের শুভচর্য্যা করবার
সৌভাগ্য যদি জোটে,
পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তা' ক'রো,
নির্ব্বাহ ক'রো—
অস্তিত্বকে অক্ষুণ্ণ রেখে ;
—এর ভিতর দিয়ে
প্রত্যাশাভিভূত হ'য়ে
ব্যক্তিত্বকে সঙ্কীর্ণ ক'রে ফেলার বিরুদ্ধে
তোমার প্রবণতা খানিকটা
পরিপোষিত হবে,
ফলে, তোমার ব্যক্তিত্ব
ব্যাপ্তি লাভ করতে থাকবে
অনেক ব্যষ্টিতে,
এবং ওই প্রীতি-প্রণোদিত সেবাই
তোমার পসার বাড়িয়ে
উপার্জ্জনকে স্বতঃ ক'রে তুলবে ;
মনে রেখো—
প্রত্যাশালুব্ধ হ'য়ে যতই চলবে,—
সঙ্কীর্ণতরও হ'য়ে উঠবে তেমনি,
উপার্জ্জনও সঙ্কুচিত হ'য়ে উঠবে ততটুক ;
কিন্তু তুমি যদি
সেবার সৌভাগ্য পেয়ে
বাস্তবে উদ্‌যাপন কর তা'কে—
সুষ্ঠু সৌকর্য্যে,
মানুষও তখন সুযোগ পেলে
তা'দের সাধ্যমত
তোমার সেবায় আত্মনিয়োগ করতে
বিরত হবে না—

স্বতঃ-অনুবেদনায় ;
তোমার পরিচর্য্যা
যতই প্রতিটি ব্যষ্টিতে পরিব্যাপ্ত হবে
প্রত্যাশালুব্ধ না হ'য়ে,—
প্রীতি-অর্ঘ্য যা'র যা' জোটে,
তা' তোমাকে দিয়ে
মানুষ আত্মপ্রসাদ লাভ করতে
বঞ্চিত হ'তে চাইবে কমই,
ফলে, তোমার আয়ও ব্যাপ্তিলাভ করবে—
যদিও তোমার পরিচর্য্যা
প্রত্যাশালুব্ধ নয়কো ;
শিব-সুন্দর পরিব্যাপ্ত
প্রতিটি ব্যষ্টিতেই,
আচার্য্যকেন্দ্রিকতায়
প্রতিটি ব্যষ্টির শুভ-অনুচর্য্যায়
যতই তৎপর হ'য়ে উঠবে,—
তোমার উপার্জ্জনের ব্যাপৃতিও
বেড়ে যাবে ততই । ৬৪০২ ।
৩।৯।১৯৫৪, রাত ৮-১০

যাঁকেই যাজন কর না কেন,
অচ্যুত নিষ্ঠা নিয়ে,
আচারে, ব্যবহারে,
কথায়, ভাবেভঙ্গীতে,
সমর্থনে
তাঁ'র স্বার্থ-সম্পোষক হ'য়ে
একদম তাঁকে যদি
আপনার ক'রে নিতে না পার—
তোমার অন্তর-বাহিরের সঙ্গতিকে
তাঁ'তে সার্থক করে তুলে—

অনুচর্য্যী অনুবেদনায়,
ক্ষিপ্রতায়,
উপস্থিতবুদ্ধির অনুপ্রেরণায়,
সুযুক্ত সার্থক ব্যবস্থিতিতে,
তদনুগ আত্ম-বিনায়নে,—
তোমার যাজন
প্রাণবন্তই হ'য়ে উঠতে পারবে না,
সুযুক্ত হৃদ্য বাস্তবতায়
কা'রও হৃদয় স্পর্শ করবে কমই,
ফলে, যুক্ত-বোধিতেও উপস্থিত হবে কম,
মানুষ পরিচর্য্যা-প্রসন্ন হ'য়ে
তোমাকে আপনার ক'রে নেবে কমই,
তোমার অনুশীলন ব্যর্থতার দিকেই চলবে,
যোগ্যতা ব্যর্থতায় অনেক নিষ্প্রভ হ'য়ে উঠবে,
তোমার আচরণ
প্রীতি-উৎসারণশীল হ'য়ে উঠবে না,
তাই, অন্যের প্রীতি-অভিনন্দনা লাভও
তোমার ভাগ্যে ঘটে উঠবে কমই ;
তাই, যত শ্রেয়কে
আপনার ক'রে নিতে পারবে—
অন্তর-বাহিরের সঙ্গতি নিয়ে,
সক্রিয় সেবানুচর্য্যায়,
তোমার ব্যক্তিত্বও
বোধ-বিনায়িত হ'য়ে
লোক-প্রসাদ-দীপ্ত হ'য়ে উঠবে তেমনি,
ঈশ্বর আশিস্-ধারায়
তোমাকে অমিতাভ ক'রে তুলবেন। ৬৪০৩।
৪।৯।১৯৫৪, বেলা ১০-৪৫

তুমি আইনজীবী,
তোমার জীবিকাধর্ম্মই হ'চ্ছে—

যেই আত্মরক্ষার জন্য
তোমার শরণাপন্ন হো'ক না কেন,
আদর্শ-অনুগতি নিয়ে
সুযুক্ত আইনের সুবিনায়নায়
প্রত্যয়ী প্রবোধনার অনুদীপনায়
যথোপযুক্ত বৈধী আবেদনে
তা'কে মুক্ত ক'রে তোলা,
সে অপরাধীই হো'ক
বা অভিযোক্তাই হো'ক,
সে সৎ-ই হো'ক
বা অসৎই হো'ক,
তুমি ঐ অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
হৃদ্য অনুপ্রেরণায়
যা'তে তা'কে বিপথ বা বিপদ হ'তে
মুক্ত ক'রে তুলতে পার,
সুচেষ্ট অনুক্রিয়ায়
তা'তেই তৎপর হ'য়ে চল—
সার্থক সুযুক্ত সঙ্গীতি নিয়ে,—
অন্ততঃ যতক্ষণ
তোমার ব্যক্তিত্বের আওতায় সে থাকে ;
নিরাকরণ-প্রার্থী
বা আশ্রয়-প্রার্থী কাউকে
সাধ্য থাকতে ফিরিয়ে দেওয়া
কিন্তু তোমার পক্ষে
জীবিকা-বিরুদ্ধ ধর্ম্ম,
অর্থাৎ ঐ জীবিকাধর্ম্মের
তা' কিন্তু ব্যতিক্রমই ;
তাই, আপদ-গ্রস্ত বা বিপদ-গ্রস্ত যে,
যথাসম্ভব বৈধী-অনুচর্য্যায়
তা'কে বাঁচাও,
স্বতঃ-সন্দীপনী আগ্রহে

তা'কে মুক্ত ক'রে তোল—
সৎ-এ অনুপ্রেরিত ক'রে ;
এই মুক্তিই আনবে তোমার যশ,
আবার, সেই যশই তোমাকে
আরো সেবা-সৌভাগ্যে
সৌভাগ্যবান ক'রে তুলবে,
খ্যাতি ও অর্জ্জন
তোমাকে অভিনন্দিত করবে,
মানুষের অন্তঃস্থ ঈশী-সম্বেগ
সাদর-আশিসে
নন্দিত ক'রে তুলবে তোমাকে। ৬৪০৪।
৫।৯।১৯৫৪, সন্ধ্যা ৬-৪৫

স্বার্থসিদ্ধির লুব্ধ প্ররোচনায়
অর্থাৎ প্রবৃত্তি-পরিপোষণে,
যে-পরিপোষণা
তোমার ইষ্টকে
আপূরিত ক'রে তোলে না,
সম্পোষিত ক'রে তোলে না,
এমন যদি কোন কিছু কর,
আর, সে-করায় যদি
তোমার শ্রেয় যিনি,
ইষ্ট যিনি
বা আচার্য্য যিনি,
অর্থাৎ যাঁকে তোমার জীবনে
মুখ্য ক'রে ধ'রে নিয়েছ,
তাঁর অন্তরে ক্ষোভের সঞ্চার হয়
এবং তা' বোঝা বা জানা সত্ত্বেও
যদি নিরাকরণ না কর,
তা'র মানে—
ঐ প্রবৃত্তি-পরামৃষ্ট তুমি,

তুমি কপট,
লোকের কাছে
বাহবা নেওয়ার জন্য
বা স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য
একটা ধাপ্পাবাজী অনুবেদনা নিয়ে
শ্রেয়-অনুরাগ দেখিয়ে চলছ তুমি ;
ভালই যদি চাও,
সুনিষ্ঠ একমনা হ'য়ে
তঁদনুচর্য্যী রাগ-নিয়মনায়
তোমার যা'-কিছু
চিন্তা ও কর্ম্মকে বিনায়িত ক'রে
ঐ শ্রেয় বা আচার্য্য-সম্পোষণী ক'রে তোল,
ফলে, তোমার ঐ কপটগ্রন্থি
খান-খান হ'য়ে যাবে। ৬৪০৫।
৬।৯।১৯৫৪, সকাল ৮-৪৫

বন্যাকে নিরোধ করতে যেও না,
বরং নিয়মন ক'রো,
নিয়ন্ত্রিত ক'রো,
যা'তে তা'র গণ-বিধ্বংসী আক্রমণ
প্রশমিত হ'য়ে
জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি পায়—
এমনতরভাবে,
বাত্যাকেও যথাসম্ভব
সমীচীন তৎপরতায়
যতটুকু পার
অমনতরই করতে চেষ্টা ক'রো,
বন্যা যেমন জমির উর্ব্বরতাকে
পরিপুষ্ট ক'রে থাকে,—
বাত্যাও তেমনি
দুনিয়ার অনেক বিষাক্ত কিছুকে

ধ্বংস ক'রে থাকে ;
আবার ভূমিকম্পও শুধুমাত্র
ধ্বংসই নিয়ে আসে না,
তা'র উপকারিতাও আছে,
তা'তে ধরণীর ধারণশক্তিকে
উর্ব্বরই ক'রে তোলে,
যদিও কোথাও-কোথাও
তা'র অপলাপও সংঘটিত হ'তে দেখা যায় ;
তাই, যা'-কিছুর মন্দকে নিরোধ ক'রো—
আর তা' হ'তে
যে উপকার সম্ভব,
তা' যা'তে নিরুদ্ধ না হ'য়ে ওঠে,
সেদিকেও নজর রেখো ;
হত্যা বা হিংসা যেমন
অপকারই সৃষ্টি ক'রে থাকে,
তা'র অবদান কল্পনা করতে গেলে
অবাস্তব কল্পনার আমদানী করতে হয়,
এটা কিন্তু তা' নয়,
হত যেমন জীবনকে
উপভোগ করতে পারে না,
নিঃশেষেই অবলুপ্ত হ'য়ে ওঠে,
কেউ হত হওয়ার ফলে
যদি কোন অপকারও হয়,
তা'তে যেমন তা'র কিছু আসে যায় না
প্রত্যক্ষভাবে,
ওগুলি কিন্তু তেমনতর নয়কো,
ওতে পীড়িত যা'রা
তা'দের অভ্যুত্থান সম্ভব,
কিন্তু হত্যায়
তা'র লেশমাত্র সম্ভাবনাও নেইকো,
তাই, হিংসাই যদি করতে হয়,

কর—
অসৎ যা'-কিছু তা'কে,
জীবনকে যত হিংসা না ক'রে পার,
ততই ভাল,
হত্যা বা হিংসাকে নিরোধ কর,
আর জীবনকে উন্নতিপুষ্ট ক'রে তোল। ৬৪০৬।
৬।৯।১৯৫৪, সকাল ১০-১০

শ্রেয় যদি তোমার জীবনে মুখ্য হন,
তোমার ব্যক্তিত্বের পক্ষে শ্রেয় যা'
তা' উপভোগ করতে পারবে,
আর, যদি শ্রেয়-হীন হও,
ঈপ্সিত যা'
তা'র দ্বারা নাজেহাল হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। ৬৪০৭।
৬।৯।১৯৫৪, সকাল ১০-১৮

তোমার বোধি ইষ্ট-সংন্যস্ত হ'য়ে
বিনায়িত হ'য়ে
ব্যক্তিত্বে মূর্ত্তিলাভ ক'রে
সন্ন্যাসী ক'রে তুলুক তোমাকে—
সুকেন্দ্রিক সক্রিয়তার সার্থক অন্বয়ে ;
কিন্তু শুধুমাত্র ভেকধারী
সন্ন্যাসী যদি হও—
আচার্য্য ত্যাগ ক'রে,
বিরজা হোম ক'রে,
সে-সন্ন্যাস তোমাকে
বিন্যাসিত ক'রে তুলবে না,
সংন্যস্ত ক'রে তুলবে না,
ঐ কেন্দ্রকক্ষ-চ্যুত ব্যক্তিত্ব

বিশীর্ণতা লাভ করবে—
এ কিন্তু অতি নিশ্চয়। ৬৪০৮।
৬।৯।১৯৫৪, বেলা ১০-৪০

কেউ যদি
ধাক্কা-জর্জ্জরিত হ'য়ে
হৃদয়ে আঘাত নিয়ে
অপদস্থ বা বিপর্য্যস্ত হ'য়ে
তোমার কাছে আসে,
বা তুমি যদি জানতে পার
যে, কেউ অমনতর অবস্থায় পড়েছে,
সক্রিয় সহানুভূতি-সহকারে
তা'কে যদি সমর্থন না কর—
নিরাকরণ-সন্দীপ্ত হ'য়ে,
যে তা'র প্রতি অমন করেছে—
সে যে অন্যায় করেছে
এই অভিমত যদি তুমি
প্রকাশ না কর,
—ঐ ধাক্কার কারণ যে বা যা'
তা'কে যদি বিনায়িত ক'রে
প্রীতি-উৎসারণপ্রবণ ক'রে তুলতে
প্রয়াসশীল না হও বাস্তবভাবে,—
ঐ ধাক্কা-জর্জ্জরিত ব্যক্তি
অন্তরে
তোমাকে দরদী ব'লে গ্রহণ করতে পারবে না
কিছুতেই,
বরং যে তা'কে আঘাত হেনেছে
তা'রই স্বার্থ-সম্পোষী বলেই
মনে করবে তোমাকে,
এবং ঐ তা'র প্রতি
তোমার সমর্থনী ব্যবহার

কিংবা ঐ ব্যথিতের প্রতি
তোমার দরদহীন উপেক্ষা
তোমাকে তা'র বিরাগভাজন
ক'রে তুলবেই কি তুলবে ;
তাই, ঐ ধুক্ষা-জর্জ্জরিত
যে, দরদ নিয়ে তোমার কাছে এসেছে
বা যা'র ব্যথার কথা
তুমি জানতে পেরেছ,
সক্রিয় সহানুভূতি-সহকারে
দরদীর মত
তা'কে সমর্থন ক'রে
সমীচীন সান্ত্বনায়
ঐ ধুক্ষার কারণ যে বা যা'
বিহিত বিনায়নায়
সতর্ক দক্ষকুশল তৎপরতায়
তা'কে প্রীতি-উৎসারণশীল ক'রে
বাস্তবে যদি সুস্থ ও স্বস্থ ক'রে তুলতে পার
ঐ ব্যথিতকে—
তা'র ত্রুটি
যদি কিছু থাকে
তা'ও তা'কে হৃদ্যভাবে বুঝিয়ে দিয়ে,—
তাহ'লে, সে যে তোমার ঐ সাধুপ্রকৃতিকে
শ্রদ্ধাসিঞ্চিত অর্ঘ্যে
অভিনন্দিত করবে,
তা'তে কোন সন্দেহ নাই । ৬৪০৯ ।
৬।৯।১৯৫৪, রাত ৮-৫

যা'রা ঈশ্বর বা ইষ্টকে
সুকেন্দ্রিক তৎপরতায়
আপন-কর্ম্মপ্রসূত অর্জ্জন দ্বারা
অর্ঘ্যান্বিত না করে,

অনুচর্য্যা না করে,
ইষ্টে অর্থান্বিত ক'রে
লোকবর্দ্ধনার সমীচীন সেবা না করে,
অথচ ঈশ্বর বা ইষ্টদেবতাকে ভাঙ্গিয়ে
জীবনের মুখ্য সম্বর্দ্ধনী কেন্দ্র যিনি,
তাঁকে ফাঁকি দিয়ে,
—সার্থক অনুদীপনায়
অন্বিত সঙ্গতিতে
তাঁরই প্রতিষ্ঠায় প্রেরণাপ্রবুদ্ধ না হ'য়ে
নিজের স্বার্থ-সংরক্ষণে ব্যাপৃত হয়,
ইষ্ট-অনুচর্য্যার ধোঁকাবাজি নিয়ে
আত্মস্বার্থ-পুষ্টিতেই প্রয়াসশীল হ'য়ে চলে,
তা'রা বঞ্চিত হয়,
বিপর্য্যস্ত হয়,
আর, তা'দের ঐ ভণ্ড-প্রেরণা
এমনি ক'রেই
জাহান্নমের পথ পরিষ্কার ক'রে তোলে। ৬৪১০।
৭।৯।১৯৫৪, রাত ৭-২০

হিংসা, অত্যাচার, অনশন
ও মৃত্যুই
মানুষের পক্ষে মুখ্য আঘাত,
শুধু মানুষের কেন, সবার পক্ষেই,
অসৎ যা'
সেগুলি এক এক সময়
এমনতর মূর্ত্তি নিয়ে উপস্থিত হয় ;
যদি বিদ্রোহই করতে হয়,
তবে অসৎ যা'-কিছু
তা'র বিরুদ্ধেই তা' কর ;
আর, যদি বিপ্লব চাও,—
সত্তাপোষণী, সত্তাসংরক্ষণী,

সাত্ত্বিক যোগ্যতার আপূরণী যা'-কিছু,
এক-কথায়, সত্তার জীবনবৃদ্ধিদ যা'-কিছু
সুদর্শনে
সম্যক্ বিনায়নে
তা'রই বিপ্লব আন,
অর্থাৎ তা'তেই প্লাবিত ক'রে তোল সবাইকে,
এবং এর অন্তরায় যেগুলি
তা'র কার্য্যকরী নিরোধ-প্রস্তুতি হিসাবে
আদর্শ-অন্বিত একজোট হ'য়ে
সক্রিয় তৎপরতায়
ধর্ম্মঘট সংঘটিত ক'রে যদি চল,
তা' কিন্তু হবে পুণ্যেরই,
আত্মপ্রসাদেরই,
ধর্ম্মঘট মানে সক্রিয় ধৃতি-সংহতি,
মনে রেখো—
জীবন চায় বাঁচতে,
বাড়তে,
আর, এই বাঁচাবাড়াকে যা' ব্যাহত করে
তা'কে নিরোধ করতে—
আদর্শ-অন্বিত হ'য়ে
একমনা শ্রেয়-তৎপরতায়
জীবনকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে ;
ঈশ্বরই জীবন-স্বরূপ,
সত্তায় তিনিই নিহিত—
সম্বর্দ্ধনী সম্বেগ নিয়ে,
আর, প্রবৃত্তির সত্তা-বিদ্রোহী
বিকেন্দ্রিক অভিগমনই হ'চ্ছে
ছন্নগতিসম্পন্ন শাতনী প্রেরণা,
আর, অজ্ঞতাও সেইখানে ;
সব্যষ্টি সমষ্টির উৎক্রমণী অভিযানকে
যা' ব্যাহত করে,

যা' হিংসা, অত্যাচার,
অনশন ও মৃত্যুর আবাহন ক'রে চলে—
সাত্ত্বিক অনুদীপনায় বিদ্রোহ সৃষ্টি ক'রে,
—এমনতর শাতন যা'-কিছুকে
দক্ষকুশল তৎপরতায়
নিরোধ ক'রে চল—
শুভ-প্রদীপনায় নিজেকে অব্যাহত রেখে ;
ঈশ্বরই মঙ্গল স্বরূপ,
ঈশ্বরই শুভ-সন্দীপনা,
আর, তিনিই ধারণ-পালনী সম্বেগ। ৬৪১১।
৭।৯।১৯৫৪, রাত ৮-৪৫

পেলেই স্ফূর্ত্তি হ'য়ে উঠলো,
আর, যে-মুহূর্ত্তে তা' খরচ হ'য়ে গেল—
অমনি শুকিয়ে গেল তা',
—এটা হ'চ্ছে সেই লক্ষণ
যা'তে
তোমাকে অবশ ক'রে রাখছে,
করার প্রেরণা বোধি-বিনায়িত হ'য়ে
সুসঙ্গত দর্শিতা নিয়ে
তোমার অন্তরে উদ্‌ভাসিত হ'য়ে উঠছে না ;
—তার মানেই হচ্ছে
যোগ্যতা-প্রসূত প্রাপ্তি
তোমার কাছে
দূরধিগম্য হ'য়ে রইল ;
আর, যখনই দেখছ—
সুকেন্দ্রিক তাৎপর্য্যে
স্ফূর্ত্তিতে বোধি-বিনায়িত তৎপরতায়
ফুল্ল হ'য়ে উঠেছ,
সার্থক সঙ্গতিতে

বোধি-অনুদীপনায়
এমনতরই অনুপ্রেরণা জুটে আসছে
যে, তা'তে মুগ্ধ হ'য়ে উঠছে অনেকেই,
এবং তা'দের ভেতরও
ঐ প্রেরণা চারিয়ে যাচ্ছে,
—ঐ অনুশীলনপ্রবণ যোগ্যতা
এমন জেল্লা নিয়েই
তোমার কাছে উদ্‌ভাসিত হ'য়ে উঠছে,
যা'র ফলে, প্রাপ্তি তোমাতে নতজানু হ'য়ে
আত্মপ্রসাদ লাভ না ক'রেই পারছে না,
—তখনই বুঝবে
প্রাপ্তি তোমার করতলগত ;
আর, তখনই তুমি
স্বতঃ-স্বচ্ছল সার্থকতায়
বিদীপ্ত হ'য়ে চলবে—
ফুল্ল অভিদীপনায় ;
যে পারে—
তা'র এমনই লক্ষণ,
আর, যে পারে না,
তা'র স্ফূর্ত্তি
মূঢ়ত্বেই মুমূর্ষু হ'য়ে
প্রেরণানিথর হ'য়ে
শুধুমাত্র কল্পনা-বিলাসিতায়
আবিষ্ট ক'রে তোলে তা'কে । ৬৪১২ ।
৮।৯।১৯৫৪, বেলা ১১টা

আত্মীয়তা সেখানেই গজিয়ে ওঠে,—
আপদে, বিপদে, সুখ-সম্পদে
যে এগিয়ে যায়—
প্রীণন বা নিরাকরণ-প্রয়াসে

এবং স্বার্থ ত্যাগ ক'রেও তা' করে—
সাধ্যানুপাতিক। ৬৪১৩।
৮।৯।১৯৫৪, সন্ধ্যা ৬-১৭

চোর যা'রা,
চৌর্য্যই যা'দের পেশা,
বিশ্বাসঘাতক যা'রা,
কৃতঘ্ন যা'রা,
তা'রা আত্মঘাতীই হয়। ৬৪১৪।
৮।৯।১৯৫৪, সন্ধ্যা ৬-১৯

নারায়ণই বর্দ্ধনার পথ,
জীবনের পথ,
সেইজন্যই তাঁ'র নাম—
নারায়ণ। ৬৪১৫।
৮।৯।১৯৫৪, সন্ধ্যা ৬-২৪

শোন, আবার বলি—
সুকেন্দ্রিক, সুনিষ্ঠ
ইষ্টার্থী আবেগ নিয়ে
সেবানুচর্য্যায়
জপ, ধ্যান-ধারণার সহিত
সন্ধিৎসাপূর্ণ সক্রিয় আত্মনিয়মনে
সমস্ত ব্যতিক্রমকে নিরোধ ও ব্যাহত ক'রে
ত্বরিত তৎপরতায়
ইষ্ট-অনুজ্ঞা নিষ্পন্ন করাই
আত্মোন্নতির পরম পাথেয়;
এই পাথেয় নিয়ে
যত নিখুঁতভাবে চলতে পারবে,
উন্নতিও ক্রম-তৎপরতায়
তোমাকে প্রসাদমণ্ডিত ক'রে তুলবে;

এই তোমার জীবন-অভিযান হ'য়ে উঠ্ক,
সত্তায় সুপ্রতিষ্ঠ হও। ৬৪১৬।
৯।৯।১৯৫৪, সকাল ৬-১৯

কাউকে আপনার ক'রে নিয়ে
যদি কৃতার্থ হ'তে চাও,
তাহ'লে মনে যেন থাকে—
যা'কে আপনার ক'রে নিতে চাচ্ছ,
সে যা'তে মমতাশীল
বা অনুকম্পা-পরায়ণ,
তা'র প্রতি তোমারও
মমতাশীল অনুকম্পা ও অনুচর্য্যাপরায়ণ
হ'তে হবে—
অবশ্য তা'র অশুভ-সন্দীপী যা'
তা'কে নিরোধ ক'রে ;
তোমার স্বভাবসিদ্ধ এমনতর চলনা—
যা'কে আপনার ক'রে নিতে চাচ্ছ,
তা'কে তোমাতেও অন্তরাসী ক'রে তুলবে,
প্রীতি-নিবদ্ধতায়
তুমিও তা'র প্রয়োজনীয় হ'য়ে উঠবে,
তোমার স্বার্থ-সম্বর্দ্ধনাও
তেমনি তা'র স্বার্থ-অনুদীপনা হ'য়ে উঠবে—
সক্রিয় তৎপরতায়,
তুমি নিজে তো তৃপ্ত হবেই,
তা'কেও তৃপ্ত ক'রে তুলবে। ৬৪১৭।
৯।৯।১৯৫৪, বেলা ১০-৪০

শ্রেয়কে যদি ভালবাস,
অনুচর্য্যা-তৎপরতায়
তা'কে যদি
আপনার ক'রে নিতে পার—

সার্থক সর্ব্বসঙ্গতির অন্বিত তাৎপর্য্যে
অসৎ-নিরোধী পরাক্রম নিয়ে,
তোমার চরিত্রও
শ্রেয়-বিভামণ্ডিত হ'য়ে
তাইই বিকীর্ণ ক'রে চলবে ;
তাঁ'র তৃপ্তির আত্মপ্রসাদ
তোমাকে তৃপ্ত ক'রে
সমীচীন অনুচর্য্যায়
পরিবেশকেও তৃপ্ত ক'রে তুলবে,
প্রীতি-অর্ঘ্যে বিভূষিত হ'য়ে উঠবে তুমি ;
আর, অশ্রেয়কে যদি
অমনতর ক'রে আঁকড়ে ধর,
ভালবাস,
আপনার ক'রে নাও,
তোমার চরিত্রও
পরিবেশকে তমসাবিদ্ধ ক'রে চলবে,
তা'দের হৃদ্য হ'য়ে উঠতে পারবে না তুমি,
পরিবেশ চাইবে না তোমাকে ;
তাই, সব-সময়
সর্ব্বতোভাবে
সুকেন্দ্রিক শ্রেয়চর্য্যী হ'য়ে চল,
সার্থক তৃপণায় পরিতৃপ্ত হ'য়ে উঠবে । ৬৪১৮ ।
৯।৯।১৯৫৪, বেলা ১১-১০

তুমি ঈশ্বর-সম্বেগী হও—
সুকেন্দ্রিক তাৎপর্য্যে
ধারণ-পালনী অনুশীলন-তৎপর হ'য়ে
অসৎ-নিরোধী পরাক্রমে,
আর, বৈধী নিয়মনে চল,
যা'তে সত্তা সংস্থিতি লাভ করে,—

সার্থক সঙ্গতি নিয়ে,
স্বস্তি ও সম্বর্দ্ধনার এইই পথ। ৬৪১৯।
৯।৯।১৯৫৪, সন্ধ্যা ৬-১৫

কাউকে যদি ভালবাস,
বিশেষতঃ তোমার জীবনে যিনি শ্রেয়—
তাঁকে যদি ভালবাস,
তাঁর শুভ-বর্দ্ধনায়
নিজেকে ব্যাপৃত ক'রে তোল—
তাঁর খুঁটিনাটি যা'-কিছু নিয়ে,
উৎকর্ষী নিষ্পন্নতায়
ত্বরিত সম্বেগে,
আর, অসৎ যা'-কিছুকে
নিরাকরণ কর,
নিরোধ কর—
সমীচীন সত্বরতায় ;
ভালবাসা যখনই তোমাকে
এমনতর ব্যাপৃতিতে
স্বতঃ-সন্দীপনায়
নিয়োগ ক'রে তুলবে,
বুঝো—
তোমার ভালবাসা প্রকৃত সেখানে ;
এই ব্যাপৃতি আনে বোধ,
আনে শক্তি,
আনে ব্যক্তিত্বের বিনায়িত প্রভাব,
সুকেন্দ্রিকতার অন্বিত বিন্যাসে
আনে সমাধির প্রাজ্ঞ প্রত্যয় ;
আত্মম্ভরী, আত্মসমর্থনী
প্রত্যাশাপূরণী ব্যাপৃতি
কিন্তু প্রিয়-প্রতিষ্ঠার লক্ষণ নয়কো,
তা' আত্ম-প্রতিষ্ঠারই রকমারি অভিব্যক্তি ;

প্রিয়-প্রতিষ্ঠায়
আত্মপ্রসাদ অনুভব কর—
সার্থকতার শুভ-নন্দনায় ;
নিষ্ক্রিয় ভালবাসা
ভালবাসার ভাবালুতা মাত্র। ৬৪২০।
১৩।৯।১৯৫৪, সকাল ৭-১৩

যা'রা স্বকল্পিত ধারণায় মুহ্যমান—
একটা উদ্ভট-প্রবৃত্তি-পরামৃষ্ট,
বাস্তবতার সঙ্গে
তা'দের সংস্রব কমই দেখা যায়,
আর, বাস্তব যা'-কিছু তা'কেও তা'রা
অব্যবস্থ, অসঙ্গত, অনর্থক অর্থযুক্ত ক'রে
নিজেদের ঐ কল্পিত ধারণারই
পরিপোষণ-প্রয়াসী হ'য়ে চলে,
—এমনতর যা'রা
তা'দের কোনপ্রকার বিবৃতি
তা' দর্শনই হো'ক,
সাহিত্যই হো'ক,
কাব্যরসই হো'ক,
শিল্পকলাই হো'ক,
বা যাই কিছু হো'ক না কেন,
সে সবই কিন্তু
ধৃতি-ব্যত্যয়ী,
স্থৈর্য্যহারা,
বুঝে, বিবেচনা ক'রে চ'লো। ৬৪২১।
১৫।৯।১৯৫৪, বেলা ১০-৪৫

অযথা দায়িত্ব এড়িয়ে চলবার ন্যাক
যা'দের যত বেশী,
আত্মপ্রতারণী পরদোষ-সন্ধিৎসাও

তা'দের তেমনতর,
তা'দের বোধি-বিনায়িত ব্যক্তিত্বও
তেমনতরই ফাটল-ধরা,
অন্যকে দুষ্ট করবার পাণ্ডাগিরিও
তা'দের তুখোড় তেমনি,
সঙ্গে-সঙ্গে নিজেকে প্রবঞ্চিত করতেও
দিগ্‌গজ কম নয়,
তাই, চিরদিনই তা'রা অব্যবস্থ, সঙ্গতিহারা। ৬৪২২।
১৫।৯।১৯৫৪, বেলা ১০-৫৫

মানুষের ব্যক্তিত্ব যেখানে
চারিত্রিক সঙ্গতি নিয়ে
সম্বৃদ্ধ হ'য়ে ওঠে—
সক্রিয় সার্থক সুকেন্দ্রিকতায়,
জানায় বিন্যাস লাভ ক'রে,—
বিদ্যাবত্তা মূর্ত্ত সেখানেই। ৬৪২৩।
১৮।৯।১৯৫৪,
শ্রীশ্রীঠাকুর অসুস্থ অবস্থায় নিজ হাতে লেখেন।

তোমাতে সহানুভূতিসম্পন্ন
হাজার মানুষ থাক্ না কেন,
তুমি যদি
উপযুক্ত ব্যবহার,
ব্যবস্থিতি ও অনুচর্য্যায়
সুকেন্দ্রিক সার্থক একায়নী অনুনয়নে
তা'দিগকে কাজে না লাগাতে পার—
বিবেচনা-বিহিত পরিক্রমা নিয়ে,
তাহ'লে তোমার প্রতি
সবার আন্তরিকতা থাকা সত্ত্বেও
তা'দের কাউকে দিয়ে
উপচয়ী হ'তে পারবে না ;

তাই, উপযুক্ত বিবেচনার সহিত
সমীচীন ব্যবহার ও অনুচর্য্যা নিয়ে
সুব্যবস্থিতিতে
যা'র যেমন বৈশিষ্ট্য
তা'কে তেমনতর ক'রে
কাজে লাগিয়ে
উপযুক্তভাবে যা'তে উপচয়ী
ক'রে তুলতে পার,
তেমনতর সন্ধিৎসাপূর্ণ ধীমান অনুচর্য্যায়
যত পার দক্ষ হ'য়ে ওঠ,
আর, স্মরণ রেখ—
তোমার উপচয়
তা'দিগকেও যেন
স্বতঃ-সন্দীপনায়
উপযুক্তভাবে উপচয়ী ক'রে তোলে—
বিবেক-বিনায়নী সুব্যবস্থ
অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে ;
এমনতর চলনে
ভারাক্রান্ত কমই হ'য়ে উঠবে,
অনেকের প্রীতি-প্রভা
তোমাকে প্রীতি-প্রসাদমণ্ডিত ক'রে তুলবে। ৬৪২৪।
২২।৯।১৯৫৪, সকাল ৮-২২

শ্রেয়নিষ্যন্দী একায়নী অনুদীপনা নিয়ে
নিজেকে মজিয়ে তোল—
আচারে, ব্যবহারে,
অনুচর্য্যী অনুপোষণায়,
ঐ মজানো ব্যক্তিত্ব
সুসন্ধিৎসু আত্মবিনায়নার ভিতর-দিয়ে
এমনতর চরিত্র
বিকীরণ করতে থাকবে—

তোমার সাত্ত্বিক সম্বেগের
সুসন্দীপী যোগাবেগ নিয়ে,—
যা'র ফলে তা'
তোমার পরিবেশের
অনেকের প্রাণই স্পর্শ ক'রে
ঐ অনুবেদনী অনুচর্য্যায়
বিকীরণা সৃষ্টি ক'রে
তা'দের হৃদয় স্পর্শ করতে সক্ষম হবে,
আর, নিয়মনী বোধিদীপনাও
তেমনি জাগ্রত হ'য়ে উঠবে ;
তাই, যদি মজাতে চাও
তুমি নিজে মজ,
আর, তা' নইলে
মজাও পাবে না। ৬৪২৫।
২২।৯।১৯৫৪, বিকাল ৪-৫৬

কেউ যদি তোমার শ্রেয় থাকেন,
প্রিয় বা বাঞ্ছিত থাকেন,
তাঁ'কে পাওয়ার পরিকল্পনায়
নিজেকে লুব্ধ ক'রে তুলো না ;
বরং চেষ্টা কর—
তুমি তাঁ'র কেমন ক'রে হতে পার—
সব্বার্থ-সার্থক সঙ্গীতি নিয়ে,
সক্রিয় অনুচর্য্যী অনুপোষণায়,
পালনে, পূরণে,
যা'তে তিনি তোমাতে
পরিতৃপ্ত না হ'য়ে থাকতে পারেন না ;
আর, তাঁ'র ঐ পরিতৃপ্তিকেই
তোমার সার্থকতা ব'লে
গণ্য ক'রে নিও,
এমনি ক'রে হ'য়ে ওঠ,

তা'র জীবন ও ব্যক্তিত্ব
যেন তোমার স্বার্থ হ'য়ে ওঠে—
একটা তৃপণ-নন্দনায় ;
এই হওয়াটাই
পাওয়ার পরম উৎস,
শুধু মানুষ কেন,
সব ব্যাপারেই অমনতর,
ঈশ্বরপ্রাপ্তিরও পন্থা ঐ ;
এই হওয়ার তপস্যাকে অবজ্ঞা ক'রে
যা'কে বা যা'-কিছুকে
যখনই পেতে চাইবে,—
ঐ পাওয়ার প্রলোভন
বিদ্রূপই ক'রে চলবে তোমাকে
প্রতিটি পদক্ষেপে ;
তোমার অন্তঃকরণ আপশোষে বলতে থাকবে—
এত ক'রেও পেলাম না,
হ'য়ে উঠতে পারলাম না,
কারণ, যা' ক'রে হয়,
তা' হও নি,
বোঝও নি কিছু তা'র । ৬৪২৬ ।
২৩।৯।১৯৫৪, বিকাল ৫টা

যাই কিছু কর না কেন,
সুকেন্দ্রিক অর্থনায় উপচয়ী ক'রে
বিহিত মিতি-চলনে
তা'কে নিয়ন্ত্রিত করতে যাতে পার—
করার যা'-কিছুকে
সুসঙ্গতিতে মিলিয়ে
নিষ্পন্ন ক'রে
মূর্ত্ত ক'রে

বাস্তবায়িত ক'রে,—
সেদিকে বেশ ক'রে নজর রেখো ;
আরও বলছি—
একটু সুসন্ধিৎসু দূরদৃষ্টি নিয়ে দেখো
বেশ ক'রে ধীইয়ে—
ঐ করার চলনে
কোনপ্রকার ক্ষতি অনুমিত হ'লেই
তা'র নিরাকরণী প্রতিরোধ
তখনই সৃষ্টি করা হ'চ্ছে কিনা,
যা'র ফলে, ঐ ক্ষতি
তোমাকে কোনপ্রকারেই
ক্ষতদুষ্ট ক'রে না তুলতে পারে,
তা' এতটুকুও নয় ;
আর তা'র জন্য
যেমন ক'রে যেখানে যা' করণীয়,
তা' করবেই কি করবে,
ত্রুটি যেন একটুও না হয় ;
দেখবে, এই কৃতী চলন
তোমাকে কৃতিত্বে গৌরবান্বিত ক'রে তুলবে—
বাধাকে বিনায়িত ও প্রতিরুদ্ধ ক'রে। ৬৪২৭।
২৭।৯।১৯৫৪, রাত ৮-৩০

আসল কথাই হ'চ্ছে—
শ্রদ্ধার ভূমিতে দাঁড়াও,
আর, শ্রদ্ধাই তোমার জীবন-চলনার
সাথীয়া হ'য়ে উঠুক,
এমনতরভাবে সুকেন্দ্রিক একমনা
উপচয়ী সুক্রিয় হ'য়ে
ঐ তৎপরতায়ই চলতে থাক—
আত্মনিয়মনী অনুক্রিয়তায়
নিষ্পাদন-নিরত থেকে,

আচার্য্যনিষ্ঠায়—
শ্রেয়নিষ্ঠায় সুপ্রতিষ্ঠ হ'য়ে,
সৎ-সংশ্রয়ী আগ্রহে,
সন্ধিৎসু অনুবেদনা নিয়ে ;
অনুশীলনে
এতটুকু এস্তামাল ক'রে যদি নিতে পার,
যত এগুবে—
পদ্মপাদ হ'য়ে তোমার পদাঙ্কগুলি
সৌরভদীপ্ত হ'য়ে উঠবে ;
মনে রেখো—
"যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ" । ৬৪২৮ ।
২৯।৯।১৯৫৪, সকাল ৭-৫

ঘৃণ্য তোমার কাছে কেউ নয় কিন্তু—
বিশেষতঃ তুমি যদি
আচার্য্যকেন্দ্রিক ঈশ্বর-অনুধ্যায়িতা নিয়ে চল ;
সৎই হো'ক,
বা অসৎই হো'ক,
সাধুই হো'ক
বা চোরই হো'ক,
সবাই কিন্তু জীবনীয় সত্তা নিয়ে
বসবাস করে,
আর, জীবনের দ্যুতিই হ'চ্ছে—
আত্মিক সম্বেগ,
যা' বিহিত বিনায়নী উদ্বোধনায়
জীবনকে জীয়ন্ত ক'রে রেখেছে,
সবার মধ্যে এই আত্মিক সম্বেগকে
উদ্দীপিত ক'রে তোলাই
তোমার জীবন-বৈশিষ্ট্য ;
সৎ-এর কাছে তুমি
সক্রিয় সেবানুদীপ্ত শুভ-সম্বর্দ্ধনা,

অসৎ-এর কাছে তুমি
হৃদ্য অনুনয়নী উৎসারণায়
অসৎ-নিরোধী মাঙ্গলিক অনুনয়ন,
সাধুর কাছে তুমি
শুভচর্য্যী কল্যাণ,
চোরের কাছে তুমি
শুভ প্রেরণার বৈধী হৃদ্য অনুশাসন,—
যা'র প্রভাবে সে তোমাতে আকৃষ্ট হ'য়ে
চৌর্য্যবৃত্তিকে পরিহার করতে
পশ্চাৎপদ হয় কমই ;
তোমার ঐ জীয়ন্ত শ্রদ্ধাময় ব্যক্তিত্ব
সদাচারের পরম উৎসাহ—
অনুচর্য্যার পরম নন্দনা,
কদাচারীর কাছে
জীবন-বিনায়নী স্বস্তির
শুভ-সমাচারী পরম প্রেরণা ;
এক কথায়, তোমার সেবার ক্ষেত্র কিন্তু সবাই,
যে যেমনই হো'ক
তা'কে শুভ-সম্বর্দ্ধনায়
বিনায়িত ক'রে তোলাই হ'চ্ছে
তোমার আত্মিক ধর্ম্ম,
সদনুচর্য্যী ক'রে তোলাই হ'চ্ছে
তোমার স্বস্তি-প্রসাধন ;
তাই, তোমার সাধ্যে যেমনতর কুলায়,
তেমনি ক'রে এই অনুচর্য্যায়
তা'দিগকে উজ্জীবিত ক'রে চলতে হবে ;
কা'কেও যদি ঘৃণা কর—
ঘৃণা কিন্তু করবে তুমি
তোমারই অন্তর্নিহিত অন্তর্দেবতাকে ;
মূর্ত্ত-দ্যুতি ঐ আত্মিক সম্বেগ—
যা' প্রতিটি জীবনে

জীয়ন্ত বিকীরণায় দীপ্তিমান,
তাই বুঝে দেখো—
ঘৃণ্য তোমার কাছে কে । ৬৪২৯ ।
২৯।৯।১৯৫৪, সকাল ৯-৩০

কা'র কী হয়েছে,
বা কী হয় নি,
সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে হ'লেই
তোমায় নিজেকেই ধীইয়ে দেখতে হবে—
কতখানি নিষ্ঠা নিয়ে
কেন কী করেছ,
তা' বা কী উদ্দেশ্য-অনুপ্রাণিত হ'য়ে,
—সংঘাত-প্রতিঘাতকে বিনায়িত ক'রে
ঐ উদ্দেশ্য-আপূরণী অনুনয়নে
ব্যক্তিত্বকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে
বোধিসত্তায় স্বতঃ হ'য়ে উঠেছ কতখানি ;
ঐ চলনায় তোমার কেমন ক'রে কী হ'য়েছে,
আর কীই বা হয় নি,
তা' যখন ধীচক্ষুতে ভেসে উঠবে—
সঙ্গতির শুভ-অর্থনা নিয়ে,
তখনই বুঝতে পারবে
মানুষ উদ্দেশ্য-অনুপ্রাণিত হ'য়ে
শ্রেয়-সন্ধিৎসা নিয়ে
কী করার ভিতর-দিয়ে
কতখানি হ'য়ে ওঠে ;
হ'তে হ'লেই চাই
উদ্দেশ্য-অনুচর্য্যী আত্মোৎসর্গ,
এক কথায়, উদ্দেশ্যকে আপন ক'রে নেওয়া,
এবং তা'র বিহিত পরিপূরণী পরিচর্য্যায়
নিজেকে নিষ্ঠা-সহকারে
নিয়োজিত করা,

তা' বাদ দিয়ে
কিছুই তোমার অধিগত হবে না,
এবং তুমি যদি
চরিত্রানুরঞ্জনী বোধিবান
কর্ম্মময় তপস্যার ভিতর-দিয়ে না চল,
তবে কেন, কিসের দরুণ
তোমার নিজের বা অন্যের
কতটুকু প্রাপ্তি বা হওয়া
হ'য়ে উঠলো
বা উঠলো না,
সে-সম্বন্ধে বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টি
তোমার খুলবে না ;
তখন অন্ধতম গহ্বরে
চীৎকারের মত
ঐ প্রশ্ন তোমার দৃষ্টিভঙ্গীকে
আবৃত ক'রে
জুগুপ্সু গর্ব্বে
অন্তরে প্রতিধ্বনিত হ'য়ে চলবে ;
তাই, আগে নিজে হও,
হ'য়ে অন্যকে দেখ,
তখন নিজের ভূমিতে দাঁড়িয়ে
অনুধাবন করতে পারবে,
আর, অনুধাবনের রীতিই এই। ৬৪৩০।
২৯।৯।১৯৫৪, বিকাল ৩-৪৬

সুকেন্দ্রিক জীবনীয় চলনায় চল—
তদনুশীলনী তৎপরতায়,
সদাচারী হ'য়ে
কদাচারকে পরিহার ক'রে,
আর, তাই ধর্ম্মচর্য্যা। ৬৪৩১।
১৩।১০।১৯৫৪, সকাল ৯-১০

সুকেন্দ্রিক হও,
সাত্ত্বিক ধৃতিচলনে চল—
বিহিত সহনশীলতায়,
হৃদ্য আচরণ নিয়ে। ৬৪৩২।
১৩।১০।১৯৫৪, সকাল ৯-১৫

কে কত সত্বর
কত নিখুঁতভাবে
কী কাজ কেমন নিষ্পন্ন করতে পারে—
মিতব্যয়ী পরিচর্য্যায়,
সুকেন্দ্রিক চারিত্রিক দ্যুতি নিয়ে,
বিশ্বাস্তর স্বস্তি-অনুদীপনায়,
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থিতির সুক্রিয় তাৎপর্য্যে,
—তা'ই হ'চ্ছে তা'র
যোগ্যতার নমুনা,
আর, সে উপচয়ীও হ'য়ে থাকে তেমনি। ৬৪৩৩।
১৪।১০।১৯৫৪, বিকাল ৩-৪২

সুকেন্দ্রিক হও,
নিরভিমান হও,
সকলেরই হৃদ্য হ'য়ে ওঠ—
অসৎ-নিয়মনী তৎপরতায়,
কেন্দ্রার্থই সর্ব্বসঙ্গতি নিয়ে
তোমার স্বার্থ হ'য়ে উঠুক,
সেই অনুচর্য্যী অনুনয়নার
সক্রিয় তৎপরতাই
তোমার তপস্যা হ'য়ে উঠুক—
তদর্থী ক্লেশসুখপ্রিয়তা নিয়ে ;
সদাচারে নিরবচ্ছিন্ন থেকে
জীবনীয় অনুশাসনে
আত্মনিয়মন ক'রে

ঐ কেন্দ্রের পালনপোষণী পরিচর্য্যায়
নিজেকে অমনি ক'রেই
সম্বৃদ্ধ ক'রে তোল,
নিজের ও সবার জীবনীয় হ'য়ে ওঠ,
এই চলনায় অব্যাহত হ'য়ে চলতে
কুণ্ঠিত হ'য়ো না এতটুকু ;
ঈশ্বর ধাতা,
পালয়িতা,
তিনিই চির মঙ্গলময়। ৬৪৩৪।
১৪।১০।১৯৫৪, সন্ধ্যা ৬-১০

সঙ্কীর্ণমনা যা'রা,
তা'রাই অন্যের সংস্রবে এসে
কা'র কতখানি দোষ আছে
তা'ই কুড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়,
ঐ অভ্যাসে গুণ দেখার চক্ষুও
তাদের ঝাপসা হ'য়ে ওঠে ;
কিন্তু, মহৎমনাদের লক্ষণই হচ্ছে—
কার কতখানি গুণ আছে,
কোন্‌দিকে কে কত উন্নত,
সেইগুলি কুড়িয়ে নিয়ে
আত্মপ্রসাদ লাভ করা—
হৃদ্য অভিনিবেশে ;
তাই, তুমি দোষ কুড়িয়ে নিয়ে
নিজেকে কৃতার্থ ভেবো না,
বরং গুণের যা' পাও,
তা'ই কুড়িয়ে নাও,
আর, নিজেকে গুণান্বিত ক'রে তোল—
অসৎ যা'-কিছুকে
নিরোধ ক'রে

পরিহার ক'রে—

হৃদ্য নিয়মনায়। ৬৪৩৫।

১৪।১০।১৯৫৪, রাত ৮-৪৫

যা'রা
যে-কোন কারণেই হো'ক,
সুকেন্দ্রিক তৎপরতা হারিয়ে
আচার্য্য বা শ্রেয়-সংশ্রয় ত্যাগ ক'রে
অন্য কোন বিষয় অবলম্বন ক'রে
চলতে বাধ্য হয়—
প্রত্যাশার প্রলুব্ধ আকর্ষণে,
—তা'রা বাত্যাবাহিত ছিন্ন তৃণের মতন
ইতস্ততঃ নিজেকে
বিক্ষুব্ধই ক'রে থাকে—
ভাগ্যের ভজনদীপনাকে
মসীলিপ্ত ক'রে,
রৌরবের রুক্ষক্ষোভ-শায়িত হ'য়ে;
—কারণ, তা'দের জীবন
কেন্দ্রায়িত অনুবেদনায়
অর্থান্বিত না হ'য়ে
সঙ্গতিহারা বিক্ষিপ্ত অন্বয়ে
ছন্নতাকেই অর্চ্চনা করে। ৬৪৩৬।

১৫।১০।১৯৫৪, রাত ৮-৫০

তোমার প্রিয়পরম ব'লে
যদি কেউ থাকেন,
শ্রেয়-প্রেয় বা আচার্য্য ব'লে
যদি কেউ থাকেন,
যাঁ'র জীবন ও ব্যক্তিত্ব
তোমার জীবনে
মুখ্য কেন্দ্র ব'লে পরিগণিত,

তাঁ'র কাছে তোমার মান-অভিমান,
আত্মমর্য্যাদা, দাম্ভিক অহঙ্কার,
স্বার্থ প্ররোচনা--
সবগুলি যদি একদম চুরমার ক'রে,
তাঁ'রই অনুচর্য্যী উন্নয়নে
আত্মবিনায়ন-তৎপর হ'য়ে না চল—
তাঁ'রই প্রীণন-তর্পণায়
বৈশিষ্ট্যের শিষ্ট-বিনায়নায়,

তাঁ'র আদর, সোহাগ,
ভৎর্সনা, তাড়ন, পীড়ন
যা'-কিছুকে মেনে নিয়ে,
অশুভ বা অসৎ যা'-কিছুকে নিরোধ ক'রে,
ইষ্ট-নিয়মনায় নিয়মিত ক'রে,—
তাঁ'কে তোমার জীবনের অর্থ ক'রে নিতে
পারবে না,
কিছুতেই আপনার ক'রে নিতে পারবে না ;
আর, আপনার ক'রে না নিতে পারলে
সার্থক প্রীণন-পরিতৃপ্তিও
তোমার ব্যক্তিত্বে
ব্যাপন-বিনায়নায়
ফুটন্ত হ'য়ে উঠতে পারবে না ;
তোমার সত্তা শ্রেয়-বিনায়নে
প্রীণন-তর্পণায়
তাঁ'কে যত অভিষিক্ত ক'রে
পোষণ-পরিচর্য্যায়
প্রসন্ন ক'রে রাখতে পারবে—
উন্নতি-উৎসারণায়
উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনায়,—
তুমিও সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে উঠবে ততই,
শুভসিক্ত অন্তঃকরণ নিয়ে
বিক্ষোভ বিনায়িত ক'রে

আত্মপ্রসাদে উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠতে থাকবে
তেমনি ততই ;
আর, এই চলনাকেই
আত্মোৎসর্গ ব'লে থাকে,
যে-উৎসজ্জর্ন মানুষকে
উন্নতি-উৎসারণী ক'রে
পরিবার, পরিবেশ, পরিস্থিতিতে
তা'র বোধ ও ব্যক্তিত্বকে
পরিব্যাপ্ত ক'রে
ক্রমশঃই
উদাত্ত অনুবেদনায়
তা'র ঐ ব্যষ্টিব্যক্তিত্বকে
সুকেন্দ্রিক উন্নয়নে
সমষ্টি-ব্যক্তিত্বে
বিস্তৃত ক'রে তোলে ;
বোধি-বিনায়িত ধৃতিমুখর
কৃষ্টি-অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
মানুষ অমনতরই ব্যক্তিত্বে
বিনায়িত হ'য়ে উঠতে থাকে ;
এমনি ক'রেই সে
ধারণ-পালনী তৎপরতায়
প্রবৃদ্ধ হ'য়ে
নিজ সত্তাকে সুধী-সন্দীপনায়
ঈশিত্বের উপাসনায়
ব্যাপৃত ক'রে তুলে
যা'-কিছু সব নিয়ে
কেন্দ্রায়িত হ'য়ে ওঠে
ঐ প্রিয়পরমে—
উদয়নী অনুকম্পার ভিতর-দিয়ে ;
আর, এমনি ক'রেই
জীবন হ'য়ে ওঠে সার্থক—

অর্থান্বিত ;
—ঈশ্বর সবারই পরমার্থ । ৬৪৩৭ ।
১৮।১০।১৯৫৪, সন্ধ্যা ৬-৩৫

সমীচীন বিবাহের ভিতর-দিয়ে
সুষ্ঠু সন্তানের আমদানী কর,
তবে তো শিক্ষা । ৬৪৩৮ ।
১৯।১০।১৯৫৪, সকাল ৯-১০

দরদী না হ'য়ে
দাবীর দুন্দুভি বাজিয়ে
ভীতগ্রস্ত ক'রে
যা'রা মানুষের নিকট হ'তে নিতে চায়,
তা'দের ঐ ব্যবহার
মানুষকে ক্রমশঃই
শ্লথ-আগ্রহ-সম্পন্ন ক'রে তোলে,
এবং তা'দের বোধিকেও বিক্ষুব্ধ ক'রে তোলে,
ফলে, তা'দের দেবার প্রবৃত্তি বা প্রবণতা
ধিক্কার-বিদগ্ধ হ'য়ে
ক্রমশঃই শ্লথ হ'য়ে উঠতে থাকে ;
নিজেকে বঞ্চিত করে মানুষ
অমনতর ক'রেই—
মানুষকে দরদহারা ক'রে,
অনুকম্পাকে অবশ ক'রে তুলে ;
তাই যদি চাও,
দরদী দীপন অনুচর্য্যায়
এমনতর হৃদ্য ব্যবহারে
নন্দিত ক'রে তোল মানুষকে,
যা'তে সে দেবার আগ্রহে
উদ্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে—

বিচক্ষণ বোধি নিয়ে ;
এই হ'চ্ছে পাবার শ্রেয় পন্থা । ৬৪৩৯ ।
২৩।১০।১৯৫৪, রাত ৭-৫

উদ্ধত হ'তে যেও না,
বরং উৎ-ধৃত হও—
শ্রেয়-চর্য্যায় নিজেকে ব্যাপৃত রেখে ;
—শ্রেয় লাভ করবে । ৬৪৪০ ।
২৩।১০।১৯৫৪, রাত ৭-৭

সুকেন্দ্রিক তৎপরতায়
সপরিবেশ নিজের সত্তাপোষণী পরিচর্য্যাই
ধর্ম্মানুশীলন । ৬৪৪১ ।
২৪।১০।১৯৫৪, সকাল ৯-৪৫

শ্রেয়পুরুষের অভিপ্রেত অনুজ্ঞা
তোমাতে প্রেরণাপুরিত আগ্রহ
সৃষ্টি করতে পারবে না—
যদি তোমার অন্তর্নিহিত প্রত্যাশালুব্ধতা
বা চাহিদার কপট অনুচর্য্যা
তা'র বিরুদ্ধে নিরোধ সৃষ্টি ক'রে তোলে ;
অর্থাৎ তুমি ঐ অনুজ্ঞায়
অনুপ্রাণিত না হ'য়ে
প্রয়োজনসিদ্ধির মানসে
যেমনতরভাবে যতই চলবে—
নিজেকে
ঐ অনুজ্ঞা-অনুপূরণী
কর্ম্মতৎপর না ক'রে,—
তোমার ঐ চাহিদালুব্ধ চরিত্র
মানুষের অন্তর্নিহিত আপূরণী অনুবেদনা
যা' তোমাকে পরিপোষিত ক'রে তুলবে—

তা'কেই নিরস্ত ক'রে তুলবে,
তোমার নিজের শ্রেয়াপূরণী সম্বেগ
ঐ স্বার্থ-প্রত্যাশায়
দিন-দিন শিথিল হ'য়ে উঠতে থাকবে,
তা'তে তুমি মানুষের কাছে
কপট ধাঁড়িবাজ ব'লেই পরিগণিত হবে ;
মানুষকে আপ্ত না ক'রে
তা'র অনুপোষক না হ'য়ে
প্রাপ্তির চাহিদা
মানুষকে অমনতরই ক'রে তোলে—
বঞ্চনার বিদ্রূপ-উপঢৌকনে। ৬৪৪২।
২৫।১০।১৯৫৪, রাত ৮-২০

তোমার প্রিয়পরম ব'লে
যদি কেউ থাকেন,
শ্রেয়-প্রেয় বা আচার্য্য ব'লে
যদি কেউ থাকেন,
এবং তাঁর প্রীতি-উৎসারণী অনুচর্য্যা হ'তে
বিশ্লিষ্ট ক'রে রাখে—
এমনতর কোন-কিছু বা কাউকে
প্রশ্রয় দিতে গিয়ে
যদি বাস্তবে তুমি তাঁ'র অনুচর্য্যা হ'তে
বিরত থাক,
তা'র বাধ্যবাধকতা যদি
এড়াতে বা অতিক্রম করতে না পার,
তা'কে যদি বিনায়িত ক'রে তুলতে না পার,
তবে তা' তোমার ক্ষীণবীর্য্য
ক্লীব-সম্বেগী
হেয় শৌর্য্য-দীপনারই লক্ষণ,
ব্যক্তিত্বকে বিনায়িত ক'রে
প্রীতি-উৎসারণায় অর্ঘ্যান্বিত করবার

ক্ষমতা তোমার অতি অল্পই,
তাই, যত সুখ-সম্বর্দ্ধনাতেই
তুমি থাক না কেন,
ঐ দৈন্যই যে তোমাকে
অনুসরণ ক'রে
সম্বর্দ্ধনাকে দৈন্যগ্রস্ত ক'রে তুলবে,
তা' কিন্তু অতি-নিশ্চয় ;
তাই, বাধা, বিপত্তি, ব্যতিক্রম
যাই থাক না কেন,
সেগুলি প্রীতি-পরিচর্য্যায়
বিনায়িত ক'রে চল,
ব্যক্তিত্বকে বিশাল ক'রে তোল,
অন্তঃকরণকে
শৌর্য্য-সিদ্ধ ক'রে তোল—
বিনায়নী বীর্য্য-পরিক্রমায়,
—শ্রেয় লাভ করবে। ৬৪৪৩।
২৬।১০।১৯৫৪, সন্ধ্যা ৫-৫০

যিনি সর্ব্বসঙ্গতি নিয়ে
তোমার কুলবরেণ্য—
তিনিই তোমার শ্রেয়,
তিনিই তোমার স্বামী হবার উপযুক্ত ;
আগে সর্ব্বসঙ্গতি নিয়ে
স্বামী-তপা হও,
তাঁ'র অনুচর্য্যায়
তোমাকে ব্যাপৃত ক'রে তোল—
উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনী অনুপ্রেরণায়,
সুতপা নিষ্পন্নতার সুদীপ্ত সৌকর্য্যে ;
তিনিই তোমার সত্তার
কেন্দ্রপুরুষ হ'য়ে উঠুন,
সংহত হ'য়ে ওঠ তাঁতে তুমি

সর্ব্বতোভাবে—
অবিচ্ছিন্ন অনুরতি নিয়ে,
তবেই তোমার স্ত্রী-ত্ব
সার্থক হ'য়ে উঠবে ;
আগে নারী হও,
উপযুক্ত স্ত্রী হও,
পরে মা হ'তে যেও,
সে-মাতৃত্ব সুজাতকেরই
জননী হ'য়ে উঠবে—
প্রাকৃতিক পরিবেষণী তৎপরতায়,
তা ছাড়া, তোমার অন্তর-উৎসারিত মাতৃত্ব
স্বামিতপা অনুবেদনা নিয়ে
পরিবেশে সমীচীন তৎপরতায়
ব্যাপ্তি লাভ করতে থাকবে ;
এই সক্রিয় সহজ নিরতির ভিতর-দিয়ে
তোমার সতীত্ব যতই
স্বতঃ-গরীয়ান হয়ে উঠবে,
তোমার সত্তা যতই
স্বামী-সম্বদ্ধ হ'য়ে উঠবে—
তোমার মাতৃত্বও ততই
সার্থক হ'য়ে উঠবে,
নয়তো, প্রবৃত্তি-প্ররোচিত পাতানো মাতৃত্ব
অনেক সময়
পাতকেরই স্রষ্টা হ'য়ে থাকে ;
চ্যুতির পরিচর্য্যা
নিজেকে প্রতারিত করে—
প্রবৃত্তির প্রলুব্ধ পরিবেদনায়। ৬৪৪৪।
২৭।১০।১৯৫৪, রাত ৭-১৫

তুমি নারী,
সর্ব্বসঙ্গীতি নিয়ে

সক্রিয় তৎপরতায়
তুমি স্বামিতপা হ'য়ে উঠতে পার নি,
তোমার সত্তাকে
যিনি তোমার শ্রেয়পুরুষ—
যিনি বরেণ্য তোমার—
যিনি স্বামী তোমার,
সর্ব্বতোভাবে সমৃদ্ধ ক'রে তুলতে পার নি তাঁ'তে,
তাঁ'র জীবন ও বৃদ্ধির চর্য্যায়
তুমি স্বতঃ-তৎপরতায়
ব্যাপৃত হ'য়ে
নিজেকে সার্থক ক'রে তুলতে পার নি,
তা'র মানেই তুমি পাতিতপা হ'য়ে ওঠ নি—
তোমার যা'-কিছু সব নিয়ে,
এক-কথায়, তাঁ'কে তুমি
আপন ক'রে নিতে পার নি—
সব দিক দিয়ে
সর্ব্বসঙ্গতি নিয়ে ;
—অথচ তুমি একপুরুষ-আনতি-স্পর্দ্ধায়
নিজেকে দাম্ভিক ঔদ্ধত্যে
প্রতিষ্ঠা করতে
জায়গামত কসুর কর না,
আবার, তোমার প্রবৃত্তি-পোষণী
মনোজ্ঞ অনুচর্য্যী
যা'কেই পাও না কেন,
সমর্থন-স্তুতিতে
উৎফুল্ল অনুবেদনায়
তুমি তা'র দিকে আনত হ'য়ে ওঠ—
তা' তোমার পাতিব্রত্যকে
একান্তভাবে ক্ষুণ্ণ ক'রলেও,—
এই অসঙ্গতিই কিন্তু

তারস্বরে ঘোষণা করে—
তুমি ব্যতিক্রমেই ভ্রাম্যমাণ। ৬৪৪৫।
২৭।১০।১৯৫৪, রাত ৮টা

শ্রেয়-সান্নিধ্য
মানুষকে সৌষ্ঠব-মণ্ডিত করে তোলে তখনই,
যখন সে শ্রেয়কে
জীবনে মুখ্য ক'রে নিয়ে
তদর্থে তা'র যা'-কিছুকে
স্বতঃ-সন্দীপনায়
বিনায়িত ক'রে তোলে—
একটা সার্থক সঙ্গতি নিয়ে,
যা'র ফলে
তদর্থী যা' নয়কো
বিন্যাস-সৌষ্ঠবে
তা'কে বিনায়িত ক'রে
সার্থক বোধি নিয়ে
সক্রিয় সমাধান-তৎপর হ'য়ে ওঠে,
বা তা'কে পরিহার ক'রে
পরিবেদনায়
পরিতৃপ্তই হ'য়ে ওঠে। ৬৪৪৬।
২৮।১০।১৯৫৪, সকাল ৭-৩১

আসক্তির লেলিহান নিষ্ঠা
বিধিকে বিপর্য্যস্ত ক'রে
ভ্রান্ত যুক্তির অবতারণায়
বিবেক-বিচারণায়
নিজেকে সমর্থন ও সক্রিয় অনুষ্ঠানে
যখন নিয়োজিত ক'রে চলে—
শ্রেয়চর্য্যাকে অবহেলা ক'রে,

সঙ্কেন্দ্রিক তৎপরতাকে
বিদ্রূপ কটাক্ষে
অবলাঞ্ছিত ক'রে,—
মানুষের অন্তরাত্মা
বিহ্বল স্ফুরণায়
সঙ্কুচিত হ'য়ে ওঠে তখনই—
কুৎসিতের পরিহাস-পঙ্কিল
নারকীয় আলিঙ্গনের
মূঢ় সন্দীপনায়
আশার স্তোক-শিহরণায়
নিজেকে বিকম্পিত ক'রে,
নরক তখন থেকেই
'স্বাগতম্'-দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। ৬৪৪৭।
২৮।১০।১৯৫৪, সকাল ৮-৫০

ঠকবারই বল,
ভ্রান্তচর্য্যারই বল,
আর, বিপর্য্যয়ী চলনারই বল—
একটা উন্মাদনা আছে
নেশার অভিভূতির মত,
সেই উন্মাদনার বশবর্ত্তী হ'য়ে
মানুষ সেইদিকেই আনত হ'য়ে ওঠে,
তা'র নিরাকরণের দিকে
এগুনর প্রবৃত্তিই কমে যায়;
ঐ জাতীয় উন্মাদনাকে
তোমার মস্তিষ্কে
থিতিয়ে রাখতে দিও না,
ঠাওর পেলেই
নিরাকরণ-অনুশীলনে
অভ্যস্ত হ'য়ে ওঠ,

পরিশুদ্ধির দিকে
অবাধ হ'য়ে চলতে থাক,
যেমন ক'রে তা' করতে হয়—
সুকেন্দ্রিক তৎপরতায় তা' করতে
একটুও ত্রুটি ক'রো না। ৬৪৪৮।
২।১১।১৯৫৪, সন্ধ্যা ৬টা

জীবনের পথ একই,
বহু নয় কিন্তু,
সে পথ সত্তা-সংস্থিতি,
যা' জীবনীয়, বর্দ্ধনী
তেমনি ক'রে চলাই হ'চ্ছে
সত্তার পথে চলা—
যে-ব্যক্তিত্ব যেমন বৈশিষ্ট্যেই
বিনায়িত হো'ক না কেন ;

ব্যক্ত যা',
বৈশিষ্ট্য নিয়ে যা' উদ্ভিন্ন হ'য়েছে,
তা' প্রত্যেকে পৃথক যদিও,
কিন্তু অন্তর্নিহিত সাত্ত্বিক সম্বেগ একই,
আর, সত্তার উৎসই ঈশ্বর। ৬৪৪৯।
৩।১১।১৯৫৪, বেলা ১০-৩৫

সত্তাপোষণী যা' তা'ই ধৰ্ম্ম,
সত্তাকে যা' সম্বৰ্দ্ধিত ক'রে তোলে—
তাই ধৰ্ম্ম,
বেঁচে-বেড়ে চলাই ধৰ্ম্ম—
বিন্যাস-বিভূতি নিয়ে
সুকেন্দ্রিকতায়,
—তা' নিজের বেলায় যেমন

অন্যের বেলায়ও তেমনি ;
এর ব্যত্যয়ী যা' তা'ই অসৎ । ৬৪৫০ ।
৩।১১।১৯৫৪, বেলা ১০-৪০

যা'রা পরস্পর পরস্পরের জীবনচর্য্যায়
সম্বন্ধান্বিত,
আত্মীয়তার বাস্তব প্রকাশ সেখানেই । ৬৪৫১ ।
৫।১১।১৯৫৪, সকাল ৭-৫৫

যা'র নিকটে তুমি
প্রীতিপ্রসাদমণ্ডিত সুযোগ-সুবিধা
যতখানি পাও,
তা' পেয়েই তুষ্ট থেকো,
আরো সুযোগ পাওয়ার দাবীতে
তা'কে বিক্ষুব্ধ ও ভারাক্রান্ত ক'রে তুলো না,
তা'তে কিন্তু লোকসান তোমারই,
বরং তা'কে এমনতর অনুচর্য্যায়
উৎফুল্ল ক'রে তুলো—
বাস্তবে উপচয়ী ও আরো সমর্থ ক'রে,
যা'র ফলে
স্বতঃ-উৎসারণায়
তোমাকে ফুল্ল ও পুষ্ট করাই
তা'র স্বার্থ হ'য়ে ওঠে ;
পেয়ে,
আরো দাবীর দাপটে
তা'কে ধুক্ষিত ক'রে তুলো না । ৬৪৫২ ।
৫।১১।১৯৫৪, সকাল ৮-৫

যদি অর্জ্জী হ'তে চাও,
তোমার অর্জ্জন-উৎসকে
পরিপোষণ কর,

উপচয়ী ক'রে তোল তা'কে—
সুচারু কর্ম্ম-নিষ্পন্নতার অনুচর্য্যায়,
আর, তা'র অন্তঃকরণকে
তোমাতে তৃপ্ত ক'রে তোল—
বাক্যে, ব্যবহারে, আচার-আচরণে,
দায়িত্বশীল অনুবেদনা নিয়ে,
মিতব্যয়ী অনুশীলনার ত্বরিত সমাধানে ;
—এমনি ক'রে চলতে চেষ্টা কর,
এই চলনায় নিখুঁত হ'য়ে ওঠ,
যেখবে—
তোমার ব্যক্তিত্বই
অর্জ্জী নন্দনার ঊর্জ্জী উপঢৌকনে
উৎফুল্ল হ'য়ে চলেছে । ৬৪৫৩ ।
৬।১১।১৯৫৪, রাত ৭-৩৫

গুণ ও কর্ম্মে অভ্যস্ত না হ'য়ে
তা'দের অনুশীলন না ক'রে
অবজ্ঞা ক'রে
যারা বিশেষ ব্যক্তিত্বে বিশেষিত হ'তে চায়,
তা'রা ঠকে,
ফলে, বৈশিষ্ট্য-বিনায়িত মর্য্যাদাকে
ক্ষুণ্ণ ক'রে তো তোলেই,
ব্যক্তিত্বকেও
সংকীর্ণ দাম্ভিক ক'রে
নিজেকে বিদ্রূপ ক'রে থাকে । ৬৪৫৪ ।
৫।১১।১৯৫৪, রাত ৯-২০

যা'রা সুধী নিয়মানুবর্ত্তিতাকে
উল্লঙ্ঘন ক'রে
উপচয়িতাকে অবদলিত ক'রে
দর্পের সহিত

নিজের স্বার্থসিদ্ধির
সুযোগ আহরণ করতে চায়,
কিংবা নিন্দা, কুৎসা বা দোষারোপ ক'রে
বিনয়ী আবেদনকে অগ্রাহ্য ক'রে
স্বার্থান্ধ প্রকৃতি নিয়ে চ'লে থাকে,
তাদের অন্তঃকরণে
শাঠ্যবুদ্ধি নানাপ্রকার সাজগোজ নিয়ে
বসবাস করে,
তা ছাড়া, আসলে কিন্তু তা'রা
কৃতঘ্ন প্রবৃত্তিরই উপাসক ;
তুমি কিন্তু নিয়মানুবর্ত্তিতার ভিতর-দিয়ে
যা'তে উপচয়ী হ'তে পার,
তাই ক'রে চল,
আর, যে
পালনপোষণী তৎপরতার ভিতর-দিয়ে
তোমার পরিচর্য্যা করেছে,
স্বার্থসিদ্ধির প্ররোচনায়
তা'র প্রতি কৃতঘ্ন হ'তে যেও না,
বা নিয়মানুবর্ত্তিতাকে ভেঙ্গে—
ষড়যন্ত্রের ভিতর-দিয়েই হো'ক
বা যেমন ক'রেই হো'ক,—
তা'র অপচয়ী হ'তে যেও না। ৬৪৫৫।
৭।১১।১৯৫৪, রাত ৭টা

যে মমতাশীল অনুকম্পা নিষ্ক্রিয়,
অন্যের দোষারোপ করে,
কিন্তু নিজে কিছু করে না,
তা' কিন্তু ভণ্ড ভালমানষেমি ছাড়া
আর কিছুই নয়কো। ৬৪৫৬।
৭।১১।১৯৫৪, রাত ৭-১০

অত্যন্ত চাপে কয়লা যেমন হীরে হ'য়ে যায়,
সুকেন্দ্রিক শ্রদ্ধাশীল অনুচর্য্যা,
দায়িত্বশীল আগ্রহ,
উপচয়ী নিষ্পন্নতার
কৌতূহলী বোধিদীপ্ত সুব্যবস্থ অনুচলনও
তেমনি
ব্যক্তিচরিত্রে
হীরকদ্যুতি সৃষ্টি ক'রে থাকে। ৬৪৫৭।
৯।১১।১৯৫৪, বেলা ১০-৪০

যা'রা ভাবে—
ধর্ম্ম মানেই কতকগুলি সৎকথার
ভাবালু অভিব্যক্তিমাত্র,—
তা' করলেই চলে,
সার্থক সুব্যবস্থ অন্বিত সঙ্গীতিতে
বুঝতেও হয় না,
করতেও হয় না—
সশ্রদ্ধ সুকেন্দ্রিক তৎপরতায়,
তা'দের ব'লো—
'তোমার জীবনীয় যা'-কিছু
তা' শুধু চাইতে হবে,
কিন্তু পেতে হবে না,
তুমি তা'তেই খুশী থাকতে পারবে তো?' ৬৪৫৮।
৯।১১।১৯৫৪, বেলা ১০-৪৫

জটিল যা'-কিছুকে
সরল ক'রে তোল—
ইষ্টানুগ নিয়ন্ত্রণ-তৎপরতায়
সার্থক সুযুক্ত সঙ্গীতিতে;
এমনি ক'রেই

প্রাজ্ঞ হ'য়ে ওঠ—
উপস্থিতবুদ্ধির প্রাচুর্য্য নিয়ে। ৬৪৫৯।
১০।১১।১৯৫৪, সকাল ৯-২০

যা'রা মহাজন-সংসর্গ পেয়েও
তাঁদের অনুগতি ও অনুচর্য্যা-সম্পন্ন না হ'য়ে
অর্থ, মান, যশ, প্রতিপত্তি
বা বাহবায় প্রলুব্ধ হ'য়ে
ঐ প্রত্যাশাতেই নিজেকে নিয়োজিত ক'রে চলে,
তাদের আর যা' হো'ক বা না হো'ক,
শ্রেয়-লাভ দুষ্কর,
কারণ, সন্ধিৎসু আগ্রহ নিয়ে
অনুগতি ও অনুচর্য্যা-পরায়ণ
আত্মনিয়ন্ত্রণী অনুবেদনা
না থাকার দরুন
তা'দের ব্যক্তিত্ব বিনায়িত হ'য়ে
উঠতে পারে না,
পরন্তু ঐ প্রত্যাশাপরায়ণতার ভিতর-দিয়ে
তা'দের ব্যক্তিত্বের প্রবৃত্তিরঙ্গিল চলনগুলি
আরো ফুটন্ত হ'য়ে উঠতে থাকে। ৬৪৬০।
১২।১১।১৯৫৪, বেলা ১১-৩০

বিনয়ী বাক্ ও ব্যবহার
মানুষকে সহানুভূতিসম্পন্ন হ'তে
সাহায্য করে। ৬৪৬১।
১৩।১১।১৯৫৪, সকাল ৯-১৫

মানুষের ব্যক্তিত্বের কাছে
বিনয়ী সৌজন্যশীল হও,
অসৎ-নিরোধী হৃদ্য অনুপ্রেরণায়
তা'কে বিনায়িত কর—

হৃদয়গ্রাহী অনুচর্য্যা নিয়ে,
বান্ধবতার নির্ব্বন্ধ সৃষ্টি ক'রে। ৬৪৬২।
১৩।১১।১৯৫৪, সকাল ৯-২৫

সুকেন্দ্রিক আরতি-সন্দীপ্ত
ক্রিয়মাণ আগ্রহ
অন্তঃকরণকে যেমনতরভাবে
স্ফীত ক'রে তোলে,
মানুষ সক্রিয়ও হ'য়ে ওঠে তেমনতর,
নিষ্পন্নতার দিকে এগিয়েও চলে তেমনি—
বাহিরের সংঘাতকে
ব্যাহত বা ব্যবস্থিত ক'রে,
শুধুমাত্র সমর্থন-সূচক বুঝ এলেই
মানুষ আগ্রহ-আবেগ নিয়ে
ক্রিয়াশীল হ'য়ে উঠতে পারে না,
নিষ্পন্নতার দিকেও যে উদ্দাম হ'য়ে চলে
তা'ও নয়কো;
সক্রিয় আগ্রহ-উদ্দাম-অনুরাগ নিয়ে
সুকেন্দ্রিক তৎপরতায় চলবে যেমনতর,
ব্যক্তিত্ব কৃতি-অভিসারী হ'য়ে উঠবে তেমনতর,
আর, ওই হ'চ্ছে একনিষ্ঠ রাগ-রতি। ৬৪৬৩।
১৪।১১।১৯৫৪, সকাল ৯-১০

মানুষের শ্রদ্ধা
স্মিত-সম্বেগ নিয়ে
উৎকর্ষ-অনুক্রিয় হ'য়ে
যতই উঠতে থাকে,
বোধ-সন্দীপ্ত আগ্রহ-আবেগে
তাত্ত্বিক অনুধ্যায়িতা নিয়ে
সে ততই হৃদ্য হ'য়ে ওঠে সবারই
তেমনতরভাবে,

একসূত্রসঙ্গীতির সার্থক অনুবেদনায়
অন্তর্নিহিত বাসুদেবকেই
সে অনুভব ক'রে থাকে,
আর, হৃদ্য আচরণ নিয়ে
বাসুদেবেরই পূজা ক'রে থাকে ;
ঈশ্বর প্রত্যেকেরই হৃদয়ে জনার্দ্দন,
তিনিই জনগণ-গতি,
আর, সেই জনার্দ্দনই হ'চ্ছেন
তা'র সত্তার সত্ত্ব। ৬৪৬৪।
১৪।১১।১৯৫৪, সকাল ৯-৩০

তুমি জীবনীয় সদাচারকে অবজ্ঞা ক'রে
অশিষ্ট বিকেন্দ্রিক চলনে চলবে,
প্রবৃত্তি-প্রলুব্ধ সত্তা-পোষণ-বিরোধী আচরণে
নিজেকে নিয়োজিত ক'রে রাখবে,
এককথায়, অসৎ আচরণে চলবে,
তুমি নিজে হৃদ্য অনুচর্য্যায়
তৃপ্তি লাভ করলেও
হৃদয়হীন আচরণে
অন্যকে বিক্ষুব্ধ ক'রে তুলবে—
সঙ্কীর্ণ আত্মম্ভরিতা নিয়ে,
এতেও কি তোমার শ্রেয়-লাভ হবে ?
সত্তাসম্বর্দ্ধনী কৃতি-অনুচলনই
প্রকৃতির পরম সোহাগ ;
যদি সোহাগ-সম্বর্দ্ধনাই চাও,—
সুকেন্দ্রিক কৃতি-অনুচলনে চল,
আর, এইই শ্রেয়-লাভের পন্থা। ৬৪৬৫।
১৫।১১।১৯৫৪, সকাল ১০টা

অনুগতি নিয়ে যা' করেছ—
যেমন ক'রে,

যে ক্রমাগতিতে,
হ'য়েছেও তা' তেমন ;
যা' কর নি—
যতই করার ভান কর না কেন,
তা' হয় নি,
না ক'রে,
করার বাহানায়
করেছি ব'লে যা' সবার কাছে বলেছ—
হয়নাকে প্রতিষ্ঠা করতে,
তা' কর নি,
হয়ও নি ;
লোককে প্রবঞ্চনা ক'রে
নিজে বাহাদুরী নেবার জন্যই যে
অমনতর ব'লে বেড়াও,
তা' তো বোঝ ?
তাই বলি,
কর—
বিহিত সমীচীনতা নিয়ে,
অর্থাৎ যেমন ক'রে
যা' করলে, হয়—
তদনুপাতিক ;
নিজেকে প্রবঞ্চিত ক'রে
ঐ বাহাদুরী নিয়ে
অন্যকে প্রবঞ্চিত করতে যেও না,
তা'তে কিন্তু মানুষ
ফক্কারই অধিকারী হয়। ৬৪৬৬।
১৫।১১।১৯৫৪, বেলা ১১টা

ঈশ্বর বা ইষ্টের প্রতি
টান বা ভক্তি
তাদেরই আছে,

যা'রা হৃদ্য অনুচলনে চ'লে
তঁদনুগ অনুচর্য্যায়
নিজেদের নিয়োজিত ক'রে থাকে—
কথায়, কাজে,
সহজভাবে,
চ্যুতিহীন সুনিষ্ঠ আনতি নিয়ে,
অসতের শুভ-বিনায়নে ;
—অল্পই হো'ক আর বিস্তরই হো'ক,
তা'রাই কিন্তু ভজনপ্রবণ বা ভক্তিপ্রবণ । ৬৪৬৭ ।
১৫।১১।১৯৫৪, রাত ৯টা

সুকেন্দ্রিক আনতিপ্রসন্ন অনুরাগের ভিতর-দিয়ে
মহৎ ব্যক্তিদের যে-চরিত্র গজিয়ে ওঠে,
যে-উপলব্ধি উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে,
যে-বোধি বিকশিত হ'য়ে ওঠে,
তাইই জাতিকে জীবনপ্রেরণা দিয়ে থাকে—
সুকেন্দ্রিক আনুগত্যের সঞ্চারণে ;
আর, ঐ গণ-অনুগতি
অনুশীলন-তৎপরতার ভিতর-দিয়ে
সুকেন্দ্রিক সন্ধিৎসু বিনায়নায়
তা'দের অন্তর্নিহিত যা'-কিছু ত্রুটিকে
সংশোধন ক'রে তোলে ;
আর, মহতের ঐ আনতিপ্রসন্ন অনুরাগই
পরবর্ত্তী আপূরণী যিনি—
তাঁরই প্রাকৃতিক আবাহন,
কারণ, পুরুষের পৌরুষের অভিব্যক্তির সঙ্গে-সঙ্গে
যেমন অনুস্যূত থাকে তা'র জনকত্ব
অর্থাৎ জননক্ষমতা,
তেমনি মহতের চরিত্র ও অবদানেও থাকে
সেই সম্পদ—
যা' জাতির জীবনে

মহত্তর আপূরণী ব্যক্তিত্বের আবির্ভাবকে
স্বতঃ ক'রে তোলে,
আর, তাঁদের ঐ সুকেন্দ্রিকতাই
পরবর্ত্তীর প্রতি মানুষকে
নির্দ্বন্দ্ব অনুগতিসম্পন্ন ক'রে তোলে। ৬৪৬৮।
১৭।১১।১৯৫৪, বেলা ১০-৪৫

কাউকে যদি ফাঁকিই দাও—
তা' দিতে পার,
যদি তা' শুভ-সন্দীপনায় উচ্ছল ক'রে
বাস্তবে তা'র অন্তরের ফাঁক
ভ'রে দিয়ে
বর্দ্ধনায় বৃহৎ ক'রে তুলতে পারে তা'কে—
সাত্ত্বিক সম্পোষণায়,
নয়তো, ফাঁকি তোমাকে
মেকী ক'রে তুলবে নির্ঘাত। ৬৪৬৯।
১৭।১১।১৯৫৪, রাত ৮-৪০

ঈশ্বরকে তুমি যেমন দেবে,
যেমন অন্তঃকরণ ও অনুবেদনা নিয়ে
তাঁ'র উদ্দেশ্যে যেমন যা' করবে,
তুমি পাবেও তাই তেমনি,
কারণ, ঐ ঈশী-অনুপ্রেরণাই
তোমার সাত্ত্বিক সম্বেগ। ৬৪৭০।
১৭।১১।১৯৫৪, রাত ৮-৫৮

তুমি লাখ দেবদেবীর পূজা কর না কেন,
রোজ হাজারটা ছেড়ে
হাজার বায়নার আমদানী ক'রে চল না কেন,
ভাবালু ভক্তির
স্বার্থ-অনুবেদনা নিয়ে

উচ্ছল লাখো ভঙ্গীতে
তা'র অবতারণা ক'রে চলতে থাক না কেন,
কিছুই হবে না,
পাবেও না কিছু,
তোমার অর্জ্জিত কর্ম্মফলের ভাগ্যযষ্টি
যখন যেভাবে
তোমাকে নাচিয়ে তোলে,
করতে হবে তাই,
মিলবেও তেমনি,
যতদিন না
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ প্রিয়পরম
আচার্য্য যিনি—
ইষ্ট যিনি—
তাঁতে সুনিষ্ঠ হ'য়ে
তদ্বিনায়নী অনুরঞ্জনায়
সুনিয়ন্ত্রণে
নিজেকে রঞ্জিত ক'রে না তুলছ—
যা'-কিছু অন্তরায়কে নিরোধ ক'রে,
এড়িয়ে,
বিনায়িত ক'রে,
সুদৃঢ় আত্মিক অনুকম্পায়,
আরতিরাগরঞ্জিত
অনুক্রিয় তৎপরতা নিয়ে,
তদর্থপূরণী সার্থকতাকে
আত্মস্বার্থ ক'রে ;
তোমার জীবনের ক্রমাগতি
এমনতর যদি থাকে,
তুমি যেমনতরই হও না কেন,
তদনুগ চলনে
যা'-কিছুকে গুছিয়ে নিয়ে
আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির

সঙ্গতিশীল সার্থকতায়
শুভ বোধি ও ব্যক্তিত্বে
নিজেকে বিধৃত ক'রেই চলতে থাকবে—
একটা দ্যুতি-নন্দনার
অমল অনুগতি নিয়ে ;
নয়তো, এখনও ফাঁকি,
আখেরেও ফাঁকি। ৬৪৭১।
১৭।১১।১৯৫৪, রাত ৯-৫০

তোমার ইষ্ট যিনি—
অচ্যুতভাবে তাঁকে ভালবাস,
আর, ভালবাসলে
মানুষ যেমন চলনে চলে,
সেই চলনে চলতে থাক—
অবিচ্ছেদ্য অনুবেদনা নিয়ে,
তোমার ঐ প্রীতি-প্রেরণা
প্রীতি-অনুচর্য্যায়
পরিবেশকেও যেন
পরিভৃত ক'রে তোলে ;
অভিমান ও আত্মম্ভরিতাশূন্য
শুধুমাত্র এতটুকু সম্বল
এই মর্ত্তেই তোমাকে
দেবতা ক'রে তুলতে পারে। ৬৪৭২।
১৭।১১।১৯৫৪, রাত ৯-৫৫

যখনই দেখছ
কেউ ইষ্ট বা মহৎকে ভাঙ্গিয়ে
নিজের সেবা-উপকরণ সংগ্রহ করছে—
অযথা বা অন্যায্যভাবে
তাঁরই চাহিদার দোহাই দিয়ে,
বা দীক্ষা বা উপদেশ দিয়ে

ঐ মহৎ বা ইষ্টের প্রণামী
আত্মসাৎ করছে,
নিজের বাক্, ব্যবহার বা অনুচর্য্যায়
মানুষকে প্রবুদ্ধ ও উৎসাহমণ্ডিত না ক'রে
নিজের চাহিদার বাহানা নিয়ে
নানান কায়দায়
মানুষকে ভাঁড়িয়ে
যেখানে যেমন পারে
তা' সংগ্রহ ক'রে
আত্মপরিচর্য্যার উপকরণ সংগ্রহ করছে,—
বুঝে নিও—
এমনতর দুর্ব্বুদ্ধি নিয়ে
যা'রা চলাফেরা করছে,
তা'রা প্রবঞ্চক,
ধাপ্পাবাজিই তা'দের ব্যবসায়,
এককথায়, মহতের নামে
জুয়াড়ী বুদ্ধি নিয়ে
মানুষ ঠকানই তা'দের প্রবণতা ;
এমনতর স্থলে
বুঝে, বিবেচনা ক'রে চ'লো,
যেখানে যেমন বিহিত
তাই ক'রো,
যদি দিতে চাও, দিও,
ঠকে দিও না বেকুবের মত । ৬৪৭৩ ।
১৯।১১।১৯৫৪, রাত ৬-৫৮

যদি আয়ুষ্কামীই হ'তে চাও,—
সদাচারপরায়ণ হও,
কামাচার-স্পৃষ্টা মেয়েকে বিবাহ ক'রো না,
তোমা হ'তে উৎকৃষ্টকুলোদ্ভবা কন্যার
পাণিগ্রহণ করতে যেও না,

সমান বা তোমা হ'তে অপকৃষ্ট
সৎকুলোদ্ভবা কন্যার পাণিগ্রহণই
সমীচীন,

বিবাহের কালে
যে-বংশের পুত্রসন্তান বেশী
ও আয়ুর ভোগকাল বেশী—
তেমনতর কুলের কন্যাই
কাম্য হওয়া উচিত,

এমনতর সংস্রব হ'তে দূরে থেকো—
যা' তোমার চিত্তকে
আঘাত-উদ্বেলিত ক'রে
বিক্ষুব্ধ ও পীড়িত ক'রে তোলে—
কায়েমভাবে,
আহার, বিহার, কর্ম্মানুষ্ঠান,
যা'ই কর না কেন—
সেগুলি যেন সত্তাপোষণী হয়,
আহারের পূর্ব্বে উপযুক্তভাবে
পদপ্রক্ষালন-পূর্ব্বক
বিহিতভাবে ইষ্টকে নিবেদন ক'রে
আহার্য্য গ্রহণ ক'রো,
আর, শারীরিক স্রাবণক্রিয়াগুলি
যা'তে সুচারু হয়—
সেদিকে নজর রেখো,

যেখানে-সেখানে
যা'র তা'র হাতে—
এককথায় যা'কে জান না
সে ভাল কি মন্দ,
সুস্থ কি অসুস্থ,
তা'র হাতে
জল বা আহার্য্য গ্রহণ করতে যেও না ;
এমনিভাবে চলতে থাক—

আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির
সার্থক অন্বিত-সংশ্রয়ী তৎপরতা নিয়ে,
অসৎ যা'-কিছুকে
যথাসম্ভব এড়িয়ে বা বিনায়িত ক'রে,
আর, পরিবেশকেও অনুপ্রাণিত ক'রে তোল—
এমনতর চলনাতেই ;
দেখবে, একটু একটু ক'রে
তোমার বংশে
আয়ুষ্কাল বৃদ্ধির পথেই চলছে ;
প্রথমতঃ উপযুক্তভাবে টের না পেলেও
ভবিষ্যতে
ক্রমশঃই প্রতীয়মান হ'তে থাকবে। ৬৪৭৪।
১৯।১১।১৯৫৪, রাত ৭-১০

তুমি বোঝও খুব,
বলও বেশ,
তোমার কথাবার্ত্তায়
মানুষে কিন্তু বাহ বা দেয় কম নয়,
জ্ঞান-ভক্তি-শ্রদ্ধা,
তাত্ত্বিক বা বৈজ্ঞানিক আলোচনা
সবই বেশ করতে পার,
তা'তে মানুষও খুশী হয়,
তারিফ করে,
কিন্তু তুমি যদি নিজে
তা'র অনুশীলন না কর,
হাতেকলমে করায়
সেগুলিকে প্রতিফলিত ক'রে না তোল,
তোমার অনুভূতি বা উপলব্ধি হবে না ;
করা মানেই হ'চ্ছে
হৃদ্য আচার, ব্যবহার

ও অনুচর্য্যী চলনে
নিজেকে নিয়োজিত ক'রে
ব্যাপার ও বিষয়ের
বাস্তব সুষ্ঠু উপচয়ী নিষ্পাদন ;
দায়িত্বশীল সুকেন্দ্রিক সার্থক অনুচর্য্যায়
স্ফীত সশ্রদ্ধ অনুচলনে চ'লে
ঐ হাতেকলমে যেমন করতে পারবে—
নিষ্পন্নতার অভিযান নিয়ে,—
তোমার বোধিব্যক্তিত্বও
বিনায়িত হ'য়ে উঠবে তেমনতরই—
সুসঙ্গত উপলব্ধি ও যোগ্যতার
ঐশ্বর্য্য নিয়ে,
ফলে, তুমি মানুষকেও
বিহিতভাবে পরিচালিত করতে পারবে,
বাক্য ও ব্যবহারের
বিবেক-সম্বৃদ্ধ বিবেচনার ভিতর-দিয়ে
যা'র যেমন প্রয়োজন
তা'কে তেমনি ক'রেই
অনুপ্রেরিত ক'রে
সম্বর্দ্ধনার পথে
পরিচালিত করতে পারবে,
মানুষের জীবন্ত ঐশ্বর্য্য হ'য়ে উঠবে তুমি ;
তোমার সাহচর্য্য মানুষকে
স্বস্তির অধিকারী ক'রে তুলবে,
অসৎ-নিরোধী ক'রে তুলবে,
পরাক্রম-প্রদীপ্ত ক'রে তুলবে,
নিষ্পন্নতার আগ্রহোদ্দীপ্ত ক'রে
জীয়ন্ত ক্রিয়মাণ ক'রে তুলবে,
তুমিও প্রসাদ-প্রদীপ্ত হ'য়ে
তা'দের পরম বান্ধব হ'য়ে উঠবে,
তা'রাও তোমাকে পেয়ে ধন্য হবে ;

নয়তো, ঐ বাচক বুদ্ধি
উপলব্ধিহীন বাচাল আসনেই
অধিষ্ঠিত ক'রে
তোমার জীয়ন্ত ব্যক্তিত্বকে
ধিক্কার দিয়েই চলবে ;

তাই বলি—
তোমার চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বককে
সজাগ ক'রে রাখ—
সন্ধিৎসু অনুচর্য্যার আবেগ নিয়ে,
তৎসঞ্জাত বোধিপ্রসাদ
সত্তানুপোষণী অনুচর্য্যায়
নিয়ন্ত্রিত কর,
সশ্রদ্ধ বিনয়ী বাক্, ব্যবহার
ও চলন নিয়ে
বিহিতভাবে যা' করণীয়
তা' বল ও কর,
ক'রে কৃতিত্ব লাভ কর,

আর, সেই উপলব্ধি
তোমাকে বাস্তব মন্ত্রদ্রষ্টার আসনে
অভিষিক্ত ক'রে তুলবে। ৬৪৭৫।
২০।১১।১৯৫৪, সকাল ১০টা

বোধবিনায়িত ব্যক্তিত্ব যা'র
সে-ই বোধিসত্ত্ব,
আর, সার্থক সুকেন্দ্রিক শ্রদ্ধানুচর্য্যাই হ'লো
ঐ বোধি বা জ্ঞানের ভিত্তি। ৬৪৭৬।
২১।১১।১৯৫৪, বিকাল ৪-১৫

বড়লোক বা ধনী লোকের
আন্তরিকতাপূর্ণ বদান্যতা ও আপ্যায়নায়
যা'রা নিজেদের অপমানিত বোধ করে,

তা'রা আদতে ধন-হিংসক—
পরশ্রীকাতর,
তা'দের ভিতরে থাকে কৃতঘ্নতা। ৬৪৭৭।
২৫।১১।১৯৫৪, রাত ৯-৪০

তুমি নারীই হও
আর পুরুষই হও,
তোমার মান, অপমান, আত্মমর্য্যাদা,
অভিমান, আত্মম্ভরিতা, আত্মসম্ভ্রম,
সবই যেন ন্যস্ত থাকে—
তোমার শ্রেয় যিনি
বা তোমার স্বামী যিনি,
তাঁরই ব্যক্তিত্বের অনুচর্য্যী আরাধনার উপর ;
তুমি ব্যক্তিগতভাবে কা'রও কাছে
কোনরূপ সংঘাত পেয়ে
ক্ষোভান্বিত না হ'য়ে উঠতে
সচেষ্ট থেকো,
আর, ঐ চেষ্টা যেন এমনতর হয়,
যা'তে কোন বিক্ষোভ
তোমাকে স্পর্শ করতে না পারে ;
কিন্তু ঐ শ্রেয় যিনি
বা তোমার স্বামী যিনি,
তাঁর জীবন, আরাধনা,
পালন-পোষণ ও পূরণ-পরিচর্য্যায়
কেউ যদি কোন সংঘাত হানে,
বা তাঁকে কেউ অপদস্থ করে
তখন সেগুলিকে
তোমার নিজের ব'লেই বিবেচনা ক'রো,
তা'তে তুমিই অপদস্থ হ'লে
তা'ই বিবেচনা ক'রে চ'লো,
আর, তা'র নিরাকরণে

হৃদ্য অনুচলনে
বিহিত যা' করণীয়, তা' ক'রো ;
ফল কথা, অন্যের অমনতর ব্যবহারে
তোমার হৃদ্য অনুবেদনা
ও অনুচর্য্যী সৌজন্য
এমনতরই ক'রে তোল,—
যা'তে সে অনুতপ্ত হ'য়ে ওঠে,
আর, এই অনুতপ্ত হ'য়ে
যখনই সে উপযুক্ত প্রতিকারে
নিজেকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে তুলবে,
বা তোমার শ্রেয় বা স্বামী যিনি
তাঁকে প্রসন্ন ক'রে তুলবে—
স্বতঃ-সন্দীপনার আকুল আবেগে,—
বুঝে নিও—
তুমিও প্রসাদমণ্ডিত হবে তখনই,
ঐ কেন্দ্রায়িত অনুবেদনায়
তুমিও নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে উঠবে—
যোগ্যতার অভিসারিণী আলিঙ্গন নিয়ে
তোমার ঐ শ্রেয় বা স্বামীর
অনুচর্য্যী আরাধনায়
অচর্চ্চন-অনুদীপনায় ;
তুমি তো স্বস্তি পাবেই,
আর, এই করণের ভিতর-দিয়ে
তা'কেও স্বস্তির অধিকারী ক'রে তুলবে,
স্বস্তি ঈশ্বর-পূজার পরম অর্ঘ্য। ৬৪৭৮ ।
২৬।১১।১৯৫৪, রাত ৭-২০

মানুষ একমনা হয় তখনই,—
শ্রদ্ধোষিত নিষ্ঠা নিয়ে
সে যখন
তা'র জীবনে যা' ভাবে, যা' করে,

সবগুলি
ঐ স্বার্থে অর্থান্বিত ক'রে
বোধ ও চলনার ভিতর-দিয়ে
তাঁরই পরিপোষণ-তৎপরতায়
নিয়ন্ত্রিত ক'রে চলতে থাকে—
তদনুগ আরতি-প্রবণতার স্বতঃ-চলনে। ৬৪৭৯।
২৯।১১।১৯৫৪, সকাল ১০-২০

তুমি একমনা হও—
সুকেন্দ্রিক শ্রেয়-তৎপরতা নিয়ে,
সেই অনুচলনে
নিজেকে নিয়ন্ত্রিত কর,
শ্রেয় লাভের পন্থাই ঐ। ৬৪৮০।
২৯।১১।১৯৫৪, বেলা ১০-৩৫

যখনই দেখছ,
মানুষের সদ্‌গুণ বা সদ্ব্যবহার
বা সদনুচর্য্যা,
যা' মানুষের মানবতাকে
দ্যুতিমণ্ডিত ক'রে তোলে,—
কা'রও ব্যক্তিত্বে
তা'কে অনুভব ক'রেও
উচ্ছল অনুবেদনায়
ফুল্ল অনুকম্পায়
তা' অন্য কা'রও কাছে
বলার প্রবৃত্তি নেই,
ব'লে উপভোগ করবার প্রলোভন নেই,
এমন-কি, শিখিয়ে দিলেও
তা' ফুটন্ত হৃদয় নিয়ে
প্রকাশ করতে পারে না—

একমাত্র অন্যকে খাটো করবার
বুদ্ধিতে ছাড়া,
অথচ খারাপ কিছু কা'রও দেখলে
তা' রকমারি ক'রে
নানান ভঙ্গীতে
কত লোকের কাছে ব'লে বেড়ায়,
যেন একটা উপভোগ-লালসার আগ্রহ নিয়ে,—
বুঝে রেখো—
ঐ তা'র ভিতর
মানবতার বোধিসত্ত্ব যা'
তা' অবসাদগ্রস্ত ও পঙ্কিল ;
আর, যেখানে তা'র উল্টো,
অর্থাৎ দশজনের কাছে ব'লে
অন্যের ভালটা
উপভোগ করবার প্রবৃত্তি যেখানে
উৎকণ্ঠ আগ্রহ নিয়ে
ব্যক্তিত্বে বসবাস করে—
সক্রিয়তা নিয়ে,
অসৎ যা'-কিছুর শুভ-বিনায়নে,
সে যেমনই হো'ক না,
বুঝে নিও,
বোধ-বিদীপ্ত মানবতা
তা'র ভিতরে জাগ্রত। ৬৪৮১।
২৯।১১।১৯৫৪, রাত ৬-২৫

যে চিন্তা, যে ভাবনা,
যে কথা
করার ভিতর-দিয়ে
ফুটে ওঠে না,
সেগুলি নিথর হ'য়ে থাকে। ৬৪৮২।
৩০।১১।১৯৫৪, রাত ৭-৩০

বাস্তবতাকে অগ্রাহ্য ক'রে
যা'রা আধ্যাত্মিকতাকে অনুসন্ধান করে,
তা'দের অবস্থা
'ন যযৌ ন তস্থৌ'—মত হ'য়ে ওঠে। ৬৪৮৩।
৩০।১১।১৯৫৪, রাত ৭-৪০

সুকেন্দ্রিক সন্ধিৎসা নিয়ে
নিজেকে পড়,
দেখতে থাক নিজেকে,
কোথায় কতটুকু কী বা ব্যবস্থ আছে,
অব্যবস্থই বা কোথায় কতখানি কী আছে,
চলন-বলন, ভাবভঙ্গীতে
ভুলত্রুটি বা বেখাপ্পা ধরণের
কোথায় কেমনতর কী আছে—
দেখে
সেগুলিকে বিনায়িত করতে থাক,
ব্যবস্থ করতে থাক,
বোধ ও ব্যক্তিত্বকে অমনতর সুসঙ্গত ক'রে
হৃদ্য চরিত্রের অধিকারী হও,
মানুষের হৃদয়স্পর্শী হ'য়ে ওঠ,
সার্থক অন্বিত সঙ্গতি নিয়ে
সক্রিয় সুকেন্দ্রিক তৎপরতায়
বিনায়িত ক'রে তোল নিজেকে—
উচ্ছল আগ্রহ-অনুদীপনায় উদ্বুদ্ধ রেখে,
তোমার ব্যক্তিত্বই যেন
মানুষের সত্তাকে
স্বস্তির অনুপ্রেরণায়
প্রবুদ্ধ ও প্রকৃষ্ট ক'রে তোলে ;
বাস্তব হ'য়ে ওঠ এমনি ক'রেই,
মানুষের শুভদ হ'য়ে ওঠ এমনি ক'রেই,
সর্ব্বসঙ্গতি নিয়ে

সবারই হৃদয়ে সুন্দর হ'য়ে ওঠ
এমনি ক'রেই ;
আর, ঐ ব্যক্তিত্বকে
ঈশ্বরেই সার্থক ক'রে তোল,
ঈশ্বরই পরমার্থ । ৬৪৮৪ ।
১।১২।১৯৫৪, সকাল ৯-৩০

যা'রা কেবল হুকুমদারই হ'তে চায়—
তামিলী অনুচলনকে উপেক্ষা ক'রে,
তা'দের হুকুম
মানুষের অন্তরে
অনুপ্রেরণার সৃষ্টি করতে পারে কম,
তাই, মানুষকে অনুক্রিয়ও ক'রে তুলতে
পারে কমই,
প্রায়শঃ ব্যর্থই হ'য়ে থাকে । ৬৪৮৫ ।
২।১২।১৯৫৪, রাত ৭-১০

যদি সুজাতকই লাভ করতে চাও,—
তবে শ্রেয়নিষ্ঠ সুকেন্দ্রিক পিতৃকুল-বরেণ্য উৎকৃষ্ট
পুরুষের সঙ্গে পরিণীত হও,
আর, সর্ব্বসঙ্গতি নিয়ে
সার্থক অনুক্রিয়তায়
সর্ব্বতোভাবে তাঁ'র অনুগতিসম্পন্ন হ'য়ে ওঠ—
শ্রেয়ানুগ অনুনয়ন-তৎপরতায়,
আর, এই হচ্ছে
শ্রেয়প্রসূ নারী-ধর্ম্ম,
যা'র ফলে
তুমি তো তৃপ্ত হবেই,
তোমার পরিবার, পরিবেশ, পরিস্থিতিও
শুভ-সন্দীপনায়

উৎকর্ষ-অনুনয়ন-প্রবুদ্ধ হ'য়ে
চলতে থাকবে ;
আর, উৎকৃষ্ট মানেই হ'চ্ছে—
উৎকর্ষী জৈবী-সংস্থিতি নিয়ে
উৎকর্ষী কুলধর্ম্মের ভিতর-দিয়ে
উৎকর্ষী অনুদীপনায়
যে বা যা'রা
নিজেকে উদ্ভিন্ন ক'রে তুলেছে—
অভ্যুদয়-অভ্যস্ত চরিত্রের দ্যুতি নিয়ে,
আর, অবকৃষ্ট তা'রাই—
যা'দের জৈবী-সংস্থিতি
উৎকর্ষে স্থিতিলাভ না করলেও
যা'রা সুকেন্দ্রিক অনুনয়নে
অনুশীলন-তৎপর হ'য়ে
নিজেকে কৃষ্টিতপা ক'রে চলেছে ;
তাছাড়া, অপকৃষ্ট তা'রাই—
আদর্শহারা বিকেন্দ্রিক চলনে চ'লে
বিকৃত কৃষ্টির অভিচারলুব্ধ হ'য়ে
যা'রা নিজেদের
ইতস্ততঃ চালিয়ে নিয়ে বেড়ায়। ৬৪৮৬।
৫।১২।১৯৫৪, রাত ৯-১৫

সুনিষ্ঠ ইষ্টানুগ লোকপালী
হৃদ্য অনুচলন,
অধ্যবসায়ী তৎপরতা,
কথা ও কাজের শুভ-সন্দীপী বিশ্বস্ত মিলন
—মানুষের স্বর্গীয় সম্পদ। ৬৪৮৭।
৬।১২।১৯৫৪, সকাল ১০টা

সুকেন্দ্রিক আগ্রহ-অনুক্রিয়
অনুগতিসম্পন্ন

অনুনয়নী হৃদ্য অনুকম্পী চলনই হ'চ্ছে—
তোমার প্রিয়পরমের
দূরান্তরের দীর্ঘ-অভিযানের অনুসরণে
নিষ্পাদনী ক্ষুদ্রতম প্রথম পদক্ষেপ। ৬৪৮৮।
৭।১২।১৯৫৪, বেলা ১১-১০

আগ্রহ-উৎসাহের সহিত
মানুষকে সহ্য কর,
ধৈর্য্য নিয়ে
অর্থাৎ ধী-সহকারে
বিবেচনা কর তা'কে,
অধ্যবসায়ী অনুচর্য্যায়
অর্থাৎ ধারণ-পালনী অনুচর্য্যায়
নিরন্তরভাবে
তা'র সত্তাপোষণী হৃদ্য হ'য়ে ওঠ—
সম্ভ্রমাত্মক দূরত্ব বজায় রেখে ;
প্রীতি বা অপ্রীতিপ্রদ
তা'র ভিতরে যা'ই থাকুক না কেন,
সেগুলির শুভ-নিয়ন্ত্রণে
স্বস্থ ক'রে তোল তা'কে—
প্রতিক্রিয়-সংঘাত সংক্ষুব্ধ না হ'য়ে,
এক কথায়, তা'র স্বার্থ হ'য়ে ওঠ
এমনভাবে
যা'তে সে নিজেই বুঝতে পারে—
তুমি তা'র পরম আত্মীয় ;
প্রতিটি বৈশিষ্ট্যানুগ
অনুনয়ন-তৎপরতায়
তা'দের বিশেষত্বের
বিশেষ মর্য্যাদা দিয়ে
নিজেকে সুনিষ্ঠ ইষ্টানুগ

অনুগতিশীল ক'রে তোল—
মুখ্য ক'রে তাঁকে জীবনে ;
এই চলনে চলতে থাক,
দেখবে—
তোমার আপনার জন
তোমার বাগানের ফুল-ফলের মতন ফুটেছে,
ফলবান হ'য়ে
পরিপক্কতার দিকে এগিয়ে চলছে। ৬৪৮৯।
৮।১২।১৯৫৪, সকাল ১০-৩০

তোমার প্রিয়পরম শ্রেয় ব'লে
যা'কে ভাবছ বা বলছ,
তাঁর অনুগতিই যদি তোমার
একান্ত বাঞ্ছনীয় হয়,—
তাঁর অনভিপ্রেত যা'
তা' বলোও না,
ক'রোও না,
চিন্তায় এলেও
তাড়িয়ে দিও তা',
সব সময়ই তদনুগ অনুরতি নিয়ে
আগ্রহ-উদ্যমের সহিত
তাঁর মনোজ্ঞ যা'—
পোষণ-পরিভৃতির যা'—
তাই ক'রো,
আর, সন্ধিৎসার সহিত
সব সময় নজর রেখো—
তোমার কী করা
তাঁর মনোজ্ঞ হ'লো কেমনতর কতখানি
পুষ্টিপ্রদ হ'লো কেমনতর কতখানি,
এমন-কি, তোমার আত্মীয়-স্বজন,
বন্ধুবান্ধব, পরিবার-পরিবেশও

যদি তাঁ'র প্রীতি ও পোষণ-পরিভৃতির
অন্তরায় হয়,
তা'দের ঐ অন্তরায়ী রকমের সঙ্গে
সহযোগিতা না ক'রে
নিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ-তৎপর হ'য়ে চ'লো ;
তোমার ঐ শ্রেয়-সংশ্রয়ী উদ্যম
উদয়নী অনুদীপনায়
শ্রেষ্ঠ নিষ্ঠায়
সৌষ্ঠব-মণ্ডিত ক'রে তুলবে তোমাকে—
তা' তিনি তোমার প্রতি
যেমনই হোন না কেন,
দেশ-কাল ও পাত্রের আওতায় প'ড়ে
যেমনই যা' করুন না কেন,
—তুমি শ্রী-মণ্ডিত হ'য়ে
শ্রদ্ধার উপহার-উৎসর্জ্জনী অনুনয়নায়
অর্চ্চনা-অনুরঞ্জনী উপহার-মণ্ডিত
হবেই কি হবে। ৬৪৯০।
৮।১২।১৯৫৪, বেলা ১১-৪০

তুমি যতই তোমার যা'-কিছু প্রত্যেকটিকে
সার্থক সঙ্গীতি-শালিন্যে
প্রিয়পরমে অর্থান্বিত ক'রে তুলতে পারবে,
তোমার ভাব-বিকশিত বোধিসত্ত্ব
তেমনতরই বিনায়িত হ'য়ে উঠবে—
জ্ঞানদ্যুতির ফুল্ল দীপনায়। ৬৪৯১।
৯।১২।১৯৫৪, সন্ধ্যা ৬-২০

যা' মানুষকে বিকেন্দ্রিক ক'রে তোলে,
বাঁচাবাড়ার অন্তরায় ঘটিয়ে
উন্নতিকে অবসন্ন ক'রে তোলে যা',

ইষ্টানুগ আত্ম-বিনায়নী আগ্রহকে
অবসাদগ্রস্ত ক'রে তোলে যা',
অধর্ম্ম কিন্তু তাইই। ৬৪৯২।
১১।১২।১৯৫৪, সকাল ৮-৩৫

আধিভৌতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার
অর্থাৎ জড় ও চেতনের
সমন্বয়ী সঙ্গতিশীল চলন
যেখানে যত সুষ্ঠু,
উন্নতিও সেখানে তেমনি পুষ্ট। ৬৪৯৩।
১১।১২।১৯৫৪, সকাল ৮-৪০

জ্ঞানযোগ মানেই হ'চ্ছে
যুক্ত হ'য়ে জানা,
তোমার সক্রিয় সুকেন্দ্রিক
শ্রদ্ধোষিত আগ্রহ-তৎপর অনুচর্য্যা
সন্ধিৎসা নিয়ে
যতই সার্থক অন্বিত সঙ্গতিতে
সুবীক্ষণ-তৎপরতায়
দক্ষকুশল অনুনয়নী আত্মবিনায়নে
ধ্যান-নিরতি নিয়ে
যা'-কিছুকে জেনে
তদর্থে অর্থাৎ ঐ কেন্দ্রার্থে
অন্বিত ক'রে তুলে
বহুদর্শিতার ভিতর-দিয়ে
জানার বা জ্ঞানের সার্থক সর্ব্বসঙ্গতির সহিত
বোধিসত্তাকে বিনায়িত ক'রে তোলে,
বাস্তবিকতার বিহিত ক্রমও
তোমার কাছে নির্দ্ধারিত হ'য়ে ওঠে ততই,
জ্ঞানযোগ কিন্তু ওইই। ৬৪৯৪।
১৩।১২।১৯৫৪, রাত ৭-২০

ইহকালে তুমি যেমন চলবে,
যেমন করবে—
সত্তায় অন্বিত ক'রে,
তাইই কিন্তু তোমার পরকালকে
নির্দ্ধারিত ক'রে তুলবে। ৬৪৯৫।
১৩।১২।১৯৫৪, রাত ৮-৫

জান যদি,
প্রয়োগ কর,
কিন্তু না-জানাকে স্বীকার করতে
পরাঙ্মুখ হ'য়ো না,
তাহ'লে তোমার জানা
আরোতে চলবে। ৬৪৯৬।
১৩।১২।১৯৫৪, রাত ৮-১০

প্রাচীনই হো'ক
আর নবীনই হো'ক,
যে দেবদেবীরই উপাসনা কর না কেন,
বা প্রাচীন তথাগতদিগের
যে-কোন কাউকেই
উপাসনা কর না কেন,
শ্রদ্ধোষিত আগ্রহ-উৎসারণী
অনুক্রিয় অনুবেদনা নিয়ে
তাঁকে বা তাঁদিগকে যদি
বর্ত্তমান প্রিয়পরম বা আচার্য্যে
একায়িত ক'রে না তোল—
সার্থক সঙ্গতির অন্বিত তৎপরতায়,—
তোমার উপাসনা মূক ও বধিরের মত
আবছায়া কুয়াশার মত

আজগবী ব্যর্থতায় অর্থান্বিত হ'য়ে
তোমাকে বিদ্রূপই করতে থাকবে। ৬৪৯৭।
১৩।১২।১৯৫৪, রাত ৮-৪০

তৃষ্ণার একান্ত নির্ব্বাণ
কিছুতেই হ'তে পারে না—
যদি যা'-কিছু সব তৃষ্ণাকে
শ্রেয়ের উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনায়
নিয়ন্ত্রিত না কর,
একান্ত ক'রে না তোল—
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে,
তাঁরই পালনে, পোষণে, আপূরণী তৎপরতায়,
সক্রিয় নিষ্পাদনী অভিযানে। ৬৪৯৮।
১৪।১২।১৯৫৪, বেলা ১১টা

যা'রা ঈশ্বর বা আচার্য্যকে
উপলক্ষ ক'রে
তাঁর ভজন-আরাধনার বাহানায়
নিজের স্বার্থ, সুযোগ ও সুবিধার প্রত্যাশা নিয়ে
তা'রই আপূরণী তৎপরতায় চলতে থাকে—
নিজ স্বার্থেরই ভজনানন্দ-আগ্রহে,—
তা'রা ঠকে,
কিন্তু ঈশ্বর বা আচার্য্যের
ভজন-অনুদীপনা নিয়ে
যে বা যা'রা নিজের যা'-কিছুকে
তৎপ্রীতি-কামনায়
সুক্রিয় তৎপরতায়
সার্থক অন্বিত সঙ্গতিতে
তাঁরই প্রীণন-প্রত্যাশায়
অর্ঘ্যাঞ্জলির আরতি উৎসর্জ্জনে
ব্যবহার করে,

তা'রা অকিঞ্চন হ'লেও
সমীচীন যা'-কিছু ঐশ্বর্য্যেরই
অধিকারী হ'য়ে থাকে,—
যদিও তা'রা তা' চায় না। ৬৪৯৯।
১৫।১২।১৯৫৪, সন্ধ্যা ৬-২৫

যা' জান না,
তা'কে যদি জানতে চাও,
জানার জন্য পুনঃপুনঃ চেষ্টা কর—
যতক্ষণ না তা'কে
সর্ব্বতোভাবে আয়ত্তে আনতে পারছ ;
একবার না পারলে
দশবার কর,
দশবার না পারলে—
ঐ আয়ত্তে আনা
সব রকমেই যতক্ষণ না হ'চ্ছে
তা'কে কিছুতেই ছেড় না,
প্রভু হ'য়ে ওঠ তা'র,
এই পন্থায় চললে
যতই অবোধ থাক না কেন,
ক্রমশঃই শুভদ হ'য়ে উঠবে—
শুভ-সুন্দরে সুপ্রতিষ্ঠ হ'য়ে। ৬৫০০।
১৫।১২।১৯৫৪, রাত ৮-১৫

সত্য মানেই হ'চ্ছে অস্তিত্বের ভাব—
বিদ্যমানতা,
আর, তা'র প্রয়োজন মানুষের,
জীবের,
ঐ সত্য বা অস্তিত্বের ভাব
বা বিদ্যমানতার প্রয়োজনে

জীব বা মানুষ নয়কো,
তাই, জীবমাত্রই অস্তিত্বের পূজারী ;
অস্তিত্বের পূজায় যা'রা পরাঙ্মুখ
তা'রা সত্তাকে ছেদ-সংক্ষুধ ক'রে তোলে,
বিয়োগ-বিধুর ক'রে তোলে ;
ঈশ্বরই সত্তার সাত্ত্বিক প্রেরণা,
অস্তিত্বের পরম উৎস। ৬৫০১।
১৫।১২।১৯৫৪, রাত ৮-৪৫

সত্য মানে সবাই বেঁচে থাক্,
আমিও বেঁচে থাকি—
সপরিবেশ সবারই প্রয়োজনে ;
ধর্ম্ম মানে ধৃতি-বর্দ্ধনা,
আর, ঐ আচরণই ধর্ম্মের পূজা,
সত্যের পূজা মানে অস্তিত্বের পূজা। ৬৫০২।
১৫।১২।১৯৫৪, রাত ৮-৫০

প্রেরিত বা বেত্তাপুরুষ যাঁ'রা,
তাঁ'রা দেশ-কাল-পাত্রানুগ
বৈধী-বিনায়নায়
জীবন ও বৃদ্ধির
মন্ত্রপূত যে নির্দেশগুলির
অবতারণা ক'রে যান,
তা' যখন বিকৃতিলাভ ক'রে
অজ্ঞ অব্যবস্থ চলনে চলতে থাকে,
পরবর্ত্তী প্রেরিত বা বেত্তাপুরুষ
যিনি বা যাঁ'রা—
তাঁ'রা তখন
সেগুলির বিহিত বিনায়নে
সার্থক সঙ্গতির অন্বিত তৎপরতায়

সুনিবন্ধনে
প্রাচীনের আপূরণী ক'রে
উপযুক্তভাবে
সুব্যবস্থাই ক'রে থাকেন,
যেগুলি তা' করতে হয় না,
সে-সব ব্যাপারে
হয়তো নির্ব্বাকও থাকতে পারেন ;
তাই, তা'কে ব্যাহত বা ব্যর্থ ক'রে
আপূরিত না ক'রে
তোমাদের চলনাকে যতই
ব্যতিক্রমদুষ্ট ক'রে তুলবে,
জীবনবৃদ্ধিও ততখানি
বিকারগ্রস্তই হ'য়ে চলতে থাকবে ;
প্রতিটি প্রেরিত বা বেত্তাপুরুষ
যাঁ'রা এসেছিলেন,
তাঁ'দেরই মন্ত্রে আপ্লুত হ'য়ে ওঠে—
জীবনবৃদ্ধির এমনতর অনুনয়ন-নিবন্ধ
যদি করতে পার,
তাইই ভাল ;
আপাত-প্রয়োজন-পূরণের সংকীর্ণ দৃষ্টিতে
অযথা আপদকে ডেকে আনতে যেও না,
নিজে তো ঠকবেই,
লোক-সমাজকেও ঠকাবে তুমি,
নিয়তির ক্রূর কটাক্ষ
নির্য্যাতনেরই অগ্নি প্রজ্বলন ক'রে
বিদগ্ধ ক'রে তুলবে তোমাদিগকে ;
বোঝ, ভাব, সাবধান হও,
সত্তাপোষণী সুনিয়মনে
অধিষ্ঠিত হ'য়ে চল,
ঈশ্বরই বৈধী অনুশাসনের পরম উৎস । ৬৫০৩ ।
১৭।১২।১৯৫৪, সকাল ১০টা

যা'র আগ্রহ আছে,
যে করে,
ক'রে দক্ষ হ'য়ে ওঠে যে,
প্রয়োজনের আগেই প্রস্তুতি যা'র করায়ত্ত,
তা'র কি কখনও আটকায় ? ৬৫০৪ ।
১৭।১২।১৯৫৪, বেলা ১০-৪৫

লহমার একটু বেফাঁস কথা,
বেচাল চলন
যেমন সমস্ত ব্যাপারটিকে
বানচাল ক'রে দিতে পারে,
তেমনি এতটুকু সুকেন্দ্রিক
আত্মিক-সাম্য-সিদ্ধ সুসঙ্গত কথা ও চলন
সাফল্যের আবাহনে
স্বর্গ-সন্দীপী হ'য়ে উঠতে পারে। ৬৫০৫ ।
১৮।১২।১৯৫৪, সকাল ১০টা

প্রস্তুতি যাদের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর,
শান্তিও তাদের সমস্যাবিহীন। ৬৫০৬ ।
১৯।১২।১৯৫৪, সকাল ৯-৪৫

যা'রা অনুশাসনকে উল্লঙ্ঘন ক'রে
দেশ ও দশের ক্ষতি করে,
তা'দের চাইতে
যা'রা মানুষের অস্তিবৃদ্ধির বিপর্য্যয়ী
অনুশাসন প্রবর্ত্তন করে—
তা'রা বহুগুণে দেশ ও দশের ক্ষতিকর,
অপরাধও তা'দের ঢের বেশী ;
তাই, যাঁ'রা বেত্তাপুরুষ,

অনুশাসন-প্রণয়নের ক্ষমতা
প্রকৃতির আশীর্ব্বাদ-স্বরূপ তাঁদেরই। ৬৫০৭।
২০।১২।১৯৫৪, সকাল ১০টা

কুচিকিৎসিত হওয়ার চাইতে
অচিকিৎসিত থাকা বহুলাংশে ভাল,
কারণ, তা'তে প্রকৃতির সাহায্য পাওয়া যায়
আরোগ্য হ'তে,
কিন্তু কুচিকিৎসা প্রকৃতিকেই
বিপন্ন ক'রে তোলে। ৬৫০৮।
২০।১২।১৯৫৪, বিকাল ৩-১৫

প্রীতি বা ভালবাসার
চারিত্রিক লক্ষণই হ'চ্ছে—
সে প্রিয়ের নিন্দা বা অপচয়কে
সহ্য করতে তো পারেই না,
বরং যেমন ক'রেই পারুক না কেন,
তাঁর পালনপোষণী অনুচর্য্যায়
স্বতঃ-অনুবেদনা নিয়ে
দায়িত্বশীল সক্রিয়তায়
সজাগ হ'য়েই চলতে থাকে,
সে চিরদিনই প্রিয়পোষক,
প্রিয়শোষক হওয়া তা'র পক্ষে
নিদারুণ বেদনা ;
বাধ্য হ'য়ে নিলেও
দেবার উপচয়ী ও উদ্বর্দ্ধনী অনুচর্য্যায়
সে স্ফীত চলনেই চলতে থাকে,
প্রিয়-নিন্দায়
প্রিয় হ'য়ে ওঠা যায় না তা'র কাছে,
বরং তা'র প্রিয়তোষণী অনুকম্পায়
প্রীতি অর্জ্জন করা যায় তা'র ;

যেখানে এই মুখ্য লক্ষণ নেই—
বুঝে নিও—
সে প্রিয়কে ভালবাসে না,
ভালবাসে তা'র অন্তর্নিহিত
শোষণ-অনুচর্য্যী প্রত্যাশাকে। ৬৫০৯।
২২।১২।১৯৫৪, রাত ৮টা

যে সমাজে সুযোগ্যতার যত খাঁকতি,
বেকার-সমস্যারও সেখানে তেমনি বাড়তি। ৬৫১০।
২৪।১২।১৯৫৪, সকাল ১০-২৫

কা'রও কেউ পেটও ভরাতে পারে না,
মন বা অন্তঃকরণও ভরাতে পারে না,—
যতক্ষণ সে শ্রেয় কাউকে
আপনার ক'রে নিতে না পারছে—
সর্ব্বার্থ-সঙ্গতি নিয়ে,
দিয়ে, থুয়ে, ক'রে,
হৃদ্য অনুক্রিয় অনুচর্য্যায়,
ক্লেশসুখপ্রিয়তা নিয়ে;
যতক্ষণ সে অমনটি না হ'চ্ছে,
যা'ই কর না কেন,
দোষদর্শিতা ও অতৃপ্তি
লেগেই থাকবে তা'র,
সুকেন্দ্রিকতাই নিয়ে আসে
আত্মিক সাম্য,
যা' দিয়ে সে ভালমন্দকে
স্বতঃ-বিনায়নায়
সার্থক সামঞ্জস্যে
অন্বিত ক'রে তুলতে পারে,

এই আত্মিক সাম্যই হ'চ্ছে
সক্রিয় বোধি-বিনায়নার,
ব্যক্তিগত অভিব্যক্তি,
যা' চরিত্রে দ্যুতি প্রেরণ ক'রে
স্ফুরিত হ'য়ে ওঠে
একটা আত্মিক সুক্রিয় প্রেরণা নিয়ে,
ভ'রে ওঠে পেট,
ভ'রে ওঠে অন্তর—
যোগ্যতার জীয়ন্ত চলনে,
পরিবেশ ও পরিস্থিতির
সুসঙ্গত স্ফুরণদীপনী অনুচর্য্যা নিয়ে,
প্রতিটি বৈশিষ্ট্যকে
নিজেরই বিশেষ অভিব্যক্তি দেখে ;
তৃপ্তিভরা উদ্যম
অবিরল চলনায় চলতে থাকে তা'র। ৬৫১১।
২৬।১২।১৯৫৪, সকাল ৯-৩০

আচমন

প্রথমে হাতে জল নিয়ে 'নমো বিষ্ণুঃ,
নমো বিষ্ণুঃ, নমো বিষ্ণুঃ' ব'লে
বলতে হবে—
'আকাশাততচক্ষু প্রাজ্ঞগণ
বিষ্ণুর পরম চলন
সতত দর্শন করেন—
আমার অন্তরবাহির
সেই চলন-স্নাত হউক।'
পরে সেই জল পান ও মস্তকে ধারণ করতে হবে।

শুদ্ধি-মন্ত্র

তারপর অগ্নির স্থণ্ডিল ক'রে ঘৃতাহুতি দিয়ে
নিম্নলিখিত শুদ্ধি-মন্ত্র পাঠ করতে হবে।
অবস্থা বিশেষে অপারগ ক্ষেত্রে মনে মনে
অগ্নি কল্পনা করে, হাতে জল নিয়ে আহুতি
দিয়ে শুদ্ধিমন্ত্র পাঠ করা যেতে পারে—

"হে অগ্নি!
আমাদের ঐশ্বর্য্যের নিমিত্ত
সুপথে লইয়া চল,
হে দেব! তুমি বিশ্বকর্ম্মবিৎ—
আমাদের কুটিল পাপরাশি
বিদূরিত কর,
তোমাকে আমাদের ভূয়োভূয়ো প্রণাম।"

তারপর নিম্নোক্তক্রমে প্রণাম নিবেদন
করতে হবে—

"আদিত্যাদি নবগ্রহ ও ইন্দ্রাদি দশদিকপাল!
আমার নমস্কার গ্রহণ করুন।
প্রজাপতি ও ব্রহ্মর্ষিগণ!
আমার নমস্কার গ্রহণ করুন।
সর্ব্ব-দেবগণ!
আমার নমস্কার গ্রহণ করুন।
হে নিখিলাত্মক পুরুষোত্তম!
আমার নমস্কার গ্রহণ করুন।
হে আমার জীবনী আচার্য্য!
আমার আভূমিলুণ্ঠিত নমস্কার
গ্রহণ করুন!"

তারপর ফুল দূর্ব্বা তুলসী তিল হাতে নিয়ে
নিম্নলিখিত আত্মোৎসর্গ-মন্ত্র পাঠ করতে
হবে—

"প্রভূ! হৃদয়বল্লভ!

ভারাক্রান্ত জীবন নিয়ে
আজ তোমার সান্নিধ্যে উপস্থিত—
অন্তরের অবাধ্য আবেগ নিয়ে
আমাকে উৎসর্গ করতে
তোমার স্বস্তি-সম্বর্দ্ধনার যাগচারী ক'রে,
আমার জীবন
তোমার অস্তি-বর্দ্ধনী অর্চ্চন-অভিসারণায়
নিয়োজিত হউক,
আমার প্রতিটি পদক্ষেপ
তোমার ইষ্টানুগ শুভ-চর্য্যায়
নিরত থাকুক,
আমার প্রাণন-দীপনা
সুখসাফল্য-অনুচর্য্যায়
তোমাকে সুদীর্ঘজীবনের অধিকারী
ক'রে তুলুক—
নির্ব্যাধি, নিরুদ্বেগ ক'রে ;
ঐ অনুচর্য্যা
আমার যা'-কিছু সবকে
নিরত চলনে নিয়ন্ত্রিত ক'রে তুলুক,
তুমি আমার প্রভু,
তুমি আমার সত্তা-সর্ব্বস্ব,
তুমি আমার স্বামী,
তুমি আমার পরপারের পুণ্যতোরণ,
আমার জীবন পুণ্য হ'য়ে উঠুক,
আর ঐ পুণ্য জীবন
তোমার অর্চ্চনামুখর হ'য়ে
স্বস্তি সম্পাদন করুক,
আর স্বস্তি-সর্ব্বস্ব প্রাণন-দীপনা
ঈশ্বরে সার্থক হ'য়ে উঠুক।"
সর্ব্বশেষে গলবস্ত্র হয়ে ঐগুলি-সহ
প্রণাম করতে হবে—

প্রণামের সময় বলতে হবে—
"এই আত্মোৎসর্গ-প্রণতিই
আমাকে ত্বৎ-কর্ম্ম-পরিব্যাপ্ত ক'রে তুলুক।"

স্পর্দ্ধা বা হামবড়াইয়ের জন্য
যে ত্যাগ কর—
তা' কিন্তু ত্যাগ নয়কো,
বরং ঐ হামবড়াইয়ের
পরিপোষক তা',
আর, নিজের স্বার্থ-সঙ্কীর্ণতার দিকে
লক্ষ্য না রেখে,
অন্যের সুখসুবিধা-বিধান
ও আপদ-নিরাকরণের প্রণোদনা থেকে
যা' দাও,
তা' ঐ ত্যাগেরই
গরিমা নিয়ে চলে—
বিনায়নের অনুকম্পী সিংহাসনে
সমাসীন ক'রে তোমাকে,
তোমারই জয় ঘোষণা করতে করতে ;
আর, যদি কাউকে সাহায্যই কর,
সেই মূল্যে তা'কে তোমার সুবিধার জন্য
পদানত করতে চেও না ;
ওকেই বলে ত্যাগ,—
যা'র প্রতিক্রিয়ায়
পোষণ-উপঢৌকন
তোমাতে সার্থক হ'য়ে উঠতে
উদ্‌গ্রীব ও উৎকর্ণ হ'য়ে চলে ;
আবার, যে তোমার স্বস্তি ও সুবিধায়
আত্মনিয়োগ ক'রে চলে,
তা'কে যদি পুষ্টি না দাও,
উপচয়ী ক'রে না তোল,

তোমার ঐ অকৃতজ্ঞ চলন
তা' কিন্তু হারাবে—
চক্রবৃদ্ধিহারে

সন্দ-সমেত। ৬৫১২।
২৮।১২।১৯৫৪, বিকাল ৫-৪৫

যা'রা স্বার্থ বা অর্থলোভী হ'য়ে
ধর্ম্মকথা বলে,
মানুষকে উপদেশ দিয়ে
তা'দের অন্তর্নিহিত
ঐ স্বার্থ-সন্ধিৎসার
ইন্ধন সংগ্রহ করে,
তা'রা ধর্ম্মকে হারায় ;
আবার, যা'রা ধর্ম্মানুশাসনগুলিকে
কথায়-কাজে মূর্ত্ত ক'রে চলতে থাকে—
সুকেন্দ্রিক তৎপরতায়,
তা'দের চরিত্রেই
ধর্ম্ম একটা রাগ-বিভা নিয়ে
মূর্ত্ত হ'য়ে ওঠে,
ব্যক্তিত্বে ঐ ধর্ম্ম সংস্থিতি লাভ করে,
ধর্ম্ম তা'দের অশেষ উপঢৌকনে
স্বতঃ-সন্দীপনায়
নন্দিতই করে থাকে—
সর্ব্বার্থ উপচয়ে ;
স্বার্থসন্ধিক্ষু ভাঁওতাবাজের ধর্ম্মকথা
তা'কে সম্বৃদ্ধ ক'রে তোলে না,
তাই, ও যা'রা করে—
ঠ'কেই থাকে তা'রা ;
সুকেন্দ্রিক তৎপরতা নিয়ে
ধার্ম্মিক হও,
ধর্ম্মানুশীলনে তোমার ব্যক্তিত্ব

পরিবার-পারিপার্শ্বিককে
ব্যাপ্ত হ'য়ে উঠুক,
বর্দ্ধনার অমোঘ ধৃতি
ব্যাপ্তি-বিনোদনায়
বিভাসিত করে তুলুক তোমাকে। ৬৫১৩।
২৯।১২।১৯৫৪, রাত ৮-২০

অনুস্যূত হীনম্মন্যতা
মহামানবের ভেক নিয়েও
তা'র ঐ প্রবণতাকে
সংসিদ্ধির পথে চালাতে ছাড়ে না,
এমন-কি, তা'
প্রাচীন প্রসিদ্ধ পদ্ধতিকে ভেঙ্গেও,
সম্বর্দ্ধনার শুভ-বিনায়নে নয়কো,—
যতক্ষণ তা' না
সুকেন্দ্রিক তৎপরতায়
ইষ্টার্থে অন্বিত হ'য়ে
তদর্থকেই উপচয়ী ক'রে তুলছে—
সর্ব্বার্থ-সঙ্গতি নিয়ে;
কিন্তু প্রকৃত মহামানব যাঁ'রা—
তাঁ'রা সত্তা-সম্বর্দ্ধনার
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
পূজারীই হ'য়ে থাকেন। ৬৫১৪।
২৯।১২।১৯৫৪, রাত ৮-৩০

শ্রেয়কেন্দ্রিক একায়নী অনুচলন,
আয়ত্তিপ্রদ দায়িত্বশীল তপানুশীলন,
হৃদয়গ্রাহী বাক্য ও ব্যবহার,
সুবিবেচী অনুচর্য্যা,
বাক্ ও কর্ম্মের শুভ-সন্দীপী সম্মিলন,
শুভপ্রসূ আত্মনিয়মনী তৎপরতা,

হৃদ্য অসৎ-নিরোধী তাৎপর্য্যের সহিত
দক্ষ আত্ম-সংরক্ষী সজাগ সন্দীপনা ;—
যা'ই কর না কেন,
অন্ততঃ এই কয়টি
তোমার স্বভাবে সংহত ক'রে
ব্যক্তিত্বে ফুটন্ত ক'রে তোল—
লোকতর্পণী অনুবেদনা নিয়ে ;
আত্মপ্রসাদ হ'তে বঞ্চিত হবে কমই। ৬৫১৫।
১৮।১২।১৯৫৪, সন্ধ্যা ৬টা

যদি নিজেকে
ও নিজের সংশ্লিষ্ট যা'-কিছুকে
যত্নে প্রতুল ক'রে তুলতে চাও,—
পুষ্টিপ্রসন্ন ক'রে তুলতে চাও,
তবে তোমার অন্তঃস্থ আবেগ নিয়ে
স্নেহল অনুকম্পায়
তা'দিগকে আগে পরিপালন কর—
সহ্য, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ী অনুচর্য্যায়
তোমার আপনজন ক'রে তোল,
যা'রা অশিক্ষিত,
স্বল্প যোগ্যতা নিয়ে
বা দারিদ্র্যদীর্ণ হ'য়েও
যা'রা তোমাকে ভালবেসে
সোহাগ-দেবতা ব'লে গ্রহণ করে,
আপন-স্বার্থ-বিবেচনায়
নিজেকে তোমারই অনুচর্য্যা-নিরত ক'রে রাখে,
নিজেরই স্বার্থের মত
তোমার স্বার্থ ও সম্ভ্রমকে দেখে,
তা'দের স্বার্থ ও সুবিধাকে
যদি পদদলিত ক'রে
নিজের দাম্ভিক গৌরবের অনুচর্য্যায়

ঐ হৃদয়গুলিকে নিষ্পেষিত ক'রে তোল,
বা এমন ক'রে তোল—
যা'তে তা'রা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে
ভাবতে পারে—
তুমি তাদের কেউ নও,
তাহ'লে ঐ নির্য্যাতিত হৃদয়
তোমাতে উৎসর্জ্জনী বিন্যাসলাভ না ক'রে
খান-খান হ'য়ে ছিটকে যাবে তোমা হ'তে ;
তখন বুঝবে—
সমবেত হৃদয়ের যে সিংহাসনে
সোহাগ-দেবতা ব'লে
অভিষিক্ত হয়েছিলে তুমি,
সে-আসন ভেঙ্গে গেছে
কোন্ অপলগ্নে ;
তাই, তোমার সুকেন্দ্রিক শ্রেয়তপা চলন
বোধবীক্ষণী সন্ধিৎসা নিয়ে
সবার অন্তরে
নারায়ণের অভিব্যক্তি
অর্থাৎ বর্দ্ধনার অভিব্যক্তি দেখুক,
আর, নারায়ণে
ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত-ভাবে
যা'-কিছু সবাইকে
দেখুক ও উপভোগ করুক ;
ঈশ্বরই পরম ধাতা,
পরম পালয়িতা,
বর্দ্ধনার পরম উৎস। ৬৫১৬।
৩।১।১৯৫৫, রাত ৯টা

যা'রা উৎপাদনী চর্য্যা নিয়ে
লোকপোষণী অনুশীলন-তৎপর হ'য়ে
পরিস্থিতি ও পরিবেশকে

জীবনীয় যোগান দিয়ে চলেছেন,
তাঁদের ঐ যোগ্যতার উপর দাঁড়িয়েই
বহু লোক পরিপালিত হয়,
যেমন কৃষক, বৈদ্য, শিল্পী, তত্ত্ববেত্তা,
বৈজ্ঞানিক, মহামানব ইত্যাদি
তাঁরাই হ'চ্ছেন
লোকপোষণার উৎসৃজক ;
আর, যা'রা অনুশীলনহারা তামিলীচর্য্যায়
নিজেকে নিয়োজিত ক'রে
বেতনভোগী হ'য়ে
নিজেকে ও নিজ পরিবারবর্গকে
পরিপালন ক'রে থাকে,
তা'রা কিন্তু
ঐ যোগ্যদের অর্চ্চনার উপসেবী ;
তাই, মানুষের আপালনী প্রবৃত্তি
ঐ যোগ্য যা'রা
তা'দিগকে যদি পরিপালন না করে,
অর্থাৎ যা'দের অর্জ্জনের উপর দাঁড়িয়ে
অন্যেরা প্রতিপালিত হয়,
তা'দিগকে পরিচর্য্যা না করে,
তবে প্রত্যেকেরই
আত্মপোষণা বঞ্চিত হ'তে থাকে,
লাঞ্ছনার ক্রূর দীপনা
পরিহাস ক'রে
উৎসন্নের দিকেই টানতে থাকে
সমাজ, দেশ ও রাষ্ট্রকে। ৬৫১৭।
৫।১।১৯৫৫, রাত ৮-৪৫

তুমি যতক্ষণ
সুকেন্দ্রিক সক্রিয় শ্রেয়-তৎপরতা নিয়ে
তোমার প্রবৃত্তি ও কর্ম্মগুলিকে

সৎ ও অসৎ-এর মানদণ্ডে
পরিমাপিত ক'রে
সার্থক সঙ্গতির সামঞ্জস্যে
অন্বিত বিনায়নে
বিনায়িত ক'রে তুলতে না পারছ,—
আত্মিক বিকীরণা
তোমাতে স্ফুটতর হ'য়েই উঠতে পারবে না—
বোধসন্দীপ্ত দ্যুতির ঝলকে
তোমার ব্যক্তিত্বকে বিনায়িত ক'রে,
—সাত্ত্বিক দৃষ্টি নিয়ে
সৎ অসৎ-এর শুভ-বিনায়নী সন্দীপনা
তোমার বোধদ্যুতিতে
বিভাসিত হ'য়েই উঠবে না,
তাই, ঈশিত্ব বা আত্মিক অনুগতি
একসূত্রে অন্বিত হ'য়ে
তোমার জীবনকেও
সার্থক ক'রে তুলতে পারবে না ;
আর, ঐ সক্রিয় শুভ-বিনায়না
যেমনতর দক্ষ হ'য়ে উঠবে তোমাতে,—
কুয়াসামণ্ডিত প্রবৃত্তির আলেয়া
নিষ্ক্রামিত হ'য়ে
ধারণ-পালনী অনুদীপনার স্বতঃ-সম্বেগে
ঈশিত্বের ঐশীদীপনাও
প্রাপ্তির অমোঘ ধৃতি নিয়ে
উচ্ছল হ'য়ে উঠবে তোমাতে ততই। ৬৫১৮।
৫।১।১৯৫৫, রাত ৯-১৫

যা'রা তোমার প্রতি সক্রিয় দয়ার্দ্র,
প্রতিক্রিয়ায় তোমার অন্তরকে
তা'দের প্রতি আরো দয়ালু ক'রে তোল—

শ্রদ্ধোষিত অনুকম্পা নিয়ে
ব্যাপ্তির অনুরণনে ;
আর, যা'রা নির্য্যাতন করে তোমাকে,
তা'দের প্রতি সমীচীন
শুভবিচারশীল হ'য়ো—
হৃদ্য অসৎ-নিরোধী তৎপরতায়। ৬৫১৯।
৫।১।১৯৫৫, রাত ১০টা

ধোঁয়াটে রহস্যের অভিযাত্রী হ'য়ে
তুমি যদি ঈশী তাৎপর্য্যকে
অনুভব করতে চাও,
তোমার বোধিবীক্ষণা
আরো কুয়াসার সৃষ্টি ক'রে
সে-আশাকে বিদ্রূপই করতে থাকবে ;
শ্রেয়কেন্দ্রিক হও,
সক্রিয় অনুচর্য্যী তৎপরতা নিয়ে
তোমার চিন্তা, বাক্য ও কর্ম্মগুলিকে
নিয়ন্ত্রিত ক'রে
সার্থক অন্বিত সঙ্গতিতে
বিনায়িত ক'রে চল—
ভাল-মন্দ, সৎ-অসৎ-এর
পরস্পর বিরুদ্ধতার
সার্থক কেন্দ্র হ'য়ে ;—
আত্মিক অভিনিবেশ
সামঞ্জস্যের
সুকেন্দ্রিক সার্থক সমীচীন শালিন্যে
দ্যুতি বিকীরণ ক'রে
সার্থক ব্যক্তিত্বে উপনীত ক'রে তুলবে তোমাকে ;
আর, তা'র মূল উৎসই হ'চ্ছে—
শ্রেয়কে সর্ব্বসঙ্গতি নিয়ে
একান্ত আপনার ক'রে তোলা—

অনুচৰ্য্যী অনুবেদনার অনুরঞ্জনায়
নিজেকে সুবিনায়িত ক'রে ;
দুনিয়ার প্রতিপ্রত্যেকটিকে
সেই তাঁরই সম্ভ্রান্ত দৃষ্টিতে দেখে
সমীচীন সঙ্গতির
সম্ভ্রমাত্মক অনুগতি নিয়ে
ঐ শ্রেয়সার্থকতাতেই অনুরত হ'য়ে ওঠ,
আর, এমনতর এই চলনই ব্রাহ্মী তপ। ৬৫২০।
৫।১।১৯৫৫, রাত ১০-৩০

যেখানে সম্ভ্রম ও সদ্-অনুগতি
যত তিরোহিত,
আসক্তি ও অভিভূতির আধিক্যও সেখানে
তেমনই তত,
শ্রদ্ধা-উৎসারণী সমীহার দূরত্বও
তেমনি কম,
ভোগ-বিহ্বল নৈকট্যও
বাঁধনহারা সেখানে তেমনি। ৬৫২১।
৬।১।১৯৫৫, বেলা ১১-৫

পুরুষই হো'ক
আর নারীই হো'ক,
যে-সমস্ত পাপ বা অপরাধ
তা'দের অভিজাত বংশমর্য্যাদাকে
পরামৃষ্টতায় অবশ ক'রে তোলে,
তা'দের অন্তর্নিহিত অহঙ্কার
সেগুলির দ্বারা অনুরঞ্জিত হ'য়ে
তা'র সমর্থনে
নিজেকে অপরাধশূন্য ভেবে
নিজেকে সমর্থনই ক'রে চলতে থাকে ;
ফলে, তা'দের ঐ অভিজাত বংশমর্য্যাদা-সম্ভূত চরিত্র

কীটদষ্ট হ'য়ে
ব্যক্তিত্বকে বিকৃত ক'রে তুলে থাকে,
আর, ঐ অহং-অনুরঞ্জনা
ঐ অপরাধ বা পাপকে স্বীকার ক'রে
অনুতপ্তও হ'তে চায় না,
তাই, নিরাকৃত হ'য়ে
নিজেকে সৌষ্ঠব-পন্থী ক'রে তুলতে চায় না ;
এমনি ক'রে হীনম্মন্য প্রবৃত্তি-পরামৃষ্ট আসক্তি
গৌরব-গর্ব্বী আত্ম-সমর্থনে
বংশকে হীনপ্রভ ক'রে তুলে চলতে থাকে ;
এমনতর যদি কিছু থাকে,
এখনই তা'র সংশোধন ক'রে চল—
অনুতাপ-অনুবেদনায়
নিজেকে শ্রেয়পন্থী সুনিয়ন্ত্রণে
সার্থক সঙ্গতিসম্পন্ন ক'রে ;
শ্রেয়কে মুখ্য ক'রে
নিজের চিন্তা ও কর্ম্ম যা'-কিছুকে
বিনায়িত ক'রে চ'লো—
বর্দ্ধনার শুভ-অভিযান নিয়ে ;
—তৃপ্তি পাবে তুমি,
তোমার সংস্রবে পরিবেশও
মুক্তি-মলয়ে সঞ্জীবিত হ'য়ে উঠবে ;
ঈশ্বরই পরম উদ্ধাতা,
ধারণ-পালনী পরম সম্বেগ। ৬৫২২।
৬।১।১৯৫৫, সন্ধ্যা ৫-৫৫

যা'কে সক্রিয় তৎপরতায়
আপন ক'রে তুলতে পার নি—
সশ্রদ্ধ বা স্নেহল অনুচর্য্যা নিয়ে,
শ্রেয়-অনুগতিকে মুখ্য ক'রে,—

তা'র ব্যক্তিত্বের সহিত
তুমি সম্বন্ধান্বিতই হ'য়ে ওঠ নি,
আর, সম্বন্ধের দাবী ক'রে
সেই মর্য্যাদার যতই প্রতিষ্ঠা করতে যাবে,—
ঘৃণ্য কটাক্ষে
ঐ চাহিদা তোমাকে
উপেক্ষা ক'রেই চলতে থাকবে। ৬৫২৩।
৭।১।১৯৫৫, রাত ৯-৪৫

যা'দের চাহিদা আছে
কিন্তু তদনুগ কিছু করে না—
যেমন ক'রে চাহিদা পূর্ণ হ'তে পারে,
সমস্যা তাদের কাছে
সমস্যাই হ'য়ে চলতে থাকে নিরন্তর। ৬৫২৪।
৯।১।১৯৫৫, সকাল ৯-৫

করায় আনে পারা,
আর, এই পারগতাই হ'চ্ছে যোগ্যতা,
যেমন পারা, যোগ্যতাও তেমন। ৬৫২৫।
৯।১।১৯৫৫, বেলা ১০-৩৯

সক্রিয় শ্রেয়কেন্দ্রিক পুণ্য মানবতার অভাব,—
অথচ পদে বড়,
জ্ঞান আদর্শহীন—
অথচ পরিকল্পনা বৃহৎ,
আর, শক্তি কম,
কিন্তু বোঝায় ভারি—
যেখানে যেখানে এমনতর,
তা' কিন্তু প্রায়শঃই
বিফলতারই হোম-আহুতি ;

আবার, পুণ্য মানবতা যেখানে
জ্ঞানে, গুণে, কর্ম্ম ও ব্যক্তিত্বে দেদীপ্যমান,—
তা'রা নিজের প্রতিষ্ঠাকে
অন্যের প্রতিষ্ঠাতেই সার্থক ক'রে তোলে,
তাই, তা'রা স্বতঃই সুপ্রতিষ্ঠিত হ'য়ে থাকে
সবারই অন্তরে। ৬৫২৬।
৯।১।১৯৫৫, রাত ৬-৪০

শ্রেয়ই যদি তোমার কাম্য হয়,
আর, শ্রেয় ব'লে যদি কা'কেও
বুঝে থাক,
অচ্যুত আনতিতে
তাঁকে আপনার ক'রে নাও—
সার্থক সর্ব্বসঙ্গতি নিয়ে
হৃদ্য অনুচর্য্যায়,
দুষ্টদৃষ্টিকে দূরে অপসারিত ক'রে ;
—আত্মপ্রসাদ লাভ করবে—
সুখ ও দুঃখের
আত্মবিনায়নী মর্য্যাদার ভিতর-দিয়ে ;
নয়তো, বেফাঁস চলনের
বিকৃত পন্থায় বিপর্য্যস্ত হ'য়ে
ধুক্ষিত বেদনায়
বিদীর্ণ হওয়া ছাড়া
পথই থাকবে না। ৬৫২৭।
১০।১।১৯৫৫, বেলা ১১-৩৫

অসুষ্ঠু বা অসম্ভ্রমাত্মক
অভ্যস্ত বা আসক্ত চালচলন
যখন তুমি দৃঢ়তার সহিত সমর্থন কর,
তা'র সংরক্ষণে চেষ্টাশীল হ'য়ে চল—
উদার নীতির বাহানা ক'রে,—

তখনই বুঝো—
তুমি তা'তে আসক্ত,
আর, ঐ আসক্তির জন্যই
ওকে পরিহার করতে তোমার কষ্ট হয়,
ঐ দৃঢ়তা
কুঞ্চিত ভ্রূকুটিতেই ব'লে দিচ্ছে কিন্তু
তোমার ভবিষ্যৎ ঐ জাহান্নমে। ৬৫২৮।
১০।১।১৯৫৫, রাত ৮-২৫

সাম্রাজ্য স্বর্গের পথে উন্নীত হ'য়ে চলে ততই—
সুকেন্দ্রিক, শ্রেয়নিষ্ঠ, অন্বিত গুণদীপ্ত
অনুচলনী চরিত্রই
যখন থেকে
সৌন্দর্য্যের বিভামণ্ডিত হ'য়ে
প্রত্যেকের কাছে
লোভনীয় হ'য়ে ওঠে যতই। ৬৫২৯।
১১।১।১৯৫৫, সকাল ৮-২০

কা'র কী হ'লো,
সে-কথা বলবার বা ভাববার আগে
ভেবে দেখ—
তোমার কী হ'লো,
আর, তোমার ঐ হওয়ার তালিমে
যদি বল কিছু,
ভাব কিছু,
বা কর কিছু,
তা'তে বরং অনেকখানি লাভবান হবে—
করার অনুপাতিক ;
আরো দেখ—
তোমার কী ক'রে কী হ'লো,
অন্যেরই বা কী ক'রে কী হ'লো,

আর, কেমন ক'রে
কী করার অনুশীলনে
কেমনতর ক'রে
কত কীই বা নিষ্পন্ন ক'রে তুলতে পার,
অনুশীলন-তৎপরতায়
ঐ নিষ্পন্নতাকে মূর্ত্ত ক'রে তোল,
ঐ মূর্ত্ত করা
তোমার ব্যক্তিত্বকেও
তেমনি স্ফূর্ত্ত ক'রে তুলবে। ৬৫৩০।
১১।১।১৯৫৫, রাত ৮-৫০

সুনিষ্ঠ শ্রেয়কেন্দ্রিক হও,
তোমার সমস্ত কর্ম্মই শ্রেয়তপা হ'য়ে উঠুক,
অনুশীলনী শীলচলনে চ'লে
লোকপালী যোগ্যতায়
সুযোগ্য হ'য়ে ওঠ,
অযোগ্যদিগকে যোগ্য ক'রে তোল,
যোগ্যতর যা'রা
তা'দিগকে যোগ্যতম ক'রে তোল,
সুকেন্দ্রিক তৎপরতায়
প্রতিপ্রত্যেকের অন্তরকে
প্রেরণাপ্রবুদ্ধ ক'রে
যোগ্যতার সুপ্রতিষ্ঠ ঋত্বিক হ'য়ে ওঠ ;
নিজে হও,
নিজের পরিবারকে ক'রে তোল,
পরিবেশকেও ঐ তালে
তালিম ক'রে তোল,
এমনি ক'রে অপটুত্ব,
অযোগ্যতা,
দরিদ্রতা ইত্যাদি সব যা'-কিছুকে

একদম বিদায় দিতে থাক,
লোকপোষণ-প্রবৃদ্ধ হ'য়ে
ঐ দীক্ষায় দীক্ষিত ক'রে তোল সবাইকে,
ঐ করার ভিতর-দিয়ে
হ'য়ে ওঠ তুমি,
সবাইকে তেমনতর হইয়ে তোল ;
হওয়া যেখানে স্বতঃ-সিদ্ধ—
পাওয়াও সেখানে স্বতঃ-সিদ্ধ হ'য়ে ওঠে ;
মনে রেখো—
ঐ চলনই তোমাকে
যোগ্যতায় প্রাজ্ঞ ক'রে তুলবে—
মানুষের অন্তরকে অর্জ্জন ক'রে,
মানুষই তোমার পরম ঐশ্বর্য্য হ'য়ে উঠবে,—
ধারণ-পালনী দেদীপ্যমান ক'রে তোমাকে ;
ঈশ্বরই পরম প্রভু,
তিনি ধারণ-পালনের পরম উৎস। ৬৫৩১।
১১।১।১৯৫৫, রাত ৯-৪০

স্বার্থ বা আত্মত্যাগের প্ররোচনা
তোমাকে উস্কে তোলে তখনই—
যখনই তোমার সমস্ত প্রবৃত্তি দিয়ে
সুনিষ্ঠ তৎপরতায়
শ্রদ্ধা-আকুল অনুনয়নে
শ্রেয়কে তৃপ্ত ক'রে
জীবনকে সার্থক ক'রে তোলায়
তৎপর হ'য়ে ওঠ তুমি ;
তখন ঐ শ্রেয়ই
তোমার সত্তার
একমাত্র সুখ-আকর হ'য়ে ওঠেন। ৬৫৩২।
১২।১।১৯৫৫, বেলা ১১-২০

শ্রেয়নিষ্ঠাবিহীন অনিয়ন্ত্রিত ঔদার্য্য
শয়তানেরই ছলদুষ্ট
নারকীয় হাতছানি। ৬৫৩৩।
১২।১।১৯৫৫, সন্ধ্যা ৫-৩০

পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের
মূল ভিত্তিই হ'চ্ছে—
সুপ্রজনন;
তা'কে অবজ্ঞা ক'রে
যাই কর না কেন,
তা' কিন্তু ব্যর্থতার অট্টহাস্য ছাড়া
আর কিছুই নয়। ৬৫৩৪।
১৪।১।১৯৫৫, সকাল ৯-৫০

যা' ভাল নয়,
শুভপ্রসূ নয় যা',
যুক্তি, ন্যায় বা কর্ত্তব্যের বাহানায়
খ্যাতি বা দাম্ভিক গৌরবের প্ররোচনায়
তাত্ত্বিক ফ্যাঁকড়ার অবতারণা ক'রে
তা' করা মানেই
প্রস্বস্তিকে লাঞ্ছিত ক'রে
কুৎসিতকে আবাহন করা,
আসক্তিমুগ্ধ অন্তরের প্রবৃত্তিপ্রবণতায়
নিজেকে উৎসর্গ করা;
তাই, উৎসর্জ্জনী সম্বর্দ্ধনার
উৎসারণস্রোতা যে-প্রবৃত্তি
তা'কে অবজ্ঞা ক'রে
অর্থাৎ সক্রিয় সুনিষ্ঠ শ্রেয়চর্য্যাকে
অবজ্ঞা ক'রে
ক্লিষ্ট শাতনচর্য্যী প্রবৃত্তির
আবাহন করতে যেও না,

—আজই হো'ক, আর কালই হো'ক,
এমন ঠকা ঠকবে
যে, সুপরিবর্ত্তনের সম্ভাবনাই কমে যাবে। ৬৫৩৫।
১৪।১।১৯৫৫, বেলা ১১-৩০

তোমার বাস্তব পরিবেশ
তোমারই শুভ বিনায়নে
যতক্ষণ সাত্ত্বিক সার্থকতায়
সক্রিয় সঙ্গতি নিয়ে
ইষ্টার্থে উৎসর্গীকৃত হ'য়ে
স্থূল-সূক্ষ্মের অন্বিত চলনে না চলল—
বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের সুষ্ঠু নিবন্ধনে,
ব্যাপ্তির বিরামহীন অবাধ গমনে,
চেতন দীপনায়,—
তোমার সন্ন্যাস
তখনও সার্থক হ'য়ে উঠলো না ;
আর, সন্ন্যাস মানে
সম্যকপ্রকারে ন্যস্ত হওয়া—
ইষ্টে,
ঈশ্বরে,
অচ্যুত আনতি-অনুক্রিয়ায়। ৬৫৩৬।
১৫।১।১৯৫৫, সকাল ১০টা

সৎসঙ্গ কর্ম্মিগণের প্রতি পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর কথিত নির্দ্দেশাবলী।

বেশ ক'রে আলোচনা কর, তোমরা প্রতি-প্রত্যেকে কী ছিলে, কেমন ক'রে কী হ'লে, আরও কত কী হবার সম্ভাবনা তোমাদের ভিতর উঁকি মারছে, তা' সক্রিয় অনুশীলনের ভিতর দিয়ে জীবনে কত শীঘ্র কতখানি বাস্তবায়িত ক'রে তুলতে পারা যায়—আরোর দিকে কী চলনে।

১। শ্রদ্ধোচ্ছল ইষ্টানুরাগ-অন্বিত হ'য়ে বিহিতভাবে সদাচার-সমূহ পালনের সহিত যাজন ও ইষ্টভৃতি-পরায়ণ হ'য়ে জপ-ধ্যানাদি নিত্য নিয়মিতভাবে পালন ক'রে আত্মনিয়ন্ত্রণই হ'চ্ছে আমাদের ব্যক্তিত্ব ও কর্ম্মশক্তি উদ্বোধনার আলম্বন-ভিত্তি। তাই, আমাদের প্রধান ও মুখ্য করণীয়ই হচ্ছে—দীক্ষিতের সংখ্যা সর্ব্বতোভাবে দ্রুত বৃদ্ধিপর ক'রে তোলা, তা'তে বাড়বে আত্মোন্নতি, পারস্পরিক সংহতি, অনুবেদনা ও সম্বর্দ্ধনী চলন, আর বাড়বে আশ্রয়, সাহস ও পরাক্রমী বোধনা।

২। দৈনন্দিন ক্রমবৃদ্ধিপর পরিচর্য্যায় চাই আমাদের ঐ ইষ্টভৃতি-নিবেদন, যা' দিয়ে তোমাদের প্রেষ্ঠ যিনি, তিনি ইচ্ছানুক্রমে যেখানে তাঁর যেমন প্রয়োজন, তা' করতে পারেন, এই অব-দানের ভিতর দিয়ে তাঁকে যতই অবাধ ক'রে তুলতে পারবে, তোমাদের সম্বর্দ্ধনী গতি ততই অবাধ হ'য়ে উঠবে—অনুসরণের ভিতর দিয়ে যোগ্যতায় উদ্ভিন্ন হ'য়ে—ব্যক্তিত্বের সুকেন্দ্রিক পরিপুষ্টিতে, আরও চাই প্রতিমাসে ঐ ইষ্টভৃতির অনুগ-অবদান-ভ্রাতৃভোজ্য, ভূতভোজ্য ও সংগঠনীর যথাযথ নিবেদন, যা'তে ইষ্টভ্রাতা ও পরিবেশের যথাসাধ্য সম্পোষণায় তা'রা জীবন ধারণ ক'রে, সুকেন্দ্রিক তৎপরতায় যোগ্যতার অনুশীলনে উপযুক্ত হ'য়ে, আত্মনির্ভরশীল হ'য়ে অন্য অপটুকে সমবেত অনুচর্য্যায় পটু ক'রে উদ্‌গতি-সম্পন্ন ক'রে তুলতে পারে।

৩। তৃতীয়তঃ হ'চ্ছে স্বস্ত্যয়নী-ব্রত পালন। অর্ঘ্য-অবদানের সহিত আমরা যা'তে সর্ব্বতোভাবে ভাল থাকতে পারি এর পাঁচটি নীতির পরিচর্য্যার ভিতর দিয়ে—বাস্তব স্বস্তিতে, আমাদের অস্তিত্ব তেমনি ক'রে তোলা ঃ—সংরক্ষণায়, সম্পোষণায়, সম্পূরণায়।

৪। তারপরই হ'চ্ছে যে যেমনতর পারে কৃষ্টিবান্ধব বা কৃষ্টি-প্রহরী অনুচর্য্যা করা, যে অনুনয়নের ভিতর-দিয়ে আমরা প্রতিপ্রত্যেকে জীবনবৃদ্ধিদ কৃষ্টিতে সংকর্ষিত হ'য়ে আরো-তর উদ্‌গতিসম্পন্ন হ'য়ে উঠতে পারি,—তা'র জন্য যেখানে যেমনতর করা প্রয়োজন, তা' যেন করি।

৫। আরও কথা হ'চ্ছে—ঋত্বিকী-অর্ঘ্য অবদান—যা'র যেমনতর সম্ভব। যাঁ'রা তৃপ্তি ও আত্মপ্রসাদ লাভ করেন, তাঁ'রা যদি এই ঋত্বিকী ক'রে ঋত্বিকদের ভার গ্রহণ করেন, তবে এই যজমানদের পালন ও বর্দ্ধন করাই ঋত্বিকদের উপজীবিকা হ'য়ে উঠবে। এই সংখ্যা যত বৃদ্ধিলাভ করবে, ততই ধৃতি-পোষণ-প্রদীপ্ত হবে তা'দের এই যজমান। যাজন ও অনু-চর্য্যার ভিতর দিয়ে তা'দের যতই অন্তঃ ও বহিঃ-সঙ্গতি-শালিন্যে সর্ব্বতোমুখী উন্নতিপর ক'রে তুলতে পারবে, আত্মপোষণও ততই সমৃদ্ধ হ'য়ে উঠবে। তাই যজমানের জীবনই হ'চ্ছে ঋত্বিকের পক্ষে সরাসরি স্বার্থ।

৬। তা' ছাড়া আরও বলি, নিজেদের হৃদয়-উৎসারী অবদান—যেই হো'ক না কেন—যদি কেউ কিছু দিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করেন, তা' এককালীনই হো'ক, ইচ্ছামত যখনই হো'ক, অর্থ, জমি-জায়গা, যাই হো'ক না কেন, সেগুলি সংগ্রহ ক'রে যা'তে আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির অন্বিত অনুচর্য্যায় লোকবর্দ্ধনায় নিয়োজিত হয়, তা' ক'রে চলা।

৭। আর চাই দীক্ষোত্তর যজন-অনুশীলনী যাজন—যা'র ভিতর দিয়ে প্রতিটি দীক্ষিত সক্রিয়ভাবে আত্ম ও পর-নিয়মনে অকাট্য হ'য়ে ওঠে।

৮। তা'র সাথে, প্রত্যেক ঋত্বিক পারস্পরিক সহযোগিতা-সম্পন্ন হ'য়ে প্রত্যেকের স্বার্থে প্রত্যেকে স্বার্থান্বিত হ'য়ে সৌহার্দ্দ্য-সম্প্রীতি-উচ্ছল ক'রে চলাই ইষ্টকর্ম্মনিরতির প্রথম ও প্রধান উৎস, যা'র ফলে, অস্তিবৃদ্ধিকে প্রতিটি পদক্ষেপের ভিতর-দিয়ে নিয়মন ক'রে জীবনকে উপভোগ করতে পারা যায়—বলে, ভরসায়, বিক্রমে—কর্ম্মনিরতির অদম্য উৎসাহে।

৯। সৎসঙ্গের যে-কোন ব্যাপারই করি না কেন, তা' ঋত্বিক, অধ্বর্য্যু ও যাজকেরা ব্যক্তিগত আত্মোৎসর্গী অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে নিজেরা করলে, তা'দের সে ভাব ও দৃষ্টান্ত সকলের ভিতর সঞ্চারিত হ'য়ে সকলকে কৃতী ও সমর্থ ক'রে তুলবে—হৃদ্য, প্রীতিপূর্ণ উদ্বর্দ্ধনী ও উদ্বর্ত্তী আহরণের ভিতর-দিয়ে।

১০। ফল কথা, বর্দ্ধনার পথে যা' কিছু এখনও করতে পারা যায় নি ব্যক্তিগতভাবে—তা' বহির্জগতেই হো'ক, আর অন্তর্জগ-তেই হো'ক, বৈধী সুনিয়মনায় সেগুলিকে যথোপযুক্তভাবে ক'রে তোলাই আমাদের জীবন-সম্বেগ হ'য়ে উঠুক।

এইগুলি প্রত্যেক ঋত্বিক, অধ্বর্য্যু ও যাজকের অন্তঃ-করণে স্বতঃ-সন্দীপ্ত প্রদীপনায় এমন ক'রে গেঁথে তুলতে হবে, যা'তে তা'দের স্বাভাবিক চলনের মধ্যে আদর্শ, সত্তা, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির অনুবেদনী সম্বেগ স্বতঃ-জাগ্রত হ'য়ে থাকে, যা'তে প্রতি মুহূর্ত্তে তা'রা কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে এগুলিকে মূর্ত্ত ক'রে তুলতে পারে।

এই হ'চ্ছে মোক্‌তা কথা, আমাদের সর্ব্বসম্বেগ নিয়ে এই কর্ম্মগুলিকে যতই সিদ্ধ ক'রে তুলতে পারব, ততই পরাক্রমী চলনে অগ্রগতির দিকে এগিয়ে চলব—নিরন্তর চারিত্রিক বিভা বিকীরণ ক'রে।

২০শে বৈশাখ, ১৩৬১।

তোমার সুকেন্দ্রিক আচার, ব্যবহার
বাক্য, চালচলনের ভিতর-দিয়ে
মানুষকে উদ্বোধনায় উদ্দীপ্ত ক'রে তোল—
যেমনতর কর্ম্মে নিয়োজিত হতে হবে
তদনুপাতিক ক'রে,
তোমার সহানুধ্যায়ীদের সহিত
পারস্পরিক অনুবেদনী অনুচর্য্যা নিয়ে
বোধবেদনী ঐকতানিক অনুনয়নে ;
তোমার বাক্য, ব্যবহার ও ভঙ্গী
এমনতর হৃদ্য ক'রে তোল,
যা' প্রতি-প্রত্যেকের স্নায়ুতন্ত্রীকে
আলোড়িত ক'রে
উদ্দীপ্ত, উদ্বুদ্ধ অনুপ্রেরণায়
সকলকেই সুষ্ঠু সম্বেগে
উদ্দাম অভিদীপনী ক'রে তোলে ;
আর, এই উদ্বোধনায়
উদ্দীপ্ত ক'রে তুলে
তা'কে কর্ম্মসম্পাদনায়
নাছোড়বান্দা ক'রে তোল—
নিজেও সক্রিয় নাছোড়বান্দা হ'য়ে ;
আর, এই নাছোড়বান্দা করতে
যতখানি প্রেরণা দরকার,
তা' দিতে
এতটুকুও অলস হ'য়ো না,
এই অলসতা কিন্তু
মানুষের অন্তর-উদ্দীপনাকেও
মন্থর ক'রে তোলে,
আর, এই মন্থরতাই বিলম্বের কারণ
বা নিষ্পন্নতার অন্তরায় ;
ঐ উদ্বোধনী উদ্দীপনায়
তা'দিগকে যদি

ক্রিয়ানিরত প্রেরণাপ্রদীপ্ত
ক'রে চলতে থাক—
নিরবচ্ছিন্নভাবে—
যতক্ষণ না তা' সম্পূর্ণভাবে
নিষ্পন্ন ক'রে তুলতে পারছ—
এমনতরভাবে,
যা'তে তোমার ও তা'দের কা'রও ভেতর
অবসাদ না আসতে পারে,—
তাহ'লে দেখবে—
যা'রা তোমাতে অনুপ্রাণিত হ'য়ে উঠেছে,
তা'রা নিষ্পাদনের শুভ-নিয়োজনে
নিজেদের নিরত রেখে
যোগ্যতায় আরূঢ় হ'য়ে চলছে ;
অমনতর বাক্য, ব্যবহার
ও অবিরাম সুকেন্দ্রিক অনুচলনে
নিজে উদ্দীপ্ত হ'য়ে ওঠ,
অন্যকেও ওঠাও—
ত্বরিত আপূরণী তৎপরতায় ;
দেখো—
তোমার ঐ শুভপ্রেরণাযুক্ত সংহতি
মন্ত্রপূত হ'য়ে
নিষ্পন্নতায় উদ্‌যাপিত হ'য়ে উঠবে—
প্রতিপ্রত্যেকের অন্তরকে
যোগ্যতার শুভ-সিংহাসনে
অধিষ্ঠিত ক'রে ;
আর, এমনি ক'রেই
ধারণ-পালনী সম্বেগ
নিষ্পন্নতায় মূর্ত্ত হ'য়ে উঠবে,
ঈশী-আশিস্‌
জেগে উঠবে তোমাতে

ও তোমার পরিবেশে—
সংহতির সাবুদ চলন নিয়ে। ৬৫৩৭।
১৭।১।১৯৫৫, সন্ধ্যা ৬-১৫

পূর্ব্ব-পাকিস্তানে পাকুটিয়া শাখা-সৎসঙ্গ উৎসব উপলক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুরের আশীর্ব্বাণী

মনে রেখো—ঈশ্বর এক,
ধর্ম্ম এক ও অদ্বিতীয়,
তাঁর সৃষ্টিও
বহু হ'লেও
প্রত্যেকে এক—অদ্বিতীয় ;
এই একত্বই যেন বলে দেয়—
তুমি এক অদ্বিতীয়ের উপাসক,
আর, প্রতিটি জীবন
তাঁরই আশিসধারা,
আর, এই ধারার উৎস তিনিই,
তাই, প্রত্যেকেই জীবনের উপাসক,
সদাচার-অনুষ্ঠানের ভিতর-দিয়ে
ঈশ্বর-অনুবোধনায়
তোমার এই চলনই হ'লো পুণ্যচলন ;
প্রতিটি সত্তাকে
সেই উৎসেরই আশিসধারা
বিবেচনা ক'রে
অনুচর্য্যা-নিরত হ'য়ে চলবে—
বৈশিষ্ট্যানুপাতিক তৎপরতায় ;
ভেবো—
এতে তাঁরই অনুচর্য্যা করা হ'চ্ছে,

উপাসনা করা হ'চ্ছে—
সাত্ত্বিক অনুবোধনায় ;
এই সত্তার বিরোধী যা'—
এই সত্তাকে ব্যাহত করে যা'—
তা'ই পাপ,
তাই, পাপকে পরিহার ক'রে
যতই পাপীকে
পুণ্যে প্রভাবিত ক'রে তুলতে পারবে,
পুণ্যকে উদ্বর্দ্ধনশীল ক'রে তুলতে পারবে,—
ঐ প্রভাবন-প্রেরণাই
বুঝে নিও তাঁ'রই উপাসনা ;
তুমিও যেমন আছ,
অন্যেও তেমনি আছে,
জীবন থাকতেই চায়—
সংস্থিত হ'য়ে,
বাড়তেই চায়
অনন্তের পথে,
ঈশ্বরকে উপভোগ করতে করতে ;
—এই ঐশীভোগদীপ্ত অনুচলনই
জীবন-লীলা,
তাই, তোমার কেউ ঘৃণ্য নেই,
অবজ্ঞা করবার নেই ;
অসৎ-নিরোধী তৎপরতায়
পাপকে পরিহার ক'রে
পুণ্যের দিকে যত এগিয়ে চলবে,
সেই আলোকে যত জীবনকে
আলোকিত ক'রে তুলবে,—
ঐ লোকদীপনাই তোমাকে
ঈশ্বরের অর্ঘ্য ক'রে তুলবে ;
প্রতিটি জীবনকে সুখে রাখ,
স্বস্তি-সম্বর্দ্ধনায় অব্যর্থ ক'রে তোল,

স্বতঃ-স্বস্থ ক'রে তোল,
আর, অনুভব কর স্মিতদীপনায়—
ঈশ্বরের কৃপালু অনুপ্রেরণাকে,
যা' জীবনকে সুকেন্দ্রিক তৎপরতায়
স্ফুরণ ক'রে তুলছে—
অবিরল নিরন্তর অভিদীপনায় ;
তুমি স্বস্তি উপভোগ কর,
সুখে থাক,
প্রতিপ্রত্যেককে স্বস্তির অধিকারী ক'রে তোল,
সুখের অধিকারী ক'রে তোল ;
আর, এই অন্বিত অর্ঘ্য
ঈশ্বরে অর্ঘ্যান্বিত হ'য়ে উঠুক,
ঈশ্বরের কৃপা
জীবন-স্পন্দনার ভিতর-দিয়ে
ব'লে উঠুক—
লোকজীবন !
সংহত হও,
স্বস্তি-লাভ কর,
সম্বর্দ্ধনার দিকে এগিয়ে চল । ৬৫৩৮ ।
১৯।১।১৯৫৫, সন্ধ্যা ৬-২৫

তোমার স্বামী এক-পত্নীকই হো'ন
আর বহু-পত্নীকই হো'ন,
তুমি তাঁ'র অনুগতিসম্পন্ন
ও অনুচর্য্যাপরায়ণ হ'য়ে
যেমনতরভাবে
যে-দিক দিয়ে
তাঁ'র মনোজ্ঞ হ'য়ে উঠবে,
ও তাঁ'র প্রতি তোমার আনতি
যেমনতর গজিয়ে উঠবে—
স্বতঃ-অনুনয়নে,

তোমার সন্তান-সন্ততিও
তেমনতর প্রভাবে
প্রভাবান্বিত হ'য়ে উঠতে থাকবে,
আর, তুমি তেমনতর সন্তানেরই
জননী হ'য়ে উঠবে ;
আর, তোমরা প্রত্যেকে পরস্পরকে
আপনার ক'রে নিয়ে
স্ববৈশিষ্ট্যে অটুট থেকে
সার্থক সঙ্গতিশীল
সমবেদনী অনুচর্য্যায়
যতই স্বামীতে সংহত হ'তে থাকবে,
তোমাদের সন্তান-সন্ততিও
তেমনতর সঙ্গতিশীল হ'য়ে
বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের
সার্থক বিন্যাস-বিভূতিতে
বিভূষিত হ'য়ে
তোমাদিগকে অনুরঞ্জিত ক'রে তুলবে ;
তাই, মনে রেখো—
স্বামীর প্রতি তোমাদের আরতি যেমনতর,
ও তাঁ'র মনোজ্ঞ হ'য়ে উঠেছ
যে-দিক দিয়ে
যেমনতরভাবে,
তোমরা তদ্‌বৈশিষ্ট্যেরই
শুভসুন্দর জাতকের জননীত্ব লাভ করবে ;
একজন পুরুষ বহু পত্নীকে
বহু রকমে ভালবাসতে পারে,
কিন্তু সবাইকে এক রকমে
ভালবাসতে পারে না কখনও ;
আর, প্রত্যেককে তা'র মত ভালবাসাই
সকলকে সমান ভালবাসা,
সমান কথার মানে

বৈশিষ্ট্যানুপাতিক ওজন-সমন্বিত,
ফল কথা, বহু স্ত্রীর মধ্যে যে যেমন মনোজ্ঞ,
স্বামীর প্রীতিও
তা'কে তেমনি অভিষিক্ত ক'রে তোলে। ৬৫৩৯।
১৯।১।১৯৫৫, রাত ৯-৩০

যে-স্ত্রী
অন্তরস্পর্শী-স্বামী-অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
বা বেদরদী চলনায়
স্বামীকে যতখানি মুক্ত বা ব্যাহত করে,
যতখানি আপনার ক'রে নেয়,
নিজের সাথে একায়িত ক'রে তোলে,
কিংবা বিচ্ছিন্নতা বা বিভেদ সৃষ্টি ক'রে চলে,
তৃপ্তি বা অতৃপ্তির কারণ হ'য়ে ওঠে,
সে তা'র তেমনতরই
মনোজ্ঞ বা বিরাগভাজন হ'য়ে ওঠে,
আর, তা'র সন্তান-সন্ততিও
তেমনতর হ'য়ে থাকে প্রায়শঃ। ৬৫৪০।
১৯।১।১৯৫৫, রাত ৯-৪৫

মনে রেখো—
ঈশ্বর সবারই সমান,
তা'র মানেই হ'চ্ছে—
যা'র যেমন ওজন,
তিনি তা'তে তেমনই। ৬৫৪১।
২০।১।১৯৫৫, রাত ৬-৪৫

যাঁকে তোমার শ্রেয়, প্রিয় বা স্বামী ব'লে
অভিহিত ক'রে থাক,
বা কথায়-কায়দায় জানিয়ে থাক,

অথচ যেমন চলন,
যেমন করণ
তাঁর পছন্দ বা মনঃপূত,
তা' তোমার পছন্দ হ'য়ে উঠছে না,
বা মনঃপূত ক'রে তুলতে পারছ না,
বা দুষ্ট রঙ্গিল ধারণায়
তাঁকে পরিমাপ ক'রে চলছ,
তাঁকে শ্রেয় বা প্রিয় ব'লে
অভিহিত করা কিন্তু
ভণ্ডামি তোমার,
বৃত্তির চাহিদা-পূরণই
তোমার প্রিয় সেখানে,
প্রীতি তোমার
তাঁর ব্যক্তিত্বে নিবন্ধ নয়কো,
কারণ, প্রীতিতে থাকে আনতি,
আর, আনতি আনে আত্মনিয়মন,
শুভ-সন্দীপন—
স্বতঃ-প্রণোদনায়,
তাই, অমনতর ভণ্ডামি
পণ্ডতাকেই পাইয়ে দেয় । ৬৫৪২ ।
২০।১।১৯৫৫, রাত ৭-৫

অপঘাতী নৈতিক ঔদার্য্য,
সংকীর্ণতা বা প্রণয়—
কামবিকৃতির একটা রূপ । ৬৫৪৩ ।
১২।১।১৯৫৫, রাত ৭-৪০

আমাদের গন্তব্য হ'লো ঈশ্বরপ্রাপ্তি,
ধারণ-পালনী সম্বেগ-সিদ্ধ ব্যক্তিত্ব,
তা'র উপায় হ'চ্ছে আচার্য্যে সক্রিয় অনুরতি,
তা'র থেকে আসে—

আত্মনিয়ন্ত্রণ,
পরিবার-নিয়ন্ত্রণ,
সমাজ-নিয়ন্ত্রণ,
রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রণ,
আর, এই রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রণের ভিতর-দিয়ে
সারা বিশ্বের সঙ্গে যোগসূত্র রচনা ক'রে
সবটা নিয়ে বিবর্দ্ধনের দিকে এগিয়ে চলা,
আর, এই সবগুলিকে
সার্থক ক'রে তোলা ঈশ্বরে ;
আর, প্রাপ্তির পরমবেদনা এইই। ৬৫৪৪।
২২।১।১৯৫৫, রাত ১০-১৫

কোথাও তা' বলতে যেও না,
যা' বললে
ব্যষ্টিগতভাবেই হো'ক
আর সমষ্টিগতভাবেই হো'ক,
মানুষ ক্ষুব্ধ হ'য়ে ওঠে,
অসৎ-সন্দীপী অহঙ্কার-আক্রুদ্ধ হ'য়ে ওঠে ;
ইষ্টানুগ অনুনয়নে
তাই ব'লো,
আর, তেমনিই চ'লো—
যা'তে মানুষ প্রীতি-সন্দীপনায়
তোমার বাক্য-ব্যবহারে বিনায়িত হ'য়ে
বান্ধবমনা হ'য়ে ওঠে,
আর, তাই কিন্তু সৎ—ন্যায়,
আর, যা'তে মানুষ অন্যায্য পন্থায়
উত্তেজিত হ'য়ে ওঠে,—
তা' কিন্তু অন্যায়—অসৎ-সন্দীপী ;
ন্যায় মানে যা' নিয়ে যায়,
চালিত করে ;

তোমার বাক্য, ব্যবহার ও যুক্তি-পরিচালনা
যদি অসৎ-সন্দীপী হয়,—
তা' কিন্তু অসৎ-গতিসম্পন্ন,
সৎ বা শুভে নিয়ন্ত্রিত করে যা',—
তাইই সৎ-নিয়মনী
বা সৎ-গতিসম্পন্ন। ৬৫৪৫।
২৪।১।১৯৫৫, সকাল ১০-৫

তুমি যদি কাউকে
তা'র বিশেষত্ব নিয়ে
আপনার ক'রে নিতে না জান
বা না পার,
সে তোমাকে যতই আপনার
করুক না কেন,—
তুমি তা' অনুভব করবে কম,
বুঝতে পারবে কম। ৬৫৪৬।
২৪।১।১৯৫৫, দুপুর ১২-১০

সত্য বল,
কিন্তু সংক্ষুব্ধ ক'রে তুলো না,
আবার, কেউ সংক্ষুব্ধ না হয়
এমনতর কুশলকৌশলী হ'য়ে চল,
তাই ব'লে সত্যকে
অর্থাৎ সত্তাপোষণী যা' তা'কে
বিদায় দিতে যেও না। ৬৫৪৭।
২৪।১।১৯৫৫, দুপুর ১২-১৫

মানুষ যদি ইতস্ততঃ ভঙ্গীতে
ভাল কথাও বলে,
সন্দেহ ক'রো
তা'র অন্তরের অন্তরালে

কোনপ্রকার মন্দ উদ্দেশ্য নিহিত আছে,
সরাসরিভাবে সে তোমার বিশ্বস্ত
নাও হ'তে পারে। ৬৫৪৮।
২৯।১।১৯৫৫, রাত ৬-৫৫

প্রিয়র কথা বল—মাঙ্গলিক নন্দনায়,
তেমনটি কর—তেমনি চল,
আর, পরস্পর পরস্পরকে উপভোগ কর। ৬৫৪৯।
৩০।১।১৯৫৫, রাত ১১-২১

তোমার তাত্ত্বিক তথ্য কী,
তোমার এই যান্ত্রিক জীবন
কী বোধনার অনুপ্রেরণায়
তুমিত্বে অভিব্যক্তিলাভ করেছে,
তা'র তান্ত্রিক তাৎপর্য্যই বা কী
কেমনতর,
আবার, এই যন্ত্রই বা
কী উপাদান ও উপকরণের
সমবেত সার্থকতায়
সংবিধায়িত হ'য়ে উঠলো,
বৈশিষ্ট্যের বিশাসিত অনুশাসনে
তুমি এমনতর রূপায়িত হ'লে কি ক'রে,
কত কেনকে
কী অর্থে অর্থান্বিত ক'রে
তোমার স্বার্থের অভিব্যক্তি
কেমনতর হয়েছে,
এই যন্ত্রায়িত তান্ত্রিকতা
তুমিত্বে সমাসীন হ'য়ে
পরিবেশ ও পরিস্থিতির সংঘাতগুলিকে
কেমনতর বিনায়িত ক'রে নিয়ে,

তোমার সমগ্র সাত্ত্বিক অভিব্যক্তিকে
কেমন ক'রে
সংরক্ষিত ক'রে চলেছে,
জীবনের প্রয়োজনগুলিকে
আহরণ ক'রে
সত্তাপোষণী পরিপূরণায়
নিজেকে সম্বর্দ্ধিত ক'রে চলেছে,
আর, এই সম্পোষণ, সংরক্ষণ ও সম্পূরণী সম্বেগকে
সক্রিয় ক'রে
সম্বর্দ্ধনায় সংস্থিতি লাভ করতে
তোমার কী কী প্রয়োজন,
আর, তা' সংগ্রহ করতেই বা হবে কি ক'রে,
—এগুলির মোটামুটি একটা দাঁড়া
ঠিক ক'রে,
পার তো আগে নিজেকে বুঝে ফেল,
বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কোলে
অবশায়িত হ'য়ে
প্রত্যেকেই তা'র মত—
প্রয়োজনে, পরিরক্ষণে, পরিপোষণে
ও আপূরণী তৎপরতায় ;
যা'-কিছুকে তোমার জীবনীয় ক'রে
ব্যবহার করতে হ'লে,
তা'দের প্রতি তোমার কেমনতর হওয়া উচিত,
কীই বা করা উচিত—
সেগুলি নির্দ্ধারণ ক'রে চলতে হবে ;
এই সাত্ত্বিক সংহতি
কেন্দ্রায়িত অনুচলনে
যেমনতর মূর্ত্ত হ'য়ে উঠেছে তোমাতে,
তুমিও তোমার অন্তঃস্থিত যোগাবেগ নিয়ে
অমনতর সক্রিয়ভাবে
কেন্দ্রায়িত হ'য়ে উঠেছ ;

পরিবার ও পরিবেশের প্রত্যেকটি ব্যষ্টিকে
অমনতর উদ্দাম ক'রে তোল,
তা'রাও তোমাতে সংহত হ'য়ে উঠুক,
কেন্দ্রায়িত হ'য়ে উঠুক—
সত্তাপোষণী তান্ত্রিকতা নিয়ে
আদর্শনিষ্ঠ অনুপ্রাণনায় ;
এমনতর ক'রে সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে ওঠ—
শুভ-সুন্দরে,
সার্থক অন্বিত সঙ্গতি নিয়ে,
অমৃত জীবনের অধিকারী হও,
আর, সবাইকে
ঐ অমৃত-সন্দীপী ক'রে তোল,
তোমার ঐ অমরার
অমৃতনিষ্যন্দী ব্যক্তিত্বের প্রভাবে
স্বস্তির শুভ-নিষ্ঠায়
দেদীপ্যমান হ'য়ে উঠুক প্রত্যেকেই। ৬৫৫০।
৩১।১।১৯৫৫, সকাল ৯-৪০

সার্থক সুকেন্দ্রিক প্রীতিপোষণী করণীয়ই
কর্ত্তব্য। ৬৫৫১।
২।২।১৯৫৫, সকাল ৮টা

দেশ কাল ও পাত্রের
বৈশিষ্ট্যানুপাতিক অনুনয়নে
যেখানে যেমনতর প্রয়োজন
তেমনতরভাবে
কথায় ও কাজে
তোমাদের সবারই
যদি একসুর না বাজে,
সেই তালের তালিমী চলন নিয়ে
যদি না চল,

তাহ'লে যে-প্রেরণায়
মানুষকে অনুপ্রেরিত ক'রে তুলতে যাচ্ছ—
যে-অভিযান নিয়ে,
তা'র অনুরণন ব্যাহত হ'য়ে উঠবে,
তা'রা বিচ্ছিন্নতায় বেতালিম হ'য়ে চলবে,
ফলে, সক্রিয় সংহতি সৃষ্টি হ'তে
অনেকখানি ব্যতিক্রম এসে দাঁড়াবে,
অভিযান সময়মাফিক
সাফল্যমণ্ডিত হ'য়ে উঠবে না তোমাদের,
অনুচর্য্যাবিহীন শ্রম
চকিত ব্যতিক্রমে
বিপর্য্যয়েরই উপঢৌকন লাভ ক'রে
নিষ্পন্নতার প্রসাদ হ'তে
তোমাদিগকে বঞ্চিত ক'রে তুলবে ;
তাই যেন মনে থাকে
সেই বেদগাথা—
"সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবো মনাংসি জানতাম্
দেবা ভাগং যথা পূর্ব্বে সংজানানা উপাসতে।
....
সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানং মনঃ
সহচিত্তমেষাম্
সমানং মন্ত্রমভিমন্ত্রয়ে বঃ সমানেন বো
হবিষা জুহোমি।" ৬৫৫২।
২।২।১৯৫৫, সকাল ৯টা

পাওয়া মানেই উপযোগী হ'য়ে ওঠা,
অনুশীলনে অভ্যস্ত হ'য়ে ওঠা,
স্বতঃ হ'য়ে ওঠা—
বাক্যে, ব্যবহারে, কর্ম্মানুচর্য্যায়,
বোধবিনায়িত দূরদৃষ্টি নিয়ে,
ধৃতিমুখর সংরক্ষণী অভিযানে,

ব্যক্তিত্বে,
চারিত্রিক অভিদীপনায়,
যা'র ফলে, তোমার পাওয়াই
অন্যের স্বার্থ হ'য়ে ওঠে ;
এমনতর অনুবেদনী অনুকম্পা নিয়ে
মানুষের স্বার্থকে
তোমার ব্যক্তিত্বে অর্থান্বিত ক'রে তোল—
সুকেন্দ্রিক আত্মনিয়মনী অনুধ্যায়িতা নিয়ে ;
সব করলে,
কিন্তু এগুলি তোমার চরিত্রে নেই কো,
তোমার ব্যক্তিত্বে
এগুলি
দীপালী-সজ্জায় সুসজ্জিত হ'য়ে ওঠে নি-কো,
তুমি ভাবছ হ'লে,
কিন্তু হ'য়েও পেলে নাকো,
—এ তোমার ব্যক্তিত্বের সাথেই
তোমার ভাঁওতাবাজী মাত্র ;
হ'য়ে ওঠ,
পাওয়া স্বতঃ হ'য়ে উঠুক তোমাতে,
যে-চাহিদাই থাকুক না তোমার,—
এই হওয়াই কিন্তু পাওয়ার পথ। ৬৫৫৩।
২।২।১৯৫৫, সকাল ১০টা

যে বা যা'রা শ্রেয়নিষ্ঠ নয়,
কোন এক শ্রেয়ে সুনিবন্ধ নয়,
সক্রিয় অনুচর্য্যা-নিরত নয়—
অবাধ্য রাগ-আনতি নিয়ে,
সে-চরিত্র বিশ্বস্ত হয় খুব কমই ;
কিন্তু একনিষ্ঠ রাগ-আনতি
অজ্ঞাতসারেই
মানুষকে এমনতর নিয়ন্ত্রিত ক'রে তোলে,

যা'র ফলে
সক্রিয় অনুদীপনায়
তা'র আত্মনিয়মন কিছু-না-কিছু
হ'য়েই থাকে,
তাই, সে শুভ-অশুভকেও
কিছু-না-কিছু বুঝতে পারে ;
এই আনতি আবার যদি
সক্রিয় না হয়,—
তবে তা'র বোধিদীপনা ও ব্যক্তিত্ব কিন্তু
বিনায়িত হ'য়ে ওঠে না ;
তাই, সক্রিয় শ্রেয়নিষ্ঠ অনুরাগ-সম্পন্ন
কোন লোক যদি
দুষ্ট চরিত্রও হয়,—
তা'তে বরং আস্থা রাখা যায়,
কিন্তু অমনতর বিদ্বান ভাবালু সাধুর উপরও
আস্থা রাখা কঠিন,
কারণ, সে শ্রেয়স্বার্থান্বিত নয়কো,
তা' নয় ব'লেই
তা'র প্রবৃত্তিগুলিও
ঐরকম নিয়ন্ত্রিত নয়কো—
হৃদ্য অনুবেদনা নিয়ে। ৬৫৫৪।
২।২।১৯৫৫, বেলা ১১-১৫

শ্রেয়নিষ্ঠ হও—
নিবিড় তঁদনুচর্য্যী অনুক্রিয় উন্মাদনায়,
সন্তুষ্ট থাক,
তোমার হৃদয়
ঐ শ্রেয়সর্ব্বস্ব হ'য়ে
হৃদ্য আনত-নিরতির অনুচর্য্যায়
উৎফুল্ল হ'য়ে চলতে থাকুক—
ক্লেশসুখপ্রিয়তার আমোদরঞ্জনায় ;

মানুষের সুখে সুখী হ'তে চেষ্টা কর,
দরদে দরদী হও,
সম্ভ্রমাত্মক দূরত্ব বজায় রেখে
যেখানে যেমনতর অনুচর্য্যা করণীয়
তা' করতে একটুও পেছ-পাও হ'য়ো না—
তোমার পক্ষে যেমনতর শোভন
তেমনি ক'রেই ;
লোকের কাছে নিয়েই
খুশী হ'তে চেষ্টা ক'রো না,
বরং দিয়ে খুশী হ'তে চেষ্টা কর,
তা'র পাওয়ার তৃপ্তি
তোমাতে সুদীপ্ত হ'য়ে
নন্দনার আভা বিকীরণ করুক ;
মান চেও না,
মান দিও,
তোমার ভাবভঙ্গী, কথাবার্ত্তা, চলন-ফেরন
যেন অভিমানশূন্য বিনীত হয়,
যা'রা অপ্রীতিকর তোমার কাছে
তা'দের প্রতিও
বিরাগ-বিক্ষুব্ধ ব্যবহার ক'রো না,
আর, যা'রা তোমার কাছে প্রীতিকর,—
তা'দের প্রতি
বিনীত আপ্যায়নী ব্যবহার নিয়ে চ'লো,
কাজকর্ম্ম যা'-কিছু কর না কেন,
তা' যেন সুব্যবস্থ বিনায়িত হয়—
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে ;
তোমার শিক্ষা, দীক্ষা,
বুদ্ধি, বিবেচনা, রাগ-আনতি
মানুষের অন্তরে
এমনতর প্রেরণার উদ্বোধনা সৃষ্টি করুক,
যা'তে তা'রা প্রত্যেকে

তোমাকে জীবনীয় ব'লে অনুভব করে,
কৃতি-প্রেরণায় বিভূষিত হ'য়ে ওঠে,
যোগ্যতায় জীয়ন্ত হ'য়ে ওঠে—
অনুশীলন-নিরতি নিয়ে ;
আর, তোমার ঐ শ্রেয়প্রাণতা
তোমার চরিত্রের প্রতিটি রশ্মির ভিতর-দিয়ে
তা'দের অন্তঃকরণকে
শ্রেয়নিষ্ঠ ক'রে তুলুক ;
এইই
তোমার বাক্য, ব্যবহার,
আচার-অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
শ্রেয়প্রতিষ্ঠার পরম দীপনা ;
তোমার ব্যক্তিত্ব তোমার পরিবেশে
এমনতরই বিভা বিতরণ করুক,—
যে-বিভা তা'দিগকে
শ্রেয়বিভূতি-সম্পন্ন ক'রে তোলেই কি তোলে ;
তোমার স্নিগ্ধ চক্ষু,
স্মিত বদন,
মধুর ব্যক্তিত্ব,
হৃদ্য অসৎ-নিরোধ,
কঠোর ব্রতক্রিয়তা
তা'দিগকে দেববিভূতিসম্পন্ন ক'রে তুলুক—
অনুনয়নী অনুদীপনায়,
সক্রিয় তাৎপর্য্যে ;
তোমার আবির্ভাব বা উপস্থিতি
পরিবেশের প্রত্যেকের ভিতর
যেন এমনতর জীবন সঞ্চার করে,—
যে জীবনজৌলস
যশোগাথায় তোমাকে
স্বাগতম্-আহ্বানে
আবাহন-তৎপর হ'য়ে ওঠে ;

ঐ ব্রতী ব্যক্তিত্ব
ব্রীড়াসুন্দর চক্ষুতে
স্মিতমধুর ভাষণে
মূক অনুকম্পায়
যেন ব'লে ওঠে—
'তোমার সুখ-সম্বর্দ্ধনা নিয়ে
পরিবার-পরিজন-সহ
সুদীর্ঘজীবী হও,
বর্দ্ধনশীল হ'য়ে ওঠ' ;
স্বস্তির স্মিতযজ্ঞের
স্বতঃ-সুক্তে
তোমার জীবন
তা'দের সুরে সুর মিলিয়ে যেন ব'লে ওঠে—
'তোমরা অমৃতের অধিকারী হও,
মধুময় হও' ;
ঈশ্বরই অমৃতের পরম উৎস । ৬৫৫৫ ।
২।২।১৯৫৫, রাত ৮টা

তুমি কতখানি সুকেন্দ্রিক তৎপরতায়
নিজের স্বার্থকে অবজ্ঞা ক'রে
শ্রেয়ার্থ-তৎপর হ'য়ে চলেছ,
অর্থাৎ শ্রেয়-সেবানিরত হ'য়ে চলেছ,
সেইটাকে বেশ ক'রে দেখেশুনে খতিয়ে নাও ;
আগে তোমার ভজন পরীক্ষা কর,
অর্থাৎ ভজন-অনুরতি
বা শ্রেয়-উৎসর্জ্জনী অনুবেদনা
তোমাতে কেমনতর সক্রিয় হ'য়ে চলেছে—
ভক্তিতে, অনুরাগে,
সেবায়, আশ্রয়ে, প্রাপ্তিতে, দানে,
শুভ-অশুভের বিবেকী বিভাজনায়,

তা ধীইয়ে দেখ ;
কোন সংঘাতে
ঐ শ্রেয়ানুরতির বিপরীত চলনে
নিয়োজিত হও কিনা—
সেটাকেও দেখে নাও,
বাস্তব কর্ম্মব্যপদেশে
এই দেখে নেওয়াটাই হ'চ্ছে—
ভজন-পরীক্ষা ;
তাই, আগে ভজন পরীক্ষা কর,—
ভাগ্য-পরীক্ষায়
তোমাকে ব্যাহত হ'তে হবে কমই ;
ভজন-নিরতিকে অবজ্ঞা ক'রে
ভাগ্য পরীক্ষা করতে গেলে,
তা'র মানে—
তুমি তোমার ভাগ্যকে
বিদ্রূপ করতে গেলে,
এই বিদ্রূপাত্মক ব্যঙ্গই
অর্থাৎ বিকৃত চলনই
তোমাকে ঠাট্টা করতে চলেছে কিন্তু ;
সাবধান !
ভজনই ভাগ্য-বিধাতা—
ঠিক জেনো। ৬৫৫৬।
২।২।১৯৫৫, রাত ৯টা

আচার্য্যই বল
আর শ্রেয়ই বল,
এক-কথায়, যিনি জীবনে
মুখ্য জীয়ন্ত দ্যুতি,
তাঁর মনোজ্ঞ নিয়মনে
বা সত্তা-সম্পোষণী কৃষ্টি-চলনে

যা'রা চলতে নারাজ
বা চলতে পারে না—
নিজের প্রবৃত্তি-প্ররোচনাকে এড়িয়ে,
বরং কষ্টই বোধ করে তা'তে,
এক-কথায়, যা'দের ব্যক্তিত্বে
তেমন রাগানুগ প্রীতি নাই—
যা'র ফলে
তাঁর মনোজ্ঞ হ'য়ে চলাই
বা কৃষ্টি-চলনে চলাই
জীবনের সার্থকতা ব'লে প্রতীতি হয়,—
এমনতর যা'রা
রাগদীপ্ত ব্যক্তি তা'রা নয়কো,
ঠিক জেনো—
তা'দের আশ্রয়, সংস্রব বা সঙ্গ
তোমাকে বিপর্য্যস্ত ক'রেও তুলতে পারে ;
সুকেন্দ্রিক সার্থক সক্রিয় তৎপরতায়
রাগদীপনা নিয়ে
তোমার জীবনকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে তোলবার
প্রেরণা পাবে কমই সেখান থেকে,
বরং প্রবৃত্তি-পরামৃষ্ট হওয়া সম্ভব ;
তাই, সম্ভ্রমাত্মক দূরত্ব বজায় রাখবেই,
যদি বোঝ
তোমার আনতিই সেদিকে প্রবল—
এড়িয়ে যত চলতে পার,
তাইই ভাল ;

সাবধান !
ঐ আচার্য্য বা শ্রেয়ের মনোজ্ঞ হবার
বা সাত্ত্বিক কৃষ্টি-চলনে চলবার
প্রদীপনা যা'দের নাই,—
বিশেষ হিসাব ক'রে চলো সেখানে। ৬৫৫৭।

৫।২।১৯৫৫, সকাল ১০টা

আমরা বেকুব হই তখনই—
যখনই আমাদের
সপ্রবৃত্তি মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার ইত্যাদি
বিভিন্ন বিষয়ের স্বার্থে
বিক্ষিপ্ত হয়,
আর, বুদ্ধ হই তখনই—
যখনই সমস্ত প্রবৃত্তি
একায়নী স্বার্থে
সক্রিয় সম্বুদ্ধ হ'য়ে চলে—
শ্রেয়গতিসম্পন্ন হ'য়ে,
আর, স্বভাবতঃই
আমরা তখন সাম্যসুন্দর হ'য়ে উঠি। ৬৫৫৮।
৫।২।১৯৫৫, সকাল ১০-২০

মাধ্যাকর্ষণ যা'কে যত বেশী টানে,—
তা'র ওজনও তত বেশী,
তেমনি সুকেন্দ্রিক অনুরাগের অন্তরাকর্ষণে
তোমার অন্তঃকরণ, ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র
যত বেশী আকৃষ্ট, অনুনীত
ও সক্রিয়তায় পরিপ্লাবিত,
তোমার ওজন, মান বা মহত্ত্বও
তত বেশী। ৬৫৫৯।
৫।২।১৯৫৫, রাত ৭-১৫

যিনি ব্যক্ত প্রিয়পরম
বা পুরুষোত্তম,
যিনি বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ আচার্য্য,
প্রীতি-প্লাবন যিনি,
তিনিই মানুষের পরম উদ্ধাতা,
তিনিই পথ,

তিনিই সত্য,
তিনিই জীবনালোক। ৬৫৬০।
৫।২।১৯৫৫, রাত ৭-১৮

ধর্ম্মই বল, আর কৃষ্টিই বল,
তা' শুধু কথায়ই নিবদ্ধ নয়কো—
এটা ঠিক জেনো ;
অনুশীলন
ও বাস্তব সক্রিয় অভ্যাসের ভিতর-দিয়ে
চারিত্রিক অভিদীপনায় বিভাসিত হ'য়ে
তা' ব্যক্তিত্বে বিকাশ লাভ করে—
সুকেন্দ্রিক সার্থক সঙ্গতিশীল
বোধ-বিনায়নায়। ৬৫৬১।
৩।২।১৯৫৫, রাত ৯-৫০

তুমি যতক্ষণ
তাত্ত্বিক পরিবেদনায়
সমাহিত হ'য়ে
বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণী তৎপরতায়
সক্রিয় অনুদীপনা নিয়ে
সার্থক সঙ্গতির শুভ-বিনায়নে
নিরূপিত-তথ্য হ'য়ে
একায়নী সুকেন্দ্রিক অনুবেদনায়
বিশেষের বৈশিষ্ট্যকে
নির্দ্ধারণ করতে না পারছ,—
ততক্ষণ পর্য্যন্ত তোমার বোধি
শ্রেয়-নিষ্পন্নতায়
তা'র বিকাশ-বিভবে অর্থান্বিত হ'য়ে
প্রত্যয়ী ব্যক্তিত্বে সঙ্গতি লাভ
করতেই পারবে না—
পূর্ণ বিধায়নার চারিত্রিক দ্যুতি নিয়ে ;

আবার, তোমার বোধি
তাত্ত্বিকতার বিনায়িত বেষ্টনী সৃষ্টি ক'রে
ইহ এবং পরের সার্থক সমাবেশে
যতক্ষণ পর্য্যন্ত
তোমার মুখ্য কেন্দ্র যিনি,
তাঁতেই কেন্দ্রায়িত হ'য়ে না উঠছে—
সর্ব্বার্থ-সঙ্গতি নিয়ে,
ততক্ষণ পর্য্যন্ত
তুমি প্রজ্ঞার অধিকারী হ'তে পারবে না—
বিভিন্নমুখী বিজ্ঞতার
পারস্পারিক সার্থক অন্বয়ে ;
সার্থক পূর্ণ বোধনায়
অধিষ্ঠিত হবার
এইই একমাত্র পথ ;
তাই, যাঁকে কেন্দ্র ক'রে
তোমার বোধি ও প্রজ্ঞা
পূর্ণতায় পরিস্ফুরিত হ'য়ে ওঠে,
তিনিই তোমার প্রিয়পরম,
তিনিই পরাৎপর,
পরম ভাব,
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
ব্যক্ত পুরুষোত্তম,
আর, এই পুরুষোত্তমই
উদ্বর্ত্তনার পরম পথ,
তিনিই পরম সত্য,
তিনিই জীবন-দ্যুতি। ৬৫৬২।
৬।২।১৯৫৫, বেলা ১১টা

তুমি অনাবিল অন্তরাসী হ'য়ে
প্রিয়পরম-অনুগতি নিয়ে চলতে থাক—
আত্মস্বার্থ-সঙ্কীর্ণতার গণ্ডীকে

ভেঙে-চুরে চুরমার ক'রে,
সক্রিয় দক্ষ তৎপরতায়
নিভাঁজ হ'য়ে ;
তাঁর সত্তা ও স্বার্থকে
তুমি সাধ্য ও সাধনা ব'লে
তোমার সত্তায়
সংগ্রথিত ক'রে রাখ,
আর, সেই চলনেই চলতে থাক ;
ঐ অন্তরাসী আবেগ নিয়ে
তাঁর পরিবেশকে
যেখানে যেমনতর বিহিতভাবে
অনুচর্য্যা করতে হয়,
তা' কর—
ঐ জাগ্রত প্রীতি-দীপনায়,
অসৎ-নিরোধী তৎপরতায় সজাগ থেকে,
শুভ-সম্পাদনী আহুতি-অর্ঘ্যে
তাঁকে উপচয়ী ক'রে তুলবার
আগ্রহ-উচ্ছলতায়,
বোধ-বিন্যায়িত প্রেরণায়
সজাগ সন্ধিৎসা নিয়ে ;
এই দক্ষচলন তোমাতে
সম্বুদ্ধ হ'য়ে থাকুক,
এমনি ক'রেই
নিরলস নিষ্পাদনে
কর্ম্ম-তৎপরতার ভিতর-দিয়ে
তাঁরই পূজায় নিরত হ'য়ে চল ;
আর, এই পূজা মানেই
তাঁকে সম্বর্দ্ধিত ক'রে তোলা—
কুৎসিত সংঘাতকে ব্যাহত ক'রে ;
দেখবে—
তোমার এই চলন

কেমন তর্‌তরে তীব্রতায়
তড়িৎ-গতিসম্পন্ন হ'য়ে
তোমার ব্যক্তিত্বকে বিভোর ক'রে তুলছে—
চারিত্রিক দ্যুতি-বিকীরণায়,

এই দক্ষ ত্বরিত-করণপ্রভাব
তোমার ব্যক্তিত্বকে
হওয়ায় উচ্ছল ক'রে
প্রাপ্তির স্বতঃ-উৎসারণায়
তোমাকে সন্দীপ্ত ক'রে তুলছে ;

তোমাকে দেখে
তুমিই অবাক হ'য়ে উঠবে,
অন্যে পরে কা কথা !
আরো বলি—
তোমার স্বস্তি,
তোমার ভরণ-পোষণ,
তোমার জীবন-যাপন,
দীর্ঘায়ু-লাভ,
সন্তান-সন্ততির উৎক্রমণ
সবই যেন সক্রিয়ভাবে
ঐ উন্মাদনার উদ্যম নিয়ে
উদ্যত হ'য়ে থাকে—
তাঁ'রই প্রতিষ্ঠায়,
তাঁ'রই স্বার্থে,
তাঁ'রই উপচয়ী পরিব্যাপ্তিতে ;

—দেখবে,
প্রাপ্তি
ব্যাপ্তির পরম ঔজ্জ্বল্যে
তোমার ব্যক্তিত্বকে
ব্যাপন-উৎসারণায়
বিকশিত ক'রে তুলছে,
স্বর্গীয় দ্যুতি বন্দনা-সঙ্গীতে

প্রতিটি মুহূর্ত্তকে
স্বাগতম্-অভিবাদনে
অমৃতময় ক'রে তুলছে ;
তুমি যতটুকু এমনতর—
ঐশী আশিস্-অনুবেদনাও
তোমাকে তেমনতরই
শুভ-মণ্ডিত ক'রে চলতে থাকবে ;
এক কথায়,
স্বস্তিতে দাঁড়িয়ে সুখী হবার
এইই পরম পন্থা । ৬৫৬৩ ।
৬।২।১৯৫৫, রাত-৭-৩০

দেখা যায়—
সত্য-নারায়ণ যিনি,
অস্তির পরম উদ্ধাতা যিনি,
বর্দ্ধনার জীয়ন্ত বর্ত্ম যিনি,
তিনি যখন অবতীর্ণ হন,
অস্তিত্বের পরিপূরণে ব্রতী হন,
ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হন—
বাক্য, ব্যবহার ও আচরণের ভিতর-দিয়ে,—
শয়তানও তখন তা'র জৌলসবাণী দিয়ে
জীবনবৃদ্ধির মূলে কুঠারাঘাত করে—
সত্তা-সম্বর্দ্ধনী জনন-কৃষ্টিতে অপঘাত হেনে,
আর, মানুষও তখন বিভ্রান্ত হ'য়ে
সেই দিকে গড়িয়ে পড়তে চায়—
সত্তাকে বিপন্ন ক'রেও,
অজ্ঞতার তামস ব্যভিচারে ;
যদি ধীমান হও,
বুঝে চল । ৬৫৬৪ ।
৭।২।১৯৫৫, সন্ধ্যা ৬-৫০

যোগ মানেই হ'চ্ছে কিছুতে যুক্ত হওয়া,
অর্থাৎ কোন সত্তায়
নিজেকে নিবন্ধিত ক'রে তোলা,
আর, এই নিবন্ধনই সৃষ্টি করে
অনুরতি, অনুগতি ও অনুচর্য্যা,
আর, শ্রদ্ধাষ্পদের মনোজ্ঞ হওয়ার
প্রবর্ত্তনা জোটাতে থাকে সাথে-সাথে ;
এমনি ক'রেই সে
নিজের বৈশিষ্ট্যের উপর দাঁড়িয়ে
প্রিয়র গুণ ও চাহিদা-পরিপালনী
তৎপরতার ভিতর-দিয়ে
তদনুগ তাৎপর্য্যে
নিজেকে বিনায়িত করতে থাকে ;
এই বিনায়না যত
নিখুঁত পুষ্টি নিয়ে চলতে থাকে,
বৈশিষ্ট্যমাফিক
তদ্‌গুণ-রাজির স্বারূপ্যে
উপনীত হ'তে থাকে সে তখন ততই ;
কোন বৃত্তি বা কোন সত্তার
প্রীতি-প্রণোদনায়
অনাবিলভাবে
যে অনুগতিসম্পন্ন হয়,—
সেই প্রবৃত্তি বা সত্তারই স্বারূপ্যে
সে উপনীত হ'তে থাকে তেমনি ;
তাই, যে যা'তে শ্রদ্ধাশীল,
সে তেমনতরই হ'তে থাকে—
তা'র বৈশিষ্ট্য নিয়ে,
আর, যিনি যেমনভাবে
প্রীতি-স্বারূপ্যে
অভিব্যক্তিলাভ করেছেন—
আচরণ-অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে,

তিনি ঐ প্রীতিরই
তেমনতর আপূরণী অভিব্যক্তি,
আর, পুরুষোত্তম যিনি—
তিনি অখণ্ড শ্রদ্ধা ও ভক্তিরই
মূর্ত্ত অভিব্যক্তি,
পরম রস-উৎস,
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ স্বতঃই,
ফল কথা, তাঁর ব্যক্তিত্ব রূপায়িত
শ্রদ্ধায়,
অস্তিবৃদ্ধির পরম প্রেরণায়,
অসৎ-নিরোধী তাৎপর্য্যে;
তাই, পুরুষোত্তমের স্পর্শেই
মানুষের শ্রদ্ধা, ভক্তি ও প্রীতি
পরিপূর্ণতায় সঞ্জীবিত হ'য়ে ওঠে,
আর, তাঁতে সক্রিয় প্রীতি ও শ্রদ্ধার ফলেই
মানুষ স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যানুযায়ী
তৎস্বারূপ্য লাভ করতে থাকে,
আর, এইই তা'র পরম-পুরুষার্থ,
চরম প্রাপ্তি। ৬৫৬৫।
৮।২।১৯৫৫, রাত ৮-৩০

প্রীতি নিজেকে দেখতে চায় না,
কিন্তু প্রিয়কে দেখতে চায়,
শুনতে চায়,
করতে চায়—
পালনে, পোষণে, পূরণে,
আর, তাইই হ'চ্ছে তা'র উপভোগ। ৬৫৬৬।
৮।২।১৯৫৫, রাত ৮-৫০

দরিদ্রতাকে যদি তাড়াতে চাও—
প্রথমেই সুকৃষ্ট সুজননের আমদানী কর,

আর, সুকেন্দ্রিক, সুযোগ্য, সক্রিয়,
সার্থক সত্তাসঙ্গীতিসম্পন্ন
সুশিক্ষার প্রবর্ত্তন কর,
নইলে, হাজার মাথা ঘামাও,—
কৃতকার্য্যতায় সন্দেহ সুনিশ্চয়। ৬৫৬৭।
১০।২।১৯৫৫, সকাল ৯-২০

তোমার চালচলন,
আচার, আত্মনিয়মন,
সভ্যতা, ভব্যতা,
সৌজন্য, আপ্যায়না,
যাই বল না কেন,
সেগুলি যদি
সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্বার্থমূলক না হ'য়ে ওঠে,
সবতার ভিতর-দিয়েই
তাঁ'র প্রতিষ্ঠা ও প্রবর্দ্ধনার
প্রেরণা না থাকে—
সক্রিয় সম্বেদনায়,
এক কথায়, তাঁ'র জীবন, যশ ও বৃদ্ধি
যদি সব সময়
সর্ব্বতোভাবে তোমার স্বার্থ হ'য়ে না ওঠে,
বুঝে নিও—
তোমার জীবন-অর্থ
ব্যর্থতায়ই বিযোজিত হ'য়ে চলেছে ;
তুমি অমনি ক'রে তাঁ'কে যদি
মুখ্যভাবে আপনার ক'রে
তুলতে না পার,—
তোমার আমিত্বই তোমাকে
নানারকমে ব্যঙ্গ করবে
এটা কিন্তু সুনিশ্চয় ;

তাঁ'র মনোজ্ঞ চলনকে যতই
ভাঁওতাবাজীর অনুক্রিয়ায়
ব্যাহত ক'রে চলতে থাকবে,—
ঐ ব্যর্থতাই কূটকটাক্ষে
বিদ্রূপাত্মক দৃষ্টিভঙ্গীতে
তোমাকে ব্যঙ্গ করতে থাকবে ;
তুমি জীবনে
যা'তে যতই মুগ্ধ হ'য়ে চলনা কেন,
ঐ মুখ্য আনতিকে ব্যাহত ক'রে চলবে যতই,
মূর্খ ধৃষ্টতা তোমাকে
বিফলমনোরথ ক'রে তুলবে তেমনি ;
ঐ শ্রেয়ের স্বার্থ এবং অর্থকে
মুখ্য না ক'রে
তাঁ'র আপূরণী প্রচেষ্টায়
মূক, নিষ্ক্রিয়
বা অল্পক্রিয় হ'তে চলেছ,
ঐ শ্রেয়ের বর্দ্ধন-বিভোর
সক্রিয় অনুবেদনা
নিয়ে চলছ না,—
ঐ শ্রেয়ের প্রতি
যত প্রীতির বাহানাই কর না কেন,
ঐ শ্রেয় তোমার আপনার নয় কখনও,
তোমার আপনার হ'লো
তোমার নিজের স্বার্থান্ধ অনুবেদনা,
আর, শ্রেয়প্রীতি
তোমার ভাঁওতাবাজী ছাড়া
বড় বেশী কিছু নয়কো ;
শ্রেয়-উৎসর্জ্জনই
ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ। ৬৫৬৮।
১০।২।১৯৫৫, রাত ৮-৫৮

তোমার সত্তায় যা'-কিছু নিহিত আছে—
থাক্,
তা'দের প্রত্যেকটিকে
ইষ্টার্থ-অনুচর্য্যী লুব্ধ উদ্যমে
সজাগ ক'রে রাখ,
এই অনুক্রিয় তৎপরতায়
সন্ধিৎসার বিহিত নিয়োজনে
বোধদীপ্ত অনুনয়নের ভিতর-দিয়ে
বিহিতভাবে কাজে লাগাও তা'কে—
উপচয়ী নিয়ন্ত্রণে,
তর্পণার সাম-দীপনা নিয়ে ;
এই তাপস নিয়োজন
তোমাকে ও ওগুলিকে
সার্থক সঙ্গীতিতে
বিনায়িত ক'রে তুলবে—
নিষ্পন্নতার অর্ঘ্য-আহুতি নিয়ে,
দক্ষদীপন ইষ্টার্থ-অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে ;
দেখবে—
ক্রমশঃই বোধিদীপনার সহিত
সেগুলি
এমনতরভাবে বিনায়িত হ'য়ে উঠছে,
যা'র ফলে, তোমার ব্যক্তিত্ব
দ্যুতিদীপনী চরিত্র বিকীরণ ক'রে
পরিবার ও পারিপার্শ্বিকের ভিতর
একটা হৃদ্য উদ্যমী অনুপ্রেরণার
সৃষ্টি ক'রে
প্রতিটি যা'-কিছুর
উপচয়ী নিষ্পন্নতায়
তোমাকে আরো হ'তে আরোতর
নিয়োজনে ব্যাপৃত ক'রে
তর্পণ-নন্দনায় উল্লসিত ক'রে তুলছে ;

অন্তরে বেশ ক'রে
উদ্দীপ্ত ক'রে রেখো—
যে, ঐ ইষ্টার্থ-উপচয়ী আনতিকে
অচ্যুত অনুরাগ-নিবন্ধনে
সতত প্রস্তুতি-পরায়ণ ক'রে রাখতে হবে ;
যা'ই কর আর তা'ই কর,
এমনতর এতটুকু করতে
একটুকুও পিছিয়ে যেও না ;
এই প্রীতিলুব্ধতাকে
কেউ যেন ব্যাহত করতে না পারে ;
ঈশ্বর তোমাকে শ্রীমণ্ডিত ক'রে
অমৃতযাত্রী ক'রে তুলবেন। ৬৫৬৯।
১১।২।১৯৫৫, রাত ১০-২৫

তোমার শ্রেয়-প্রেয় যেই হো'ন না কেন,
তাঁ'র প্রীতি, স্বার্থ, উপচয়ী সংবর্দ্ধনা,
তাঁ'র প্রতিষ্ঠা ও সর্ব্বতোমুখী স্বস্তিই
যদি তোমার সত্তার স্বার্থ হ'য়ে না উঠলো,
সব দিক দিয়ে কাম্য না হ'য়ে উঠলো,
তাঁ'র মনোজ্ঞ হওয়ার প্রলোভন
যদি তোমাকে পেয়েই না বসলো—
বাক্যে, ব্যবহারে, আচারে, চালচলনে,
সব দিক দিয়ে,—
তুমি অন্তরে খতিয়ে
বেশ ক'রে বুঝে নিও—
যাঁকে প্রিয় বলছ—
তাঁকে প্রিয় বলাটাই
হয়তো একটা ভাঁওতামাত্র তোমার,
আসলে,—তা'কে তোমারই
প্রবৃত্তি-মাফিক প্রয়োজন-পূরণের
ইন্ধন করা ছাড়া

আর কিছুই কাম্য নেইকো তোমার অন্তরে ;
ভোগলিপ্সুতায় ইন্ধন পেলেই
এক হ'তে অন্যে ভ্রমণ করতে
উদ্যত হবে তুমি,
এমনি ক'রে
বহুজন-পরিক্রমীও হ'তে পার তুমি—
ঐ প্রবৃত্তিগুলির আকূতি-আহ্বানে ;
আরো বুঝে নিও—
তুমি তাঁর স্বার্থে স্বার্থান্বিত নওকো,
তাঁর মনোজ্ঞ হওয়ার প্রলোভন
তোমাতে মোটেই নেইকো,
তাঁর সংস্রব-লিপ্সা একান্ত হ'য়ে
আজও পেয়ে বসে নি তোমাকে,
তুমি চাও, তাঁকে অবলম্বন ক'রে
তোমার বৃত্তির চাহিদাগুলিকে
আপূরিত করতে মাত্র,
তাঁর ভাবভঙ্গী চলন-ফেরন দিয়ে
অন্ততঃ সেটুকু আদায় হ'লেও তুমি খুশি ;
তাই, প্রিয়-সম্ভ্রম-সংঘাতী
সংস্রব-উপভোগ-প্রয়াস যেখানে,
বহুমুখীন প্রীতি যেখানে,
বুঝে দেখ—
সেখানে প্রীতি নেই,
আছে প্রবৃত্তির ভোগোন্মাদনা ;
এমনতর যে প্রীতি বা চাহিদা তোমার—
তা' কিন্তু
তোমার অন্ধতমেরই পথ
অনাবিল ক'রে তুলবে,
অধঃপাতই তোমার গন্তব্য হ'য়ে উঠবে ;
ফল কথা—
বেশ ক'রে মনে রেখো—

যেখানে প্রীতি—
যা' নাকি বাধায় বিনীত, স্ফীত, উদ্‌গতিশীল
ও অন্তরায়-অতিক্রমী স্বতঃই,
সেখানে—প্রিয় যে তোমার,
তাঁ'র জীবন, উপচয়ী বর্দ্ধনা ও প্রতিষ্ঠা যে
সরাসরি তোমার স্বার্থ হ'য়ে উঠবে
তা'তে সন্দেহ নেইকো ;
আর, তাঁ'র মনোজ্ঞ হওয়ার প্রলোভন
এতখানি পেয়ে ব'সে থাকবেই তোমায়,
যা'র ফলে,
তাঁ'কে এড়িয়ে এতটুকু কিছু করলে
তোমার হৃদয়
দরদ-দীর্ণ হ'য়ে উঠবেই কি উঠবে ;
প্রিয় যা' পছন্দ করেন না,—
প্রীতি তা' করতেই পারে না,
এইটুকুকে এড়িয়ে যে-প্রীতি—
তা' বর্দ্ধনার অনুদীপক নয়কো,
প্রীতির সিংহাসন যেখানে
সুকেন্দ্রিক সক্রিয় তৎপরতার দ্যুতি
বিকীরণ ক'রে চলে,—
ঈশ্বর সেখানেই আসীন। ৬৫৭০।
১২।২।১৯৫৫, বেলা ১০-৩০

যা'রা সুকেন্দ্রিক, সক্রিয় স্বাভাবিক মানুষ,
তা'রা তা' হ'য়েও সহজ-সুন্দর। ৬৫৭১।
১২।২।১৯৫৫, বেলা ১২টা

যখনই তোমার অবসাদ আসুক না কেন,—
প্রীতি-রাগ-উন্মাদনা নিয়ে হাস,
কৃতার্থতার কথা কও,
সন্ধিৎসু বিবেচনা নিয়ে

স্ফূর্ত্তি কর,
কাজে লেগে যাও,
অবসাদ তো কাটবেই,
কৃতি-গরিমাও তোমাকে
অভিনন্দন করতে কসুর করবে না। ৬৫৭২।
১২।২।১৯৫৫, রাত ৮-৪৫

তোমার প্রিয়র জন্য
তোমার প্রবৃত্তির ক্ষুধা
ও তদনুগ কর্ম্মকে
কেমনতরভাবে কতখানি অবজ্ঞা ক'রে
শ্রেয়চর্য্যায় নিয়োজিত হয়েছ
প্রিয়-উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনী অনুপ্রেরণায়,—
সেই ত্যাগদীপনাই বলে দেয়—
তোমার প্রিয় কী,
আর তা' কতখানি। ৬৫৭৩।
১২।২।১৯৫৫, রাত ৯-১০

বোধদৃষ্টি যা'দের যত সঙ্গতিহারা, ঝাপ্সা,
অনুশীলন ও নিষ্পন্নতাও তা'দের
তেমনি তত
ব্যতিক্রমদুষ্ট, অসম্পূর্ণ। ৬৫৭৪।
১৩।২।১৯৫৫, সন্ধ্যা ৭টা

প্রীতি যতই
বিবেক-বিনায়িত হ'য়ে ওঠে—
সুকেন্দ্রিক সার্থক সঙ্গতি নিয়ে,
জীবনে প্রিয়-নিদেশ ততই
সার্থক সক্রিয়তায়
অভিব্যক্তি লাভ করে। ৬৫৭৫।
১৩।২।১৯৫৫, রাত ৮-১৫

কামলুব্ধতা
ঐ দমিত আকৃতিরই বশবর্ত্তী হ'য়ে
নানান ধাঁজে
নানান লোককে
উপভোগ করতে চায়—
একটা তলছা ছদ্মবেশী ভূমিকায়,
আর, ওতে বাধা পড়লেই
বিমনা, ম্রিয়মাণ, ক্ষুব্ধ বা ক্ষিপ্ত হ'য়ে ওঠে ;
কিন্তু প্রীতিলুব্ধতা চিরদিনই
কেন্দ্রায়িত হ'য়ে
ভরদুনিয়াকে
প্রিয়-পরিস্রবা হৃদ্য অনুবেদনা নিয়ে
প্রিয়তেই অর্ঘ্য দিতে চায়। ৬৫৭৬।
১৭।২।১৯৫৫, বেলা ১০-৪৫

যা'রা নিজ বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ কৃষ্টির
তত্ত্ব ও তথ্যকে
সর্ব্ব-সঙ্গতি নিয়ে
সত্তায় সার্থক ক'রে তুলতে পারে না,
তা'রা অন্যের কৃষ্টি-সম্পদকেও
নিজ কৃষ্টির অনুক্রমিক তাৎপর্য্যে
সত্তায় সার্থক ক'রে তুলতে পারে না। ৬৫৭৭।
১৮।২।১৯৫৫, রাত ৯-৫

শাস্তি মানুষকে
স্বস্তির অধিকারী ক'রে তুলতে পারে কমই,
পারে প্রীতি—
রাগ-আনতি-অনুনয়নী অনুতাপ
ও আত্মশুদ্ধিমূলক আচরণ ও অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে,—

যা' জীবনকে
স্বস্তিতে সমাসীন ক'রে তোলে। ৬৫৭৮।
২১।২।১৯৫৫, বেলা ১০-৪৫

সুকেন্দ্রিক সার্থক তৎপরতা নিয়ে
সক্রিয় উপচয়ী হ'য়ে ওঠ,
আর, ঐ অনুগতি
অন্বিত তদর্থ-রঞ্জনায়
তোমার ব্যক্তিত্বকে অনুরঞ্জিত ক'রে তুলুক—
হৃদ্য সঙ্গতিশীল আত্মবিনায়নী অনুক্রমে ;
তোমার স্বার্থই হ'য়ে উঠুক—
লোক-বৰ্দ্ধন,
এমনি ক'রেই
ধারণ-পালনী সম্বেগ-সিদ্ধ হ'য়ে ওঠ,
ব্যক্তিত্ব যোগ্যতায় স্ফুরিত হ'য়ে উঠুক,
এই স্ফুরণ-দীপনা
শ্রদ্ধাভিষিক্ত হ'য়ে
তোমাকে অসীমের যাত্রী ক'রে তুলুক ;
ঈশ্বর-প্রাপ্তির পরম পন্থাই হ'চ্ছে
এই স্বভাবসিদ্ধ জীবন চলনা ;
সবারই গন্তব্যই হ'চ্ছেন ঈশ্বর,
আবার, সব যা'-কিছুরই উৎস তিনিই। ৬৫৭৯।
২২।২।১৯৫৫, বেলা ১০-৪৫

তুমি তোমাকে জ্ঞানী ভেবে
গৰ্ব্বিত থেকো না,
দেখ, শোন, জান,
আর, অবাক্ মুগ্ধ হ'য়ে
অনুভব কর—
উপভোগ কর। ৬৫৮০।
২৪।২।১৯৫৫, সকাল ৮-২৩

শ্রেয়শ্রদ্ধাহীন বোধগর্ব্বিতা
ক্লীব প্রজ্ঞারই লক্ষণ,
পরিবার, পরিবেশ ও সমাজ ইত্যাদিতে
সত্তা-সম্বর্দ্ধনী প্রগতি আনতে পারে না তা'। ৬৫৮১।
২৪।২।১৯৫৫, সকাল ৯-৩৯

সৎ যা'-কিছু,
শুভ যা'-কিছু,
তা'কে যদি চারিয়েই দিতে চাও,—
তবে নিজে আচরণ কর,
আর, এই আচরণের মধ্যমায়
সেগুলি পরিবেশে চারিয়ে দিতে থাক,
আর, পরিবেশকেও
ঐ চলনে চরিত্রবান ক'রে তোল—
যা'-কিছু সবের
সার্থক সুকেন্দ্রিক সঙ্গতি-শালিন্যে,
এইই জেনো প্রচারের প্রাণ,
এতেই প্রচার প্রাণবন্ত হ'য়ে উঠবে। ৬৫৮২।
২৭।২।১৯৫৫, বেলা ১০-৪৫

যা'কেই কোনরকমে বিব্রত দেখছ,
বা যে নিজের চলবার দোষেই
বিব্রত হ'য়ে পড়েছে,
তা'কে ফেলে যেও না ;
বুঝো—
ঐ বিব্রতি-বিতাড়নই তোমার সত্তাধর্ম্ম,
যত পার,
যেমন ক'রে পার,
শুভ-নন্দনায়

সে যা'তে ঐ বিব্রতি হ'তে রেহাই পায়,
দরদী অনুবেদনী অনুচর্য্যায়
তেমনভাবে মুক্ত ক'রে তোল তা'কে—
সতর্ক স্বস্তি-প্রসন্ন তৎপরতায় ;
এই মুক্ত করবার অনুচর্য্যাই তোমাকে
ক্রমশঃই মুক্ত ক'রে তুলতে থাকবে—
বোধিব্যক্তিত্বের মূর্ত্ত যাগ-গরিমায়,
যোগ্যতার জিতি-অনুচলনে ;
ঈশ্বরই মুক্তির উন্মুক্ত আশ্রয়,
ধারণ-পালনী পরম উৎস। ৬৫৮৩।
২৭।২।১৯৫৫, বেলা ১০-৫৫

সুকেন্দ্রিক একায়নী অনুচর্য্যার
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
যত পার
লোকচর্য্যী হ'য়ে ওঠ,
আর ঐ চর্য্যা-চারণ
তোমার চরিত্রকে অনুরঞ্জিত ক'রে তুলুক—
উপচয়ে সার্থক ক'রে
তোমার প্রেষ্ঠ যিনি তাঁকে ;
আর, এই চর্য্যা-অনুরতিই
মানুষকে পূর্ণত্বে
সমাসীন ক'রে তোলে—
ব্যষ্টির ভিতর-দিয়ে
সমষ্টিতে আসীন অনুবেদনায়,
উৎসের উৎসারণী মাধুর্য্যে,
সত্তার পরম উৎসর্জ্জনায় ;
ঈশ্বর যা'-কিছুরই
পরম উৎসর্জ্জনী উৎস। ৬৫৮৪।
৭২।২।১৯৫৫, বেলা ১১টা

যা'কেই দেখ না কেন,
যেই তোমার কাছে আসুক না কেন,—
প্রীতিচক্ষুতে তা'কে দেখ,
আপ্যায়নী সৌজন্যে
তা'র প্রতি
বিহিত অনুচর্য্যায় নিরত হও—
সম্ভ্রমাত্মক দূরত্ব বজায় রেখে,
স্বস্তি-সম্বর্দ্ধনী সতর্ক সন্ধিৎসায়,—
সাধ্যমত সুখী ক'রে তুলতে চেষ্টা কর তা'কে—
ইষ্টার্থী প্রীতি-কামনায়,
যজ্ঞের অভিজিৎ হবির
হবন-চর্য্যায় ;
আর, ব্যষ্টিনিহিত ঈশিত্ব-বিগ্রহ
তোমাকে অবিরল আশিসে
অভিষিক্ত ক'রে তুলুক ;
একটুও ত্রুটি ক'রো না,
তোমার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে
উৎসুক অনুবেদনায়
সজাগ ক'রে রাখ ;
দেখ,
তৃপ্তির যা'-কিছু পার,
কর,
এই করার ভিতর-দিয়ে হ'য়ে ওঠ,
আর, এই হওয়া
তোমার পাওয়াকে অবিরল ক'রে
ঈশ্বরে উৎসর্জ্জিত ক'রে তুলুক । ৬৫৮৫ ।
২৭।২।১৯৫৫, বেলা ১১-৫

না-করলেও চলে
এমনতর শুভ যা'-কিছু —
তা' কর,

খেয়ালের মতই করতে থাক রোজই,
ছেড়ো না এটা,
দেখো—
ঐ করাই
শুভের সুদর্শনচক্র-সমন্বিত বিরাট স্তম্ভ
সৃষ্টি ক'রে তুলবে। ৬৫৮৬।
৬।৩।১৯৫৫, বেলা ১১টা

যা'র সহজ শ্রদ্ধা
অনুকম্পী অনুবেদনা নিয়ে
যে সৎ বা শ্রেয়ে সংনিবদ্ধ,
তোমার বাক্য, ব্যবহার
ও আচরণের ভিতর-দিয়ে
তাঁতে তোমার শ্রদ্ধা
যদি প্রতিফলিত না হয়,
পরন্তু তা'র ঐ শ্রদ্ধা আহত হয়,
তাহ'লে তুমি তা'র হৃদয়কে
স্পর্শ করতে পারবে কিন্তু কমই,
বরং দ্রোহেরই সৃষ্টি হবে,
আবার, মানুষের শ্রদ্ধাপাত্রের প্রতি
ঐ অমনতর শ্রদ্ধা
তা'কে
তোমাতেও শ্রদ্ধান্বিত ক'রে তুলবে
তেমনতরই,
নয়তো ব্যবহার পেতে পার,
হৃদয়ের সাড়া পাওয়া কঠিন কিন্তু। ৬৫৮৭।
৭।৩।১৯৫৫, সকাল ১০-১৫

তুমি ভাব-বিহ্বলতা নিয়ে
বা উচ্ছল আবেগে
কোন-কিছুর বর্ণনা করতে পার,

কিন্তু স্মরণ যেন থাকে—
তা' যেন সুসঙ্গত ও সুযুক্তিসম্পন্ন হয়,
ও বাস্তবতাকে অতিক্রম না ক'রে চলে,
আর, ভবিষ্য-চলনের পরিপন্থী না হয়,
বরং তা'কে সুগম ও সলীল ক'রে তোলে। ৬৫৮৮।
৭।৩।১৯৫৫, বেলা ১১টা

যা'রা প্রিয়পরম-সংশ্রয়ী নয়,—
তা'রা ব্যত্যয়ী,
আর, যা'রা তাঁ'তে সংহিত হ'য়ে ওঠে নি,—
তা'রা বিচ্ছিন্ন। ৬৫৮৯।
৮।৩।১৯৫৫, সকাল ৯টা

যদি সুন্দরই হ'তে চাও,
বিশ্রী বা কুৎসিত যা'
তা'র ভিতরও
সৌন্দর্য্যের অনুসন্ধান কর,
আর, দেখতেও চেষ্টা কর তাই—
শুভ ও সত্যের আপূরণী যা'। ৬৫৯০।
৮।৩।১৯৫৫, রাত ১০টা

ইষ্টার্থপরায়ণ হও—
অচ্যুত অনুরাগ নিয়ে,
উপচয়ী নিষ্পন্নতার সহজ সম্বেগ-উন্মাদনায়,
লোকচর্য্যী প্রীতিচক্ষু নিয়ে
বাক্ ও কর্ম্মের হৃদ্য অনুকম্পায়,
আত্মনিয়মনী অনুভাবিতাকে
অন্তরে সহজ ক'রে,
ইষ্টানুগ অনুক্রিয় অনুশীলনায় ;
আর, এই হ'চ্ছে—

ব্যক্তিত্বকে সাধুত্বে রঙ্গিল করবার
মৌলিক ভিত্তি। ৬৫৯১।
১১।৩।১৯৫৫, বিকাল ৫-৩১

কুৎসিত প্রবৃত্তি যা'কে যেমন পেয়ে বসে,—
তা'র অন্তর ও চক্ষুও তেমন হ'য়ে ওঠে,
সে ভালর মধ্যেও কুৎসিত দেখে,
চারিত্রিক শৌর্য্য কা'কে বলে
তা' সে বুঝতে পারে না ;
আবার, সৎ-অনুরতি যখন
অচ্যুত আগ্রহ নিয়ে
অনুগতিসম্পন্ন হয়,
তখন, আপাতদৃষ্টিতে লোকে যা'কে
কুৎসিত ব'লে মনে করে,
তা'র মধ্যেও বাস্তব সৎ যদি কিছু থাকে,
তা' সে দেখতে পায়—
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে,
জীয়ন্ত দৃষ্টিতে,—
অবশ্য যদি সে
শ্রেয়ানুগতি নিয়ে
অদ্রোহ-তৎপরতায় চলে। ৬৫৯২।
১২।৩।১৯৫৫, রাত, ৯-৫০

প্রীতি বা শ্রদ্ধা
মানুষকে প্রিয়র রঙে
রঙিল ক'রে তোলে,
রুচি ও অনুগতি তদনুগই ক'রে থাকে,
এই রুচি ও অনুগতির চলনই আবার
অনুশীলনাত্মক হ'য়ে উঠে
অভ্যাসের অনুদীপনায়
চরিত্রকেও

তা'র নিজের বৈশিষ্ট্যে
বিনায়িত ক'রে
ঐ প্রিয়-অনুগ ক'রে তোলে,
আবার, ঐ প্রিয়-অনুগ
অনুশ্রয়ী অনুদীপনা
তা'র বাক্য, ব্যবহার ও কর্ম্মকে
তদনুগ বিনায়নে
বিস্তারে বিন্যস্ত ক'রে তোলে,
পরিবেশে সে তেমনি চলনে চলতে থাকে ;
প্রিয়-প্রীতি যত মুখ্য হ'য়ে ওঠে,—
এগুলি ততই স্বতঃ হ'য়ে চলতে থাকে ;
যা'র প্রিয় যেমনতর মেকদারের,—
অনুগতি, অভ্যাস ও কর্ম্মও কিন্তু তা'র
তেমনি হ'য়ে থাকে—
উপচয়ী অনুবেদনায়
প্রভাবান্বিত হ'য়ে
সুক্রিয় তৎপরতায় ;
তাই, আচার্য্যপ্রীতি, শ্রেয়প্রীতি বা শ্রদ্ধা
মানুষকে শ্রেয়বোধিসম্পন্ন ক'রে
বর্দ্ধন-অনুক্রিয়তায়
উদ্বুদ্ধ ক'রে চলে,
আর, অশ্রেয়প্রীতি
অশ্রেয় চরিত্রেরই আবাহক ;
তাই, শ্রেয়প্রীতিসম্পন্ন হও,
আচার্য্যপ্রীতিসম্পন্ন হও,
আর, তদনুগ উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনায়
সপরিবেশ নিজেকে
উদ্বর্দ্ধিত ক'রে তোল,
এই তো শ্রীলাভের
স্বাভাবিক পন্থা । ৬৫৯৩ ।
১৮।৩।১৯৫৫, সকাল ৯-৫

আন্দাজ বা অনুমানী চলনের উপর
নির্ভর ক'রে
কোন-কিছু বলতেও যেও না,
করতেও যেও না,
কিন্তু শুভ-প্রস্তুতি নিয়ে
বিহিত তৎপরতায় যদি চল,—
তা' ভালই ;
আন্দাজকে যদি শুধুমাত্র
আন্দাজী রকমারিতে
নিয়োগ করতে থাক—
তবে ফ্যাসাদে পড়বে অনেক ;
ঐ আন্দাজী চলন
তোমার প্রত্যক্ষকেও
আন্দাজী রং-এ রঙ্গিল ক'রে তুলে
তোমাকে লোকের কাছে
হেয় করতে থাকবে ;
তাই, বাস্তবতার সংসর্গে
তোমার ঐ আন্দাজী চলনকে
উবিয়ে দিয়ে
বাস্তবতায় উপনীত হও,
আর, শুভপ্রসূ যা' তা'ই কর—
আচারে, ব্যবহারে, চালচলনে,
বিহিত ভঙ্গিমায়,
—তুমিও সুখী হবে,
তোমার হৃদ্য চলন
মানুষকেও সুখী ক'রে তুলবে। ৬৫৭৪।
১৮।৩।১৯৫৫, সকাল ১০টা

সাধ্যমত কা'রও কাছে কিছু
না চাইতে চেষ্টা ক'রো,

কিন্তু হৃদ্য অনুকম্পার
স্বতঃ-প্রণোদনায়
যদি কেউ কিছু দেয়,—
তা' প্রত্যাখ্যান ক'রো না,

আবার, যদি এমন কিছু দেয়—
যা' তোমার প্রয়োজনের অনেক বেশী,
সেটুকু হৃদ্য শীল-অনুনয়নে
তা'কে ফিরিয়ে দিতে চেষ্টা ক'রো,
তা'তেও যদি সে দুঃখিত হয়,
তবে নিও ;

এইরকম করতে করতে
ক্রমশঃ নির্লোভ হ'য়ে উঠবে,
মিতব্যয়ী হ'য়ে উঠবে,
মিতি-চলন-অন্বিত হ'য়ে উঠবে,

অযথা প্রয়োজনের পরিধিকে
বাড়িয়ে নিয়ে
ভারাক্রান্ত হ'তে হবে না তোমাকে,
লোভলোলুপ হ'তে হবে না তোমাকে ;

আবার, অশোভন যদি কেউ
কিছু দিতে চায়,—
তা'ও গ্রহণ ক'রো না,

এই অশোভন-গ্রহণ
মানুষকে অনেক সময়
অনেক ফ্যাসাদেই ফেলে দেয় ;

যা' শোভন তোমার পক্ষে—
তা'ই তোমার কাছে সুষ্ঠু,

তোমার সাধ্যে যতটুকু জোটে
তা' দিতে কসুর ক'রো না,

কিন্তু নিতে
বিশেষভাবে ওজন ক'রে তা' নিও,

এই চলনে অনেক ন্যাজেহালকে
এড়িয়ে চলতে পারবে। ৬৫৯৫।
১৮।৩।১৯৫৫, বেলা ১০-৪৫

ধর্ম্ম যেখানে
সত্তার ধৃতিপোষণী সার্থক সম্বর্দ্ধনায়
পরমকারুণিকে
উৎসারিত হ'য়ে উঠেছে,
সে-ধর্ম্ম সবারই ধর্ম্ম। ৬৫৯৬।
১৮।৩।১৯৫৫, বেলা ২-২০

যা'রা মূঢ়, দূরদৃষ্টিহীন,
সঙ্গতিহারা পল্লবগ্রাহী বিদ্বান-নামধেয়,
অস্তিবৃদ্ধির অনুশাসন-অবহিত নয়কো যা'রা,
সুনিষ্ঠ আত্মবিনায়ন-তৎপর নয়কো,
আদর্শহীন, বিকেন্দ্রিক,
এককথায়, বহুবাদী অজ্ঞ বা মূর্খ যা'রা,—
এমনতর লোকের
অনুশাসন-প্রণয়নের অধিকার নেইকো,
তা'দের অনুশাসন
মানুষকে বিশৃঙ্খল পতন-তৎপর ক'রে তোলে ;
তাই, সুনিষ্ঠ সুকেন্দ্রিক সার্থক সঙ্গতি-সম্পন্ন
চৌকষ যাঁ'রা—
এক-কথায়, চতুর যাঁ'রা,
তাঁদের অনুশাসনই অনুসরণীয়,
নয়তো, অদূরদর্শী অনুশাসনের অনুসরণ
সব্যষ্টি সমষ্টির
এমনতরই অপঘাত সৃষ্টি ক'রে তুলবে,
যা' বহুকালেও
আপূরণ করা

কঠিন হ'য়ে পড়বে ;
তাই সাবধান। ৬৫৯৭ ।
২১।৩।১৯৫৫, বিকাল ৫-১০

তোমার শ্রেয় যিনি,
প্রিয় যিনি তোমার,
তাঁর চাহিদা বা রুচিমাফিক
যদি তোমার চাহিদা ও রুচি না হয়,
তাঁর অন্তরবৃত্তির আপূরণী
যদি তোমার অন্তরবৃত্তি না হয়—
সক্রিয় তৎপরতায়,
সত্তার পোষণ-পূরণী অনুচর্য্যায়,
আপালনী পরিতর্পণায়,—
যেমন ভড়ংএ যা'ই কর না কেন,
তিনি তোমার শ্রেয়ও নন,
প্রিয়ও নন,
তুমি তাঁতে তোমার সাত্ত্বিক সম্বেদনা নিয়ে
উৎসর্গীকৃতই হও নি,
তাই, তোমার চলনা-বলনা, আচার-ব্যবহার
স্বতঃ-সম্বেদনায়
তাঁর চাহিদাকে আপূরিতই করতে পারে না,
তাই, চরিত্রও তোমার দ্যুতিহীন ;
শ্রেয় যদি তোমার জীবনে
শ্রেয়ই হ'য়ে থাকেন,
তোমার সমস্ত যোগাবেগ
ভাবদ্যুতি নিয়ে
তাঁকে যদি প্রিয় ব'লেই
আঁকড়ে ধ'রে থাকে,—
তোমার চলা-বলা, আচার-ব্যবহারও
সহজ অনুগতিতে
তাঁর আপূরণী হ'য়ে উঠবেই কি উঠবে ;

ফাঁকিবাজীর ধোঁয়ার ভিতর
সব সময় কিন্তু আগুন থাকে না। ৬৫৯৮।
২৭।৩।১৯৫৫, বেলা ১০-৫০

সুজনন-বিনায়ন
শুধু যদি মানুষের ভিতরেই
সুষ্ঠুভাবে প্রবর্ত্তন কর,
তাহ'লেই যে যথেষ্ট হবে
তা' কিন্তু নয়,
যা' যা' দিয়ে তোমাদের আয়ু, বল
ও বুদ্ধি পরিপোষিত হ'তে পারে
সবতার ভিতরই তা' করতে হবে ;
ধান্য, যব, গোধুমাদি খাদ্য
যা'তে সুজনন-সম্বৃদ্ধ হ'য়ে ওঠে
তা'র ব্যবস্থা করতে হবে,
দুধ, ঘি, মাখন, ছানা—
যা' সবারই পক্ষে প্রয়োজনীয়
সেই গবাদি পশুর ভিতরেও
তা'ই করতে হবে,
ঘোটকাদি পশু
যা' যা' তোমার জীবন-চলনার
প্রায় প্রাত্যহিক উপকরণ-অনুচর্য্যায়
কাজে লাগাও,—
তা'দের ভিতরেও তা'ই করতে হবে,
এমন-কি, এমনতর গাছপালা ইত্যাদির ভিতরেও
তাই করতে হবে,
তবে তো অস্তিবৃদ্ধির পরিপোষণা
তা'দের হ'তে সুষ্ঠুভাবে পেতে পার ;
তাই, ঐ সুজনন-সম্বর্দ্ধনার
পরিবেশ সৃষ্টি ক'রে
পরিস্থিতিকেও ওতে সম্বুদ্ধ ক'রে তুলতে থাক ;

সুনিষ্ঠ সদাচার-অন্বিত জীবন নিয়ে
শতায়ুর অধিকারী হও,
তোমাদের করণ-তাৎপর্য্য
ঈশ্বর-আশিসে নন্দিত হ'য়ে
সকলকে উন্নত জীবনের
অধিকারী ক'রে তুলুক। ৬৫৯৯।
৩০।৩।১৯৫৫, সকাল ৮-১৫

যিনি বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
প্রিয়পরম পুরুষোত্তম,
তিনি ভরদুনিয়ার সংহিত পুরুষ—
ব্যাপ্ত ব্রহ্মেরই ব্যক্ত প্রতীক,
আর, তিনিই পরম আচার্য্য,
প্রত্যেক বিশেষেরই সাত্ত্বিক প্রেরণা,
তাঁ'র নিদেশই দীক্ষা,
তাঁ'র মন্ত্রই জীবনীয় মন্ত্র,
তিনি সবারই পরম উপাস্য,
তাঁকে কেন্দ্র ক'রেই
মানুষের কাছে
ঈশ্বর অভিধায়িত হ'য়ে ওঠেন ;
তাত্ত্বিক তথ্যের ভিতর-দিয়েই
তাঁ'র ইহ ও পরভাব
সক্রিয় তৎপরতায়
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
অভিজ্ঞাত হও ;
ত্বরিত দীপনার সক্রিয় অনুধ্যায়িনী
তপ-তৎপরতায়
সার্থক সঙ্গতির
অনুক্রিয় আসীন অনুবেদনায়
অভ্যস্ত হ'য়ে ওঠ,
এই অভ্যস্ত হওয়াই সিদ্ধিলাভ ;

এমন যদি কখনও হয়,
যখন এমনতর আত্মিক পুরুষ
বা ব্রাহ্মী পুরুষ না থাকেন,
অর্থাৎ এই প্রিয়পরম পুরুষোত্তম
মূর্ত্ত ব্যক্তিত্বে
উপনীত না থাকেন,
তখন বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
ঐ প্রিয়পরমনিষ্ঠ
আত্মনিয়মন-তৎপর স্বাধ্যায়ী
নির্দ্বন্দ্ব আচার্য্যের কাছে
দীক্ষিত হ'তে পার,
সে দীক্ষাও তোমাকে
শ্রেয়-লাভে উদ্দীপ্ত ক'রে তুলতে পারে—
তোমার তপঃক্রিয়
অনুশীলনার ভিতর-দিয়ে ;—
আর, তা'ও যদি না পাও—
পুরুষোত্তম-নিষ্ঠ আত্মনিয়ন্ত্রণ-তৎপর
তোমার কুলগুরু যদি কেউ থাকেন,
ঐ প্রিয়পরমের পরমদীক্ষা
তাঁ' হ'তেই গ্রহণ ক'রো,
যথানিয়মে নিজেকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে চ'লো,
তা'তেও স্বস্তি-গতিসম্পন্ন হ'তে পারবে ;
মনে রেখো—
যিনি নির্দ্বন্দ্ব,
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ প্রিয়পরম
পুরুষোত্তমে
একনিষ্ঠ আনতিপ্রবণ—
আত্মানুনয়ন-তৎপর,
এমনতর পুরুষই
দীক্ষাদানের দক্ষ ব্যক্তিত্ব,
তাঁতে একনিষ্ঠ আনতি-অনুশীলনপ্রাণ হও,

আত্মনিয়মন কর,
লোকচর্য্যী হ'য়ে ওঠ—
পারস্পরিক প্রীতি-দীপনা নিয়ে,
তাঁরই প্রতিষ্ঠা কর—
সক্রিয় অনুশীলন-তৎপরতায়
প্রত্যেকের অন্তরে,
আর, এই হ'চ্ছে শ্রেয়-পন্থা ;
আর, যদি তাঁকেই পাও,
এমন সৌভাগ্য যদি হয় তোমার,
তবে ঐ আচার্য্য বা কুলগুরু হ'তে
যে দীক্ষা গ্রহণ করেছ,
তা' তাঁতেই উৎসর্গীকৃত ক'রে
সার্থক হ'য়ে ওঠ,
তাঁরই নবীন উৎসর্জ্জনী অনুপ্রেরণায়
নিজেকে অনুশীলন-তৎপর ক'রে তোল। ৬৬০০।
৩০।৩।১৯৫৫, সকাল ৯-৪৫

যা'রা আপোষণী অবদান পেয়েও
অর্থাৎ অন্যের সহৃদয় সাহায্য পেয়েও
তা'কেই শোষণ ক'রে
জীবন-ধারণ করতে চায়,
বিহিত অনুবেদনা নিয়ে
লোক-অনুচর্য্যায়
তৎপর হ'য়ে উঠতে পারে না,
নিজেকে সদর্জ্জনপটু যোগ্যতায়
অধিরূঢ় ক'রে তুলতে পারে না—
সুক্রিয় অনুশীলনী অনুশাসনায়
নিজেকে নন্দিত রেখে,—
সোজা কথায় বুঝে নিয়ো—
তা'রা আত্মপ্রতারক তো বটেই,
অন্যকে ঠকিয়ে

আত্মপোষণী ঠগ্‌বাজিই
তা'দের চারিত্রিক সম্বল। ৬৬০১।
৩০।৩।১৯৫৫, সন্ধ্যা ৬-৩০

অব্যক্ত চেতনা যখনই ব্যক্ত-প্রতীকে
ব্যক্তি-আপন্ন হ'য়ে
দুনিয়ার বুকে অবতীর্ণ হন,
তুমি সর্ব্বতোভাবে
তাঁ'রই শরণাপন্ন হও—
তোমার যা'-কিছু প্রবৃত্তির
সার্থক শুভ-নিয়মনায়
সক্রিয় তৎপরতায়,
আর, তাঁ'রই জীবনবর্দ্ধন-প্রতিষ্ঠায়
নিজেকে নিয়োজিত কর,
অন্বিত ত্বরিত্যে
উপচয়ী উৎসারণায়
করণীয় যা'-কিছুকে
নিষ্পন্ন ক'রে চল,
তাঁ'কেই তোমার সত্তার জীবন-প্রেরণায়
বরণীয় ক'রে তোল,
এই তপ-অনুশীলনের ভিতর-দিয়ে
তোমাকে গ'ড়ে তোল,
সর্ব্বতোভাবে তাঁ'রই হ'য়ে ওঠ তুমি,
এই হওয়াই প্রাপ্তি ;
মনে রেখো—
তিনিই তোমার মূর্ত্ত শুভ,
সব পূর্ব্বতনকে
সঙ্গতির সন্দীপ্ত সার্থকতায়
তাঁ'তেই মূর্ত্তিমান যতই দেখতে পাবে,
অনুভব করতে পারবে যতই—

নির্দ্বন্দ্বতার শুভ-অর্থনায়,—
তোমার প্রতিটি পদক্ষেপ,
প্রতিটি অনুচলন
চারিত্রিক বিকীরণায়
ব্যক্তিত্বের ভূমায়িত প্রতিভায়
বোধির বিশাল সত্ত্বে সমাহিত হ'য়ে
তোমাকে অমৃত-ভূমা ক'রে তুলবে ততই ;
একটুও কেঁপো না,
অচ্যুত নিষ্ঠা নিয়ে
সমস্ত প্রবৃত্তির স্বতঃ-অনুশাসনকে
তাঁরই উৎসজ্জর্নায় নিয়োজিত ক'রে
সার্থক ক'রে তোল—
নিন্দাস্তুতিতে বিচলিত না হ'য়ে
ক্ষমা, স্থৈর্য্য ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ী বিভূতি নিয়ে,
তাঁরই উৎসর্গে নিজেকে
উপচয়ী মহত্ত্বে
মহীয়ান ক'রে—
গর্ব্বে নয় গৌরবে,
তৃপ্তির শান্তবীছন্দে ;
পুণ্য তোমাকে পূত ক'রে তুলুক,
স্বস্তি তোমাকে মহান ক'রে তুলুক,
শান্তি তোমাকে প্রেরণাপ্রবুদ্ধ ক'রে
প্রতিটি লোকমন্দিরে
তাঁরই পূজারী ক'রে তুলুক,
তুমি সার্থক হও,
আর, তোমার ঐ উৎসর্গীকৃত ধূলিকণায়
সবাই সার্থক হ'য়ে উঠুক। ৬৬০২ ।
১।৪।১৯৫৫, সকাল ৯টা

বিব্রতি-বিক্ষুব্ধ সত্তার
স্বস্তি-সংগ্রামকে

বিপ্লব বলে। ৬৬০৩।
২।৪।১৯৫৫, সকাল ৭-৪৬

তোমার প্রীতি প্রতিটি এক-এ
বিশেষ হ'য়ে উঠুক—
সুকেন্দ্রিক আত্মনিয়মনী অনুবেদনা নিয়ে,
প্রত্যেক বিশেষের
শুভ-প্রসূ বিশেষ অনুচর্য্যায়,
সার্থক অন্বয়ী তৎপরতায় ;
এমনি ক'রেই তোমার ব্যাক্তিত্ব
যোগ্যতার যুত অনুদীপনার ভিতর দিয়ে
পরম বিশেষত্ব লাভ করুক,
ইষ্টার্থে সার্থক হ'য়ে উঠুক ;
এমনি ক'রেই তোমার প্রীতি
ভূমায়িত হ'য়ে উঠুক। ৬৬০৪।
৩।৪।১৯৫৫, রাত ৭-২০

তোমার যা'-কিছু সব নিয়ে
সব ঝোঁক, সব প্রাণতা নিয়ে
সক্রিয় সেবানুচর্য্যার সহিত
ইষ্টার্থপরায়ণ হও,
এই তোমার আসল জীবনীয় মূলধন,
আর, এই হওয়াকে
একনিষ্ঠ বা সুকেন্দ্রিক ইষ্টার্থপরায়ণতা
ব'লে থাকে,
তারপর তোমার সুশৃঙ্খল উপচয়ী
শুভ-নিষ্পন্নতা—
তা' যা'র যে-কোন ব্যাপারেই হো'ক—
যেন তোমার সত্তাপোষণার সার্থকতার সহিত
শুভ-সঙ্গতির বিকীরণ ক'রে

তোমার ও অন্যের সম্বর্দ্ধনার
পরিপোষক হ'য়ে ওঠে—
তা' মুখ্যতঃই হো'ক
আর গৌণতঃই হো'ক,

তোমার নিজের বা অপরের
যে-কোন কর্ম্মেই ব্যাপৃত থাক না কেন,
যথাসম্ভব অন্তরাসী হ'য়ে
সেগুলিকে নিষ্পন্ন ক'রে তুলতে যত পার
একটুও পেছ-পাও হ'য়ো না ;

ঐ কর্ম্মব্যাপৃতি—
ছোটই হো'ক
আর বড়ই হো'ক—
নিঃস্বার্থ সম্বেদনা নিয়ে
উপচয়ী তৎপরতায়
সুশৃঙখলার সহিত
তা'কে নিষ্পন্ন করতে থাক—
হৃদ্য নিরলস অনুচর্য্যায় ;

এমনতরই
ক'রে চল,
এই কৃতি-সমাবেশ—
দেখবে—
স্বতঃ-তৎপরতায়
তোমার সত্তাপোষণী অনুনয়নে
তোমাকে সম্বর্দ্ধনায় সন্দীপ্ত ক'রেই
চলতে থাকবে ;

তুমি না-চাইলেও
ঐ কৃতি-অভ্যাস
তোমার দায়িত্বের দরজায়
টোকা দিয়েই চলতে থাকবে ;
তুমি তোমার পরিবার-পরিবেশের
যা'-কিছু শুভ-দীপনী সৎ প্রয়োজনের নির্ব্বাহে

ঐ অধিগত অভ্যাসকে
যেমনতর ইচ্ছা ব্যবহার ক'রো—
হৃদ্য নিরলস কৃতিদীপনা নিয়ে,—
দৈন্য লাজুক দৈন্যে
তোমার জীবনের এক পাশে
সঙ্কুচিত হ'য়েই রইবে,
ধারণ-পালনী সম্বেগের
সার্থক যোগ্যতায়
ঈশী-আশীর্ব্বাদও
তোমাকে জীবনে নন্দিত ক'রে তুলবে। ৬৬০৫।
৫।৪।১৯৫৫, সকাল ৭টা

তুমি একান্ত ইষ্টার্থপরায়ণ হও—
সক্রিয় সেবা-তৎপরতায়,
তোমার যা'-কিছুর সার্থক শুভসঙ্গতি নিয়ে,
অনুচর্য্যার উদ্দাম আগ্রহে,
প্রস্তুতির পরম দক্ষতায় ;
এমনতর একান্ত আত্মবিনায়নী তাৎপর্য্যে
নিজেকে বিনায়িত ক'রে
সবাইকে ভালবাস—
বিশ্বাসিত বৈশিষ্ট্যের
বিশেষ নিয়মনায় প্রবুদ্ধ ক'রে সবাইকে,
বাক্য, ব্যবহার ও চরিত্রের
সার্থক দ্যুতি-বিকিরণে ;
কিন্তু সব সময় যেন মনে থাকে
তোমার ঐ প্রীতি বা ভালবাসার
মুখ্য ভূমিই হ'চ্ছেন
তোমার একান্ত যিনি তিনি,
সেই প্রিয়পরম ;
সব বিশেষের সব প্রীতি যেন
সার্থক হ'য়ে ওঠে

সক্রিয় সৌন্দর্য্যে
সুব্যবস্থ বিনায়িত সামঞ্জস্যে
ঐ প্রিয়পরমে,
অমৃতমুখর এই প্রীতির
সক্রিয় অনুচর্য্যার
অমৃত উৎসারণায়
সবাইকে তৃপ্ত ক'রে
প্রতিটি প্রত্যেককে সার্থক ক'রে তোল—
তোমার ঐ তাঁতেই,
আর, এই সার্থকতা
তোমার ব্যক্তিত্বকেও
অর্থান্বিত ক'রে তুলুক
তাঁ'রই চলনামৃতে,
তোমার অন্তঃকরণের
শ্রেয়-নিষ্যন্দী ঝরণায়
ভর-দুনিয়া অভিষিক্ত হ'য়ে উঠুক। ৬৬০৬ ;
৬।৪।১৯৫৫, সকাল ৮-২৮

তোমার প্রেষ্ঠ যিনি,
তাঁ'র জন্য তোমার প্রবৃত্তি-প্ররোচনাকে
আনন্দ-উৎসারণায়
কতখানি ত্যাগ করতে পার,
তোমার দুষ্ট ধারণা বা দোষদৃষ্টিকে
কতখানি নিয়ন্ত্রিত ক'রে
অন্তঃকরণকে তদনুরঞ্জিত ক'রে তুলতে পার,
তাঁ'র অনুগতি-সংশ্রয়ী
গৌরবী আত্মপ্রসাদে
তুমি কতখানি উৎফুল্ল হও,
তাঁ'কে পোষণ-প্রদীপ্ত ক'রে
তুমি কতখানি স্বস্তি অনুভব কর,

সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়ী পরিচর্য্যায়
তাঁকে তৃপ্ত ক'রে
কতখানি তর্পিত হ'য়ে ওঠ,
স্বার্থ-সংকটকে অতিক্রম ক'রে
তাঁকে কতখানি আপূরিত
ক'রে তুলতে পার,
আর, এমনতর ক'রে
নিরবচ্ছিন্ন সহজ আত্মপ্রসাদে
তোমার ব্যক্তিত্ব কতখানি
অভিদীপ্ত হ'য়ে চলতে থাকে,
তোমার যা'-কিছু চাহিদাগুলিকে
তাঁরই প্রসাদ-নন্দনায় পরিস্রুত ক'রে
তুমি কেমনতর পরিস্রবা হ'য়ে ওঠ ;
—এই হ'চ্ছে
তোমার প্রীতি-প্রণোদনার মানদণ্ড,
এই হ'চ্ছে—
তিনি তোমার কতখানি আপনার
তা'রই মানদণ্ড। ৬৬০৭।
১০।৪।১৯৫৫, সকাল ৮-১০

শ্রেয়নিষ্ঠ সুকেন্দ্রিক
সার্থক সঙ্গতি-হারা যা'রা
অর্থাৎ কোন বিশেষ শ্রেয়-পুরুষে
যা'দের জীবন বিনায়িত হ'য়ে ওঠে নি—
বাস্তব তৎপরতায়,
—এমনতর দিগ্‌গজ মহাজন যা'রা,
যা'দের প্রসিদ্ধি মানব-সমাজে
বিকীর্ণ হ'য়ে উঠেছে,
অথচ স্ববিরোধী বাক্‌বহুল যা'রা,
তা'দের অন্বিত সার্থক সঙ্গতিহারা
চলন ও জীবন-বাণী

গণসমাজের যত ক্ষতিকারক,
দুর্ব্বৃত্ত যা'রা, তা'রাও
সমাজের অতোখানি ক্ষতিকারক কিনা সন্দেহ ;
কারণ, তা'রা ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য,
আভিজাত্য, ঐতিহ্য বা কুলাচারগুলিকে
সুবিনায়িত ক'রে
মানুষকে সুকেন্দ্রিকতায়
তৎপর না ক'রে তুলে
যেমনতর বিচ্ছিন্নভাবে
প্রবৃত্তি-পরিচালনী অনুপ্রেরণা দিয়ে থাকে,
তা'র ফলে, লোকসমাজের অস্তিবৃদ্ধির অনুচলন
বিক্ষুব্ধ হ'য়ে ওঠে,
এমন-কি, তখন সাধুবাদের সহিত
প্রত্যেকে প্রত্যেককে প্রবঞ্চিত করতে
একটুকুও পশ্চাদপদ হয় না ;
সর্ব্বনাশের শাতন-দীপনা তা'রাই। ৬৬০৮।
১০।৪।১৯৫৫, বিকাল ৪-৪০

যা'দের জ্ঞানগৌরব
একার্থে সঙ্গতিলাভ করে নি,
সত্তায় অর্থান্বিত হ'য়ে ওঠে নি,
যা'দের উক্তি স্ববিরোধী,
এমনতর যা'রা,—
তা'রা অনুসরণীয় নয়,
ঐ জাতীয় অনুসরণ মানেই হ'চ্ছে
জাহান্নমের দিকেই এগিয়ে যাওয়া। ৬৬০৯।
১০।৪।১৯৫৫, বিকাল ৪-৪৫

তোমার অহংকার বা আত্মম্ভরিতা
যে পর্য্যন্ত তোমার প্রবৃত্তিগুলিকে
প্ররোচিত করে,

সে পর্য্যন্ত তোমার অন্তরে
প্রীতিরাগের উন্মেষই হয় নি,
আর যখনই দেখছ—
তোমার প্রিয়র চাহিদা বা তৃপ্তি
তোমার অহংকে অনুপ্রেরিত ক'রে
প্রবৃত্তিগুলিকে তদনুগ অনুচর্য্যায়
অনুশাসিত ক'রে তুলছে স্বতঃ-তৎপরতায়,
অচ্যুত রাগ-আনতিতে,—
বুঝে দেখো—
তোমার অন্তঃস্থ প্রীতি
উন্মীলিতই হ'য়ে উঠছে। ৬৬১০।
১১।৪।১৯৫৫, সকাল ৯-৩০

তোমার প্রিয়র
অনুকূল যা'-কিছু
তা'কে আঁকড়ে ধরা
ও অনুচর্য্যায় তাঁকে উদ্বেলিত ক'রে
তর্পিত ক'রে তোলা,
আর, প্রতিকূল যা'
তা'কে স্বতঃ-সন্দীপনায়
পরিবর্জ্জন করা—
এই হ'চ্ছে প্রীতি-অংকুরণার
সহজ লক্ষণ। ৬৬১১।
১১।৪।১৯৫৫, সকাল ৯-৩৫

তোমার প্রিয় তোমাকে
কেমনতর ভালবাসেন,
তা' যদি বুঝতে চাও,
বুঝে উপভোগ করতে চাও,
তবে আগে সর্ব্বতোভাবে তাঁকে ভালবাস—
অহেতুক অনুদীপনা নিয়ে,

কারণ, তুমি যদি তাঁকে না ভালবাস,
তাঁর লাখ ভালবাসাও
তুমি অনুভব করতে পারবে না,
এমন-কি, অনুভব করার বোধই আসবে না,
প্রবৃত্তিও আসবে না। ৬৬১২।
১১।৪।১৯৫৫, সকাল ৯-৩৮

ভাল না-বেসেই যা'রা
ভালবাসা পাওয়ার দাবী ক'রে থাকে,
তাদের প্রীতি
স্বার্থ-প্রত্যাশাকেই পুষ্ট ক'রে
বঞ্চনাকেই আবাহন ক'রে চলে ;
আবার, যে-প্রীতি ভালবেসেই
তৃপ্ত ও দীপ্ত হ'য়ে চলে,
সে-প্রীতি স্বতঃ-অনুচর্য্যী অনুবেদনা নিয়ে
দেওয়ায় সমৃদ্ধ হয়ে
ঐশ্বর্য্যে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে—
রাগদীপ্ত গুরুগৌরবে। ৬৬১৩।
১১।৪।১৯৫৫, সকাল ১০টা

৬৭তম জন্ম-মহোৎসব, নববর্ষ ও ৬৮তম ঋত্বিক্‌-অধিবেশন উপলক্ষে পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুরের আশীর্ব্বাণী।

জীবন চায় বাঁচতে,
বেঁচে—
থাকতে,
অভিব্যক্তিলাভ করতে,
রূপে সংস্থাপিত হ'তে,
আর, এমনতরই থেকে
সে স্মৃতি-চেতনা নিয়ে
সম্বর্দ্ধনায় সন্দীপ্ত হ'য়ে চলতে চায় ;
এই সক্রিয় সম্বর্দ্ধনী আবেগই
তা'র উপভোগ,
অনন্তকাল জীবনস্রোতে
তরতর ক'রে
নাচতে-নাচতে
হেলতে দুলতে
বোধি-দীপনার ধ্রুবনির্ঝরে
ব্যক্তিত্বকে বিনায়িত ক'রে
অনন্তের পথে চ'লে
অসীমকে আলিঙ্গন ক'রে
সে সার্থক হ'তে চায়—
প্রতিটি পদক্ষেপে
অন্বিত অর্থনার
সার্থক সঙ্গীত নিয়ে
ব্যক্তিত্বকে বোধখচিত ক'রে,
পরমার্থের পরম পর্য্যায়ে
নিজেকে উদ্দীপ্ত ক'রে ;—
বিষাণের বিশেষ সন্ধিৎসায়
জীবনের মহাবিষুবরেখাকে

অতিক্রম ক'রে
ভূমায়িত হ'য়ে
সে চায়
ঐ অসীমকে আলিঙ্গন করতে—
অর্থনার অনুদীপনী অর্ঘ্য-আবেগে
নিজেকে উপঢৌকন দিয়ে ;
সে এই বোধমঞ্জরী-মালায়
ব্যক্তিত্বের অভিদীপ্ত অভিযানে
অর্থনার সূত্রে
নিজেকে বিনায়িত ক'রে
বিস্তারের মালায়
ঐ সেই বনমালায়
বনমালীকে
অন্তরের অধিষ্ঠানে
ব্যক্ত ও তাত্ত্বিক মূর্চ্ছনায়
মূর্ত্ত ক'রে
সত্তায় সংহত ক'রে
সুদীপ্ত সার্থকতায়
উপভোগ-ভাবিতার ভাবনির্ঝরে
নিজেকে অভিষিক্ত ক'রে
সার্থক হ'তে চায়—
ঐ অসীমেই নিজেকে আরোপিত ক'রে,
চেতন রূপলেখায়
নিজেকে রূপায়িত ক'রে
ব্যক্তিত্বের মহা-অভিভাবনে ;
আবার, তা'র পরিবেশ
এই রূপায়িত ব্যক্তিত্বকে
সংঘাতের বজ্রকঠোর পেষণ-ধক্কায়
যখন বিমর্দ্দিত ক'রে তুলতে চায়,
ভেঙ্গে চুরমার ক'রে ফেলতে চায়,
রূপান্তরের ভিতর দিয়ে সে তখন

আত্ম-সংরক্ষণে ব্যতিব্যস্ত হয়,
শুধু ব্যতিব্যস্ত নয়
নিজেকে সে লুকিয়ে ফেলে অন্যরূপে—
সংঘাতের ভীতিসংকুল রুদ্র-দীপনাকে
বিস্মৃতির অতল গহ্বরে
নিমজ্জিত ক'রে,
যদিও তা' সত্তাকে প্রভাবান্বিত করতে
ত্রুটি কমই ক'রে থাকে ;
আর, ঐ প্রাচীন অভিজ্ঞান,
ঐ সংঘাতের অভিজ্ঞান
তা'কে শক্ত ক'রে তোলে ;
ব্যাহতিগুলিকে নিরোধ ক'রে,
নিয়মিত ক'রে,
বিনায়িত ক'রে,
সত্তার বিরুদ্ধ যা'
তা'কে উপেক্ষা ক'রে,
সীমায়িত রূপে রূপায়িত হ'য়ে
থাকতে চায় সে ;
এমনি ক'রেই
রূপ হ'তে রূপে
গুণ হ'তে গুণে
ভাব হ'তে ভাবে
গান হ'তে গানে
প্রাণ হ'তে প্রাণে
সে অভিব্যক্তি লাভ করে ;
কত লাখ যুগ
তা'র এই জীবনের বুকে
ভেসে যেতে থাকে,
তবু ঐ ব্যক্তিত্বকে
সে ছাড়তে চায় না,
সে পরপারকে

এই জীবনে পূরে এনেই
উপভোগ করতে চায়—
স্বস্তি, শান্তি ও স্বধার
উৎক্রমণী অনুবেদনায়,
যজ্ঞেশ্বরে আত্মনিবেদন ক'রে—
আরতির উপঢৌকনে ;

লোকসেবাযজ্ঞে সে
নিজেকে নিয়োজিত করতে থাকে—
আত্মনিয়মনী ঋতি-অনুবেদনায়
নিজেকে উপযুক্ত ক'রে,
সংস্থ ক'রে,
সংহিত ক'রে,
সন্দীপ্ত ক'রে ;
—এই তো হ'লো
জীবনের তাৎপর্য্য ;

রূপায়িত হ'য়ে
রূপের অনুবেদনায়
রূপকে চিনে
আহার, বিহার, ব্যবহারের ভিতর-দিয়ে
বাক্ ও আচরণের ভিতর দিয়ে
বিশেষভাবে রূপায়িত হ'য়েও
সে ঐ রূপ-নিক্বণে রূপায়িত যা'রা,
তা'দের সাথে
সংহত সংস্থিতিতে
বসবাস করতে চায়—
একটা পারস্পরিক সংহত
উৎক্রমণী অনুবেদনায়
নিজেকে উদ্ভাসিত ক'রে তুলে
উদ্দীপ্ত ক'রে তুলে ;
সে নিজে বাঁচতে চায়,
আর, ঐ বাঁচার আকৃতিতে

পরিবেশকেও বাঁচিয়ে রাখতে চায়,
কারণ, পারিবেশিক জীবনের উপর দাঁড়িয়েই
তা'র সত্তা
বিনায়িত হ'য়ে উঠেছে,
অভিব্যক্ত হ'য়ে উঠেছে ;
তাই, মরণ কা'রও
ভাল লাগে না,
মরণ কেউ চায় না ;
যে-সঙ্ঘাত
তা'কে
বিব্রত ক'রে
ব্যর্থ ক'রে
অন্যরূপে রূপায়িত ক'রে তুলতে চায়,
তা'কেও সে বিনায়িত ক'রে
সংস্থ ও সত্তাপোষণী ক'রে
সম্বর্ধনায় উচ্ছল ও উদ্দীপ্ত হ'য়ে
নিজের উদ্বর্ত্তনাকে আবাহন করে—
উৎসকেন্দ্রিক সত্তাসংরক্ষণ-অনুধ্যায়ী অনুবেদনায় ;
—এইতো তা'র জীবন-যজ্ঞের
যাগ-অভিসারণা ;
তাই বলি—
এই প্রহেলিকা
লাখবার মিথ্যা হ'লেও
মহা সত্য ;
যেখানে যত বাধাই থাকুক না,
লাখো পদাঘাত
এই দ্যোতনাকে
যত দলিতই করুক না,
সে কিন্তু কিছুতেই
অবদলিত হ'তে চায় না ;
সে মোহান্ধতার অনুসরণ করতে পারে—

অজ্ঞতার অন্ধ উদ্দীপনায়,
কিন্তু মরতে সে চায় না ;
জীবনের এই মরণ-অভিশাপ
তা'র পক্ষে
অত্যন্ত বিষাক্ত ;
সে ভাবতে চায় নিজেকে
'অমৃতস্য পুত্রঃ' ব'লে,
অন্যকেও সম্বোধন করতে চায়
'অমৃতস্য পুত্রা' ব'লে ;
তাই, সুকেন্দ্রিক তৎপরতায়
নিজেকে বিনায়িত ক'রে
সম্বর্দ্ধনায় নিয়োজিত ক'রে চলাই
জীবন-ধর্ম্মের বাস্তব ভূমি ;
তোমরা সুকেন্দ্রিক হ'য়ে চল,
প্রিয়পরম-নিষ্ঠ হও,
তঁদনুগ বিনায়নে
নিজেকে বিনায়িত কর,
তাঁ'র পূজার আহুতিতে
নিজেকে সক্রিয় করে তোল,
উপচয়ী ক'রে তোল,
আর, ব্যক্তিত্ব তোমাদের
উপচয়ী প্রসাদ-অভিষিক্ত হ'য়ে উঠুক,
অভিনন্দনার অভিযান
তোমাদের জীবনকে
সার্থক ক'রে তুলুক ;
তোমরা শতায়ু হও,
আরো বহু বহু বর্ষ
সঞ্জীবিত থাকবার
উপযুক্ত হ'য়ে ওঠ—
বিনায়িত ব্যবহারে, আচারে,
অনুক্রিয় তৎপরতায় ;

বেঁচে থাক,
বেড়ে চল—
সার্থক তৎপরতায়
সুকেন্দ্রিক অনুধ্যায়িতা নিয়ে ;
ধারণ-পালন-অভিদীপ্ত হ'য়ে
ঈশিত্বের
অমৃতবিভোর চেতন বিভায়
অনুদীপ্ত হ'য়ে ওঠ তোমরা,
ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ
তোমাদিগকে অমৃত ক'রে তুলুক,
প্রতিটি অনুকণার ভিতর
প্রতিটি ব্যষ্টির ভিতর
তোমরা তাঁকেই দেখ,
তাঁকেই অনুভব কর—
বিধি-বিনায়িত চলন-অনুসৃতি নিয়ে ;
ঈশ্বর !
সবাইকে স্বস্তি দাও,
অযুত আয়ুর অধিকারী ক'রে তোল,
শান্তি-স্বধায় উদ্দীপ্ত ক'রে তোল,
ঋদ্ধি-বৃদ্ধিতে অমৃতময় ক'রে তোল ;
তোমার অসীম চলন স্পর্শে
প্রতিপ্রত্যেকে অসীম জীবনে
জীয়ন্ত ব্যক্তিত্ব লাভ ক'রে
তোমার জয়গান করুক,
প্রতিটি পদক্ষেপই তা'দের
সুফলপ্রসূ হ'য়ে উঠুক ;
তুমিই জীবনের সংরক্ষণী মহামন্ত্র ! ৬৬১৪ ।
১২।৪।১৯৫৫, সকাল ৯টা

যে নিজেকে অক্ষত রেখে
অন্যকে বাঁচিয়ে চলবার প্রবণতা

যত নিখুঁত সক্রিয়তায়
আহরণ করতে পারে,
সে ততই বেঁচে-থাকা
ও সম্বর্দ্ধনার সংস্কারকে
জীবনে সার্থকতায় সংহত ক'রে তুলে
ব্যক্তিত্বকে বাঁচবার উপযোগিতায়
সজাগ রাখতে পারে ;
আবার, অন্যকে বাঁচাতে গিয়ে
যে নিজেকে ক্ষতবিক্ষত করে
বা মৃত্যুকে বরণ করে,
এর ভিতর-দিয়ে
সে নিজেকে
অকৃতকার্য্যতার উত্তাল অভিনিবেশেই
নিমজ্জিত ক'রে তোলে,
কারণ, তা'তে বোধি ও চলন
বিয়োগান্তক হ'য়ে ওঠে ;
আর, যে অন্যের ক্ষতি ক'রে
নিজেকে বাঁচাতে চায়,
তা'র ব্যক্তিত্বের সম্প্রসারণ তো
হয়ই না,
বরং তা'
সংকুচিতই হ'তে থাকে। ৬৬১৫।
১২।৪।১৯৫৫, রাত ৯-১০

শুধু আলোচনা নিয়েই যদি থাক—
অনুশীলনাকে অগ্রাহ্য ক'রে,
ঐ আলোচনা মূর্ত্ত হ'য়ে উঠবে না
তোমার ব্যক্তিত্বে—
দ্যুতি-তর্পণার সহিত,
যার ফলে, তোমার জীয়ন্ত আলোচনা
তৎপর অনুশীলনার দ্যুতি নিয়ে

মানুষকে সক্রিয় তৎপরতায়
উদ্দীপ্ত ক'রে তোলে ;
এককথায়, করার আগ্রহকে বাড়িয়ে দিয়ে
বোধিদীপনাকে উস্‌কে তুলে
দুইয়ের সামঞ্জস্যে
ব্যক্তিত্বকে বিনায়িত ক'রে তোলা
হ'য়ে উঠবে কমই। ৬৬১৬ ।
১৩।৪।১৯৫৫, সকাল ৭-৩০

যিনি সুকেন্দ্রিক সক্রিয়
সার্থক সর্ব্বসঙ্গতি নিয়ে ভজনবান—
শুভ-অশুভের বিভাজন-বিনায়নায়,
ভগবত্তা উদ্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে
সেই ব্যক্তিত্বে। ৬৬১৭ ।
২৩।৪।১৯৫৫, বিকাল ৪-৩৩

একায়নী শিষ্টনিষ্ঠা
ধর্ম্মের প্রথম ভূমি,
ধর্ম্ম মানে—
সাত্ত্বিক ধৃতিতপা অনুশীলন,
বহুদর্শিতার সার্থক সামসঙ্গতি,
অভ্যাসে আত্মস্থ হওয়া ;
যেখানে শুধু কথা ও ভাবালুতা,—
সেখানে ধর্ম্ম নেই,
আছে কথা ও ভাবালু সন্দীপনা,
সেজন্য সেগুলি জীয়ন্ত হ'য়ে ওঠে না,
প্রেরণা-প্রদীপ্ত হ'য়ে ওঠে না চলনে। ৬৬১৮ ।
২৫।৪।১৯৫৫, সন্ধ্যা ৬-৩০

বিদ্রূপাত্মক তুচ্ছকর দাম্ভিক
বাক্‌ ও ব্যবহার

মানুষকে ছোটই ক'রে থাকে,
আরো ডেকে আনে
তা'র ব্যক্তিত্বের প্রতি
তাচ্ছীল্যকর দৃষ্টিপাত। ৬৬১৯।
২৮।৪।১৯৫৫, বিকাল ৩-৩০

শ্রদ্ধানুভাবিতা-আছে,
কিন্তু অনুপোষণা,
অনুপূরণা,
অনুরক্ষণা নেই,
সে শ্রদ্ধানুভাবিতা
অনুক্রিয় তৎপরতায়
ব্যক্তিত্বে বাস্তব হ'য়ে ওঠে নি ;
যেখানে শ্রদ্ধা উচ্ছল নিষ্ঠা-অনুদীপ্ত,—
তৎপর অনুক্রিয়তাও সেখানে
ব্যক্তিত্বে সম্বেগশালী তেমনি। ৬৬২০।
২৯।৪।১৯৫৫, সকাল ৭-২৫

বিপ্র বা বিপ্রবর্গেরই হো'ক,
ক্ষত্রিয় বা ক্ষত্রিয়বর্গেরই হো'ক,
বৈশ্য বা বৈশ্যবর্গেরই হো'ক,
বা যে কেউই হো'ক,
কাহারও নিজের বর্ণ বা বর্গের ভিতর
সগোত্র বিবাহ হওয়া ঠিক নয়,
কারণ, তা'তে
সমজাতীয় রক্তের সংমিশ্রণে
সুজাতকের সম্ভব হওয়া
সুকঠিনই হ'য়ে থাকে ;
জাতকর্ম্মে

পরিপোষক নূতন রক্তের
সংমিশ্রণই শ্রেয়। ৬৬২১।
২৯।৪।১৯৫৫, সকাল ১০টা

যে-তন্ত্রেরই তান্ত্রিক হও না কেন,
জীবন-তন্ত্রই আসল তন্ত্র,
আর, যে-তন্ত্র জীবনকে
পরিপোষণ, পরিরক্ষণ, পরিপূরণ না করে—
সুকেন্দ্রিক সার্থক সঙ্গতি নিয়ে,
অশুভকে নিরাকরণ ক'রে,
তা' কিন্তু ব্যর্থ, নিরর্থক। ৬৬২২।
৩০।৪।১৯৫৫, সকাল ১০-৩০

তুমি যা' করছ
বা যা' ক'রে চলছ
বা যা' ক'রে অভ্যস্ত হ'য়ে উঠছ—
তা' সুকেন্দ্রিক অর্থনা নিয়েই হো'ক,
বিচ্ছিন্ন বিকেন্দ্রিক তৎপরতায়ই হো'ক—
বা অসমকেন্দ্রিকতা নিয়েই হো'ক,
তা' কিন্তু তোমার ভাগ্যের তহবিলে
মজুত হ'য়ে রয়েছে
বা মজুত হ'য়েই চলছে—
উত্তরকালের জন্য ;
তোমার পরিণতি বা পরাগতি
সত্তা বা ব্যক্তিত্বকে রঙিল ক'রে
তা'তেই রূপায়িত হ'য়ে
তোমাকে তা'রই প্রস্তুতিতে পরিণত করতে
কী করবে বা না-করবে—
এমনতর বুঝে
তোমার রাগ ও আবেগকে
নিয়ন্ত্রিত ক'রে চল ;

চাওয়াটা করায় উদ্ভিন্ন হ'য়ে
হওয়ার তাৎপর্য্যে পরিণত হ'য়ে
তেমনতর ভাগ্যকেই আবাহন করবে কিন্তু। ৬৬২৩।
৩০।৪।১৯৫৫, বিকাল ৩-৪৫

তুমি যে-তান্ত্রিকই হও না কেন
বা যে-তন্ত্র নিয়েই চল না কেন,
সাত্ত্বিক মন্ত্র ও সত্তাপোষণী
জীবনীয় অনুচলনকে ত্যাগ ক'রে
যে-তান্ত্রিকতাতে তুমি আত্মনিয়োগ করবে,
তা'ই কিন্তু বিয়োগ-অনুচলনে
তোমাকে মরণযোগে জয়ী ক'রে
বিদ্রূপ ভঙ্গীতে
জাহান্নমের পথেই
পরিচালিত করতে থাকবে—
তা'কে মদমত্ত লোলুপলুব্ধতায়
যতই উজ্জ্বল মনোমুগ্ধকর বিবেচনায়
আঁকড়ে ধর না কেন। ৬৬২৪।
৩০।৪।১৯৫৫, বিকাল ৪-৫৮

স্মরণ যেন থাকে,
আর, এই থাকাটাকে
এমনতরই সহজ ক'রে নাও—
তোমার সাত্ত্বিক চেতনার
সাবধানী সন্ধিৎসার
চতুর বোধদৃষ্টি নিয়ে,
দূরদর্শিতার ক্রম-বর্দ্ধনায়,
উপস্থিত বুদ্ধির তীক্ষ্ন অনুচলনে,
প্রস্তুতির ক্ষিপ্র তৎপরতায়,—
যেন শাতন-পরাক্রম
তোমাকে কিছুতেই

বিপর্য্যস্ত ক'রে তুলতে না পারে,
অশুভের তামস-প্রভাব
তোমাকে স্তব্ধ ক'রে তুলতে না পারে,
অমঙ্গলের অসৎদীপনা যেন
কিছুতেই তোমাকে
ব্যাহত ক'রে তুলতে না পারে ;
ইষ্টানুগ তর্‌তরে ত্বরিত আগ্রহকে
এমনতরই দক্ষক্রিয় ক'রে তোল
যা'তে তুমি সর্ব্বান্তঃকরণে
ধন্য সক্রিয়তায়
নিষ্পন্নতার অর্ঘ্য-অঞ্জলি দিয়ে
সম্বর্দ্ধিত ক'রে তুলতে পার তাঁকে ;
আর, তোমার এই গতিকে
কোনপ্রকার শাতনী তামসপ্রভাব
যেন কিছুতেই ব্যাহত করতে না পারে,
জড়িয়ে আটকিয়ে ফেলতে না পারে
তোমাকে,
তোমার বোধদৃষ্টি প্রতিটি পদক্ষেপে
তা'র অন্তরায়গুলিকে
বিবেচনার বিবেকদীপনায়
বিহিতভাবে দমিত ও নিয়ন্ত্রিত ক'রে
তোমার গন্তব্যকে সর্ব্বপ্রকারেই যেন
বাধাশূন্য ক'রে তুলতে পারে ;
এই দীপ্ত অভিনিবেশকে
কিছুতেই, কোনক্রমেই
ত্যাগ করতে যেও না,
যখন যা'কে যে-মুহূর্ত্তে
নিরোধ করা উচিত,
প্রশমিত করা উচিত
বা বিন্যাস করা উচিত
সে-মুহূর্ত্তেই তা' করবে

যথোচিত তৎপরতায়—
অশুভ যা'-কিছুর প্রতিক্রিয় সিদ্ধ সম্বেগে ;
মনে রেখো—
সুখ্যাতি করবারও তোমার কেউ নেই,
নিন্দনীয়ও তোমার কেউ নেই,
ইষ্টার্থ-আনুকূল্যে
যা' যতই অর্থান্বিত হ'য়ে উঠেছে,
তা'ই তোমার নন্দনার
হৃদ্য আলিঙ্গনযোগ্য ততখানি,
তা' ছাড়া যা'-কিছু
তোমার বা কা'রো কিছু নয়কো,
সবই বর্জ্জনীয়
—বিনায়ন-যোগ্য ;
আরো মনে রেখো—
সৎপ্রকৃতি কখনই বেকুব হ'তে চায় না,
আর, সৎ-দীপনা যখন
আহাম্মকী বা বেকুবী পদক্ষেপে
চলতে থাকে,
তখনই বুঝো—
তোমার চেতনার অন্তঃস্থ যোগদীপনা
প্রখর ও প্রবুদ্ধ হ'য়ে নেইকো,
সক্রিয় তৎপরতায়
নিটোল কর্ম্মপ্রবণ হ'য়ে নেইকো,
কোথায় কোন চাহিদার ভিতর-দিয়ে
কোন প্রবৃত্তির মুহ্যমান অভিশাপে
তুমি বোধহারা হ'য়ে রয়েছ ;
খুঁজেপেতে সেটাকে বের ক'রে
তখনই তা'র নিরাকরণ না ক'রে
ভুলকে প্রশ্রয় দিতে যেও না,
সর্ব্বতঃ-পরিশুদ্ধিকেই
চেতন অর্ঘ্যে আবাহন ক'রো ;

ধন্যবাদ
পরমার্থী স্নেহল দীপনায়
তোমাকে চারুচলনের
অধিকারী ক'রে তুলবে,
কৃতি
কৃতার্থ হ'য়ে
কৃতকর্ম্মা ক'রে তুলবে তোমাকে,
তোমার অন্তঃস্থ ধারণপালনী সম্বেগ
বাস্তবতার ঐশী উপঢৌকনে
সার্থকতায় অর্থান্বিত ক'রে তুলবে তোমাকে। ৬৬২৫।
৩০।৪।১৯৫৫, রাত ৯-৪৫

তোমার জীবন-জীবিকা
যদি তোমার জন্মগত-তাৎপর্য্যে-নিহিত
বৈশিষ্ট্যানুপাতিক না হয়,
তা' কিন্তু তোমার মস্তিষ্কে
এমনতরই অবিন্যস্ত জংলা অন্তঃকূট
সৃষ্টি করবে—
যা' স্বতঃ-সন্দীপ্ত সম্বর্দ্ধনাকে
ব্যাহত ক'রে
তোমার জীবনকে
তোমার সত্তাকে
সম্বর্দ্ধনশীল হ'তেই দেবে না,
ফলে, অকালেই তোমার জীবনের
দীপালী চলনকে
ছন্ন ও মুমূর্ষু তো ক'রে তুলবেই—
এমন-কি, নিভিয়েও দিতে পারে ;
তাই, তোমার বৈশিষ্ট্যে
যা' আভিজাত্য, ঐতিহ্য
ও কুলাচারের ভিতর-দিয়ে
পূর্ব্ব-পূর্ব্ব পিতৃপিতামহাদির জীবন চুঁইয়ে

তোমাতে উপনীত হ'য়েছে,
সেই বিশেষের
সক্রিয় বিশিষ্ট বোধনাকে
অবলম্বন ক'রে
তোমার জীবনীয় যা'-কিছুকে
সঙ্গতির সার্থক চলন-দীপনায়
আয়ত্ত ক'রে চলতে
ত্রুটি ক'রো না,
যা'তে ঐ কুটিল আবর্জ্জনার
প্রক্ষিপ্ত ব্যাহতি
তোমার এই জীবনস্রোতকে
ব্যাহত ক'রে না তোলে ;
বৈশিষ্ট্যমাফিক জীবিকাই কিন্তু
মানুষের বেঁচে থাকা
ও বেড়ে চলার
একটা সার্থক সম্পদ ;
তাই গীতার কথা মনে রেখো—
"সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ,
সর্ব্বারম্ভাঃ হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ।"
আরো স্মরণ রেখো—ঐ গীতারই বাণী,
—"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ
পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।" ৬৬২৬।
১।৫।১৯৫৫, সকাল ৬-১৫

অসঙ্গতিশীল অসার্থক চলন যেখানে,
সেখানেই ছন্নতা। ৬৬২৭।
১।৫।১৯৫৫, সকাল ৯-১০

শ্রেয়নিষ্ঠ প্রীতি—
পরম যোগ,
আগ্রহের উদগ্র অভিনিবেশ,

আত্মবিনায়নী স্বতঃ-সম্বেগ,
যুক্তির পরম অর্থ,
দ্বন্দ্বের ফুল্ল নিরসন,
বৈশিষ্ট্যপালী বিশ্বস্ত রাগ,
ব্যাপ্তির বিশাল অভিসার। ৬৬২৮।
২।৫।১৯৫৫, সকাল ৭-৩০

যা'রা সাধ্যমত দেবার তালে
তৎপর না হ'য়ে
তা'কে সঙ্কীর্ণ ক'রে তুলতে থাকে,
অথচ নেবার তদ্বির করে
নানা ভাবভঙ্গীতে,
তা'রা ঐ লোভলোলুপতার
সন্ধিৎসা-অভিব্যক্তি নিয়ে চলতে থাকে,
তা'দের পাওয়া যে নিতান্তই
সঙ্কুচিত হ'য়ে ওঠে,
তা' কিন্তু অতিনিশ্চয় ;
যেখানে দেওয়া নাই,—
মানুষের আগ্রহ-অনুকম্পা
সেখানে শিথিল হ'য়ে চলতে থাকে ;
চাও তো
সাধ্যমত যেখানে যেমন পার,
তা' দিতে ত্রুটি ক'রো না,
প্রাপ্তিও
তোমার দিকে এগুতে থাকবে—
ক্রম-পোষণায়। ৬৬২৯।
২।৫।১৯৫৫, রাত ১১-২০

সুকেন্দ্রিক সক্রিয় সর্ব্বতোমুখী
পোষণ-পরিচর্য্যা,
এই পোষণ-পরিচর্য্যার অন্তরায় যা'-কিছু—

বিক্ষুব্ধ যা'-কিছু—
সহজ সম্বেগে তা'র নিরোধ বা বর্জ্জন,
আর, জীবনে প্রিয়মুখতার প্রাধান্য,
—এই কয়টি হ'চ্ছে
প্রীতির মৌলিক লক্ষণ। ৬৬৩০।
৪।৫।১৯৫৫, রাত ৭-৩০

যদি তোমার স্ত্রী
সহজভাবে তোমার
অনুগতিসম্পন্না না হয়,
পোষণ-বর্দ্ধনী অনুচর্য্যানিরতা না হয়,
তোমার সাত্ত্বিক সম্বর্দ্ধনার
আপূরণী হোতা না হ'য়ে ওঠে,
তা'র জীবনে তোমাকে, তোমার স্বার্থকে
সর্ব্বতোভাবে মুখ্য ক'রে না তোলে,
তোমার প্রীতিপ্রদ যা' নয়,
পোষণার আপূরণী যা' নয়—
শত আকর্ষণ থাকলেও
তা' তা'র পক্ষে যদি
সহজ বর্জ্জনীয় না হ'য়ে ওঠে,
বুঝে নিও—
তোমাতে তা'র স্ত্রী-ত্ব
উৎসারিত হ'য়ে ওঠে নি,
আবার, এই না ওঠাটা কিন্তু সন্দেহের। ৬৬৩১।
৫।৫।১৯৫৫, বিকাল ৫-৫

তুমি তোমার জীবনে
সর্ব্বতোভাবে যা'তে
নিবদ্ধ হ'য়ে থাক—
নিয়ত অনুক্রমণায়,—
সেই তোমার জীবনে নিত্য,

আর, যা' নিত্য তোমার কাছে
সত্যও কিন্তু তাই,
আর, এ সত্য তোমার কাছে যেমন ফুটন্ত,
সক্রিয়তাও তোমার তেমনি,
জীবন ও ব্যক্তিত্বের স্ফুরণাও
হ'য়ে ওঠে তেমনতর ;
আর, যিনি তোমার নিত্যানন্দ,
নন্দনার ব্রাহ্মী বিকীরণা,
এই সব নিত্য,
সব সত্য
যেখানে সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
অন্বিত তৎপরতায় অভিব্যক্তিলাভ করেছে—
ঐ তাৎপর্য্যে তোমার ব্যক্তিত্বকে
অভিষিক্ত ক'রে,
তিনিই তোমার পরম উৎস
আর, পরমার্থ তিনিই,
তিনি সব যা'-কিছুরই
উৎস-পুরুষ—
ব্যাপ্তির পরম পরাগ। ৬৬৩২।
৬।৫।১৯৫৫, বিকাল ৪টা

আদর্শ-অনুধায়িনী আভিজাত্য,
আত্মমর্য্যাদা, ঐতিহ্য, কুলাচার
ইত্যাদির ভিতর-দিয়ে
তোমার অন্তঃকরণের মর্ম্মস্থ
জনিবিন্যাস হ'য়ে থাকে,
আর, তদনুগ অনুশ্রয়ী অনুপ্রেরণার ভিতর-দিয়ে
তোমার জৈবী-সংস্থিতির উদ্ভব হয়,
যা' নিহিত থাকে
তোমার মাতাপিতার

সুকেন্দ্রিক অনুনয়ন-তৎপর
অনুক্রিয় আরতি-সম্বেদনে ;
আবার, তুমি জাত হ'লে
তোমার পরিপোষণা
যে আদর্শ, নীতি, খাদ্যাখাদ্য
ও পরিবেশের
সংবেদনী অনুচর্য্যায়
তোমার ভিতরে যেমনতর বিন্যাস
সৃষ্টি করে,
সেগুলি প্রবণতায় উদ্ভিন্ন হ'য়ে
তুমি তেমনতর নিরতি-অনুনয়নে
চলাফেরা ক'রে থাক ;
আবার, এই চলাফেরাগুলি
যে-সংঘাতের ভিতর-দিয়ে
বিনায়িত বা ব্যাহত হ'তে থাকে,
তোমার মস্তিষ্কে
তেমনতর বিন্যাসই বিনায়িত হ'য়ে চলে,
আর, ব্যক্তিত্বও রঙিল হ'য়ে ওঠে তেমনতর ;
ঐ আভিজাত্য, ঐতিহ্য, আত্মমর্য্যাদা
ও কুলাচারকে বিসর্জ্জন দিয়ে
অর্থাৎ তা'কে কেন্দ্র না ক'রে
ঐ সংঘাত বা ব্যাহতিগুলির
দাসত্বকে স্বীকার ক'রে
সংস্থিতির তদনুগ নিয়ন্ত্রণ ক'রে যদি চল,
তবে ঐ অমনতর বিসদৃশ বিন্যাসের
হাত থেকে
তুমি কিছুতেই রেহাই পাবে না ;
তুমি সেগুলিকে
তোমার সত্তানুযায়ী পরিপোষণায়
নিয়ন্ত্রিত ক'রে
জীবনবৃদ্ধির, এক কথায়, বাঁচাবাড়ার অনুপোষণায়

নিয়োজিত করতে পারবে না ;
এমনি ক'রেই ঐ আভিজাত্য-অনুগ
বৈশিষ্ট্যানুচারী কর্ম্মের সুকৃতি
বা তৎপরিপন্থী চলন-সঞ্জাত বিকৃতির ভিতর-দিয়ে
ভবিষ্যকালেরও সৃষ্টি ক'রে ফেলে মানুষ ;
তাই, ঐ প্রাচীন প্রবর্ত্তনার
সার্থক সঙ্গতি-সম্পন্ন
অনুচর্য্যী আপূরণাকে
যতই বিকৃত ও বিড়ম্বিত ক'রে তুলবে,
এবং ঐ বিকৃতিকেই আপন ক'রে নিয়ে
অহং ক'রে নিয়ে
তা'রই বিচ্ছিন্ন অনুপ্রেরণায়
যত চলতে থাকবে—
সাত্ত্বিক সঙ্গতিকে অবহেলা ক'রে,—
তোমার ভবিষ্যৎও গজিয়ে উঠবে
তেমনতর অনুক্রিয় তৎপরতায় ;
তুমি বুঝতেই পারবে না,
খতিয়েই উঠতে পারবে না—
কেন কী করছ,
আর, তা'র পরিণামই বা কোথায় ;
কারণ, তোমার মস্তিষ্কে
সঙ্গতিশীল বিন্যাস সার্থক হ'য়ে ওঠে নি,
তোমার পক্ষে ঐ প্রাচীনের
পূত ধারাগুলি
যা' স্বতঃ-স্ফূর্ত্ত হ'য়ে
প্রকৃতির বুকে লেখা আছে,
তা' ভূয়াবাজি ছাড়া
বা ভুতুড়ে ব'লে ব্যাখ্যা করা ছাড়া
তোমার উপায় কোথায় ?
ঐ বিকৃতি বা বিড়ম্বনা
তোমার বোধদৃষ্টিতে

বাস্তব হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে—
অস্তিবৃদ্ধির নৈতিক চলনকে
অবমাননা ক'রে ;

তাই, ওসব কথা
তোমার কাছে
হাস্যাস্পদ ছাড়া আর কিছুই নয় !

কিন্তু ঠিক জেনো—
প্রকৃতির অন্তঃস্থ বিধি
যে-বিধাতার বিনায়নী অনুশাসনে
বাস্তব জগৎকে সৃষ্টি করেছে—
অস্তিবৃদ্ধির আবেগ-উৎসারণায়,
সেই প্রকৃতির অবমাননাই
তোমার অস্তিবৃদ্ধিকে
ব্যাহত ও বিড়ম্বিত ক'রে
মরণের বাতুল প্রশ্রয় হ'য়ে
অদূরেই দাঁড়িয়ে আছে ;

আরো স্মরণ রেখো—
সুকেন্দ্রিক হ'য়ে
আভিজাত্য, ঐতিহ্য, আত্মমর্য্যাদা
ও কুলাচারের অন্বিত অনুবর্ত্তনায়
যা' তুমি যতখানি সত্তাসঙ্গত ক'রে তুলবে,
আত্মীকৃত ক'রে তুলবে,
আপ্ত ক'রে তুলবে,
তা' তোমার নিজ বিবর্ত্তনকে
যেমন উন্নতি-প্রগতির পথে
পরিচালিত করবে,
তোমার সন্তান-সন্ততিতে
সংক্রামিত হ'য়ে
তাদের জীবনকেও তেমনি
সমৃদ্ধতর ক'রে তুলবে ;
নচেৎ ঐগুলির অবহেলায়

হীনম্মন্যতা ও অহংকারের প্ররোচনায়
যা'ই তুমি আয়ত্ত কর না কেন,
তা' তোমার সত্তায় সঙ্গতিলাভ করবে না,
এবং তোমার ঐ অহংকৃত
অধিগমন বা অর্জ্জন
তোমার জনিকে বিনায়িত ক'রে
সুপুষ্ট ক'রে
সন্তান-সন্ততিতে সংক্রামিত হ'তে পারবে কমই,
তাই, এতে তোমার ব্যক্তিগত ও বংশগত
বিবর্ত্তনধারা পুষ্ট না হ'য়ে
ক্ষুণ্ণই হ'তে থাকবে,
সাবধান হ'য়ো,
বুঝে চ'লো। ৬৬৩৩।
৭।৫।১৯৫৫, সকাল ১০টা

কুলগত ন্যায্য
সাংস্কৃতিক চলন বা আচারকে
আমি কুলাচার ব'লে
অভিহিত করি। ৬৬৩৪।
৮।৫।১৯৫৫, সকাল ৮-১০

আদর্শ-অনুচর্য্যী চয়ন তোমার যত
ত্বরিত, সুন্দর, সুচারু ও শ্রেয়দীপ্ত,
তোমার নিজের পরিবার ও পরিবেশের
প্রয়োজনীয় চয়নিকাও
তেমনি ত্বরিত, সুন্দর, সুচারু
ও শ্রেয়দীপনী হ'য়ে উঠবে—
আরোর অভিযান নিয়ে। ৬৬৩৫।
৮।৫।১৯৫৫, বেলা ১০-৪৫

দ্রুত হও—
সক্রিয় তৎপরতায়,
যোগ্যতা জীবনে ফুটন্ত হ'য়ে উঠবে। ৬৬৩৬।
৯।৫।১৯৫৫, সকাল ৬-১০

শুধু সদ্গুণ-বহুল
বা অসদ্গুণ-বহুল পুরুষ হ'লেই
যে, সে ঐ গুণ
সন্তানে সঞ্চারিত ক'রে তুলতে পারবে,—
তা' কিন্তু নয়,
যা'র ঐ গুণগুলি সুকেন্দ্রিকতায়
সত্তায় সঙ্গতিলাভ ক'রে
অন্তঃস্থ জনিকে বিনায়িত ক'রে তুলেছে,
এমনতর ব্যক্তিত্বই
তা'র গুণরাজি
সন্তানে সংক্রামিত ক'রে তুলতে পারে ;
আবার, যা'র গুণগুলি
সুকেন্দ্রিক সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
ব্যক্তিত্বে বিনায়িত হ'য়ে ওঠে নি—
সক্রিয় তৎপরতায়,
তা'র সত্তায় তা' কিন্তু সংহিত
হ'য়ে উঠতে পারে না,
তাই, সে তা' সন্তানে
সঞ্চারিতও ক'রে তুলতে পারে না। ৬৬৩৭।
৯।৫।১৯৫৫, সকাল ৬-২৫

পুরুষ করে
পিতামাতার জীয়ন্ত বেদী
বা স্মৃতি-বেদীর উপর
ইষ্ট-আরাধনা,
নারী করে স্বামীর জীয়ন্ত বেদী

বা স্মৃতিবেদী অবলম্বন ক'রে
ইষ্ট-পূজা—
তা'রই চারু অনুনয়নী
অর্ঘ্য-অঞ্জলি বহন করতে করতে। ৬৬৩৮।
৯।৫।১৯৫৫, সকাল ৭-১৫

তুমি যা' বল বা চাও,
তা' যদি তোমার চরিত্রে
সুচারু সন্দীপনায়
অভিব্যক্তিলাভ না করে—
সক্রিয় তাৎপর্য্যে,
প্রতিক্রিয়ায় সেগুলি
কা'রও অন্তরকে আলোড়িত ক'রে
ঐ অনুকম্পায় উদ্ভিন্ন ক'রে তুলবে না ;
এতটুকু খাঁকতি থাকলেও
প্রতিক্রিয়ায় ঐ খাঁক্তিই
কার্য্যকরী হবে কিন্তু। ৬৬৩৯।
৯।৫।১৯৫৫, বেলা ১০-৪০

বিদ্যা আছে,
বিনয় নাই,
তা'র মানেই হ'চ্ছে—
জানাগুলি সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
বিনায়িত হ'য়ে ওঠে নি,
তাই, সে-বিদ্যা সত্তাকে
বিনায়িত ক'রে তুলতে জানে না—
সার্থকতার উপসেবনায়। ৬৬৪০।
১০।৫।১৯৫৫, সকাল ৫-৪৫

কোন পরিবার, সমাজ, দেশ বা প্রদেশই
নিজে নিজে বাঁচতে

বা বেড়ে চলতে পারে না,
কারণ, তা'র তা' বাড়বার উপকরণ
বা আবহাওয়া নিতে হয়
তা'র পরিবেশ থেকে ;
যে-পরিবেশ
ঐ পরিবার, সমাজ, দেশ বা প্রদেশের বাইরে
উৎক্রমণী অনুধ্যায়িতা নিয়ে
বেঁচে থাকবার বা বাড়বার
অনুক্রিয় তৎপরতায়
চলৎশীল হ'য়ে রয়েছে,
ব্যষ্টি বা সমষ্টি সবারই পক্ষে
অমনতর পোষণ
অনুপাতিকভাবে প্রয়োজনীয় ;
তাই, তোমার কোলে অন্যকে
পরিপোষণী অনুচর্য্যায়
সম্বৃদ্ধ ক'রে তুলতে হবে যেমন,
তেমনি অন্যের কোলেও
আত্মপোষণী অনুশ্রয়ী তৎপরতায়
তা'কে অবলম্বন ক'রে
সেবা-সহযোগিতা নিয়ে
তোমাকেও থাকতে হবে,
বাড়তে হবে ;
তাই, কা'কেও কেউ
ত্যাগ করতে পারে না,
এই ত্যাগের কল্পনা
একটা বাতুলের
আত্মম্ভরি প্রলাপ ছাড়া
আর কিছুই নয় ;
তাই, সইতেও হবে সবাইকে,
বইতেও হবে সবাইকে—
আদর্শ-অনুধ্যায়ী সত্তাপোষণী

অনুক্রমণী অনুনয়নে ;
এই অনুক্রমী অনুনয়ন-তৎপরতাই
যেমন তোমার সত্তার পরম সোহাগ,
তেমনি পরিবেশেরও পরম সম্পদ ;
তাই, তোমার বাড়ী,
তোমার ঘর,
তোমার পল্লী,
তোমার দেশ—এগুলি
পরিবেশের সেবায় ঘাঁটি ছাড়া
আর কিছু নয়,
যেখানে দাঁড়িয়ে তোমার সাধ্যানুযায়ী
অন্যকে পোষণ দিতে হবে,
আর, সেই পোষণের ভিতর-দিয়ে
নিজে থাকতে হবে—
সম্বৃদ্ধি-তৎপর হ'য়ে ;
তাই মনে রেখো—
তুমি একা নও,
বহুতে বিস্তার-লাভ ক'রে
তোমার আবির্ভাব হয়েছে—
বহুরই সাত্ত্বিক সম্পোষণার সম্পদে
নিজেকে অভিব্যক্ত ক'রে ;
এর পরিধি যা'র যত বেশী,
ব্যষ্টি, পরিবার ও সমষ্টিতে
এই সম্পোষণী চর্য্যা
যা'র জীবনে যতই
নিষ্পন্নতায় সুবিস্তৃত,
তা'কেই
লোকে তত
বড় ব'লে অভিহিত ক'রে থাকে,
মহাত্মা বলে অভিহিত ক'রে থাকে ;
আর, এই পোষণা শুধু মৌখিক নয়কো—

কর্ম্ম-তৎপরতার ভিতর-দিয়ে
বাস্তবে উদ্ভিন্ন ক'রে তোলা,
যা' মানুষকে বাস্তবতায়
অধিরূঢ় ক'রে
আধ্যাত্মিক অনুবেদনায়
তৎপর ক'রে তোলে—
আদর্শকে বা নিজেকে
প্রতিপ্রত্যেকের ভিতর
উপলব্ধি ক'রে,
উপভোগ ক'রে,
অনুক্রমণী সেবানুচর্য্যায়,
—যাতে যোগ্যতায় দ্রুত হ'য়ে ওঠে মানুষ,
মহান হ'য়ে ওঠে মানুষ—
দক্ষতার নিপুণ অনুচলনে ;
মনে যেন থাকে,
বুঝে চ'লো—
তুমি কী,
তোমার করণীয়ই বা কী ;
সুকেন্দ্রিক সত্তা-সম্বর্দ্ধনী
ধারণ-পালনী আবেগ-দীপনা
বিহিত আশিস-বর্ষণে
তোমাকে অনুপ্রাণিত ক'রে তুলুক। ৬৬৪১।
১০।৫।১৯৫৫, সকাল ৯-১৫

সুকেন্দ্রিক সেবা-তৎপর হও,
দৃঢ়কর্ম্মা হও—
প্রীতি-অনুচলন নিয়ে,
সব নিষ্পন্নতা
যেন তোমার ঐ কেন্দ্রকেই
উপচয়ে উচ্ছল ক'রে তোলে—
শুভ-নন্দনার আগম-উল্লাসে,

আর, সেই উল্লাস তোমার ব্যক্তিত্বকে
উল্লোল ক'রে তুলুক—
শ্রান্তিময় শান্তির চেতন শয্যায়
দুগ্ধফেননিভ অরুণদীপ্ত
ধবল তৃপণায় ;
তোমার ব্যক্তিত্বের সুকেন্দ্রিক
স্বার্থ-সন্দীপনা
দ্যুতি-বিচ্ছুরণে
প্রতিপ্রত্যেককে সঞ্জীবিত ক'রে তুলুক—
সুকেন্দ্রিকতার আচরণশীল
অনুনয়নের ভিতর-দিয়ে
সম্বর্দ্ধনার ফাগুন-হিল্লোলে ;
সেই বিষ্ণু,
সেই ব্যাপ্তির পরমপদ
তোমার অন্তরে সুদীপ্ত হ'য়ে
সুর-বীর্য্যী ক'রে তুলুক তোমাকে,
পরিমল-প্লাবনে
দীপনার রূঢ়-কিঙ্কিনী
সব অসৎকে নিরোধ ক'রে
স্বস্তির সামগানে
সবাইকে সাম-সিদ্ধ ক'রে তুলুক ;
সেই পরম গৃহ
তোমার গৃহ-প্রাঙ্গণকে
গার্হস্থ্য-জীবনকে
সন্দীপ্ত ক'রে
তা'রই কোলে
শ্রমসুখতৎপরতার ফেনিল শয্যায়
সবাইকে সুপ্রতিষ্ঠ ক'রে তুলুক ;
আর, ঐ গার্হস্থ্য-আশ্রম
শ্রম-দীপনায়
সকল আশ্রমকে সার্থক ক'রে

পরম বিষ্ণুতে
ব্যাপ্তির সোহাগ-সন্দীপনায়
সন্ন্যাস লাভ করুক,
তুমি মঙ্গলের অধিকারী হও,
তোমার প্রস্বস্তি সবাইকে আলিঙ্গন করুক,
স্বস্তির অধিকারী হ'য়ে উঠুক সবাই। ৬৬৪২।
১০।৫।১৯৫৫, সকাল ১০টা

তোমার বাক্ ও কর্ম্মের অন্বিত সঙ্গতি
যখন কা'রও জীবনকে
উচ্ছল ও উদ্দীপিত ক'রে
সুকেন্দ্রিক তৎপরতায়
শ্রদ্ধার উন্মীলনী আগ্রহ সৃষ্টি করতঃ
আদর্শ বা শ্রেয়-নিষ্ঠ ক'রে তোলে
অবসাদের স্থবির পটাহকে
ভগ্ন ক'রে
অনুপ্রাণনার উচ্ছল আবেগের উৎসৃজনে
তা'কে অনুচর্য্যানিরত ক'রে তোলে,
নিষ্পন্নতায় সুন্দর ক'রে তোলে—
ত্বরিত তাৎপর্য্যে,—
যা'র ফলে
তা'র সহযোগিতায়
তোমার জীবনীয় যা'-কিছুকে
অর্জ্জন করতে পার—
চারিত্রিক সঙ্গীতশীল দ্যুতিমান
বোধতৃপণায়,—
সেই হ'চ্ছে
তোমার উপার্জ্জনের
সাত্ত্বিক প্রেরণা ;
এমনি ক'রে
যা'ই উপার্জ্জন কর না কেন—

শুভসুন্দরে বিনায়িত ক'রে,—
তাইই তোমার শুভ-সন্দীপ্ত অর্জ্জন—
বৈশিষ্ট্যানুপাতিক উৎসারণার
সুক্রিয় প্রবণতায় ;

আর তা' ছাড়া
যা'কেই তুমি
যেমনভাবেই হো'ক মোচড় দিয়ে
দুঃখ-দীর্ণ ক'রে
যা'ই পাও না,
তা' কিন্তু শাতনী অর্জ্জন ;
শুভ-সুন্দরের উপাসনা কর—
প্রতিটি কর্ম্মে,
প্রতিটি বাক্যে,
আচরণে, ব্যবহারে,
যোগ্যতায় মানুষকে উচ্ছল ক'রে তোল,
শ্রেয়নিষ্ঠায় অকাট্য ক'রে তোল,
আর, এমনতর ক'রে তোলার ভিতর-দিয়ে
আরো আরো উচ্ছলতায়
অর্জ্জনপটু হ'য়ে চল,
তোমার সেবা
প্রতিটি অন্তরের দিগ্বলয়কে উচ্ছল ক'রে
ধন্যবাদ-প্রশস্তি আমন্ত্রণ করুক,
তুমি দেবপ্রভ হ'য়ে ওঠ,
স্বর্গ তোমাতে পুষ্প বর্ষণ করুক। ৬৬৪৩।
১১।৫।১৯৫৫, সকাল ৮-১৫

তোমার প্রতিটি কথা
প্রতিটি কর্ম্ম
প্রতিটি আগ্রহ-উন্মাদনা,
প্রবৃত্তির প্রতিটি চলন,
ভাবভঙ্গী

তোমার জীবনে মুখ্য যিনি
আপূরয়মাণ যিনি,
উচ্ছল তাৎপর্য্যে
তাঁকে আপোষিত ক'রে চলছে কিনা—
তাঁর সত্তা ও স্বার্থের বাস্তব উপচয়ী
শুভ-সম্বর্দ্ধনায়,
তা'র প্রতি নজর রেখে চলতে থাক ;
এই চলনের ফলে
স্বতঃ-সার্থকতায়
শুভ-সঙ্গতিতে
তোমার আত্মনিয়মন তো হবেই,
ত্বরিত উল্লাসে ব্যক্তিত্বও
ঐ চারিত্রিক অভিদীপনায়
দ্যুতি বিকীরণ ক'রে
পরিবার-পরিবেশকেও
অনুপ্রেরণী আলোক বিকীরণ করবে,
আর, ঐ যত করবে,—
তোমার স্বার্থও ততই
স্বতঃ-স্ফুরিত হ'য়ে উঠবে। ৬৬৪৪।
১১।৫।১৯৫৫, সকাল ৮-২৫

জীয়ন্ত বেদের অনুসরণ না ক'রে
যা'রা বেদবাদে জাবর কাটে—
বাস্তব যা'-কিছু হ'তে
তা'রা বঞ্চিত হয়। ৬৬৪৫।
১২।৫।১৯৫৫, সকাল ৭-৫

দৃঢ় তৎপরতায়
উপচয়ী সক্রিয় তাৎপর্য্যে
প্রতিটি কর্ম্মের সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বোধবীক্ষণায়

যতই শুভসুন্দর অনুক্রিয়ায়
ত্বরিত নিষ্পাদন-প্রবণ হ'য়ে
তোমার আদর্শকে গ্রহণ করবে,
তোমার ব্যক্তিত্ব চারিত্রিক সমাবেশে
ততই দৃঢ় হ'য়ে উঠবে—
একটা বিনায়নী সাত্ত্বিক সম্বর্দ্ধনার
সুব্যবস্থ নিয়মন নিয়ে,
ত্বরিতকর্ম্মা কৃতীও হ'য়ে উঠবে তুমি
তেমনি । ৬৬৪৬ ।
১২।৫।১৯৫৫, রাত ৭-২৫

যিনি সুকেন্দ্রিক তৎপরতায়
রাগদীপনী অনুচলন নিয়ে
নিজের প্রবৃত্তি-সহ
পরিবেশ ও পরিস্থিতির
সংঘাত-সঞ্জাত
যা'-কিছু স্থূল সূক্ষ্মের
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
ব্যক্তিত্বকে ঐ সুকেন্দ্রিকতার
সেবন-তাৎপর্য্যে
বোধবিনায়নী সম্বর্দ্ধনার
ভজনদীপনী চারিত্রিক দ্যুতি নিয়ে
বাস্তব অনুরঞ্জনায়
সংহিত ও সংস্থিত ক'রে তুলেছেন,
তিনিই শ্রেয় পুরুষ,
মহান পুরুষ,
লোকসত্তার সুসন্দীপ্ত বর্দ্ধন-প্রেরণা,
যোগ্যতার স্বতঃ-সন্দীপ্ত
মরীচি-মালিকা,
মানুষের জীবনে
তিনিই পরম আচার্য্য,

অনুগতির অনুনয়নী ধ্যানদীপনা ;
এই এমনতর ব্যক্তিত্বই
সপরিস্থিতি লোকজীবনের
পরম উদ্ধাতা,
তিনিই ঈশ্বরের অভিজাত সন্তান ;
তাঁর শরণাপন্ন হ'য়ে
প্রীতিনন্দনায়
তাঁরই অনুসরণ-তৎপর হওতঃ
ঐ চারিত্রিক লেখায়
নিজের সত্তাকে
সুবিনায়িত ক'রে তোলাই হ'চ্ছে
পরম তপ,
যা'র ভিতর-দিয়ে
বৈশিষ্ট্যানুগ সাত্ত্বিক সংস্থিতি
বর্দ্ধনায় বিদীপ্ত হ'য়ে ওঠে ;
এই জীয়ন্ত বাস্তব মূর্ত্ত অভিব্যক্তিই হ'চ্ছে
জীবনসাধনার পরম বেদী,
যে-বেদীর সার্থক সক্রিয় অনুগতির ফলে
বিনায়িত বৈশিষ্ট্যের
সুনয়ন-অনুক্রমণী তৎপরতায়
ঐ ধরনদীপ্ত হ'য়ে
উৎক্রমণী পরিণয়নে
ব্যক্তিত্বও
বাস্তব অনুরঞ্জনায়
তদনুগই হ'য়ে থাকে ;
ও বাদ দিয়ে
আকাশস্থ নিরালম্ব আত্মিক ধৃতির
যতই কচকচি কর না,
ঐ বাস্তব সূত্র-বিহীন অনুচলন
তোমাকে কিছুতেই
নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না,

বিচ্ছিন্ন ব্যতিক্রমে
বিধ্বস্ত হ'তেই হবে তোমাকে ;
তাই, যা'র আচার্য্য নাই,
উপযুক্ত প্রীতিভাজন ব্যক্তিত্বে
অনুগতি-সম্পন্ন যে নয়কো—
সক্রিয় তৎপরতায়,
সে যত বড়ই হো'ক না কেন,
সার্থক সঙ্গতির অনুচলনে
সক্রিয় তৎপরতায়
নিজেকে বিনায়িত করা
তা'র পক্ষে একটা ফটকাবাজির
খেয়ালদীপ্ত চমকানি ছাড়া
আর কিছুই নয়কো ;
যা'র ধর্ম্ম, শিক্ষা বা কৃষ্টি
ঐ অমনতর আদর্শবিহীন,
লাখ শিক্ষাদীক্ষার বোঝা
সে বহন করুক না কেন,
সে ভারবাহী বলদ ছাড়া
আর কিছুই নয়কো ;
ঠকতে যেও না,
ঠকায় প্রলুব্ধ হ'য়ো না,
ধাপ্পাবাজির কিস্মতে
নিজেকে বঞ্চনায়
বিড়ম্বিত করতে যেও না ;
তাঁকে ধর,
কর,
আর, এই করার ভিতর-দিয়ে
তুমি হও,
অর্থাৎ তোমার ব্যক্তিত্ব
রঙিল হ'য়ে উঠুক—
তদনুগ সক্রিয় তৎপরতায়,

আর, অমনতর হ'য়ে ওঠাই হ'চ্ছে
পাওয়া,
ঈশ্বরই প্রাপ্তির পরম সোপান,
সুবিনায়িত ধারণ-পালনী অনুবেদনার
সার্থক কেন্দ্র ;
যিনি মানুষের ভিতর
ঐ অনুনয়নে অভিব্যক্তি লাভ করেন,
অসৎ-নিরোধী ভজমান ব্যক্তিত্বসম্পন্ন যিনি,
তিনিই মানুষের ভগবান ;
তাঁ'র আশিস্-অনুনয়ন
তোমাকে ঈশিত্বের প্রসাদ-নন্দনায়
নন্দিত ক'রে তুলুক,
অমৃত অমর-গানে
তোমাকে অভিষিক্ত ক'রে তুলুক। ৬৬৪৭।
১৩।৫।১৯৫৫, সকাল ৮-১০

সার্থক সুকেন্দ্রিক তৎপরতার ভিতর-দিয়ে
অনুসেবনী আগ্রহে
নিজের বোধ ও চলন-গুলিকে
সুবিনায়িত ক'রে
হৃদ্য অনুবেদনায়
সাত্ত্বিক সন্দীপনাকে
সম্বর্দ্ধনায় সম্বর্দ্ধিত ক'রে তুলে
যে-ব্যক্তিত্বের উদ্ভব হ'য়ে ওঠে—
বৈশিষ্ট্যানুগ তাৎপর্য্যে,
হৃদ্য প্রীতি-অনুবেদনায়,
সব্যষ্টি সমষ্টির উৎসারণী প্রেরণদীপনায়,
তা'ই হ'চ্ছে—
আত্মিক বল,
হৃদয়ের শক্তি ;

আর, এই শক্তি যখন পরিস্থিতিকে
অনুশীলন-তৎপর উদ্দাম সুকেন্দ্রিক ক'রে
উচ্ছল ক'রে তোলে—
পারস্পরিক প্রীতি-নিবন্ধনে,
তা' যখন রাজশক্তিতে অধিরূঢ় হয়,
তখন তা' মাঙ্গলিক হোমদীপনায়
উদ্ভিন্ন হ'য়ে
লোকহিতী তৎপরতায় উচ্ছল হ'য়ে ওঠে ;
আর, যেখানে কোন শক্তি
সুকেন্দ্রিক আত্মবিনায়নী অনুশীলন-বিহীন
লুব্ধ প্রত্যাশায়
সার্থক সম্বর্দ্ধনার
সঙ্গতিশীল চলনহারা
ধাপ্পা ও ভাঁওতাবাজির অনুক্রিয় তৎপরতায়
রাজতক্তের অধিকারী হয়ে ওঠে,
সেখানে কিন্তু শাতন-প্রেরণাই
রাজতক্তে অধিরূঢ় হ'য়ে
লোকবর্দ্ধনাকে বিড়ম্বিত
ও নিপীড়িত ক'রে
অন্ধতমতেই পরিচালিত ক'রে থাকে,
কারণ, প্রভুশক্তি যেখানে
বিকেন্দ্রিক প্রবৃত্তি-পরামৃষ্ট,—
সেখানে তৎশাসন ও পরিচালনাধীন যা'রা
তা'রা নিজেদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও
কালের কুটিল ব্যাদানে
আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। ৬৬৪৮।
১৩।৫।১৯৫৫, সন্ধ্যা ৫-৫৫

তোমার প্রবৃত্তির তোষণ, পোষণ
ও সমর্থনী পরিচর্য্যার

এতটুকু খাঁকতি হ'লেও
যখন তোমার অন্তঃকরণ
ক্ষোভান্বিত হ'য়ে ওঠে,
অভিমান-জর্জ্জরিত হ'য়ে ওঠে
বৈরীচক্ষু স্ফুটন্ত হ'য়ে ওঠে,
জীবনে মুখ্য যিনি
তাঁ'র মনোজ্ঞ অনুচলনকে ধিক্কার দিয়ে
তাঁর সংস্রব বর্জ্জন করতেও
কুণ্ঠা বোধ কর না,—
তা'র মানেই হ'চ্ছে
তোমার জীবনে মুখ্য ব'লে কেউ নাই,
যাঁকে মুখ্য ব'লে ধ'রে নিয়েছ,
তা'ও ভাঁওতাবাজি ছাড়া
আর কিছুই নয়,
আর, তোমার জীবনে
মুখ্য ব'লে যখন কেউ নাই,
তখন তোমার জীবন যে ব্যর্থ ও ছন্নছাড়া
তা' কিন্তু অতি নিশ্চয়,
প্রবৃত্তির হাতের ক্রীড়ণক ছাড়া
তুমি আর কিছুই নও,
প্রবৃত্তি-সঙ্গত আত্মসমর্থনই
তোমার জীবন-তপ,
কুৎসা ও দোষদৃষ্টিই তোমার
জীবন-পাথেয়,
আর, প্রবৃত্তিলুব্ধ প্রত্যাশাই
তোমার প্রভু। ৬৬৪৯।
১৪।৫।১৯৫৫, সকাল ৮-১০

তোমার জীবনে মুখ্য যিনি,
তাঁ'র তৃপ্তি ও পোষণ-রক্ষণের জন্য

আত্মস্বার্থকে ত্যাগ করতে পার না,
তাঁ'র মনোজ্ঞ হওয়ার
আত্মপ্রসাদী প্রলোভন
তোমার কাছে একটা বেকুবী বুদ্ধি হ'য়ে
অহংদীপ্ত অভিযানে
এখনও উঁকি মারছে,
পেলে ভাল লাগে,
দেবার আত্মপ্রসাদে তৃপ্ত হ'য়ে চলা,
সন্ধিৎসু চক্ষু নিয়ে
তাঁ'র শুভ-চর্য্যায় আত্মনিয়োগ করা—
তোমার কাছে একটা
ভ্রান্তিবিদ্রূপ হ'য়ে
মুচকি হাসির সৃষ্টি ক'রে থাকে,
অথচ তুমি সাজগোজে
আত্মপ্রসাদী প্রতিষ্ঠালাভে ব্যগ্র,
—এসব লক্ষণই হ'চ্ছে যে
তুমি একটা নারকীয়
ভাঁওতাবাজির সাথে
সম্বন্ধ সৃষ্টি ক'রে রেখেছ ;
প্রতিক্রিয়ায়
প্রত্যাশা যে তোমাকে বিদ্রূপ করবে না
তা'র কারণ কোথায় ?
শুধু সাজগোজ, মালাতিলক-ফোঁটায়
নিজেকে রঞ্জিত করলেই
সাধু হওয়া যায় না
বা সৎ হওয়া যায় না ;
চাই শ্রেয়কেন্দ্রিক একমনা অনুনয়নে
প্রীতিপ্রসন্ন উদ্দাম অনুচলন নিয়ে
দক্ষকুশল অভিসারে
নিজেকে সার্থকতায় অভিষিক্ত করা—
উপচয়ী নিষ্পন্নতায়,

ঐ মুখ্য শ্রেয় যিনি
তাঁকে নন্দিত ক'রে তোলবার
অনুশীলন নিয়ে চলা,
তাঁর ধারণ-পালন ও সংরক্ষণ-কর্ম্মে
নিজেকে ব্যাপৃত ক'রে তোলা,
তবে তো সৎ,
তবে তো সাধু,
তবে তো যতি,
তবে তো সন্ন্যাসী। ৬৬৫০।
১৪।৫।১৯৫৫, সকাল ৮-২৫

কেউ জীবিকায় যুতমনা ও যুতবোধনা হ'লেও
তা' কিন্তু সার্থক সঙ্গতিহারা হ'য়ে উঠবে,—
যদি সে শ্রেয়ার্থপরায়ণ
একরাগদীপ্ত হ'য়ে
তদ্-অর্থ ও স্বার্থকেই
অনুশীলন-তৎপরতায়
মুখ্য ক'রে না তোলে ;
কারণ, স্থূলে ও সূক্ষ্মের
সার্থক নিয়মনায়
সে সঙ্গতিশালী হ'য়ে উঠতে পারে না,
আসক্তির লোলজিহ্বা
লুব্ধতার দিগ্‌দারিতে
তা'কে মুহ্যমান ক'রে রাখে ;
তাই, সে শ্রেয়-সংস্রবে পরাম্মুখ হ'য়ে
তাঁর তৃপণপ্রসাদকেই
উপেক্ষা ক'রে থাকে,
আর, এই উপেক্ষা
অপেক্ষা করে না
জাহান্নমের হোমবহ্নিকে আমন্ত্রণ করতে। ৬৬৫১।
১৪।৫।১৯৫৫, সকাল ৯-৪৫

তোমার প্রিয়পরম যিনি,
তাঁর প্রীতিকর্ম্মকে উপেক্ষা ক'রে—
মনোজ্ঞ অনুচর্য্যাকে উপেক্ষা ক'রে—
তাঁর তৃপণী অভিসারে
আত্মনিয়মন না ক'রে—
যোগ-যাগ যা'ই কর না কেন,
লাখ তীর্থে বিচরণ ক'রে
লাখ বিভূতির প্রহেলিকায়
উদ্দাম চলনে চল না কেন,—
কিছুতেই কিছু হবে না,
কারণ, তোমার অন্তঃকরণের
অন্তঃসলিলা যোগাবেগ
তাঁতে যুক্ত হয় নি,
সে-যোগ তোমাকে সুনিয়ন্ত্রিত ক'রে
তৎ-তপা ক'রে তোলে নি,
আত্মত্যাগী অনাসক্ত ক'রে
তাঁরই প্রীতিনন্দনায়
তোমাকে উৎকণ্ঠ ক'রে তোলে নি,
আবেগ-উদ্দীপ্ত অনুক্রিয়ায়
তোমার প্রবৃত্তির চলনগুলি
বিন্যস্ত হ'য়ে
সার্থক সঙ্গতিতে অন্বিত হ'য়ে
তাঁকেই উপচয়ী ক'রে তোলে নি ;
ফলে, জীবনে উপচয়ী হ'য়ে
উঠতে পারলে না,
ভারাক্রান্ত হ'য়ে
তোমার জীবনভরাকেই
আরো দুর্ব্বহ ক'রে তুললে,
তুমি অন্ধতমসায় ডুবতে চললে ;
তাই, এখনও তুমি এই চলনে চল,
বল—

'তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টং
প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ'। ৬৬৫২।

১৪।৫।১৯৫৫, সকাল ১০টা

তুমি যখন শ্রেয় কাউকে
ভালবাসতে যেয়ে
প্রিয়পরমের প্রীতি-নন্দনাকে
অবহেলা ক'রে,
তাঁর প্রতি তোমার উৎকণ্ঠ
আবেগ-আরতিকে বিদায় দিয়ে
হৃদয়গ্রাহী উপচয়ী অনুচর্য্যাকে
উপেক্ষা ক'রে
অন্যের প্রতি
প্রীতি-আনত হ'য়ে ওঠ,
তা'রই অনুচর্য্যা-নিরতি
প্রধান হ'য়ে ওঠে তোমার কাছে,
তা'র মান, অভিমান ও সমর্থন—
তা'কেই মুখ্য ক'রে ধরে নাও,
আর, আত্মনিয়োগ কর
তা'রই পরিপূরণী সন্ধিৎসায়,—
বুঝে নিও—
তোমার সৌরত-সন্দীপনা
ওখান থেকেই বিকৃতিলাভ করেছে,
তোমার বোধি, স্মৃতি, বিবেচনা
একমুখতা হারিয়ে
বিকৃতিতেই নিমজ্জমান হ'তে চলেছে,
সাবধান! ৬৫৫৩।

১৪।৫।১৯৫৫, সকাল ১০-২০

যা'রা আভিজাত্যকে ও আত্মমর্য্যাদাকে
বলি দেয়

অর্থাৎ বর্জ্জন করে,
তা'রা বিপ্রই হো'ক,
ক্ষত্রিয়ই হো'ক
বা বৈশ্যই হো'ক,
তা'দের ঐতিহ্য সঙ্গে-সঙ্গে
স্তিমিত হ'য়েই চলে,
আবার, ঐ আভিজাত্য ও ঐতিহ্যের অবসানে
কুলাচার অর্থাৎ কৌলিক চলনও
লোপ পায়,
যেমন সূর্য্য অস্তমিত হ'লে
তা'র কিরণও থাকে না,
তাপও থাকে না,
বৈশিষ্ট্যবান ব্যষ্টিজীবনেও
তেমনতরই ঘটে থাকে ;
এমনতর যা'রা দুর্ম্মদ
বিকৃত ব্যভিচার-পরায়ণ,
পিতৃপিতামহদের শুভসূত্রকে
ছিন্ন ক'রে ফেলে দেয় যা'রা,
তা'রা পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের বুকে
সংক্রামক ব্যাধির মত
বিচ্ছিন্ন চলনে চ'লে বেড়ায়,
আর, দুর্ব্বল-মস্তিষ্ক ব্যক্তিদিগকেও
ঐ সংক্রমণে সংক্রামিত ক'রে থাকে—
রোগ-উত্তেজনী অভিশপ্ত বাহাদুরির মতন ;
এদের স্পর্শদোষ বা সংস্রবদোষ
এতই হীনতাব্যঞ্জক ও সংক্রমণ-প্রবণ,
যে, আভিজাত্যবান সদাচারপরায়ণ
যে-কোন ব্যক্তিই হো'ক—
তা'র অন্নজল ও সংস্রবাদি
ওর থেকে বরং ভাল,
কারণ, এদের সংস্রব-সংঘাত

দূরপনেয় হ'য়ে
বোধি-সত্তাতেই সংক্রামিত হ'য়ে
ব্যক্তিত্বকে বিপর্য্যস্ত ক'রে তোলে,
এমন-কি, উপযুক্ত শূদ্র-অন্নও
এদের অন্নজল ও সংস্পর্শের তুলনায়
পরমপূত ব'লেই
পরিগণিত হবার যোগ্য ;
তাই, যদি নিজে বাঁচতে চাও,
পরিবারকে সঞ্জীবিত রাখতে চাও,
সমাজ ও রাষ্ট্রকে
সুস্থ সমৃদ্ধিতৎপর ক'রে তুলতে চাও,
এমনতর সংস্রব হ'তে
সাবধান থেকো,
তা' পরিহার ক'রে চলতে
বা পার তো পরিশুদ্ধ করতে
একটুও ত্রুটি ক'রো না ;
সমীচীন উপায়ে
যদি অসৎকে নিরোধ না কর,
ঐ অসৎ-দীপনা
তোমাকে তো ছোবল মারবেই,
তা' ছাড়া আর কাউকে
রেহাই দেবে কিনা কে জানে ?
তাই বলি সাবধান !
তোমার অন্তঃস্থ জনি
যা' তোমার ভিতর-দিয়ে
তোমার সন্তান সন্ততিকে
বিসৃষ্ট ক'রে তোলে,—
তা'কে দুষ্ট ক'রে তুলো না,
জৈবী-সংস্থিতিকে
বিকৃত ক'রে তুলো না ;
পরিবার, সমাজ, দেশ বা রাষ্ট্রের

উন্নতি যতই কর না কেন,
জনন যেখানে বিকৃত—
সে-উন্নতি উপভোগ করবার
কাউকে কি কখনও পাবে ?
বিকৃত জীবন
স্বর্গসুষমাকেও বিকৃত ক'রে তোলে,
কুবেরের ঐশ্বর্য্যকেও
অবহেলায় ধূলিসাৎ ক'রে দিতে পারে,
সত্তার সন্দীপনী মন্ত্রকেও
শাতনের পায়ে অর্ঘ্য দিয়ে
নিজেকে কৃতার্থ মনে করতে পারে ;
ধীইয়ে দেখ,
বোঝ,
নিজে সাবধান হও,
আর, অন্যকেও সাবধান কর। ৬৬৫৪।
১৪।৫।১৯৫৫, রাত ৭-১৫

প্রিয়পরমে সুকেন্দ্রিক হও,
যিনি প্রিয়পরম
তিনিই ব্রহ্মবিৎ পুরুষ,
তোমার জীবনচলনার পাথেয়
তাঁকেই ক'রে নাও—
সুনিষ্ঠ অনুক্রিয় তৎপরতায়,—
তাঁরই ভজনদীপনায়
নিজেকে উৎসর্গীকৃত ক'রে তোল—
আত্মনিয়মনী তাৎপর্য্যে,
অনুশীলন-উৎসারণী সম্বেগ নিয়ে,
শুভপ্রসূ অনুচর্য্যায় ;
খুঁজে পেতে দেখ—
প্রতিটি ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যের ভিতর
কোন্ চরিত্রে

তাঁর আভা কতটুকু পাও,
আর, তেমনি ক'রেই
প্রীতি-দীপনা নিয়ে
যা'র ভিতর তাঁর দ্যুতি যতখানি পাও,
সেই দ্যুতি-দ্যোতনায়
তেমনতরই উদয়নী অনুচর্য্যায়
তা'কে সম্বুদ্ধ ক'রে তোল,
সন্দীপ্ত ক'রে তোল ;
তোমার আওতায়
ভরদুনিয়ার যাকেই পাও না কেন,
যাকেই দেখ না কেন,
বোধিচক্ষুর সুবীক্ষণী তৎপরতায়
তেমনি ক'রেই তা'কে দেখ
ও তদনুগ চলনায় চল,
আর, ঐ চলনা যেন
তোমার প্রিয়পরমে
প্রতিনিয়তই অর্থান্বিত হয়ে ওঠে—
বাস্তবতায়,
পুঙ্খানুপুঙ্খ সার্থক সঙ্গতিশালী
দর্শনের ভিতর-দিয়ে
সুক্রিয় বিনায়নী তৎপরতায় ;
এমনি ক'রে
প্রতিটি যা'-কিছুর ভিতর
ঐ দর্শনদীপ্ত তোমাকে
ব্যাপ্ত ক'রে তোল ;
আর, একসূত্রসঙ্গতিতে
সবগুলিকে বিনায়িত ক'রে
বিশেষ বৈশিষ্ট্যের বিহিত রচনাকে
সন্ধিৎসু সুবীক্ষণায়
ঐ সূত্রানুপাতিক
অনুনয়নে বিনায়িত ক'রে তোল—

বিহিত সুযুক্ত বিশেষ বিভবে
অধিষ্ঠিত থেকে ;
এমনি ক'রে ঐ অন্বিত সার্থক সঙ্গতির
শুভ-চলনের ভিতর-দিয়ে
সৎ ও অসৎ যা'-কিছুর
সুদীপ্ত সাক্ষাৎ পেয়ে
সেগুলিকে বিহিতভাবে
যথাপ্রয়োজন অনুবেদনায়
ঐ পরম আচার্য্যে
অনুক্রিয় ক'রে তোল,
এমনি ক'রেই
তত্ত্বতঃ
ঐ প্রিয়পরম বা ব্রহ্মবিৎ আচার্য্য
যিনি তোমার,
ব্যাপ্তি-বিনায়নী তত্ত্বদৃষ্টির
সমাহারী তাৎপর্য্যে
তাঁকে জান,
পরিচিত হও—
উপচয়ী অনুনয়নে
প্রাজ্ঞ বোধনা নিয়ে ;
—এই প্রজ্ঞাই ব্রাহ্মী প্রজ্ঞা,
আর, যে-প্রত্যয়ে উপনীত হ'লে
তা'ই ব্রহ্মদর্শন,
আর, এই দর্শন-ধ্যায়িতা
ধৃতিদীপনায়
তোমার বোধ ও ব্যক্তিত্বকে
যেমনতর বিনায়িত ক'রে তুললো—
বাস্তব দ্যোতনায়,
তাইই হ'চ্ছে তোমার পরম প্রাপ্তি ;
আর, ঐ সূত্র-সঙ্গতি
সক্রিয় বিনায়নার ভিতর-দিয়ে

সপরিবেশ প্রতিটি সত্তাকে
তা'র আভ্যন্তরীণ ও বাহ্য মরকোচ-সহ
যে বিহিত বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিত্বে
উদ্বর্ত্তিত ক'রে তুলেছে—
ব্যষ্টি ও সমষ্টি-অনুক্রমিকতায়,
তৎসম্বন্ধীয় অনুধাবনী অনুভবই
তোমার উপলব্ধ ব্রাহ্মী বোধনা ;
এই বোধনা যতই তোমাতে
স্বতঃ হ'য়ে উঠলো,
তুমি ততই জানা না-জানার
পাল্লার বাইরে চলে গেলে,
তুমি কী জান
বা কী না-জান—
সে-সম্বন্ধে প্রশ্নহীন ও বেমালুম তুমি ;
জ্ঞান-বীজ যে বিষয়
বা ব্যাপারের ভিতর
অধিষ্ঠিত থেকে
দর্শন-তাৎপর্য্যে
যে স্ফুরণার সৃষ্টি করবে,
স্বাভাবিক সম্বেদনায়
তাইই তোমার কাছে উপস্থিত হবে ;
তুমি তখন চঞ্চল হ'য়েও
শান্ত,
পরমজ্ঞানী হ'য়েও মূঢ়তুল্য,
শুভ-সক্রিয় হ'য়েও
স্থবির তুমি । ৬৬৫৫ ।
১৪।৫।১৯৫৫, রাত ৭-৫৫

তোমার শিশুসন্তানদের
নামকরণের সময়

পিতৃপুরুষের সাতপুরুষ—
অভাবে অন্ততঃ তিনপুরুষের নামের
ও কৌলিক বৈশিষ্ট্য
ও আভিজাত্য-অনুক্রমণী তাৎপর্য্যের
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
নামকরণ ক'রো ;
এই আভিজাত্যই আনে
আত্মমর্য্যাদা,
আত্মমর্য্যাদা হ'তেই
পরাক্রমের উদ্ভব,
আবার, ঐ আভিজাত্য হ'তেই
আসে ঐতিহ্য,
ঐতিহ্যের সমীচীন আচরণই
হ'চ্ছে কুলাচার ;
তাই, নামের ভিতরে যেন
ঐগুলির দ্যোতনা
ওতপ্রোতভাবে নিহিত থাকে,
যাতে শিশু ঐ নাম-ভাবনার আবেগে
যখনই নিজেকে
সুচিন্তিত উদ্‌গ্রীবতা নিয়ে
আগ্রহ-আনতির সহিত
উদাত্ত ক'রে তোলে,
তখনই যেন
ঐ নাম-প্রভা
তা'র ব্যক্তিত্বকে
এমনতর অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ ক'রে তোলে—
উদাত্ত আগ্রহ-মদির ক'রে,—
যা'তে তা'র ব্যক্তিত্বটাও
ঐ অনুপ্রেরণায়
অনুগতিসম্পন্ন হ'য়ে
রঙ্গিল, তৎপর হ'য়ে ওঠে ;

'নামকরণে'র সার্থকতাই ওখানে। ৬৬৫৬।

১৫।৫।১৯৫৫, সকাল ১০-২০

তোমার প্রিয়পরম যিনি,
পুরুষোত্তম যিনি,
তোমার পরম আচার্য্য যিনি,
তোমার হৃদয়ে যতটুকু সম্বল আছে
তা'ই দিয়েই তুমি তাঁকে ভালবাস,
এ ভালবাসা যেন তোমার
স্বার্থের জন্য না হয়,
তাঁকে ভালবেসে
তদনুচর্য্যী অনুচলনে
নিজেকে ধন্য ক'রে তোলাই
যেন তোমার
আগ্রহ-আবেগ হ'য়ে চলে ;
তোমার যা'-কিছু চাহিদা,
যা'-কিছু প্রবৃত্তি
সবগুলির প্রতিপ্রত্যেককে
তাঁরই শুভপ্রসূ অনুচর্য্যায়
নিয়োজিত কর,
আর, এই নিয়োজন যেন
অলস নিয়োজন না হয় ;
সক্রিয় তাৎপর্য্যে
অনুক্রিয় তৎপরতায়
দক্ষযুত যোগ্যতার
অভিসারিণী অনুক্রমণে
তাঁর পালন, পোষণ ও পরিপূরণায়
নিজেকে নিয়োজিত কর—
ক্লেশসুখপ্রিয়তার
আত্মপ্রসাদী অনুচলন নিয়ে ;

এমনতরভাবে যতই তাঁকে
উপচয়ী ক'রে তুলবে,
ঐ যাজনায় তাঁকে যতই
প্রতিষ্ঠিত করবে,
ঐ নমস্কারে যতই তোমাকে
আনত ক'রে তুলবে—
সুব্যবস্থ সমঞ্জসা চলনে,
তোমার বিশ্বের প্রতিটি ব্যষ্টির ও সমষ্টির
শুভ নিয়মনায়,—
তোমার ব্যক্তিত্ব প্রাজ্ঞদীপনায়
বোধদীপালী হস্তে
সব্যষ্টি বিশ্বকে
তেমনি ক'রেই
তর্পিত নন্দনায়
উৎসারিত ক'রে তুলতে পারবে ;
ঈশ্বর-আশিস্
উল্লসিত জয়গানে
তোমার মস্তকে
প্রীতিপুষ্পবৃষ্টির স্নেহলচর্য্যায়
তোমার ব্যক্তিত্বকে
শিবদ করে তুলবে,
তোমার ব্রাহ্মী-অভিযানের
প্রথম প্রবেশই যেন
এমনতর হ'য়ে ওঠে—
অচ্যুত অকাট্য আগ্রহ-উদ্দীপনা নিয়ে। ৬৬৫৭।
১৫।৫।১৯৫৫, রাত ৭-৫০

তুমি যদি অসাবধান হও,
বা তোমার অসাবধানতা-বশতঃ
যদি কোন ক্ষতি হয়

বা কোন-কিছু হারাও,
তবে মনে ক'রো না
ওখানেই ওর খতম হ'লো,
যে যোগাবেগে অন্তরাসী হ'য়ে
যা' যা' করতে হয়,
তার শিথিলতা-বশতঃ
যা'-কিছুই সংঘটিত হো'ক না কেন,
ঐ শিথিলতার ক্রমানুপাতের ভিতর
যখন যা' যা' পড়বে,
সেই সেই ব্যাপার বা বিষয়ে
ক্ষতিকর কিছু করবার
বা তা'র সম্ভাব্যতার
ভূমি প্রস্তুত ক'রেই রাখলে,—
যদি না উপযুক্ত সময়ে
তা'র সমাধান কর,
অর্থাৎ ঐ অসাবধানতা, ক্ষতি, ক্ষয়
ও হারানোগুলির
উদ্ধার না কর—
বিহিত সন্ধিৎসু সম্বেগ নিয়ে,
ত্বরিত তৎপরতায় ;
আরো মনে রেখো—
আমাদের শুভপ্রসূ
অন্ততঃ যা' আয়ত্তের ভিতরে আছে আমাদের,
তা' বিহিতভাবে
নিষ্পন্ন না ক'রে
অবজ্ঞা করার মানেই হ'চ্ছে—
সম্বেগী সন্ধিৎসাকে
অতখানি শিথিল ক'রে রেখে দেওয়া ;
এতটুকু ক্ষয়, ক্ষতি বা হারানো
অনেকপ্রকারই ক্ষয়-ক্ষতির আমন্ত্রক। ৬৬৫৮।
১৬।৫।১৯৫৫, সন্ধ্যা ৬-৫৫

শোন আবার বলি—
তোমার জীবন-চলনার
প্রথম ও প্রধান মরকোচই হ'চ্ছে
ইষ্টনিষ্ঠ হওয়া—
সক্রিয় অনুচর্য্যায় ;
তোমার নিজ চাহিদা বা স্বার্থের
যা'-কিছু থাক্ না কেন,
তা'কে বা সেগুলিকে
ইষ্টার্থ-অনুসেবনায়
উৎসর্গীকৃত ক'রে তোল—
একটা আবেগ-আগ্রহদীপ্ত
প্রবণতা নিয়ে,
অচ্যুতভাবে,
নিজের মান সম্মান বা মর্য্যাদার দিকে
দৃকপাত না ক'রে ;
আর, তাঁর জন্য যা'-কিছু করণীয়
ঐ স্বার্থে অনুপ্রাণিত হ'য়ে
ঘোর স্বার্থপরের মতন
সন্ধিৎসু ত্বরিত দীপনায়
দক্ষতার সহিত
সেগুলি নিষ্পন্ন ক'রে যাও,
এমন-কি, তোমার বেঁচে-থাকা
ও বেড়ে-চলাকেও
ঐ স্বার্থেই উৎসর্গীকৃত ক'রে রেখো,
জীবন-প্রয়োজনগুলিকে
এমন কি, প্রবৃত্তিগুলিকেও
ঐ অমনতরভাবে
তাঁরই সেবাস্বার্থে নিয়োজিত কর—
আগ্রহ-উদ্দীপ্ত উদ্যম নিয়ে
আত্মপ্রসাদের আশিস্-চাহিদায়
নিজেকে মস্গুল রেখে ;

এমনতর অনুকম্পী অনুবেদনায়
সুসন্ধিৎসু অনুচলনে
নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করতে থাক—
যা'তে কোথাও শৈথিল্য না আসে
বা ঠকতে না হয় ;

এই চলনে নিজেকে
বিনায়িত ক'রে চলতে-চলতেই
দেখতে পাবে—
তুমি আত্মস্বার্থ বা আসক্তির জন্য
কিছুই করছ না,
একটা আগ্রহদীপ্ত কর্ম্মমুখর
অনাসক্ত জীবন নিয়ে চলছ,
আর, তোমার চাহিদার ভার
তোমাকে সঙ্কুচিত বা নিরুদ্ধ
করতে পারছে না,
ফলে, তোমার চলনগুলি
তরতরে, সুক্রিয়, তৎপর
ও ক্রমশঃ নিখুঁত হ'য়ে চলতে থাকবে,
এই নিখুঁত চলনা
জাগ্রত প্রীতি-অভিযানের ভিতর-দিয়ে
তোমার সমস্ত দুনিয়াকে
এমনতর সুকেন্দ্রিক ক'রে তুলতে থাকবে,
যা'র ফলে
তুমি স্বতঃ-প্রণোদনায়
উদ্বর্দ্ধন-উদ্দীপ্ত ছান্দিক অনুচলনে
সব কিছুরই মরকোচকে ভেদ ক'রে
উপাদান-সামান্যের সার্থক সূত্রে
সুদর্শী বিনায়নায়
সম্বুদ্ধ ও সম্বদ্ধ হ'য়ে
একটা স্থৈর্য্যপূর্ণ উত্তাল
বোধিবান ব্যক্তিত্বে

সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে উঠবে ;
তুমি তো স্বস্তির অধিকারী হবেই,
স্বস্তি-বর্ষণায়
সব্যষ্টি প্রতিটি পরিবেশও
ঐ অমনতরভাবেই
ঐ পথেই
গজিয়ে উঠতে থাকবে,
তোমার সুকেন্দ্রিক কর্ম্মমুখর দেবজীবন
নির্ব্বাক ছন্দে বলতে থাকবে—
"সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবোমনাংসি জানতাম্
দেবাভাগং যথা পূর্ব্বে সংজাননা উপাসতে।"
সার্থক হবে তুমি ;
প্রার্থনা করি তাঁর কাছে—
তোমার উপনীতি-আরম্ভ
এমনতরভাবেই
অভিযান-দীপ্ত হ'য়ে উঠুক। ৬৬৫৯।
১৬।৫।১৯৫৫, রাত ৭-৫৫
জসিদির মাঠে।

যিনি তোমার ইষ্টদেবতা,
আচার্য্যদেব যিনি,
বা শ্রেয় যিনি তোমার,
তোমার প্রতি
তাঁর প্রতিটি নির্দেশই
একটা বিহিত অর্থে অন্বিত হ'য়ে
তোমার নিকটে উপস্থাপিত হ'য়ে থাকে,
এমন-কি, তোমার আয়, ব্যয়
শুভ, অশুভ, ক্ষতি
অর্থাৎ বিপদ, আপদ, বিড়ম্বনা,
এমন-কি, বিনাশেরও
শুভ-বিনায়নী সংকেত

ও প্রতিষেধক নিহিত থাকে তা'র ভিতর ;
ত্বরিত সন্দীপনায়
যদি সেগুলি নিষ্পন্ন না কর,—
তবে তোমার ঐ উল্লঙ্ঘন
অশুভ বিড়ম্বনাকে প্রশ্রয় দিয়ে
তোমাকে তা'রই লক্ষ্যণীয় ক'রে রাখবে,
তা'র বিরুদ্ধে
হয়তো তোমার কিছুই করবার থাকবে না ;
কিন্তু ঐ নিষ্পন্নতার ভিতর-দিয়ে
যেখানে যেমন ক'রে
যা' যা' করতে হয়
ত্বরিত দীপনায়
তা' যদি ক'রে ফেল,
তবে ঐ অশুভ যা'-কিছুর বিরুদ্ধে
নিরোধী সংস্থিতি সৃষ্টি ক'রে রাখা হবে,
যা'র ফলে হয়তো
অল্পের ভিতর-দিয়েই
রেহাই পেয়ে যাবে তুমি ;
তা' ছাড়া, তাঁ'র ঐ নিদেশ-নিষ্পাদন
পরিবেশেও এমনতর একটা
সক্রিয়তার সৃষ্টি ক'রে রাখবে,
যা'র ফলে, তাদের পক্ষেও
ওগুলিকে ব্যাহত ক'রে
স্বস্তির পথে অগ্রসর হওয়ার
উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত হ'য়ে থাকবে ;
তাই বলি—
শ্রেয়-নিদেশ অবজ্ঞা ক'রো না,
বরং তা' ত্বরিত-সন্দীপনায়
উপযুক্ত সময়ের ভিতর
নিস্পন্ন যা'তে করতে পার—
তাই কর,

নয়তো ঐ শৈথিল্য
তোমার এবং সঙ্গে সঙ্গে
পরিবেশের শুভকেও ব্যাহত ক'রে
অশুভেরই পথ পরিষ্কার ক'রে তুলবে ;
—অবশ্য একথা মনে রাখতে হবে যে,
শ্রেয়-নিদেশ প্রতিপালনীয় হ'লেও
তাঁর নিদেশই প্রথম ও প্রধান গ্রহণীয়
যিনি তোমার পরম শ্রেয় আচার্য্য,
ইষ্টদেব,
প্রিয়-পুরুষোত্তম। ৬৬৬০।
১৭।৫।১৯৫৫, রাত ৭-৩৫

তোমার প্রিয়পরমে উলঙ্গ-হৃদয় হও,
তদনুগ উমঙ্গ-চলনে চল—
অনুশীলন-তৎপরতায়,
সার্থক সঙ্গতির অভিসারণী
অনুচর্য্যা নিয়ে,
আনুকূল্যে উদ্দাম হ'য়ে,
তা'র প্রতিকূল যা'
তা'কে বর্জ্জন ক'রে। ৬৬৬১।
১৮।৫।১৯৫৫, সকাল ৭-২০

বল এবং কর
এমনভাবে
যা'তে পরস্পরের ভিতর কখনই
বৈরীভাবের উদ্ভব না হয়। ৬৬৬২।
১১।৫।১৯৫৫, রাত ৭-৫৮

চিত্তের একাগ্র চলনই সমাধি,
সমাহিত চিত্তই
অর্থ বা তাৎপর্য্য-অনুভবে সমর্থ,

অহরহ সদ্গুরু-উপাসনা
ও তাঁরই নিদেশ-অনুশীলন
বোধিবিকাশের পরম পন্থা। ৬৬৬৩।
১৮।৫।১৯৫৫, রাত ৭-৫

যা'দের ভিতর বর্ণ-বিভাগ নেই,
অনুধ্যায়িনী সুদর্শন-সিদ্ধ বর্ণবিভাগ
হ'য়ে ওঠে নি যাদের ভিতর,
তা'দের সুপ্রতিষ্ঠিত সদ্বংশে—
অর্থাৎ যাদের ভিতর
ক্রমান্বয়ী চলনে
আচার, ব্যবহার,
কৃষ্টি-অনুধ্যায়িনী তৎপরতা,
সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়ী সঙ্গতিশীল অনুচলন
বিনয় ও বিদ্যার স্বাভাবিক অভিব্যক্তি-সহ
মূর্ত্ত হ'য়ে উঠেছে—
সুপ্রজনন-প্রতিভা-সন্দীপ্ত হ'য়ে,—
এমনতর বংশে কন্যাদানই শ্রেয়,
কিংবা নিজের সমান বংশে
কন্যাদান করা
অশুভপ্রদ নাও হ'তে পারে,
কিন্তু নিজ বংশ হ'তে
অপকৃষ্ট বংশে
কন্যাদানের ফল
কখনই শ্রেয়প্রসূ হ'তে দেখা যায় না,
অন্য কথায়, নিজের কুল হ'তে
উৎকৃষ্ট কুলের কন্যা-গ্রহণ
কখনও শুভ-প্রসূ নয়,
বরং তা'তে কুলের উৎকর্ষ
বিকৃতই হ'য়ে চলে,
তাই, তা'রা যদি

অন্ততঃ এতটুকুও
সন্ধিৎসু সুবিবেচনার সহিত
বিবাহাদি কার্য্য নিষ্পন্ন করে,
আশা করা যায়
তা'রা অনেকখানিই সুফল পেতে পারে। ৬৬৬৪।
১৮।৫।১৯৫৫, রাত ৭-২০
জসিদির মাঠে।

তোমরা পুরুষোত্তম-প্রীতিসূত্রে
তোমাদের দ্বারাই সংহিত হ'য়ে ওঠ,
তোমাদের জন্যই তা' হো'ক,
আর, তা' তোমাদেরই হো'ক,
আর, এই হওয়াটা সার্থক ক'রে তোল
ঐ পুরুষোত্তমের
সন্ধিত অনুধ্যায়িনী অনুক্রিয় তৎপরতায় ;
স্বর্গের আবির্ভাব হো'ক—
প্রতিটি বৈশিষ্ট্যকে অনুরঞ্জিত ক'রে
পারস্পরিক সন্ধিত সক্রিয় অনুবেদনায়
সমষ্টিতে উদ্ভিন্ন হ'য়ে ;
এমনি ক'রেই
ক্রমিক তৎপরতায়
অনন্তের পথে এগিয়ে যাও। ৬৬৬৫।
১৯।৫।১৯৫৫, সকাল ১০টা

প্রীতি যা'র আত্মচাহিদা-নিরপেক্ষ হ'য়ে
অচ্যুত সুনিষ্ঠ আবেগে
অন্তরে বসবাস ক'রে থাকে—
স্বাভাবিক অনুক্রিয় তাৎপর্য্যে,—
তা'র নিজের ব্যক্তিত্বের উপর আধিপত্য
স্বতঃ-সন্দীপনায় প্রতিষ্ঠা লাভ ক'রেই থাকে ;
প্রিয়ানুগ আত্মনিয়মন

তা'র স্বভাবসিদ্ধ না হ'য়েই পারে না,
প্রিয়পোষণী যা'-কিছু
তা'র উদ্‌যাপনে সে তর্পণ-দীপ্ত হ'য়ে ওঠে,
প্রিয়-প্রতিকূল যা'-কিছু
তা'র বর্জ্জনেও
সে তেমনি স্বতঃ-সন্দীপ্ত হ'য়ে থাকে—
তা' তা'র পক্ষে যতই লোভনীয়
হো'ক না কেন ;
—'আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ
প্রাতিকূল্য-বিবর্জ্জনম্
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো
গোপ্তৃত্বে বরণং তথা,
আত্মনিক্ষেপঃ কার্পণ্যে
ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ' । ৬৬৬৬ ।
২০।৫।১৯৫৫, সকাল ৭-৪৫

যে চলনে
জ্ঞানের ভিতর-দিয়ে
প্রাপ্তি বা অর্জ্জন সংঘটিত হয়—
তাইই সরলতা,
সরলতা মানে
বেকুবী বা মূঢ়তা নয়কো । ৬৬৬৭ ।
২২।৫।১৯৫৫, বেলা ১০-৫০

যাদের স্বার্থচর্য্যার ওপারে
ব্যক্তিত্ব-বিনায়নী উপাসনার
কোন আদর্শ বা উদ্দেশ্য কিছু নেই,
তাদের বাক্য, ব্যবহার,
চালচলন ইত্যাদি
এক এক সময়
এক এক রকম

প্রবৃত্তি-প্রেরণা-প্রলুব্ধ হ'য়ে চলতে থাকে,
তাই, তা'দের সব যা'-কিছু
সার্থক সঙ্গতি-হারা,
ঐ চলন সাত্ত্বিক পোষণ-সন্দীপনার
অন্তরায়ীই হ'য়ে থাকে প্রায়শঃ,
বাতুল বিভ্রান্তি ও দাম্ভিক বা দুর্ব্বল
নিরর্থক আত্মগরিমাদৃপ্ত
হ'য়ে চলতে থাকে তা'রা ;
তাদের প্রবোধনা দুনিয়াকে
ক্ষোভান্বিত ক'রে তোলে—
ব্যক্তিত্বকে মূঢ়ত্বে লোপাট ক'রে দিয়ে। ৬৬৬৮ ।
২২।৫।১৯৫৫, রাত ৮-১৫

তোমার দণ্ড দুর্দ্দান্ত হয়—হো'ক,
কিন্তু যেন সত্তাসম্বর্দ্ধনার
অন্তরায়ী না হয়,
বরং পরিপোষকই হয়—
এমন-কি, দণ্ডিতের প্রতিও। ৬৬৬৯ ।
২২।৫।১৯৫৫, রাত ৯-২৫

সুকেন্দ্রিক সুব্যবস্থ অনুচলনের
ভিতর-দিয়ে
সক্রিয় তৎপরতায়
যতই তোমরা বিনায়িত হবে,
বোধি ও ব্যক্তিত্বেও
ততই তোমরা প্রাজ্ঞ হ'য়ে উঠবে। ৬৬৭০ ।
২৩।৫।১৯৫৫, রাত ৯-৪৮

শ্রদ্ধোষিত অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
সুকেন্দ্রিক তৎপরতায়
তদনুগ অনুনয়নী তাৎপর্য্যে

যে যেমনতরভাবে
আত্মনিয়মন ক'রে থাকে,
জ্ঞানও লাভ করে সে তেমনি। ৬৬৭১।
২৩।৫।১৯৫৫, রাত ১০টা

তত্ত্বের সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
যে বৈশিষ্ট্যে
যে বা যা'
অভিব্যক্তি লাভ করেছে,
সেই তা'র তত্ত্ব-মূর্ত্তি। ৬৬৭২।
২৩।৫।১৯৫৫, রাত ১০-১৫

যে প্রীতি-অবদানে খোঁটা আছে—
জব্দ করতে,
দাম্ভিকতার প্রতিষ্ঠা করতে,
সে-প্রীতি
তথাকথিত আত্মম্ভরিতার স্বার্থবুদ্ধি,
হীনম্মন্যতার জ্বলন-দীপনা। ৬৬৭৩।
২৩।৫।১৯৫৫, রাত ১২টা

কোন ব্যক্তির বিষয় বা ব্যাপার সম্বন্ধে
বা কোন-কিছু সম্বন্ধে
লোকমত কী—
শুধু সে বা তারা
তা' পছন্দ করে বা করে না,
এতটুকু জানলেই তা' জানা হলো না,
কারণ, শোনা কথায় নির্ভর ক'রে—
বা অপরিচিত আগন্তুক,
যে তা'র সম্বন্ধে কিছু জানে না,
তা'র কথার উপর দাঁড়িয়ে
কেউ বা অনেক লোক

সে-সম্বন্ধে একটা ধারণা ক'রে নিতে পারে,
কিন্তু তা'র উপর নির্ভর করা চলে না ;
তাই, কারও বিষয়ে বা কোন বিষয়ে
লোকমত জানতে হ'লেই
সে তা'কে বা তা'
কেন পছন্দ করে বা করে না,
সেটুকু খোঁজ নিয়ে
উপযুক্তভাবে জেনে,
সে-সম্বন্ধে নিজের মতকে
নির্দ্ধারণ করতে হয়,
যা'রা তা' করে না,
তা'রা ভ্রান্তির দূত ;
ভ্রান্ত ধারণার বোঝা চাপিয়ে
কোন মঙ্গলপ্রসূ সৌষ্ঠবমণ্ডিত
এমনতর কিছু হ'তে
নিজে বঞ্চিত হ'য়ে
তা'রা মানুষকেও বঞ্চিত ক'রে থাকে ;
আর, কোন বিষয়ে
বিশেষ বিহিত তথ্য না জেনে
তা'র মধ্যে অশুভ যদি কিছু থাকে,
তা'রও বিহিত নিরাকরণ করা
সম্ভব নয়,
তাই, কোথাও কোন বিষয়ে
কোন মতামত দিতে হলেই
সে সম্বন্ধে বিশেষভাবে না-জেনে
বেকুব-দাম্ভিকের মতন
নিজের পাণ্ডিত্যকে জাহির করতে যেও না ;
এতে ভালকে মন্দ ব'লে
বা মন্দকে ভাল ব'লে
বিপর্য্যয় সৃষ্টি করার সম্ভাবনা থাকে,
তা'তে নিজে তো ঠকবেই,

মানুষেরও মঙ্গলপ্রসূ হ'য়ে উঠতে পারবে না,
—এমনতর করা পাপেরই পরম তীর্থ ;
তোমার অভ্যাস যদি এমন হয়—
তবে যা'রা তথাকথিত শোনা
বা পরচক্ষুর রূপ-কথা মাফিক
নিজেদের বিকিয়ে দেয়,
তা'দের চাইতে
তুমি বেশী বড় বুঝদার নও কিন্তু ;
বাস্তবতার সঙ্গে সার্থক সঙ্গতি রেখে
যা' করবার তা' ক'রো,
দাম্ভিক মূঢ় পাণ্ডিত্যের প্রশ্রয়ে
নিজেকে মিথ্যায় পরিপুষ্ট করতে যেও না ;
শুভ'র অধিকারী হও,
অশুভকে নিরোধ কর—
বিনায়নী তৎপরতায়,
আর, তা'র দ্বারা
মানুষকেও পরিপুষ্ট করতে শেখ,
তুমিও সার্থক হবে,
লোকও অর্থান্বিত হ'য়ে
সার্থক সন্দীপনায়
নিজেকে পোষণ-প্রেরণায় পরিপুষ্ট করতে
এগিয়েই চলতে থাকবে। ৬৬৭৪।
২৫।৫।১৯৫৫, সকাল ৮-১৫

যতদিন তুমি
সক্রিয় তৎপরতায়
ইষ্টার্থপরায়ণ হ'য়ে
সহ্য, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ী অনুবেদনায়
যোগ্যতার যোগ-আহুতি নিয়ে
লোকবর্দ্ধনী আবেগ-উৎসারণায়

সঙ্গতির সার্থক চলনে
লোকস্বার্থী না হ'য়ে উঠছ—
অনুচর্য্যী আত্মবিনায়ন-তাৎপর্য্যে
নিজেকে শুভনিষ্যন্দী ক'রে,—
অর্থ বা ঐশ্বর্য্যের দৈন্য হ'তে রেহাই পাওয়া
সুকঠিনই তোমার পক্ষে। ৬৬৭৫।
২৫।৫।১৯৫৫, রাত ১০-৪৫

যারা ধাপ্পাবাজি বা প্রবঞ্চনায়
হাতে-কলমে অভ্যস্ত,
সন্দেহ ক'রো তা'দের,
তা'দের অন্তরবিনায়নও
অমনতর সঙ্গতিসম্পন্ন,
এমন-কি, অসৎনিরোধী তৎপরতার বেলায়ও
স্বার্থ-সন্ধিৎসুতা নিয়ে
ঐ অমনতরই ক'রে থাকে তা'রা ;
কাজে-কর্ম্মে অমনতর দেখলেই
যেমনতর সতর্ক চক্ষু ও প্রস্তুতি নিয়ে চলতে হয়,
তেমনতর চলাই শ্রেয়। ৬৬৭৬।
২৭।৫।১৯৫৫, বেলা ১১টা

অমোঘ ইষ্টার্থপরায়ণতা নিয়ে
আত্মবিনায়নী তৎপরতার সহিত
সাত্ত্বিক সঙ্গতি—
যা' সত্তাকে পোষণ-বর্দ্ধনায় প্রদীপ্ত ক'রে
অনুসেবনী তৎপরতায়
যোগ্যতায় অধিরূঢ় করে তোলে,
—এমনতর যা'-কিছুকে
বাস্তব আগ্রহ-দীপ্ত তাৎপর্য্যে
পুষ্ট করাই হ'চ্ছে
প্রথম এবং প্রধান জিনিষ ;

আর, ঐ প্রবর্দ্ধনী চলন যেখানে
ঐটাকে মুখ্য ক'রে তুলে
বিধি-অনুশাসনগুলিকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে
পর্য্যায়ে,
অন্বিত সার্থকতায়
পারস্পরিকতার অনুচর্য্যী অনুনয়নে
সংহতির সৃষ্টি ক'রে তোলে—
ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যকে
অবাধ ও উচ্ছল ক'রে দিয়ে,—
স্বাধীনতা কিন্তু সেখানে ;
আর, এই অনুনয়ন যখন পরিবারকে
পারস্পরিক অনুকম্পী অনুবেদনায়
সক্রিয় সংহত ক'রে তুলে
সমাজ ও রাষ্ট্রকে
অমনতরই সংহিতির সামবেদনায়
উচ্ছল ক'রে
প্রাচীন ও নবীনের সার্থক সমবায়ী অন্বয়ে
যোগ্যদীপনার যুক্তজীবনকে
জীয়ন্ত ও জ্বলন্ত ক'রে
উচ্ছল অনুচলনে
কৃষ্টিপথে
ক্রমাগতির সার্থক নিষ্পন্নতায়
বিশেষ বিনায়নে
সম্বন্ধান্বিত ক'রে
উদ্বর্দ্ধনশীল ক'রে তুলতে থাকে,—
স্বাধীনতা পারিজাত পরিক্রমায়
সব্যষ্টি সমষ্টিকে
পরিবেশ ও পরিস্থিতি নিয়ে
দুনিয়ার বুকে
অমৃত-অভিষিক্ত ক'রে
বিশ্বজনীন চেতন-সমুত্থানে

স্বর্গীয় মন্দারের দীপালী জীবনে
হোমদীপ্ত ক'রে চলতে থাকে । ৬৬৭৭ ।
২৮।৫।১৯৫৫, সকাল ৮-৩০

ভরসার সাথে সাহস
ও নিষ্পাদনী দায়িত্ব
যে যতটুকু বহন করে,
লোকস্বার্থীও সে ততখানি হ'য়ে ওঠে,
আর, লোকস্বার্থী যে যতটুকু—
অর্জ্জন-ঐশ্বর্য্যও তা'র তেমনতরই । ৬৬৭৮ ।
২৮।৫।১৯৫৫, বেলা ১১-৮

যা'রা লৌকিকভাবে শ্রেয়নিবদ্ধ হ'য়েও—
প্রত্যাশা বা চাহিদার
বিহিত পরিবেষণ না পেয়ে
ঐ নিবন্ধ ছিন্ন ক'রে
ভিন্ন-আশ্রয়ী হয়
বা তেমনতর অনুসন্ধানী হ'য়ে চলে,
তাদের অন্তর্নিহিত যোগাবেগ
শ্রেয়প্রীতিনিবদ্ধ তো নয়ই,
তা' ছাড়া, ভাঁওতাবাজ প্রীতি-ব্যবসায়ী তা'রা,
চাহিদার সাথেই তাদের স্বাভাবিক সঙ্গতি,
আর, তা'র আপূরণকেই
তা'রা তৃপ্তি মনে ক'রে থাকে ;
—এমনতর যা'রা
তা'রা স্বতঃই দরদহীন অকৃতজ্ঞই হ'য়ে থাকে,
কা'রো দায়িত্ব নিয়ে
তদনুচর্য্যী তর্পণায়
নিজেদের প্রসাদ-মণ্ডিত ক'রে তুলতে পারে না,
তাই, তা'দের হৃদয়
স্বার্থ-সংকল্পী হ'য়ে থাকে ;

এমনতর দেখলেই
সতর্ক প্রস্তুতি নিয়ে চলতে
কসুর ক'রো না,
অনেক বেদনাকে এড়িয়ে চলতে পারবে। ৬৬৭৯।
৩০।৫।১৯৫৫, সকাল ১০-১০

তুমি একমনা প্রীতি-প্রসন্ন যদি হও,—
সহজ সলীল আগ্রহদীপ্ত অনুবেদনা নিয়ে
প্রিয়-তর্পণ-প্রসাদ-মণ্ডিত
হ'য়ে থেকে থাক যদি,
তাহ'লে ঠিক বুঝো—
তাঁর আদেশ, নিদেশ, ইচ্ছা বা চাহিদা
যা'-কিছু থাক্ না কেন,
সক্রিয় সলীল দীপনা নিয়ে
মাতাল আগ্রহের উদ্দাম চলনে
তুমি সেগুলিকে
নিষ্পন্ন ক'রে চলবেই কি চলবে,
যে-কোন কায়দায়
যেমন ক'রেই পার না কেন,
সেগুলির বাস্তব সমাধানে
উপনীত হবেই কি হবে—
অশুভ ও অন্যায্য যা'
তা'কে নিরুদ্ধ বা নিয়ন্ত্রিত ক'রে,
এবং তাঁর শুভাবহ যা' কিছু
তা'কে পোষণপুষ্ট ক'রে ;
অষ্টপাশ তোমাকে আবদ্ধ
করতে পারবে না—
এ ঠিকই জেনো,
বরং অষ্টসিদ্ধি উদাত্ত তর্পণায়
তোমার ব্যক্তিত্বে
সামগীতিকায় সন্দীপ্ত হ'য়ে চলবে,

আর, এ যেখানে যেমনতর মুখর
ভজনদীপনা নিয়েও ভক্তিও
সেখানে তেমনি সমাধান-সুন্দর। ৬৬৮০।
৩০।৫।১৯৫৫, বিকাল ৪টা

একমনা শ্রেয়-অনুধ্যায়িনী নৈতিক-চলন
যেখানে ম্রিয়মাণ,
বিহিত দায়িত্বশীলতা যেখানে পঙ্গু,
বাক ও কর্ম্মের গরমিল যেখানে,
মিতি-চলন যেখানে উপেক্ষিত,
সমাধানী তৎপরতা যেখানে
বিড়ম্বিত বা বিলম্বিত,
স্বার্থ-সন্ধিৎক্ষু চাহিদা যেখানে প্রবল,
এক-কথায়, যেখানে নেওয়া আছে,
দেওয়া নেই,
দরিদ্রতা সেখানে কোন না কোন মূর্ত্তিতে
বসবাস করেই কি করে ;
তাই, যদি ঐ ব্যাধি হ'তে
আত্মরক্ষা করতে চাও,
আত্মনিয়মনী নৈষ্ঠিক চলনকে
প্রাঞ্জল ক'রে তোল,
নিষ্পন্নতাকে নিশ্চয় ক'রে তোল—
চারিত্র্যের তৎপর অনুচলনে ;
বিনায়িত সার্থক সঙ্গতিসম্পন্ন
অন্বিত চলনে
নিজেকে স্বতঃ ও সহজ ক'রে তোল,
যোগ্যতা যুত-আহ্বানে
তোমাকে অভিনন্দিত করবে—
ঐশ্বর্য্যের উপঢৌকন নিয়ে। ৬৬৮১।
৩১।৫।১৯৫৫, সকাল ৬-১০

তোমার শ্রদ্ধাস্পদ শ্রেয় যিনি
বা যাঁ'রা
তাঁদের সোহাগ-সিঞ্চিত
আদরপ্রসূত অবদানকে
অগ্রাহ্য ক'রো না ;
আর, তা' অগ্রাহ্য করা মানেই হ'চ্ছে—
তাঁ'দের অন্তঃকরণকে ম্রিয়মাণ ক'রে তোলা,
আর, ঐ অবদান যে আশিস্ বহন করে,
তাঁদের অনুশাসন-অনুযায়ী
নিজেকে পরিচালিত করবার জন্য
তোমার অন্তরে যে-আগ্রহ সৃষ্টি করে,
তা' হ'তে নিজেকে বঞ্চিত ক'রে তোলা ;
আবার, তেমনি তোমার স্নেহের পাত্র যা'রা,
তা'দের আগ্রহ-অনুরঞ্জিত
শ্রদ্ধা-অবদানকে
অগ্রাহ্য করতে যেও না,
ঐ অগ্রাহ্য করা
তাদের ঐ অনুবেদনায়—
ঐ অনুরাগ-উৎসারণায়
অপঘাত সৃষ্টি করবে,
অবশ্য যেখানে গ্রহণ করতে হয়
ধীর অনুবোধনা নিয়ে
সমীচীনতাকে সুসঙ্গতির সহিত সার্থক ক'রে
তা' ক'রো ;
মনে রেখো—
কোন অবদান কোনপ্রকার
আঘাত সৃষ্টি না করে। ৬৬৮২।
৩১।৫।১৯৫৫, সকাল ৬-৫৪

তুমি নিজের বেলায়
যে-নীতিকে ভিত্তি ক'রে

যেমনতর যা' ক'রে থাক,
বা যেখানে যা' ক'রে থাক—
নিজের স্বার্থ ও সম্বর্দ্ধনার জন্য,
অন্যের বেলায়ও যদি তা' না কর,—
তোমার সে-নৈতিকতা
সঙ্গতিশীল সত্তাপোষণী নয়কো,
ঐ অমনতর চলন
একটা নৈতিকতার রাহাজানি ছাড়া
আর কী হ'তে পারে ? ৬৬৮৩ ।
১।৬।১৯৫৫, সকাল ৬-২০

অচ্যুত শ্রেয়নিষ্ঠ যিনি—
বাস্তব শুভ-সম্বর্দ্ধনায় সার্থক সঙ্গতিশীল,
মানস-দৃষ্টি যাঁ'র দক্ষ, সুদূরপ্রসারী—
ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমানের
বিনায়িত সার্থকতায় তৎপর,
তিনিই মনীষী,
এক কথায় মুনি ;
আর, এই মনন-দীপনা যাঁ'র
সার্থক হ'য়ে ওঠে কবিত্বে—
ভাব ও ভাষায় মূর্ত্তিলাভ ক'রে
ক্রিয়মাণ তাৎপর্য্যে,
তিনিই শুভ-সন্দীপনী সুকবি । ৬৬৮৪ ।
১।৬।১৯৫৫, বিকাল ৪-৪০

যা' দেখবে, সম্যকভাবে দেখো,
যা' শুনবে, সম্যকভাবেই শুনো,
আর, তা'র মধ্যে সমীচীন সঙ্গতি
খুঁজে বের ক'রো,
ব'লোও অমনতর সঙ্গতি নিয়ে,

নয়তো, ভ্রান্তির ঝকমারিতে
অনেক জায়গায়ই কিন্তু খাবি খেতে হবে। ৬৬৮৫।
১।৬।১৯৫৫, রাত ৭-৩০

যিনি আচার্য্য,
সুকেন্দ্রিক আচরণ-সিদ্ধ যিনি—
সার্থক সঙ্গতির সাম-অনুচলনে,
তাঁর প্রতি অকাট্য আনতি-প্রবণ আগ্রহ নিয়ে
অনুগতিসম্পন্ন হও,
তাঁ'র নৈতিক দেশনাগুলির
অনুশীলন কর,
জীবনে প্রতিপালন কর—
সার্থক সঙ্গতিশীল তৎপরতায়,
আর, এই উজ্জয়ী অনুশীলন
সুসঙ্গতির ত্বরিত বোধদীপনা নিয়ে
সক্রিয় তাৎপর্য্যে
তোমার ব্যক্তিত্বকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে
চারিত্রিক দ্যুতিদীপনায়
অভিব্যক্ত হয়ে উঠুক ;
এমনি ক'রেই তুমি দেবমানব হও—
পাশমুক্ত প্রীতি-উচ্ছল রাগদীপনায়। ৬৬৮৬।
৩০।৫।১৯৫৫, বিকাল ৫-৪০

ভর্ৎসনায়, লোকের কথায়
বা কোনপ্রকার ষড়যন্ত্রের আওতায় প'ড়ে
তোমার প্রতি অন্তরের প্রীতিসূত্র,
অনুচর্য্যী অনুক্রিয়া,
প্রতিষ্ঠা ও পোষণপ্রবণতা
যা'দের ছিন্ন হ'য়ে যায়,

তা'দের অন্তঃস্থ প্রীতি-সম্বেগ
মলিন ও স্বার্থপর,
অর্থ ও গৌরব-প্রত্যাশী ;
তোমার যদি এমনতর
সহচর বা সহচারিণী
কেউ বা কাহারাও থাকে,
তা'দের প্রতি আস্থা রেখো না—
শুভেচ্ছু হওয়া সত্ত্বেও। ৬৬৮৭।
২।৬।১৯৫৫, সকাল ১০-৫

কোনও অনুশাসন মোকতাভাবে
তোমার জীবন-বৃদ্ধির অনুকূল কিনা,
তা' যদি বুঝতে চাও,
অন্ততঃ অন্তশ্চক্ষুর চিন্তায়
সে-অনুশাসনকে
নিজের উপর প্রয়োগ ক'রে
বুঝতে চেষ্টা ক'রো—
সেটা তোমার বা তোমার পরিবারের পক্ষে
জীবনীয় ও বর্দ্ধনীয় কিনা,
আর, তা' আপদকে নিরোধ ক'রে
সম্পদের শুভ-প্রেরণায়
তোমাকে ও তোমার পরিবার-পরিবেশকে
উদ্বর্দ্ধনায় নিয়োজিত করে কিনা,
কুৎসিতকে অপনোদন ক'রে
সামসুন্দরকে আবাহন করে কিনা ;
এমনভাবে বেশ ক'রে খতিয়ে দেখ,
তাহ'লে খানিকটা ধারণা করতে পারবে—
তা' অনুসরণীয় কিনা
বা শুভপ্রসূ কিনা। ৬৬৮৮।
৩।৬।১৯৫৫, বিকাল ৫-৫৮

সুগুরু মানেই হ'চ্ছে
শুভ একনিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব—
যা' চরিত্রের ভিতর-দিয়ে
বিকীর্ণ হ'য়ে ওঠে
সার্থক সর্ব্বসঙ্গতি নিয়ে। ৬৬৮৯।
৪।৬।১৯৫৫, বিকাল ৫-৪৩

মানুষের প্রকৃতি বদলায় না,
প্রায়শঃই দেখা যায় কিন্তু,
কারণ, এই প্রকৃতি
তা'র জৈবী-কোষেই নিহিত থাকে,
এবং সেই প্রকৃতি কালে
ক্রমান্বয়ে স্ফুরিত হ'তে থাকে ;
তাহ'লেই চাই—
যা'দের কৌলিক সংস্থিতি ও মর্য্যাদা
বিহিত বৈশিষ্ট্য নিয়ে চলেছে,
তা'রই ভিতরে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে
শুভ সমীচীন সঙ্গতি—
যা'র ফলে সুজাতকের
আবির্ভাব হ'য়ে থাকে,
আর, এই শুভ-সন্দীপী প্রকৃতি নিয়ে
যে জৈবী-সংস্থিতি সংগঠিত হয়,
তা'র প্রকৃতি-স্ফুরণাও
তেমনতরভাবে হ'য়ে থাকে ;
আর, তা'রাই হ'চ্ছে স্থিতিপ্রবণ
যা'রা তাদের ঐ প্রকৃতি
জাতকের ভিতর অনুপ্রেরিত ক'রে থাকে ;
আর, বিসদৃশ সঙ্গতি কখনও
এমনতর জৈবী-সংস্থিতি
সৃষ্টি করতে পারে না,—
যা'র ভিতর

ডিম্বকোষ ও বীজকোষের সঙ্গতি
সার্থক হ'য়ে উঠেছে ;
তাই, সুজাতকের আমদানী করতে হ'লেই চাই
শ্রেয়-কুল-সঞ্জাত পুরুষে
সুষ্ঠু-সঞ্জাতা সমতুল্যা নারীর
বিবাহ-নিবন্ধন,
যা'র ফলে
অমনতর জাতক প্রসূত হ'য়ে থাকে ;
তাই, জাতির যদি কল্যাণই চাও,
তোমার তাত্ত্বিক চক্ষু নিয়ে
বিজ্ঞান-সন্ধিৎসায়
সুদীপ্ত সমীচীন সঙ্গত পরিণয়ের
ব্যবস্থা কর—
ঐ শুভ-সন্দীপী সুজাতকের প্রত্যাশায় ;
তা' যদি না করতে পার,
দেশের লাখ উপচয়ী উন্নতি
কিছুতেই টিকতে পারবে না,
কারণ, বিকৃত বিবাহ-বিধান
কুজাতকের আমদানীতে
দেশকে পশু-পরিস্রবা ক'রে তুলবে,
এবং অমনতর জাতকদের
আয়ত্তে এনে
দক্ষ, সুব্যবস্থ ও উপচয়ী কর্ম্মোপযোগী
ক'রে তোলা অসম্ভব হ'য়ে উঠবে,
এবং তা'দিগকে চলতে হবে—
স্বল্প-সংখ্যক উপযুক্ত সুজাতক যা'রা
তা'দের আয়ের উপর দাঁড়িয়ে,
ফলে ঐ সুযোগ্য যা'রা—
তথা সমগ্র দেশ
বিপন্ন ও বিব্রত হ'য়ে উঠবে ;
আবার, এই সুবিবাহ ও সুজননের

প্রবর্ত্তন করতে গেলে
অবিদ যা'রা, তা'রা কিন্তু
বিজ্ঞতার ভাঁওতা নিয়ে
এই অনুশাসনকে ধিক্‌কার দেবে,
বিধ্বস্ত ক'রে তুলবে,
তা'রা দেশকে অধঃপাতে দেওয়া ছাড়া
ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যের উন্নতি এনে
ব্যক্তিত্বকে সার্থক সঙ্গতির ভিতর-দিয়ে
দীক্ষিত ও শিক্ষিত ক'রে তুলতে পারবে না ;
এই হ'লো মোক্তা কথা,
এখন তোমাদের বিবেচনায় যেমন আসে,
তা' করতে পার ;
যা'ই তা'ই কর,
প্রকৃতির বৈধী-চলনকে ভেঙ্গে
তুমি কোন-কিছুকে
প্রাকৃতিক নিজস্ব রূপে পাবে না,
পাবে বিকৃত অন্যরূপে,
মানুষকে তুমি বাধ্য ক'রে তুলতে পার
অনেক রকমে,
কিন্তু প্রকৃতি বাধ্য হ'য়ে থাকেন
বিহিত অনুশাসনী অনুচলনে ;
যা'দের দেশে এই প্রাকৃতিক অনুশাসনকে
বিড়ম্বিত করা হয়েছে,
এক গোষ্ঠীভুক্ত হ'লেও
বিকৃত যৌন-সঙ্গতি
ঐ দেশকে ক্রমতৎপরতায়
অপাহত ক'রেই চলবে,
কারণ, বৈশিষ্ট্যানুগ বীজ
উপযুক্ত ভূমি না হ'লে
বিকৃত স্ফুরণশীলই হ'য়ে থাকে। ৬৬৯০।
৪।৬।১৯৫৫, রাত ১০-১৫

শ্রেয়হারা, বিকেন্দ্রিক, বিকৃতমনা,
দুর্ব্বল বা অসুরচিত্ত ও আরামপ্রিয় যা'রা,
তা'রা দেশের সম্পদ
কমই হ'য়ে উঠতে পারে,
বরং বোঝাই হ'য়ে থাকে,
তাদের অন্তঃকরণে
অকাট্য আগ্রহ-দীপ্ত
একায়নী সক্রিয় ইচ্ছাশক্তির
অভাবই পরিলক্ষিত হয় প্রায়শঃ,
আর, সেইজন্যই তা'রা
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
যোগ্যতাসিদ্ধ হ'য়ে উঠতে পারে না,
তা'দের জ্ঞান ও দর্শন
কতকগুলি সঙ্গতি ও সংযোগহারা
প্রকোষ্ঠবদ্ধ হ'য়ে
বিচ্ছিন্নভাবেই
ব্যক্তিত্বে মজুত হ'য়ে থাকে,
যা'র ফলে, সর্ব্বাঙ্গীণ স্ফুরণার
অভাবই ঘ'টে থাকে,
তা'রা অনিয়মন-প্রবণ যৌনভোগ-লিপ্সু হ'য়ে
জীবনকে
ভাঁটাতেই চলন্ত ক'রে চলতে থাকে,
ঐ সংস্পর্শ পরিবার ও পরিবেশের মধ্যে
ঐ বিষ ছড়িয়ে
তা'দিগকেও ঐ জাতীয়ই ক'রে তুলতে থাকে ;
অমনতর দেখলেই
সামাল হ'য়ে চ'লো । ৬৬৯১ ।
৪।৬।১৯৫৫, রাত ১০-৫০

ইষ্টার্থপরায়ণ হও—
সক্রিয় অনুচর্য্যী অনুসেবনায়,

উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনী সম্বেগ নিয়ে ;
নিজের আভিজাত্যে অটুট থাক—
অনুশীলন-প্রবণ অনুবেদনা নিয়ে,
নিখুঁত উপযুক্ত বাক্য, ব্যবহার ও সদাচারে
আচরণশীল হ'য়ে ;
ঐতিহ্য ও কৌলিক আচরণে
অভ্যস্ত হ'য়ে ওঠ,
অন্যের বৈশিষ্ট্যকে সম্মান করতে শেখ—
নিজের বৈশিষ্ট্যে অটুট থেকে ;
এই এমনতর চলনের ভিতর-দিয়ে
তোমার বিবাহাদি
সমীচীন মনোনয়নার সহিত
এমনতরভাবে নির্ণয় কর,
যা'র ফলে, তোমার অনুকম্পী, দক্ষ ঐতিহ্যগুলি
জাতকের জৈবী-কোষে
অনুপ্রবিষ্ট হ'য়ে চলে ;
এগুলির ব্যত্যয় যতটুকু বা যতখানি করবে,
ব্যভিচারও নেকড়ে বাঘের মত
তোমার পেছনে পেছনে
তেমনতরই চলতে থাকবে ;
আর, ঐ ব্যতিক্রমী চলন,
ও বিবাহ, বাক্য ও ব্যবহারের
সমীচীন বিন্যাসের অভাব
যতই ঘ'টে উঠবে,
প্রবৃত্তির বিকৃত চলনে চলন্ত হ'য়ে
তোমার ব্যক্তিত্ব তেমনতরই রঙ্গিল হ'য়ে উঠবে ;
ফলে, পরিবার-পরিবেশের ভিতর
দুষ্ট সংক্রমণের সৃষ্টি হ'য়ে
তোমার চারিদিকে
এমনতর বিশ্রী অপাহত
পরিধ্বংসী ব্যূহের সৃষ্টি করবে,

যে, তা'কে ভেদ ক'রে
তা'র নিরাকরণ করাই কঠিন হ'য়ে উঠবে,
ফলে ওর প্রভাব
এমনই বিস্তার লাভ করবে,
যাতে পরিবার, পরিবেশ, সমাজ ও রাষ্ট্র
সংক্রামিত হ'য়ে উঠে
তোমার ঐ অভিজাত জৈবী-সংশ্রয়কে
নিকেশ ক'রে দিয়ে
বিকৃত প্রকৃতির অধীন ক'রে তুলবে ;
ধরতেই পারবে না তখন—
তোমার জীবন-ধারা
কী ধৃতির ভিতর-দিয়ে
বৰ্দ্ধিত হ'য়ে এসেছে বা এসেছিল ;
যে-উৎস থেকে
তুমি আবির্ভূত হয়েছ,
যা' প্রাচীন বা ভূত,
যা'র ভিতর-দিয়ে
তোমার এই বর্ত্তনার উদ্‌ভব,
যা' বিহিত নিয়মন-চর্য্যী নিয়োজনায়
তোমার ভবিষ্যৎকে
সৃষ্টি ক'রে তুলবে,
তা'র রূপরেখা কী
তা'ও ঠাওর করতে পারবে না ;
তোমার পূর্ব্ব ও পূর্ব্বতন
তোমার কাছে
একটা আজগবী জীবনসম্পন্ন হ'য়ে দাঁড়াবে,
তাঁদের আভিজাত্য ও ঐতিহ্যধারাকে
একটা বেকুবের চলন ব'লে মেনে নিতে
তোমার কুণ্ঠাবোধ হবে কমই,
কারণ, ঐ তাঁদের কর্ম্মচর্য্যা,
ঐশ্বর্য্যদীপনা ও ব্যক্তিত্ব

তোমার কাছে
বোধায়নী সার্থক সঙ্গতিসম্পন্ন
হ'য়ে উঠতে পারবে না,
তাঁদের বুঝতে পারবে না ;
তাঁদের প্রাবল্য,
ঐ প্রগাঢ় দক্ষদীপ্ত যোগ্যতা
যা' ব্যতিক্রান্ত হ'য়ে
তোমাতে দীর্ণ হ'য়ে উঠেছে,
তার নিজস্ব রূপকে
তোমার বোধের আয়ত্তে আনাই
কঠিন হ'য়ে দাঁড়াবে,
কারণ, বিকৃত জৈবী-সংস্থিতি
বৈকারিক বোধনাকেই আমন্ত্রণ ক'রে থাকে,
ফাটলওয়ালা ব্যক্তিত্ব
সার্থক সঙ্গতি-সম্পন্ন বোধনার
অধিকারী হ'তে পারে না,
তাই, চরিত্রও তা'দের
সুসঙ্গত হ'য়ে ওঠে না—
অন্বিত সার্থকতায় ;
তাই বলি—
শুভই চাও,
সম্বর্দ্ধনাই চাও,
আর, নিজেকে, দশকে ও দেশকে
উন্নত দক্ষ যোগ্যতার
অধিকারী ক'রে তুলতেই চাও,
তোমার উৎসপ্রসূত প্রকৃতি
ও বৈশিষ্ট্যের অপচয়
কিছুতেই করতে যেও না,
শ্রেয়নিষ্ঠ অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
নিজেকে শ্রেয়তে বিনায়িত ক'রে তোল—
কর্ম্মে, দক্ষতায়,

যোগ্যতর নিষ্পাদনী অভিযানে ;
তুমি শতায়ু হ'য়ে চলতে থাক,
তোমার সন্তান-সন্ততি
আরো আরো আয়ুর অধিকারী হ'য়ে
তোমার জীবনস্রোতকে
ক্রমবর্দ্ধনায়
নিয়োজিত ক'রে তুলুক ;
ঈশ্বর সবারই পরম উৎস,
ঈশ্বরই ধারণ-পালনী সক্রিয় সম্বেগ,
তিনিই পরমার্থ । ৬৬৯২ ।
৫।৬।১৯৫৫, রাত ১০টা

মুঁহু মুঁহু করতে যেও না,
তুঁহু তুঁহু কর,
ভাবও তাই—ভরপুর হ'য়ে,
আর কাজেও কর—
বাক্যে, ব্যবহারে, আচরণে
অনুচর্য্যী অবদানে । ৬৬৯৩ ।
৮।৬।১৯৫৫, সকাল ১০টা

ইষ্টনিষ্ঠ লোকসম্বর্দ্ধনী চলনে চ'লে
যা'রা স্বতঃই মানুষের
শ্রদ্ধার্হ বান্ধব হ'য়ে উঠতে পারে—
সদাচারী সুতৎপর চর্য্যানিরত থেকে,
দরদী অনুকম্পায়,
আত্মনিয়ন্ত্রণী তাৎপর্য্যে,
চারিত্রিক প্রীতি-দ্যোতনায়,—
তেমনতর মানুষের
অভাববিদ্ধ হওয়া

একটা রূপকথার মত—
সে ঋত্বিকই হো'ক আর যা'ই হো'ক। ৬৬৯৪।
৯।৬।১৯৫৫, সকাল ৮-৪৬

যন্ত্র-মানুষ হ'তে যেও না,
জীয়ন্ত মানুষ হও—
সুকেন্দ্রিক রাগদীপনা নিয়ে,
আগ্রহ-উন্মাদনায় ;
শ্রেয়ানুচর্য্যী হ'য়ে চ'লো—
যে-অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
লোকবর্দ্ধনী অনুদীপনার সহিত
তোমার বোধদ্যুতি
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
ব্যক্তিত্বে
শুভচরিত্রকে উদ্‌গত ক'রে তুলতে পারে—
দূরদৃষ্টির সম্যক বোধবীক্ষণী অনুধায়নায় ;
আর, এই হ'চ্ছে
জীয়ন্ত মানুষের জীবন-প্রবাহ ;
আর, যন্ত্রজীবন মানেই হ'ল
অল্প বোধি নিয়ে
যন্ত্রের মতন
একঘেয়ে চলনে চলা,
যা'তে নব নব উন্মেষ-শালিনী বোধনা
তন্দ্রাগ্রস্ত হ'য়ে থাকে ;
যদি সুদীপ্ত মানব-জীবন চাও,
তবে অন্ততঃ
এই চলনে চলতে থাক। ৬৬৯৫।
১০।৬।১৯৫৫, সকাল ৮-১০

যা'রা সুসংস্কৃত,
তা'রা স্বভাবতঃই অচ্যুত আদর্শনিষ্ঠ,

সার্থক সঙ্গতি-সম্পন্ন জীবনীয় সম্বর্দ্ধনার
পরম পোষক,
স্বভাবতঃই বিনীত,
সুজনোচিত সদাচার-পরায়ণ,
আপ্যায়নী অনুকম্পার শুভ-সুন্দর তীর্থ,
জীবনীয় লোকচর্য্যী যোগ্যতার অনুপ্রেরক,
শ্রদ্ধাশীল পরমতসহিষ্ণু হ'য়েও
আপূরণী আদর্শ-অনুগ স্থৈর্য্যে অটুট ;
ব্যক্তিত্ব তা'দের চারিত্র্যিক দ্যুতিসম্পন্ন—
লোকানুরঞ্জক,
সম্যক দর্শনদীপনী সন্ধিৎসাপূর্ণ সক্রিয়
আগ্রহ-সন্দীপ্ত—
যা'র ফলে, তা'রা
অনুশীলনী অনুষ্ঠানের ভিতর-দিয়ে
সার্থক সঙ্গতিতে উপনীত হ'য়ে
সত্য-নিরূপণায়
সুদক্ষই হ'য়ে থাকে ;
ধীমানের স্বাভাবিক চলনই এইরূপ। ৬৬৯৬।
১০।৬।১৯৫৫, বিকাল ৪-৪০

মিথ্যা বা ধাপ্পাবাজির অনুচর্য্যায় যে-অর্জ্জন,
বা শৈথিল্যের দীর্ঘসূত্রী চলনের ভিতর
যে ফাঁক বা ফাঁকি
বিদ্যমান থাকে,—
তা'র দ্বারা নানারকমের কেরামতি ক'রে
তুমি হয়তো কিছুদূর চলতে পার,
কিন্তু এমনতর ফাঁকিবাজির উপর
যদি তুমি দাঁড়াও,
তা' তোমার জীবনের স্থৈর্য্যদীপনাকে
তছনছ ক'রে দিতে পারে কিন্তু ;
মনে রেখো—

দুনিয়াটা মানুষ-শূন্য নয়,
তাই, ঐ ফাঁক বা ফাঁকির দ্বারা
বিধ্বস্ত যে
যখনই তা'র অভ্যুত্থান হ'য়ে উঠবে,
সে তোমাকে নিংড়ে
ঐ অর্জ্জন বা আয়ের যা'-কিছুকে
শোষণ করতে ত্রুটি করবে না ;
কথায় বলে—
'দশদিন চোরের,
একদিন সাধুর',
ঐ একদিনই মিথ্যা বা ফাঁকিবাজির
উত্থান-সৌধকে
চুরমার ক'রে দিতে পারে ;
তাই, তুমি যদি শুভই চাও,
সম্বর্দ্ধনাই চাও,
লোকের শুভ-সম্বর্দ্ধনী অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
আত্মপোষণী যা'-কিছু পাও,
প্রসাদ-স্বরূপ তাই নিয়ে,
যিনি বর্দ্ধনার পথ—
তাঁকেই ধন্যবাদ দিয়ে কৃতার্থ হও,
সুখী হবে। ৬৬৯৭।
১১।৬।১৯৫৫, রাত ৮-১৫

যা'রা অন্যের বৈশিষ্ট্যকে
সম্মান করতে জানে না,
বরং ভাঙ্গতে পারলে
নিজেকে ধন্য মনে করে,
যা'রা সুকেন্দ্রিক ইষ্টার্থপরায়ণ
ও সদাচারশীল হ'য়ে
ইষ্টানুগ চলনে
নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে না,

ধর্ম্মানুগ আচার্য্যশ্রদ্ধা নিয়ে
যা'রা আত্মবিনায়নী সুতৎপর নয়কো,
অথচ দাবীর তোড়ে
অন্য হ'তে সম্মান-আকাঙ্ক্ষায় লোলজিহ্ব,
শ্রদ্ধাশীল অনুচর্য্যাপরায়ণ
বৈশিষ্ট্যপালী পারস্পরিকতার অভাব যেখানে,
অথচ প্রত্যেকে দাম্ভিকতার সহিত
শ্রেয়-সম্মানে অধিষ্ঠিত হ'তে চায়—
শ্রদ্ধাহারা আত্মগৌরব নিয়ে,—
তা'দের বৈশিষ্ট্য তো লোপাট খেয়েই চলতে থাকে,
এবং অন্যে
তা'দের বৈশিষ্ট্যকে হানা দিয়ে
অতিক্রম-প্রয়াসী তো হয়ই,
সঙ্গে-সঙ্গে তা'দের ব্যক্তিত্বও
বিনায়িত বর্দ্ধনায় বঞ্চিত হ'য়ে
অন্ধতমেরই আশ্রয় গ্রহণ করতে থাকে—
হীনম্মন্যতার অভিজাত সন্তান হ'য়ে,
নারকীয় অভিযান নিয়ে ;
আত্মপ্রতিষ্ঠার দাবীতে
দম্ভদীর্ণ স্বর্গের পারিজাতই
আকাঙ্ক্ষা ক'রে থাকে তা'রা ;
এমনতর বিকৃত কৃষ্টিতপা যা'রা
তা'রা স্বতঃ-প্রণোদনাতেই
নিকৃষ্টে আত্মবিক্রয় ক'রে থাকে ;
যদি উন্নতি-অভিযানী হ'তে চাও,
সুকেন্দ্রিক শ্রদ্ধাশীল হ'য়ে
অন্যের বৈশিষ্ট্যকে শ্রদ্ধা করতে শেখ,
আর, সে-ও
অন্যের বৈশিষ্ট্যকে হানা দিয়ে
নষ্ট করতে না পারে,
তা'তে তৎপর থেকো ;

সুকেন্দ্রিক তৎপরতায়
আত্মবিনায়নশীল হও,
লোকচর্য্যী হ'য়ে ওঠ—
বৈশিষ্ট্যপালী পদবিক্ষেপে ;
ভ্রান্ত, দুষ্ট যা'রা—
বিহিত অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
অনুগমনী তৎপরতায়
তা'দের শিষ্ট ক'রে তুলতে চেষ্টা কর,
সর্ব্বতোভাবে শুভাকাঙ্ক্ষী হও,
সকলেরই দরদী হ'য়ে ওঠ,
নির্ব্বিসংবাদে
উন্নতির 'স্বাগতম্'-আহ্বান
তোমাকে অভিনন্দিত করবেই কি করবে। ৬৬৯৮।
১৩।৬।১৯৫৫, সকাল ৭-২১

তোমার তিক্ত বাক্ ও ব্যবহার
যেন মানুষের ভিতরে
পুষ্টিপ্রদ হজম-সৌষ্ঠব সৃষ্টি করে,
নয়তো বুঝে রেখো—
তিক্তাধিক্য দহন বা জ্বলনেরই
সৃষ্টি ক'রে থাকে,
তাই, উপযুক্ত স্থলে
তা' সমীচীন মাত্রায়
প্রয়োগ করাই শ্রেয়। ৬৬৯৯।
১২।৬।১৯৫৫, বিকাল ৪-২৫

কৃতঘ্নতা কৃতী হ'তে জানে না,
শুভকর্ম্মা হ'তে জানে না,
যোগ্যতায় নিজেকে
জীয়ন্ত ক'রে তুলতে জানে না—
সার্থক সঙ্গীতির শুভ অর্থনায়,

আর, তা'কে সুনিষ্ঠ সশ্রদ্ধ হ'তে দেখা যায়
কমই,
তাই, আত্মবিনায়ন-তৎপরতাও সেখানে
হীনবীর্য্য,
আর, প্রাতিলোমই হ'চ্ছে সাধারণতঃ
কৃতঘ্নতার সুযোগ্য জননী,
হীনম্মন্যতার দাম্ভিক চলনকেই
সে গৌরব ব'লে মনে করে,
তাই, সে বিশিষ্ট হ'তে চায়,
বিশাসিত হ'তে চায় না,
সুকেন্দ্রিক শ্রেয়তৎপর হ'য়ে
শ্রেয়চর্য্যায় উৎসর্গান্বিত
উল্লোল চলনের ভিতর-দিয়ে
শ্রেয়ানুগ পোষণ-তৎপরতায়
নিজের রুচিকে বর্জ্জন করা
সে অপমানের বিষয় বলেই মনে করে,
সত্তার সমর্থনী যা'
তা'কে আয়বাদ দিয়েও
হীনম্মন্যতার সমর্থনে
তৃপ্তিই প্রকাশ ক'রে থাকে,
তাই, শ্রেয় বা প্রিয়কেন্দ্রিক হওয়া
তা'র পক্ষে একটা মেঘের পুতুলের মতন। ৬৭০০।
১৩।৬।১৯৫৫, সকাল ১০-১০

সঙ্ঘ-পুরুষ-ব্রতী যাঁ'রা,—
সঙ্ঘ-পুরুষ-পরিচর্য্যাই যাঁ'দের
ব্রত হ'য়ে দাঁড়িয়েছে,—
এক কথায়, তাঁরই স্বার্থপ্রতিষ্ঠা
যাঁ'দের একমাত্র লক্ষ্য,—
অর্থাৎ কোন শ্রেয়-ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র ক'রে
তাঁর আদেশ ও উপদেশ-অনুযায়ী

ব্যক্তি ও বিষয়কে
সুব্যবস্থ নিয়ন্ত্রণের জন্য দায়িত্ব গ্রহণে
আত্মোৎসর্গ করেছেন যাঁ'রা—
সক্রিয় স্বতঃ-স্বেচ্ছ
আগ্রহ-আবেগ-অনুদীপনায়,
—উন্নতির অনুনয়নী তৎপরতায়
শ্রেয়ার্থে অনুপ্রেরিত ক'রে
ঐ শ্রেয়-আচরণগুলিতে
তৎপর করে তুলে
ঐ শিষ্যদেরই হো'ক—
বা সদস্যদেরই হো'ক—
ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত-ভাবে
কর্ম্মনিরতি-পরিচালনায়
আচারে-ব্যবহারে
শ্রেয়চর্য্যী ক'রে তোলবার অনুচর্য্যায়
নিজেদের নিরত ক'রে তুলেছেন যাঁ'রা,—
তাঁদের প্রধান ও প্রথম কর্ত্তব্যই হ'চ্ছে—
অচ্যুত, অকাট্য শ্রদ্ধানুরতির সহিত
সুকেন্দ্রিক তৎপরতায়
ঐ শ্রেয়কে অবলম্বন ক'রে চলা—
প্রীতি-উৎসারণী আবেগ নিয়ে,
আত্মস্বার্থ বা অহঙ্কার—
যা' ঐ কর্ম্মের অন্তরায়
তা' বিসর্জ্জন দিয়ে
বা ব্যাহত ক'রে
নিজেকে সুব্যবস্থ ও সুনিয়ন্ত্রিত ক'রে
বাক্য, ব্যবহার ও আচরণের ভিতর-দিয়ে
আত্মবিনায়নে তৎপর হ'য়ে ওঠা ;
এই তৎপরতা
যে চারিত্রিক দ্যুতির উন্মেষ ক'রে তুলবে
তাদের ব্যক্তিত্বে—

সেইগ্দুলিই হ'চ্ছে শ্রেয়-বিকীরণা,
যা'তে লোকসমূহ
মুগ্ধ অনুপ্রেরণায়
আশান্বিত উদ্বর্ত্তনা নিয়ে
তদনুগ আচরণে তৎপর হ'য়ে ওঠে ;
তাছাড়া, প্রতিটি ব্যষ্টির বিশেষত্বকে
নির্দ্ধারিত ক'রে
শ্রেয়-সন্দীপনায়
আত্মচর্য্যী ও পরচর্য্যী ক'রে তুলতে হবে
প্রত্যেককে ;
এই তুলতে গেলেই
দোষদর্শিতাকে মুখ্য ক'রে না ধ'রে
গুণদর্শিতাকেই মুখ্য ক'রে ধরতে হবে—
অসৎ-নিরোধী তৎপরতা নিয়ে,
দোষগুলিকে লঘু ক'রে
তাদের সম্মুখে ধরতে হবে ;
এবং তা' যে সহজ-নিরাকরণ যোগ্য—
বেশ ক'রে বুঝিয়ে
আশান্বিত ও প্রবৃত্ত ক'রে তুলতে হবে
তা'দিগকে ;
দোষগুলিকে যদি মুখ্য ক'রে ধর
এবং তাদিগকে লঘু প্রতিপন্ন না কর,
তবে কিন্তু তা'রা
ভারাক্রান্তই হ'য়ে উঠবে,
উন্নতির লুব্ধ আকর্ষণ
তা'দের পেয়ে বসবে না ;
সঙ্গে সঙ্গে শ্রেয়-শ্রদ্ধা
তাদের মধ্যে এমন বাড়িয়ে তুলতে হবে,
যা'তে ঐ শ্রদ্ধা
নিরেট ও অকাট্য হ'য়ে ওঠে
তা'দের জীবনে ;

দোষ-সমালোচনার
দুরাগ্রহ আবেগকে প্রশমিত ক'রে
গুণে তা'রা কতখানি—
মহত্ত্বে তা'রা কতখানি—
সেগুলিকে প্রকৃষ্টভাবে ধরতে হবে
তা'দের চিত্তপটে ;
মনে রেখো—
শ্রেয়ার্থ যা'তে সার্থক হ'য়ে ওঠে,
ঔচিত্যও তোমার উজ্জ্বল তা'তে ;
ঐ অমাত্য যা'রা—
তা'দের আচার, ব্যবহার, চালচলন
এবং ঐ শিষ্য বা সদস্যদের প্রতি
আদর-অনুকম্পী তৎপরতাকে
দরদী অনুচর্য্যায়
এমনতর বাস্তব সোহাগ-সিঞ্চিত
ক'রে তুলতে হবে,
যা'র ফলে, তা'রা তাঁদিগকে
পরম বান্ধব ব'লে গ্রহণ করতে
কোনপ্রকারেই কুণ্ঠিত না হয় ;
কোনপ্রকার ধাপ্‌পাবাজি,
ঠগ্‌বাজি
বা অলৌকিকতার অনুদীপনা দিয়ে
তা'দিগকে কিছুতেই
মুহ্যমান ক'রে তুলতে হবে না কিন্তু,
তা' কিন্তু তা'দের পক্ষে সর্ব্বনাশা ;
ছোট-বড় যে-কোন কর্ম্মই হো'ক না কেন,
সহজ-সুন্দর আগ্রহের সহিত
তা'দিগকে সব ব্যাপারেই
অচ্ছেদ্যভাবে নিষ্পাদন-প্রবণ
ক'রে তুলতে হবে ;
আজ যা' করণীয়,

তা' যেন তা'রা
কালকের জন্য রেখে না দেয়,
নিজেরাও তা'ই করা প্রয়োজন,
তবে তো ঐ প্রেরণা
তা'দের অন্তরে প্রবিষ্ট হ'য়ে
সক্রিয় হ'য়ে উঠবে ;
নিজেদের ভিতর কা'রও যদি
দোষণীয় কিছু থাকে,
তা' তা'কেই বলতে হবে—
নন্দিত অনুবেদনা নিয়ে,—
যা'তে সে দোষের নিরাকরণে
তৎপর হ'য়ে ওঠে,
অন্যের কাছে বলে
তা'কে যেন খাটো না করা হয়,—
যতক্ষণ পর্য্যন্ত
তা' অন্যের পক্ষে
সাংঘাতিক হ'য়ে না ওঠে ;
নিজেদের তপ-প্রবণতা,
কর্ম্মনিরতি
এমনতর সাধুছন্দে পরিচালিত
করতে হবে,
যা' তা'দের অন্তঃকরণকে
মুগ্ধ ক'রে তোলে,
এবং মুগ্ধ হ'য়ে ওঠে তা'রা
ঐ অনুচলনে চলতে ;
যা'ই করা যা'ক্,
ও যা'ই বলা যাক্ না কেন,
সেগুলি যেন সুযুক্ত সত্তাপোষণী হ'য়ে ওঠে—
শ্রেয়ার্থে উচ্ছল হ'য়ে ;
ঐ পরিচালনার এতটুকু খাঁকতি
ঐ শিষ্য বা সদস্যের বা নিজের

পারম্পর্য্যক্রমে
অনেক অনেক কিছুর
খাঁকতি এনে দিতে পারে—
যে খাঁকতি পূরণ করা
অনেকাংশেই কষ্টসাধ্য হ'য়ে উঠবে
ভবিষ্যতে ;
ঐ অমাত্যদের কর্ম্ম-তৎপরতা
যতই স্বতঃ-স্ফূর্ত্ত হ'য়ে উঠবে,
বাক্য, ব্যবহার যতই নন্দনাপ্রসূ
হ'য়ে উঠবে,
চলন-চরিত্র যতই জীবনীয় হ'য়ে উঠবে,
লোকহৃদয়ও তেমনতর তৎপরতায়
সাড়া দিতে থাকবে,
যে-সাড়া কর্ম্মনিরতিতে
আত্মাহুতি দিয়ে
তাদিগকে যোগ্যতার অধিকারী
ক'রে তুলবে ;
ঐ শ্রদ্ধানুরঞ্জিত
সুকেন্দ্রিক অনুচলনের ভিতর-দিয়ে
সুবিনায়িত পরিক্রমায়
অনুশীলনী সম্বেগ-সুদীপ্ত হ'য়ে
যতই তা'রা নিজের ব্যক্তিত্বকে
বিভোর ক'রে তুলতে পারবে,
যোগ্যতাও ততই স্মিত-নন্দনায়
বৈশিষ্ট্যানুগ অনুক্রিয়তায়
তা'দের ব্যক্তিত্বে
মূর্ত্তিলাভ করতে থাকবে ;
আর, এই যোগ্যতা আনবে তাদের
ব্যক্তিত্বের উন্নতি,
জীবনের উন্নতি,
স্বার্থের উন্নতি,

সৌহার্দ্দ্যের উন্নতি,
আর, সব যা'-কিছুর ক্রম-সঙ্গতির
ভিতর-দিয়ে আনবে
ঐশ্বর্য্যের অটুট প্রভাব
গুণরাজির মহান বিকীরণায় ;
আর, ঐ ঐশ্বর্য্য তখন
প্রতিটি জীবনের অর্থনীতিকেও
মিতি-চলনে সমৃদ্ধিশালী
ক'রে তুলতে থাকবে ;
আর, এই হ'চ্ছে প্রতিটি জীবনের
শ্রদ্ধোচ্ছল সুকেন্দ্রিক
সার্থক সঙ্গতিশীল
জীবনীয় অর্থ,
যা'র ক্রম-অনুচলন
সব দিক দিয়ে
সব রকমে
বর্দ্ধনার নন্দন-অভিসারণায়
তৃপ্তিকেই তর্পিত ক'রে তুলবে,
আর, এর ব্যতিক্রম আনবে
দুষ্ট অভিসারিণী নিকৃষ্ট পতন ;
তাই সাবধান !
এই অমাত্য বা গণ-নিয়ন্তাই
যদি হ'তে চাও,
নিজেকে সামাল-চলনে
পরিচালিত কর,
তা' যদি না পার,
বা না কর,
মানুষের ক্ষতি করতে যেও না ;
যত পার, মানুষের উন্নতির কারণ হও,
অবনতিকে কিছুতেই
আমন্ত্রণ করতে যেও না ;

তোমার এই শুভ-সন্দীপ্ত শ্রেয়-চলন
প্রত্যেকের অন্তরেই
পারিজাত-স্ফুরণাই এনে দেয়—
কর্ম্মতৎপর সোহাগ-পরিবেষণার ভিতর দিয়ে ;
শ্রেয়ের পথে
যে অবস্থায়
যেমন ক'রে যা' যা' করা সমীচীন,
সন্ধিৎসু গবেষণায়
সেগুলিকে নির্দ্ধারিত ক'রে
তখন তখনই তা'র সমাধান করতে
এতটুকুও বিলম্ব ক'রো না,
এই অভ্যস্ত ত্বারিত্য
প্রত্যেক অন্তরে
নিষ্পাদনী ত্বারিত্যে
ফুটন্ত হ'য়ে উঠবে ;
নইলে, তোমাদের খাঁক্‌তিও কিন্তু
তেমনি বিকৃতিরই সৃষ্টি করবে,
আর, এইগুলি যতই তোমাতে
মূর্ত্ত হ'য়ে উঠবে,
ধারণ-পালনী সম্বেগও
তোমার ব্যক্তিত্বে
মূর্ত্তিলাভ করবে তেমনি ;
সার্থক সর্ব্বসঙ্গতির
তৎপর অনুবেদনা
এমনি ক'রেই
ঈশিত্বের অধিকারী ক'রে তুলবে
তোমাদিগকে ;
ঈশ্বর তোমাদের অন্তরে আসীন হ'য়ে
অনুক্রিয় তৎপরতায়
ব্যক্ত হ'য়ে উঠুন ;
ঈশ্বর করুণা-নিধান,

তোমাদের প্রতিটি অন্তরও
তেমনতর ঐ অনুরঞ্জনায়
করুণোদীপ্ত হ'য়ে উঠুক,
শতায়ু-ফুল্ল হ'য়ে
অনন্ত আয়ুর অধিকারী হও তোমরা ;
ঐশী অনুচর্য্যার এই সার্থক প্রদীপনা
ঐশ্বর্য্য-বিভোর হ'য়ে
তোমাদের অন্তঃকরণকে
প্রাপ্তিতে প্রদীপ্ত ক'রে তুলুক। ৬৭০১।
১৩।৬।১৯৫৫, রাত ১০-১৫

কোন বিষয়ে কী করতে হবে—
তা' বুঝে নিতে
যা'র কাছেই যুক্তি নাও না কেন
বা যা'রই পরামর্শ নাও না কেন,
যদি দেখ—
সে যুক্তি বা পরামর্শ
তোমার জীবনকে
শ্রেয়চর্য্যী ক'রে তুলতে প্রেরণা যোগাচ্ছে
ও শ্রেয়কেই
তোমার জীবনে মুখ্য ক'রে তোলার জন্য
উদ্দীপনার সৃষ্টি করছে,
তোমার মান, মর্য্যাদা, অভিমান ইত্যাদিকে
নিরোধ ক'রে
তোমার জীবনে মুখ্য যিনি,
শ্রেয় যিনি,
তাঁ'র মান, মর্য্যাদা বা অভিমানকেই
প্রধান ক'রে তুলে
তদনুক্রিয়তায়
তোমাকে নিয়োজিত করছে—
পরিপালনী, পরিরক্ষণী

পরিপূরণী

তৎপর অনুচর্য্যা-উদ্দীপ্ত ক'রে,—

তুমি নিজেকে খাটো ক'রেও

তা'ই ক'রো,

আর, ওর ব্যত্যয়ী যা'

তা'র আনাচে-কানাচে যেও না,

তা'তে উচ্ছল হ'য়ে উঠতে পারবে না তো বটেই,

অবসাদ-দীর্ণ হ'তে থাকবে

ক্রমশঃই,

তোমার চারিত্রিক পূতিগন্ধে

তুমি অস্থির হ'য়ে উঠবে ;

সাবধান !

এতে যদি বেহায়া হ'তে হয়,

আত্মম্ভরিতার বিরুদ্ধ চলনেও চলতে হয়,

আত্মস্বার্থকে উপেক্ষাও করতে হয়,

তাও-ও করা চাইই। ৬৭০২।

১৩।৬।১৯৫৫, রাত ১০-৫৪

যদি শিক্ষিতই হ'তে চাও,

শিক্ষিত শিক্ষক যিনি—

বাস্তব করণ ও দর্শনের ভিতর-দিয়ে,

এক কথায়, আচার্য্য যিনি,

তাঁ'র কাছে সশ্রদ্ধ অনুধ্যায়ী অনুচর্য্যায়

অনুশীলন-তৎপরতায়

শিক্ষা লাভ কর ;

আচার্য্য-অনুবদ্ধ না থেকে

ভুঁইফোড় অনুচলনে

যে-বিষয়েই শিক্ষালাভ করতে

যাও না কেন,

তা' দীক্ষাহারা দক্ষতার মতনই হ'য়ে উঠবে,

সে-শিক্ষার ফলে

অঙ্গুষ্ঠ-হারা হ'তে হবে তোমাকে ;
দক্ষশিক্ষার মূলকেন্দ্র যিনি
শিক্ষাদেহের অঙ্গুষ্ঠও তিনি,
আর, তিনিই আচার্য্য ;
শিক্ষা সার্থক সুসঙ্গতি লাভ ক'রে
অর্থান্বিত হ'য়ে ওঠে
ঐ আচার্য্যে—
তাঁ'রই বিন্যস্ত অর্থনায়
অভিব্যক্তির স্ফূর্ত্ত বোধনায় ;
ভ্রান্তিলাভ করতে যেও না,
তোমার ক্লান্তি নিরুদ্ধ হবে
বা বিপথ চলনে চলতে থাকবে ;
আচার্য্য-অঙ্গুষ্ঠহারা যে-শিক্ষা
অর্থাৎ যে-শিক্ষা
শিক্ষাদেহের অঙ্গুষ্ঠ-স্বরূপ আচার্য্যে
সুসংস্থিত নয়,
তা' প্রত্যবায়ী দাম্ভিকতার
কৃতঘ্ন অভিশাপ ছাড়া
আর কিছুই নয়কো। ৬৭০৩।
১৩।৬।১৯৫৫, রাত ১১টা

তুমি যা' নও,
লোকের কাছে তা'ই ফলিয়ে বেড়ানই হ'চ্ছে
কপটতা—
প্রতারিত বা প্রবঞ্চিত করতে ;
তাই ব'লে, বিনীত চলনও
কপটতা নয়,
আর, যা' নও
তা' হবার জন্য যে-অনুশীলন
তা'ও কপটতা নয়কো। ৬৭০৪।
১৫।৬।১৯৫৫, বেলা ১১-১০

সূচীপত্র

ক্রঃ সংখ্যা	প্রথম প্রকাশ	বাণী-সংখ্যা	প্রথম পংক্তি	পৃষ্ঠা
৬৩১৯	আচার-চর্য্যা ১ম	৫৪২	হৃদ্য অনুবেদনাকে ভুলে অন্তঃকরণকে	৫৬
৬৩২০	চর্য্যা-সূক্ত	১১	যে কোন বিষয় বা ব্যাপারকে সুসংগত অন্বয়ী	৫৭
৬৩২১	”	১০	সুকেন্দ্রিক সক্রিয় তৎপরতায় নিজেকে আগে	৫৮
৬৩২২	আদর্শ-বিনায়ক	১৩৪	মহৎ বা শ্রেয়দের শুভ-সন্দীপী খোসখেয়ালী	৫৮
৬৩২৩	বিকৃতি-বিনায়না	৩১৮	তুমি যা'র কাছে যা' পেয়েছ	৫৯
৬৩২৪	সমাজ-সন্দীপনা	১৯১	পিতাই হউন, মাতাই হউন, গুরুজনবর্গ বা	৬০
৬৩২৫	প্রীতি-বিনায়ক ১ম	৩১৬	সুকেন্দ্রিক প্রীতি-উৎসারিণী অনুচর্য্যী	৬১
৬৩২৬	আচার-চর্য্যা ১ম	৫৪৩	ভাল মানুষ মানেই হ'চ্ছে	৬১
৬৩২৭	কৃতি-বিধায়না	৩০০	ধৃতি-অনুশাসনে সমীচীন সক্রিয় আত্মনিয়মনার সহিত	৬৩
৬৩২৮	নীতি-বিধায়না	১৫৫	যে দেয়, বা সাহায্য করে	৬৩
৬৩২৯	ধৃতি-বিধায়না ১ম	২০	স্বস্তিসন্দীপী ইষ্টার্থী চলন—বাস্তব ব্যাপৃতির	৬৩
৬৩৩০	(কোন বাণী নেই)			
৬৩৩১	আদর্শ-বিনায়ক	৬	বিগ্রহ-বিনায়িত যে গ্রহ-অভিভূতিও	৬৪
৬৩৩২	সমাজ-সন্দীপনা	৩৯৩	সুকেন্দ্রিক শুভ-সন্দীপী হৃদ্য	৬৪
৬৩৩৩	কৃতি-বিধায়না	৩২৩	বিরাম-বিলাসিতায় সুখ নেই	৬৪
৬৩৩৪	আর্য্যকৃষ্টি	১৩৩	যে-অনুশাসন তাপস অনুশীলনায়	৬৪
৬৩৩৫	ধৃতি-বিধায়না ১ম	১৭	তুমি সত্তায় সঞ্জীবিত থাক	৬৫
৬৩৩৬	”	১৮	তুমি লাখবার 'সত্যং, শিবং, সুন্দরং'	৬৫
৬৩৩৭	”	১৯	তোমার জপ অর্থভাবনায় উদ্ভিন্ন	৬৬
৬৩৩৮	তপোবিধায়না ১ম	৩২	সত্তায় সংগ্রথিত হ'য়ে চরিত্রে যা' বিকীর্ণ	৬৬
৬৩৩৯	বিধিবিন্যাস	৩	সুকেন্দ্রিক সক্রিয় তৎপরতায় সুবিধি-বিনায়িত হ'য়ে	৬৬
৬৩৪০	আচার-চর্য্যা ১ম	৫৪৪	ইষ্টার্থ-নিরতিহারা অলস প্রসাদভোজী	৬৭